সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস।

রজনীকান্ত গুপ্ত-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩১৭

সূচী।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি :—

(১) ৩০ বৎসর বয়স (২) ৩৫ বৎসর বয়স (৩) ৪০ বৎসর বয়স
(৪) ৪৫ বৎসর বয়স (৫) ৫০ বৎসর বয়স

জন্ম ১২৫৬ সাল (১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) ২৯শে ভাদ্র।
মৃত্যু ১৩০৭ সাল (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১২৫৬ সালে ভাদ্রমাসের ২৯শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত গুপ্ত তেওতা গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

তেওতা মাইনর স্কুলে ইঁহার বিদ্যা আরম্ভ হয়; বাল্যকালে তিনি দুষ্ট জ্বর-রোগে আক্রান্ত হয়েন; তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত জীবন-রক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রবণ-শক্তির দুর্ব্বলতা ঘটিয়াছিল। তাহার ফল তিনি চির-জীবন ভোগ করিয়াছিলেন। উচ্চে কথা না কহিলে শুনিতে পাইতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেওতা-স্কুলে শিক্ষক থাকায়, শিক্ষাবিষয়ে কিছু সুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে মাণিকগঞ্জ এণ্ট্রান্স স্কুলে যান, সেখানেও অপর এক সহোদর শিক্ষক ছিলেন। মাণিকগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া পুনরায় তেওতাস্কুলে আসিয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে তিনি কলিকাতায় আসেন। সংস্কৃত-কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে সংস্কৃত-কলেজের স্কুলে প্রবেশের সুবিধা ঘটে; এবং তাঁহার শ্রবণশক্তির খর্ব্বতা দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্ন লইবার জন্য শিক্ষকদিগকে বলিয়া দেন। তিনি শিক্ষকদিগের নিকটে বসিবার জন্য পৃথক্ আসন পাইতেন। সংস্কৃত-কলেজের স্কুলে থাকিয়া ইঁহার সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে; তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যে অনুরাগ ও বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের শক্তি এইরূপেই অর্জ্জিত হইয়াছিল। ইংরাজী-ভাষায় ও গণিতাদি বিষয়ে তিনি সেরূপ ব্যুৎপত্তিলাভে সমর্থ হন নাই; এবং এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়াও ঘটিয়া উঠে নাই। বাল্যকালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত-কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। কিছু সংস্কৃত শিক্ষার পর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায় চালাইবেন, এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত-কলেজে তিনি এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

বিদ্যালয়-ত্যাগের পরবর্ত্তী কালে তিনি কিছুদিন পরলোকগত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রনাথ কণ্ঠাভরণের নিকট আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার্থ যাতায়াত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের অধীন একটি সাব্‌ডেপুটীগিরি যোগাড় করিয়া দিয়া-

ছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় বা চাকরী কিছুই তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী না হওয়ায়, তিনি ঐ পথে যান নাই।

এই সময় হইতে তাঁহার বাঙ্গালা-রচনার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক ছিল ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যশোলাভের বাঞ্ছা ছিল। তাঁহার রচিত প্রথম পুস্তক জয়দেবচরিত বাঙ্গালা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ পুস্তক লিখিয়া তিনি রাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রদত্ত পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তৎপরে ১২৮২ সালে গোল্ড্ ষ্টুকারের পাণিনি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া পাণিনি পুস্তক প্রকাশ করেন।

সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিবেন, রজনীকান্তের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য-চর্চ্চায় জীবিকা চলিতে পারে কি না, তাহা তখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ ছিল। সে সময়ে রজনীকান্তের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না; কলিকাতার খরচ অতিকষ্টে চালাইতেন। তাঁহার সমকালে যাঁহারা তাঁহার সহিত হিন্দু-হোষ্টেলে বাস করিতেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাজে মান্য-গণ্য হইয়াছেন। রজনীকান্তের কোন উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। শ্রবণশক্তির দৌর্ব্বল্য তাঁহার জীবিকার্জ্জন বিষয়ে দারুণ অন্তরায় হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় ও এরূপ সময়ে সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা জীবন অতিবাহনের সঙ্কল্প অসাধারণ সাহসের বা দুঃসাহসের পরিচায়ক। রজনীকান্ত সেই সাহস বা দুঃসাহস লইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা জীবনের ব্রত-স্বরূপ অবলম্বন করিলেন। সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। মৌখিক অনুরাগ এরূপ দুঃসাহস জন্মাইতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর মধ্যে এইরূপ উদাহরণ বিরল। দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কি না, জানি না।

এই সময়ে তিনি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নিকট পরিচিত হন। ভূদেববাবুর অনুরোধে তিনি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন।

রজনীকান্তের এই সময়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থা। তথাপি তাঁহার প্রবল সাহিত্যানুরাগ দমিত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি পাঠের জন্য ঐতিহাসিক-গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেন। এই অবস্থাতেই সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস

লিখিবার সঙ্কল্প করেন। ১২৮৮ সালে বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে, ঐ সংবাদপত্রের নিয়মিত লেখক-শ্রেণীর মধ্যে রজনীকান্তের নাম বাহির হয়। ঐ বৎসর পরলোকগত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েন ও তৎপর তাঁহার সঙ্কলিত সংস্কৃতগ্রন্থ এণ্ট্রান্সে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই ঘটনার পর হইতে আর তাঁহাকে জীবিকার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি আর্য্যকীর্ত্তি নামে প্রকাশ করেন। উহাই তাঁহার বালকপাঠ্য প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য ও বালকগণের পাঠের জন্য অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গ্রন্থ টেক্‌ষ্টবুক্‌কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছিল। কোন কোন গ্রন্থ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে স্কুল-পাঠ্য পুস্তক প্রচারে তাঁহার যে আয় দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর সংসার চালাইবার জন্য চিন্তা করিতে হয় নাই।

গত ৩রা বৈশাখ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি চারিজন বন্ধুর সহিত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভূমি প্রার্থনা উদ্দেশ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহারি হাতে গোটা-দুই সামান্য ব্রণ হইয়াছিল। কাশীমবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আরও গোটা-দুই সামান্য ব্রণ হয়। পরে পিঠের উপর একটা ব্রণ হইয়া বৈশাখ মাসটা কিছু কষ্ট পান। পিঠের ব্রণকে কার্বঙ্কল স্থির করায় তাঁহার মনে কিছু আশঙ্কা হয়। সেই ব্রণ ভাল হইলে, সিপাহীযুদ্ধের শেষ ফর্ম্মা ছাপাখানায় দিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পীড়িত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বাড়ী যান। বাড়ীতে থাকিতে বাম হাতের তলে একটা ব্রণ হয়। সেই ব্রণ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ক্রমে প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ দারুণ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তখন বহুমূত্র রোগের পূর্ণাবস্থা। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টার সময় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া রজনীকান্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-রচনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঐ কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই যেন তিনি আর ইহলোকে অবস্থিতি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

রজনীকান্তের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার অমায়িক ভদ্রস্বভাবে ও উদার সরল ব্যবহারে তাঁহার বন্ধুগণ মুগ্ধ ছিলেন। এমন শান্ত স্বভাবের ও সরল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। যিনি একবার অল্প সময়ের জন্য, তাঁহার স্পর্শে আসিতেন, তিনি তাঁহার অকৃত্রিম সারল্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা পাইয়াছেন। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিত; যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন, সে স্থানকে আনন্দময় করিয়া তুলিতেন। সকল সময় সাহিত্যের আলোচনায় ও সদালাপে অতিবাহিত করিতেন। বঙ্গ-সাহিত্যে রজনীকান্তের অভাব, তদপেক্ষা ক্ষমতাশালী পণ্ডিত জনকর্ত্তৃক পূর্ণ হইবে; কিন্তু সেই অকপট, শ্রদ্ধাশীল, অমায়িক, অনুরক্ত, সদানন্দ বন্ধুর অকাল মরণে তাঁহার বন্ধুসমাজ যে অভাব বোধ করিলেন, তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্থাপিত হওয়া অবধি রজনীকান্ত গুপ্ত উহার অনুগত সেবক ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের আশ্রয়ে যখন Bengal Academy of Literature বিজাতীয় বেশ ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হয়, রজনীবাবু তদবধি উহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। প্রথম দুই বৎসর তিনি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা ও প্রবন্ধসংগ্রহ হইতে মুদ্রণ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান ও প্রুফ দেখা পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে একাকী সম্পন্ন করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত। পরিষদের প্রতিষ্ঠার ও উন্নতির জন্যও তিনি প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বোধ করি, আর কোন সদস্যের নিকট সাহিত্য-পরিষৎ এতটা ঋণী নহেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর ও তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় রজনীবাবুর পরামর্শ না লইয়া পরিষদের জন্য কোন কাজই করিতেন না। পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর আলোচনায় তিনি প্রচুর সময়ক্ষেপ করিতেন। পরিষদের উদ্দেশ্য কিরূপ হওয়া উচিত, পরিষৎ-পত্রিকার আলোচনার বিষয় কিরূপ হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ ছিল; যে কাজে তিনি হাত দিতেন, শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তাহা সম্পাদন করিতেন। মুখ্যতঃ

খ্যাতিলাভের প্ররোচনায় তিনি কোন কাজ করিতেন না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শ্রদ্ধার ও অনুরাগের আস্পদ হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ যে যে প্রধান কার্য্যে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, রজনীকান্ত সেই সকল কার্য্যেই প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে পরিষদের পরিভাষাসমিতি ও ব্যাকরণসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।• তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পরিষদে গ্রন্থরচনা-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে সাহিত্যপরিষৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষার ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা প্রবেশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। পরিষদের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে গৃহীত হয় নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্ষ্ট আর্টস্ ও বি. এ. পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা প্রচলিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা প্রণয়নের পর, হইতেই রজনীকান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা-রচনা বিষয়ে অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য পরিষৎ কর্ত্তৃক ও পরিষদের বাহিরে যে চেষ্টা হয়, রজনীবাবু তাহাতে আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এই চেষ্টার আংশিক সফলতা তাঁহার নিরতিশয় আনন্দের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী রবিবারে সাধারণ অধিবেশনে সাহিত্যপরিষৎ তাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ১৭ই আষাঢ় তারিখে এই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অধি-বেশন আহুত হয়। উহার কার্য্যবিবরণ যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে।

যে কোন সৎকার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইত। তিনি কোনরূপ সঙ্কীর্ণভাব বা গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না। ভিন্নমতাব-লম্বীকে তিনি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে রজনীকান্তের স্থান কোথায়, তাহার নির্ণয়ের এ সময় নহে। স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস আলোচনায় তিনিই পথপ্রদর্শক। তৎপূর্ব্বে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়, বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের স্বাধীন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ জয়দেবচরিত ও পাণিনি দেখিলে মনে হয়, তাঁহারও বোধ করি সেই পুরাতত্ত্ব আলোচনার দিকেই প্রথমতঃ প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে ভারতবর্ষের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক গ্রন্থমাত্রেরই বিষয়।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়;—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে। ঐতিহাসিকের হস্তে স্বজাতির চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপ দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেই কলঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার জন্য এই কারণে তাঁহার সঙ্কল্প হয়। আধুনিক ইতিহাসের সমগ্র ভাগ হইতে সিপাহীযুদ্ধের অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়ায় তাঁহার মনে আন্তরিকতার আবেগের কতক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বাঙ্গালীর পক্ষে স্বাধীনভাবে ইতিহাস আলোচনার পথ নিতান্ত সরল পথ নহে। প্রথমতঃ ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য বৈদেশিক লেখকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আপন দেশে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বা স্মরণে রাখা আমাদের স্বভাব নহে। সিপাহীযুদ্ধের মত নিতান্ত আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধেও এদেশের লোক কোন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য বোধ করে নাই। তৎকালবর্ত্তী প্রাচীন লোক যাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদেরও স্মৃতিশক্তির উপর কোন ঐতিহাসিক সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন না। ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়। রজনীকান্ত তাঁহার উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীতে বৈদেশিকের লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থই প্রায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বদেশীয়ের নিকট তিনি কোন সাহায্যই পান নাই। রজনীকান্ত যাঁহাদের রচিত ইতিহাসের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় হাত দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাহসের কাজ। ঝাঁসীর রাণী, কুমার সিংহ ও নানা সাহেবের সম্বন্ধে তিনি কথা কহিতে সাহস করিয়াছিলেন। তিনি কেমন নির্ভীকভাবে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পাঠকবর্গ অবগত আছেন।

তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। দরিদ্র বাঙ্গালা-গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্ত কথা নহে।

জাতীয়ভাবের রক্ষণ ও পরিপুষ্টি রজনীকান্তের মূলমন্ত্র ছিল। দুর্ব্বলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমাদের আত্মসম্মানরক্ষার অন্ত উপায় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের স্বজাতির মধ্যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, আমাদের পদস্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে—এই আত্মসম্মান-বুদ্ধির নিতান্ত অসদ্ভাব। রজনীকান্ত যেমন এক দিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে আমাদের প্রাচীন-কালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত করিয়া স্বজাতির গৌরবখ্যাপনের সহিত জাতীয়-ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন। তাঁহার আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, প্রবন্ধমঞ্জরী প্রভৃতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঐ উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়স্থিত বালকগণের মনে ও জনসাধারণের মনে এই স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ও অনুরাগ উদ্রেক করিবার চেষ্টা রজনীকান্তের পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। "আমাদের জাতীয়ভাব" "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়" "হিন্দুর আশ্রমচতুষ্টয়" "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর" প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া তিনি সাধারণসভায় যে সকল প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছিলেন, জাতীয়-ভাবের ও জাতীয়স্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপনাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এ স্থলে অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক।

রজনীকান্তের প্রদর্শিত পথে আজকাল অনেকেই চলিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। বৈদেশিকের বর্ণিত স্বদেশের কাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করা উচিত নহে, এইরূপ একটা ভাব আমাদের স্বদেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনে সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে। কতিপয় কৃতবিদ্য লোকে ইংরাজ-ইতিহাসলেখকগণের রচনার স্বাধীন সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। রজনীকান্তের পন্থানুবর্ত্তীর আজকাল অভাব নাই; কিন্তু একটা বিষয়ে এখনও রজনীকান্ত অদ্বিতীয় রহিয়া-ছেন। ইহা রজনীকান্তের ভাষা। তাঁহার ঐতিহাসিক-প্রবন্ধে তিনি যে ওজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে অপরে

সমর্থ হন নাই। তাঁহার ভাষা, তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি, সাধারণের নিকটে প্রতিপত্তির অন্যতম কারণ। উপরে যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্ম্মে গিয়া প্রতিহত হইত। ভাষার বিশুদ্ধির দিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম পালন করা উচিত কিনা, এ বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ উদার ও অসংকীর্ণ ছিল। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সর্ব্বতোভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, অথচ তিনি স্বয়ং যেরূপ মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষার ব্যবহার করিতেন, তাহা বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে দুই একজন ব্যতীত আর কেহ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য এই প্রয়াস তাঁহার রচনাকে কখনও কৃত্রিমতাদুষ্ট করে নাই। তাঁহার আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা তাঁহাকে এই দোষ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভাষাকে তিনি কেবলমাত্র ভাবপ্রকাশের উপায়স্বরূপ মনে করিতেন না। এই কারণে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি সাহিত্যের শরীর পোষণ করিবে; সাহিত্যমধ্যে উহারা আসন লাভ করিবে। সে স্থান কত উচ্চ, তাহার নির্ণয়ের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান দরিদ্র অবস্থায় বাঙ্গালায় লিখিত অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সম্বন্ধে একটুকু বলা যাইতে পারে কি না, সন্দেহস্থল।

বঙ্গসাহিত্যের সেবা রজনীকান্তের জীবনের মুখ্যতম ব্রত ছিল; তিনি আপন ক্ষমতানুসারে সেই ব্রত যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন; এবং সেই ব্রতের পালনেই আপনার সমগ্র শক্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি আর কোন কাজই করেন নাই। তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী লেখক বঙ্গদেশে অনেক জন্মিয়াছেন; বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অনেক উচ্চে অবস্থিত, তাঁহাদের কার্য্যের সহিত তৎকৃত কার্য্যের তুলনায় কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একমাত্র বঙ্গসাহিত্যের, সুতরাং বঙ্গমাতার সেবাব্রতে সমগ্র জীবন উদ্‌যাপনের উদাহরণ অধিক আছে কি না, জানি না। এই অনুরক্ত সন্তানের অকাল-মরণে দরিদ্রা বঙ্গমাতা সন্তাপিত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩০৭।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

লর্ডকানিঙ্গের উদ্যোগ—কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে আশঙ্কাবৃদ্ধি—প্রধান সেনাপতির সহিত গবর্ণরজেনেরলের পত্র লেখালেখি—সখের সৈনিকদলসংঘটনের প্রস্তাব—সাহায্যকারী সৈন্যদলের আগমন—প্রধান সেনাপতির মৃত্যু—কর্ণেল নীল—গুরুতর অপরাধেঅভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের শাস্তিবিধান জন্য অভিনব ব্যবস্থার প্রণয়ন।

দিল্লীর দুর্গতির সংবাদ যখন লর্ড কানিঙ্গের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি ঐ আকস্মিক বিপদের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে সকল জনপদ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, সে সকল জনপদ ক্রোধোন্মত্ত সিপাহিগণের আবাসস্থল হইতেছিল, গবর্ণর জেনেরল প্রথমে সেই সকল স্থান সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতিকে লিখিলেন:—"বঙ্গদেশের অন্তর্গত বারাকপুর হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রা পর্য্যন্ত ভূখণ্ডই, অধিকতর আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সাড়ে সাত শত মাইলের মধ্যে কেবল দানাপুরে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আছে, বারাণসীতে একদল শিখসৈন্য আছে বটে, কিন্তু কোন ইউরোপীয় সৈন্য নাই; এলাহাবাদেও তাই। এই সকল স্থানে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলের প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে। যদি ইহারা শুনিতে পায়, যে, দিল্লী এখন পর্য্যন্ত উন্মত্ত সিপাহিদিগের হস্তগত রহিয়াছে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত দুর্গ বা ধনাগার আক্রমণ করিতে

ইহাদের আগ্রহ বাড়িয়া উঠিবে। এই জন্য, আমি দিল্লী হইতে বিদ্রোহীদিগের নিষ্কাশন ও ইউরোপীয় সৈন্যের একত্রীকরণ, এই দুই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছি।" লর্ড কানিঙ্গ নানাস্থান হইতে ইউরোপীয় সৈন্যের সংগ্রহ জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। তিনি এখন অন্য বিষয়ে কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন। সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে, মিরাটে ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সিপাহিদিগের আক্রমণে ইউরোপীয়গণ দিল্লী হইতে পলাইয়া অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে যাতনার একশেষ ভুগিতেছিল। দিল্লীতে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য ও ইঙ্গরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সিপাহিরা বৃদ্ধ মোগলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের কৃতকার্য্যতায় আপনারাই পরিতৃপ্ত হইতেছিল। লর্ড কানিঙ্গ এই সঙ্কটকালে আপনাদের বিলুপ্ত প্রাধান্যের পুনরুদ্ধারে উদ্যত হইলেন।

এ সময়ে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী বহুসংখ্যক নর ও নারী, বালক ও বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে বাস করিয়া আসিতেছিল। এজন্য ইহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কোন চেষ্টা ছিল না। দীর্ঘকাল সুখশান্তিতে অতিবাহিত করাতে ও দীর্ঘকাল আপনাদের নিরাতঙ্কভাবের পরিচয় দেওয়াতে, ইহাদের চিত্তবৃত্তিও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার অপরাপর অধিবাসিগণও সবল ও সাহসসম্পন্ন ছিল না। ইহারা নিশ্চিন্ত মনে উদরান্নের সংগ্রহে তৎপর থাকিত, নিরুদ্বেগে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং নিরাপদে আপনাদের অবলম্বিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিত। ইহাদের আত্মরক্ষার কোন অবলম্বন ছিল না। উদ্ধত ইঙ্গরেজেরা ইহাদের উপর অনেক সময়ে অত্যাচার করিত। যৌবনসুলভ তেজস্বিতায়, অদূরদর্শিতামূলক আত্মম্ভরিতায় ও অমানুষোচিত আত্মপ্রাধান্যমত্ততায়, ইহারা কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীদিগকে নিপীড়িত করিয়া, আপনাদের নিরন্তর সুখে আপনারাই পরিতৃপ্ত থাকিত। বেসরকারী ইঙ্গরেজসম্প্রদায় ক্রয়বিক্রয়ে আপনাদের ক্ষতিলাভগণনাতে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কার্য্যপ্রসঙ্গে

স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের যতটুকু মিশিবার প্রয়োজন হইত, তাঁহারা কেবল ততটুকু মিশিতেন। সুতরাং সাধারণ অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। এই সকল অধিবাসীর রীতিনীতি, আচার, ব্যবহার ও মানসিক ভাব প্রভৃতিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা রাজধানীর সুরম্য প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিতেন না, জনসাধারণের মনোগত ভাব বুঝিয়া মানব-প্রকৃতির পরিজ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি করিতেও চেষ্টা করিতেন না, এবং আপনাদের অবলম্বিত বাণিজ্যব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া দূরতর প্রদেশের কোন বৃহৎ ব্যাপারের পর্য্যালোচনাতেও ব্যাপৃত হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা মহারাষ্ট্রখাতের সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনেই তৎপর থাকিতেন। ইঁহারা এই সময়ে মহারাষ্ট্র-খাতবাসী বলিয়া অভিহিত হইতেন। রেলওয়ে হওয়াতে ইঙ্গরেজেরা সময়ে সময়ে কলিকাতার বাহিরে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বহুদর্শিতা অধিকতর প্রসারিত হইত না। তাঁহারা অধিকাংশ সময়ই বাণিজ্য-প্রধান মহানগরে বাস করিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেন। সমগ্র পৃথিবীর সম্বন্ধে চীনদেশে মানচিত্রকারক-দিগের যেরূপ ধারণা ছিল, সমগ্র ভারতের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ধারণা উহা অপেক্ষা বড় বেশী ছিল না। চীনের মানচিত্রকারক যেমন চীন সাম্রাজ্যকে সমগ্র পৃথিবী বলিয়া মনে করিতেন, উল্লিখিত ইঙ্গরেজ সম্প্রদায়ও তেমনই ভারতের সুদৃশ্য প্রাসাদময়ী রাজধানীকে সমগ্র ভারতের প্রতিরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সিপাহিদিগের অভ্যুত্থানের ভয়ঙ্কর সংবাদে এই শ্রেণীর লোক যে, সন্ত্রস্ত হইবে, তাহা কিছু বিচিত্র নয়। যাহা মিরাটে ঘটিয়াছে, দিল্লীতে যাহার বিকাশ দেখা গিয়াছে, বাঙ্গলাতেও যে তাহাই ঘটিবে, এই শ্রেণীর লোকে কেবল ইহা ভাবিয়াই সর্ব্বদা শঙ্কিত হইত। এইরূপ শঙ্কিতহৃদয়ে ইহারা আপনাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রাণের দায়ে ইহাদের এরূপ উদ্ভ্রান্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ইহারা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে বাস করিয়া আসিতে

ছিল, নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে আপনাদের বৈষয়িক কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিত; সুতরাং আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াই পরাজিত, পরাধীন জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিত। এই দীর্ঘকালে ইহারা কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায় নাই। যে জাতির প্রতি ইহারা এই দীর্ঘকাল অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া আসিতেছিল, সেই জাতি হইতে যে, ইহাদের সমস্ত বিপদ ঘটিবে তাহা ইহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু এখন ঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া, ভয়ঙ্করভাবে ইহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহারা এই সংবাদে ভীত হইয়া চারি দিকে আপনাদিগকে বিপদে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মহানগরীর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গী ও পর্ত্তুগীজেরা ইহাতে অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল, ইঙ্গরেজরাও ভয়ের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইলেন না। অনেকে আপনাদের নিরাপদ করিবার জন্য জাহাজে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা অন্ধকারময় গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনাদিগকে সমস্তপ্রকার বিপত্তি হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকট-বর্ত্তী পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ইঙ্গলণ্ডে যাইবার জন্য জাহাজ ভাড়া করিলেন, কেহ কেহ বা বন্দুক ও পিস্তল কিনিয়া সর্ব্বদা সশঙ্ক ও সশস্ত্র হইয়া রহিলেন *। এই সময়ে মহামতি লর্ড কানিঙ্গের

* ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের এইরূপ অবস্থা মে মাসে ঘটিয়াছিল। জুন মাসে ইহারা অধিকতর ভীত হয়। যাহা হউক, মে মাসে ইহাদের যেরূপ আশঙ্কা হয়, তৎসম্বন্ধে একখানি সংবাদপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল :—"অনেকে আপনাদের গাড়ীতে পিস্তল লইয়া যাইতেন এবং আপনাদের বেহারাদিগকে ঐ পিস্তল শীঘ্র শীঘ্র ভরিতে ও ছুড়িতে শিখাইতেন। ভাগীরথীতে যে সকল জাহাজ ছিল, তৎসমুদয় রাত্রিকালে ইউরোপীয়গণে পরিপূরিত হইয়া উঠিত। শত্রুপক্ষ রাত্রিতে আক্রমণ করিবে ভাবিয়া ইউরোপীয়গণ ঐ সকল জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাহারা সকল স্থানে ও সকল সময়েই আপনাদিগকে বিপদাপন্ন মনে করিতেন। যখন সহসা কোন বিপদ ঘটে, তখন মনের এরূপ ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।"—*Friend of India May 28, 1857.*

স্বাভাবিক ধীরতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোনরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনরূপ গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে পবিত্র কর্ত্তব্যপথ হইতে অংমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার পশান্ত ... স্নেহ পশান্তভাব বিরাজ করিতেছিল। পশস্ত ললাটফলক সময়েও উদ্বেগের আবিলতা হইতে বিমুক্ত ছিল। কলিকাতার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ এ সঙ্কট-কালেও ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের ধীর ও প্রশান্তভাব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অসন্তোষের সহিত তাঁহাকে স্বশ্রেণীর ও স্বধর্ম্মের লোকের রক্ষায় উদাসীন ও উপস্থিত সময়ে গুরুতর রাজকীয় কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কলিকাতাপ্রবাসী ও ইউরোপীয় ফিরিঙ্গিগণ যে, অকারণে ভীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের ভয়ের অনেকগুলি কারণ ছিল। যে সকল সিপাহি পূর্ব্বে কোম্পানির প্রধান সহায় হইয়া অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে এই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেছিল, তাহারাই এখন সহসা কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ইঙ্গরেজের শোণিতে আপনাদের প্রতিহিংসার পরিতর্পণে অগ্রসর হইয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাকপুরে বহুসংখ্য সিপাহি অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা এক রাত্রিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ইউরোপীয়দিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে পারিত। কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ, কারালয়ের অপরাধীদিগের বিমুক্তীকরণ, ইহাদের অসাধ্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল না। মিরাটে ও দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল, কলি-কাতাতেও তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কলিকাতার ইউরোপীয়গণ ভীত হইয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে মহাবিপ্লবের পূর্ণ মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিল, এবং আপনারা প্রণষ্টসর্ব্বস্ব হইবে মনে করিয়া ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য কাতরভাবে গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া রহিল।

লর্ড কানিঙ্গ বিশেষ না ভাবিয়া সহসা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে থাকিয়া ও ধীরতার সহিত সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়া গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আশঙ্কার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, আতঙ্ক ও উদ্বেগের তরঙ্গে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ যখন

সমভাবে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও লর্ড কানিঙ্গের ধীরতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, লর্ড কানিঙ্গ প্রতিদিন ধীরভাবে বিপদাপন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ধীরতার সহিত উপস্থিত বিপদ নিরাকৃত করিতে যত্ন, উদ্যম ও চেষ্টার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজসম্প্রদায় এই সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে গবর্ণরজেনেরল বিপদের পূর্ণমূর্ত্তির ধারণা করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর অদৃষ্টে কি ঘটিবে, ভাবিয়া এখনও বিচলিত হন নাই। কলিকাতা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইলে ইউরোপীয়দিগের দশা কি ঘটিবে, তাহা তিনি ভাবিতেছেন না; ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা যে, কিরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় যে, কতদূর অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্ববিধ্বংসভাবনার করাল ছায়া যে, তাহাদিগকে কিরূপ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এ সময়ে গবর্ণরজেনেরলের মুখমণ্ডল যদিও প্রশান্তভাবে শোভিত ছিল, তথাপি উপস্থিত বিপদের পূর্ণভাব বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র ঔদাসীন্য হয় নাই *।

দূরতর প্রদেশে যাঁহারা বিপদাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদের জীবন ও সম্পত্তি ভয়াবহ বিপ্লবের সংঘাতে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, লর্ড কানিঙ্গ তাঁহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা দেখাইতে কিছুতেই বিমুখ হন নাই। এই সকল বিপদাক্রান্ত জনপদ রক্ষা করিতে, তিনি হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া বিপ্লবের সংবাদ অতিরঞ্জিত করিয়া, আপনাদিগকে আপনারাই বিনষ্টপ্রায় মনে করিতেছিল, গবর্ণর জেনেরল তাহাদিগের প্রতিও সমবেদনা দেখাইতে কাতর হন নাই। তিনি

* লর্ড কানিঙ্গ এই সময় যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিলাতে উচ্চ কর্মচারীকে এ সময়ে যে পত্র লিখেন তাহার ভাব এই:— "আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি উহা পরিষ্কৃত হইবার চিহ্ন অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ধীরতা ও ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যথোচিত প্রসাধানতা ও শক্তির সহিত কার্য্য করিতে কখনও ঔদাসীন্য দেখান হইবে না। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতেই বিপদ অধিকতর প্রবল হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। আমার বিলক্ষণ আশা আছে যে, আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইব।"—*Kaye, Sepoy War. Vol II. p. 116, note.*

কাতরতার সহিত তাহাদের গভীর আশঙ্কার কারণ বুঝিয়াছিলেন বটে কিন্তু কর্ত্তব্যসম্পাদনবিষয়ে তাহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বিপদাক্রান্ত জনপদ রক্ষা করাই অগ্রে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই কর্ত্তব্যসম্পাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। অগ্রে কলিকাতা রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত না করাতে, যাহারা তাহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা তদীয় হৃদয়গত মহান্ ভাব বুঝিতে পারে নাই। গবর্ণর-জেনেরল যে স্থানে অবস্থিত করিতেছিলেন, সেস্থান অপেক্ষা অন্যান্য স্থানে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের করাল ছায়া সমধিক বিস্তৃত হইয়াছিল। গবর্ণরজেনেরল ঐ সকল স্থানের রক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন। কলিকাতার ইঙ্গরেজ সম্প্রদায় ইহা না বুঝিয়া গবর্ণরজেনেরলের নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রতি ঘৃণার ভাব দেখাইয়া আপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিতে লাগিলেন। যেহেতু গবর্ণরজেনেরল তাঁহাদের ন্যায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য [illegible] করেন নাই।

[illegible] অবধারিত হইতে না হইতে কলিকাতায় ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ সখের সৈনিকদল-ভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কলিকাতার বণিক্‌সমিতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভা হইতে এ সম্বন্ধে লর্ড কানিঙ্গের নিকট আবেদন হইতে লাগিল। ফরাসী, আমেরিকাবাসী প্রভৃতি অন্যান্য বৈদেশিক জাতিও এ বিষয়ে ইঙ্গরেজদিগের সহিত সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। আবেদন-কারীরা সকলেই সৈনিকদিগের ন্যায় যথানিয়মে সজ্জিত ও শিক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু লর্ড কানিঙ্গ এ সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীরক্ষার জন্য সখের সৈনিকদল সংগঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলেন না। তিনি আবেদনকারীদিগকে এই উত্তর দিলেন যে, তাঁহারা বিশেষ কনষ্টেবলরূপে নিযুক্ত হইতে পারেন। গবর্ণরজেনেরলের এই উত্তরে ইঙ্গরেজসম্প্রদায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অপরিসীম বিরাগ ও ক্ষোভের সহিত মনে করিতে লাগিলেন যে, গবর্ণরজেনেরল তাঁহা-দিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই, তাঁহাদের কাতরপ্রার্থনায় উপেক্ষা দেখাইয়াছেন।

গবর্ণরজেনেরল যে, আবেদনকারীদিগের প্রতি তাচ্ছল্য দেখাইয়া তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। এ সময়ে বাহিরে সাধারণের সমক্ষে আপনাদের গভীর আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এরূপ করিলে হয় ত, সাধারণের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিত, ইঙ্গরেজদিগকে সকল বিষয়ে আটঘাট বাধিতে দেখিয়া, সাধারণে, হয় ত আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিত। লর্ড কানিঙ্গ সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল জাতিরই শাসন, পালন ও রক্ষণকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, নিজ কলিকাতা ও সহরতলীতে সকলেই যার পর নাই ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মের, বিভিন্ন বংশের ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকে ইহাদের এক শ্রেণীকে শান্ত ও নিরুদ্বেগ করিবার জন্য যাহা করা যাইবে, হয় ত, তাহাতে অন্য শ্রেণীর লোক অধিকতর ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিবে। যাহাতে সকলেই শান্ত হয়, সকলেই সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, উপস্থিত সময়ে তাহাই করা উচিত। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়গণও ভয়ের প্রবল আক্রমণে যার পর নাই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা আপনাদের জাতি নাশ হইবে বলিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্করী বিভীষিকায় বিচলিত হইতেছিল, আপনাদের জীবন বিনষ্ট হইবে ভাবিয়াও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। নানাবিধ বিস্ময়কর বাজারগুজব সকল বিদ্যুদ্বেগে চারি দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল। যাহাতে লর্ড কানিঙ্গ প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা ঐ সকল কাহিনীর অমূলকত্ব সপ্রমাণ করেন, তজ্জন্য ইঙ্গরেজসম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। লর্ড কানিঙ্গ ২০এ মে লিখেন—"বাজারে গুজব উঠিয়াছে যে, আমি হিন্দুদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য, যে সকল পুষ্করিণীতে হিন্দুগণ স্নান করেন, তৎসমুদয়ে গোমাংস ফেলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছি, জনসাধারণকে অপবিত্র খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য, মহারাণীর জন্মদিনে সমস্ত মুদী দোকান বন্ধ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। যে সকল লোকের এ সময়ে ধীরভাবে [illegible] চলা উচিত, তাঁহারাও আগ্রহের সহিত বলিতেছেন যে, এই

সকল গুজব যেমন বাজারে প্রচারিত হইবে, অমনি প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা তৎসমুদয় অলীক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা উচিত। এইরূপ করা হইতেছে না বলিয়া, ঐ সকল লোক পিস্তল লইয়া সজ্জিত হইতেছে। এইরূপ জনরবের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য, আমার বিবেচনায়, যাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। আমার আশা আছে ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত চলিলে, সাধারণের হৃদয় শান্ত হইবে।" মহামতি লর্ড কানিঙ্গ এইরূপে ধীরভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং সম্প্রদায়বিশেষের কটূক্তি ও উত্তেজনার মধ্যে, দৃঢ়তা হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, শান্তভাবে শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন।

২৫এ মে, মহারাণীর জন্মদিনের উৎসব পূর্ব্ববৎ আড়ম্বরের সহিত যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। লর্ড কানিঙ্গ এ সময়ে, জনসাধারণের রাজভক্তির উপর, যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার শরীররক্ষক এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের স্থলে, ইউরোপীয় সৈনিক রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু লর্ড কানিঙ্গ সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। মহারাণীর সম্মানার্থ তোপধ্বনি রহিত করিবারও কেহ কেহ প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয়। এই উৎসবে অভিনব টোটা ব্যবহার করিতে, পাছে সিপাহিদিগের কোনরূপ অসম্মতি হয়, এজন্য একদল সিপাহি পুরাতন টোটা আনিতে ব্যারাকপুরে গমন করে। রাত্রিকালে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে যে 'বল' (নৃত্য) হয়, তাহাতে অনেকে গমন করেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ তথায় উপস্থিত হইতে সাহসী হন নাই। যেহেতু তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে, ঐ 'বল' উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে অনেক ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষ সমবেত হইলে, বিপক্ষগণ, একস্থানে ইউরোপীয় স্ত্রীপুরুষগণকে একীভূত দেখিয়া, উক্ত প্রাসাদ আক্রমণ করিতে পারে*। এই সময়ে মুসলমানদিগের ইদ্‌নামক একটি প্রধান উৎসব সম্পন্ন

* একটি ইঙ্গরেজ রমণী এই সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, দুইটি যুবতী "বলে" যাইতে অসম্মত হন। তাঁহারা এতদূর ভীত হইয়াছিলেন যে, এক একটি ব্যাগ হাতে করিয়া পলায়ন জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহাদের পিতা 'বল' হইতে প্রত্যাগত না হইয়াছিলেন

হইয়াছিল। এজন্য ইঙ্গরেজদিগের আশঙ্কা ছিল যে, কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও মুসলমানেরা গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু কলিকাতায় কোনরূপ গোলযোগ দেখা গেল না। ইঙ্গরেজসম্প্রদায় গভীর আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে জনসাধারণের আক্রমণের বিভীষিকায় বিচলিত হইলেও* কলিকাতায় শান্তির কোন ব্যাঘাত দেখা গেল না। লর্ড কানিঙ্গ দিল্লীর উদ্ধারসাধন ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রক্ষার জন্য, আপনার মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। উপস্থিত সময়ে এই উভয় কার্য্য একসঙ্গে সম্পন্ন করা সহজ ছিল না। ইউরোপীয় সৈনিক অতি অল্প ছিল; এজন্য এই সঙ্কটকালে কৌন্সিলের সদস্যেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সকল সিবিল কর্ম্মচারী কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন, তাঁহারা বোধ হয়, ইউরোপীয় সৈনিকবলের অল্পতা দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ দিল্লীর পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত হইলে অপরাপর প্রদেশ রক্ষকশূন্য হইয়া পড়িবে, বিপক্ষগণ সমগ্র জনপদ আক্রমণ করিয়া ভয়াবহ কাণ্ডের উৎপত্তি করিবে। ইহা ভাবিয়া, উক্ত সদস্যেরা দিল্লীর পুনরুদ্ধার করিতে কিছুদিন বিলম্ব করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু অন্যতম সদস্য দূরদর্শী স্যার জন্ লো, এবিষয়ে সম্মতি না দিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, প্রনষ্ট নগর উদ্ধার করিবার পরামর্শ দিলেন। গবর্ণর্‌জেনেরলও ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, বিপক্ষদিগের হস্ত হইতে দিল্লী উদ্ধার করাই অগ্রে কর্ত্তব্য। দিল্লী উদ্ধার না করিলে রাজনৈতিক অংশে গুরুতর ভ্রম হইবে। সাধারণে

সে পর্য্যন্ত তাঁহারা এইভাবে থাকেন। আর একটি কুলকন্যা দুইটি ইউরোপীয় নাবিক আনিয়া আপনার বাটীতে রাখাইয়া রাখিয়াছিলেন। উক্ত কুলকন্যা কাল্পনিক শত্রুর ভয়ে ইহাদিগকে বাটীতে রাখেন বটে, কিন্তু ইহারা তাঁহাকে ভয় দেখাইতে ত্রুটি করে নাই।

* কলিকাতাপ্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের সন্ত্রাসসম্বন্ধে উক্ত রমণী উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি একদা রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তোপধ্বনির ন্যায় কোন শব্দে জাগরিত হই। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, আলিপুরের জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীরা বাহির হইয়াছে। অনেকে পিস্তলাদি লইয়া সজ্জিত হন; এবং গাড়ী প্রস্তুত করিয়া মহিলাদিগকে দুর্গে পাঠাইতে উদ্যত হইয়া উঠেন। আমি বারান্দায় যাইয়া দেখি যে, অদূরে বাজী পোড়ান হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এই বাজীর শব্দে মহা গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মহীশূরের রাজবংশীয় এক ব্যক্তির বিবাহ উপলক্ষে ঐ বাজী হইয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol II, p. 119, note*

যখন দেখিবে যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, মোগল সম্রাটের রাজধানী হস্তগত করিতে উদাসীন রহিয়াছেন, এদিকে সিপাহিরা দিল্লীতে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতি সমগ্র ভারতের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আবার প্রভুত্ব বিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট সিপাহিদিগের এই ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে পারিতেছেন না, তখন হয় ত তাহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা করিবে। ইহাতে হয় ত সমগ্র ভূখণ্ডে সার্ব্বজনীন বিপ্লব ঘটিয়া ইঙ্গরেজের শাসনভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিবে। সুতরাং যত শীঘ্র দিল্লী উদ্ধার করিতে পারা যায়, ততই ভাল। দিল্লীর উদ্ধার হইলে যাহারা গবর্ণমেণ্টের বশ্যতাচরণ করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে আশঙ্কা জন্মিবে; গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-তৎপরতা ও ক্ষমতা দেখিয়া তাহারা হয় ত ক্রমে সাহসশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহাতে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের প্রবলতা শিথিল হইলেও হইতে পারে।

লর্ড ক্যানিং এইরূপ বিবেচনা করিয়া দিল্লীর উদ্ধারসাধনে উদ্যত হইলেন। এবিষয়ে তিনি আর কোনরূপ কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রতিদিন, টেলিগ্রাফে প্রধান সেনাপতির নিকট দিল্লীর উদ্ধারের সম্বন্ধে আদেশ প্রেরিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কিন্তু ঐ প্রদেশের উত্তরে কয়েকদল ইউরোপীয় সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। লর্ড ক্যানিঙ্গ এক্ষণে ঐ সকল সৈনিকদল একত্র করিয়া দিল্লীর উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই সময়ে মোগলের রাজধানী হইতে প্রায় হাজার মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া, কার্য্যপ্রণালী সুব্যবস্থিত করিবার পক্ষে, তাঁহার সুযোগ ছিল না। কিন্তু প্রধান সেনাপতির উপর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের উপর এবং পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরের উপর, তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি এই সকল সুদক্ষ কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিয়া সঙ্কল্পসাধনে উদ্যত হইলেন। মিরাটের ঘটনার পরে তিনি বিলাতে এই ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন:—'আমি ঘটনাস্থল হইতে নয় শত মাইল দূরে রহিয়াছি, এজন্য, দিল্লীর বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিবার জন্য, যাহা করা উচিত, তৎসম্পাদনে আমার কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছে।

এই সময়ে যতদূর করিতে পারা যায়, সৈনদল একত্র করা হইতেছে। লেঃ গবর্ণর কলবিনের কার্য্যের উপর আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। সকলেই যতদূর সাধ্য, আপনাদের কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইবেন। আমি প্রধান সেনাপতিকে বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিষয়, এবং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করা যে উচিত, তাহা জানাইয়াছি। সকল বিষয়ই সময়সাপেক্ষ, দিল্লী একবার অধিকৃত হইলে এবং বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া কঠোর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিলে, আমাদিগকে আর অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।” লর্ড ক্যানিঙ্গ যে আশায় এই পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল পরে জানা যাইবে।

গবর্ণরজেনরল এখন ইউরোপীয় সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল স্থান বিপক্ষগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, সংগৃহীত সৈন্যদ্বারা সেই সকল স্থান রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল উপস্থিত সময়ে, এই উদ্দেশ্যসাধনে তাঁহাকে অনেক বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। রাজধানীতে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে এই সময়ে দুই দল মাত্র ইউরোপীয় সেনা ছিল। ইহাদের এক দল—৫৩ গণিত পদাতিক কলিকাতার দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল আর একদল (৮৪ গণিত) চুঁচুড়ায় ছিল। এই দুই দল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্যের উপর সমগ্র বাঙ্গালার অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছিল। কলিকাতা হইতে ৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী দানাপুর ব্যতীত বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী আর কোন স্থানে অন্য কোন ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না। লর্ড ক্যানিঙ্গ উক্ত দুই দল ইউরোপীয় সৈনিকের উপর নির্ভর করিয়াই প্রথমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলেন। নানা কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে ইউরোপীয় সৈনিক দল রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার দুর্গে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ একটি প্রধান অস্ত্রাগার ছিল। উহার কিয়দ্দূর উত্তরে কাশীপুরে বন্দুক ও কামানের কারখানা ছিল। ইছাপুরে বারুদাগারে বারুদ প্রস্তুত হইত, দমদমায় বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রপূর্ণ একটি অস্ত্র শিক্ষালয় ছিল। চৌরঙ্গির নিকট আলিপুরের কারাগার, বহুসংখ্যক দুশ্চরিত্র কয়েদীগণে পরিপূর্ণ ছিল। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের কাপড়ের গুদামে সৈনিকদিগের

নানাবিধ পরিচ্ছদ রক্ষিত হইতেছিল। টাকশালা, ধনাগার, ব্যাঙ্ক সমস্তই বহু অর্থে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিপক্ষদিগের করণীয় অনেক বিষয় ছিল। বিপক্ষেরা সহসা উত্তেজিত হইয়া, আলিপুরের কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিয়া আপনাদের দল পরিপুষ্ট করিতে পারিত, অস্ত্রাগার বারুদাগার প্রভৃতি হস্তগত করিয়া গবর্ণমেণ্টের সমহ অনিষ্টসাধনে সমর্থ হইত, এবং টাকশালা ব্যাঙ্ক প্রভৃতির টাকা লুঠিয়া আপনাদের দলবান্ধব সহিত বলবৃদ্ধির উপায় করিতে পারিত। এই সকল কারণে কলিকাতায় ইউরোপীয় সৈন্য রাখা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

কেহ কেহ * লর্ড কানিঙ্গের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিলেন যে, কানিঙ্গ সময়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। যদি তিনি পূর্ব্বেই কলিকাতা প্রবাসী ইউরোপীয়দিগকে সখের সৈনিকদলভুক্ত করিতেন, বারাকপুরে সিপাহিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত ও সৈনিকদল হইতে নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতেন, দানাপুরের সিপাহিদিগের প্রতিও ঐরূপ দণ্ড বিহিত করিতে আদেশ দিতেন, বাঙ্গালার ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিপত্তিপূর্ণ স্থানে পাঠাইতেন, তাহা হইলে ঘোরতর দুর্ঘটনা ও বিপদের অনেক শান্তি হইত। অবশ্য এরূপ অনেক বিষয় ছিল যে তৎসমুদয় যে

* রেড পাম্ফলেট নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের লেখক এবং সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-প্রণেতা মীড্ সাহেব এই অংশে লর্ড কানিঙ্গের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত লেখক কহিয়াছেন, বণিকসমিতি প্রভৃতির আবেদন গ্রাহ্য করিলে গবর্ণর জেনেরল অন্ততঃ একদল সহস্রাধিক সখের সৈনিকের সাহায্য পাইতেন। শেষোক্ত লেখক এই ভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যশৈথিল্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—"বিদ্রোহের সংবাদ প্রচারিত হইবার এক সপ্তাহ পরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে এক হাজার সখের ইঙ্গরেজ পদাতিক সৈন্য, চারি শত অশ্বারোহী ও দশ হাজার জাহাজী নাবিক ছিল। * * সৈন্য, কামান প্রভৃতি পাঠাইবার জন্য রেলওয়ে ও রাস্তার অবস্থাও ভাল ছিল। রেলওয়ে কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল দূরে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। প্রতি ট্রেনে দুই শত করিয়া সৈন্য ঐ স্থানে অনায়াসে প্রেরিত হইতে পারিত। এদিকে সখের সৈনিকেরা বন্দুক ছোড়া শিখিতেছিল। জাহাজী নাবিকেরাও কামান পরিচালনে অভ্যস্ত হইতেছিল। রাণীগঞ্জ হইতে কাণপুরের পথে গবর্ণমেণ্ট প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া গরু ইত্যাদি রাখিবার আড্ডা স্থাপন করিতে পারিতেন। * * গবর্ণমেণ্ট ১৪ই জুন যাহা করিতে বাধ্য হন, পনর দিন পূর্ব্বে যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে ঐ মাসের ১লা দুই হাজার সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈন্য রাণীগঞ্জে আসিয়া থাকিতে পারিত।"—*Mead, Sepoy Revolt p. 81 82*

মাসে সম্পন্ন করিলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু মানুষ বর্ত্তমান ঘটনা দেখিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া এবং অনিশ্চিত বিষয় সম্মুখে রাখিয়া, কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না। আজ যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া, মানুষ যদি ধীরভাবে কার্য্য করে, তাহা হইলেই তাহার প্রশংসা হয়। কল্য কি ঘটিবে, হয় ত মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। কল্যকার আলোকে তাহার কর্ত্তব্যপথ কতদূর আলোকিত হইবে, সেই কর্ত্তব্যপথ অবলম্বন করিলে, তাহার সঙ্কল্প কতদূর সিদ্ধ হইয়া উঠিবে, মানুষ হয় ত অদ্য তাহা বুঝিতে পারে না। কল্যকার আলোক সম্মুখে প্রসারিত হইলে, বারাকপুর ও দানাপুরের সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণ আও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইত কিন্তু লর্ড ক্যানিঙ্গ ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন না। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, বর্ত্তমানে তাহা চিন্তা করিয়া, কর্ত্তব্যপথ স্থির করেন নাই। মে মাসের মধ্যভাগে বারাকপুরের সিপাহিরা আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিতেছিল। ইহারা গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে যথোচিত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। দানাপুরের সিপাহিদিগের অধিনায়ক লয়ড সাহেবও আপনার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে ঐরূপ রাজভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন *। এ সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সৈনিকদল বোধ হয় দিল্লীর উপরই দৃষ্টি রাখিয়াছিল। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী পুনর্ব্বার গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয় কি না, সোৎসুকচিত্তে তাহা চাহিয়া দেখিতেছিল। দূরদর্শী লর্ড ক্যানিঙ্গ এই জন্যই বিশেষ সতর্কতার সহিত দিল্লী পুনরধিকার করিতে উদ্যত হন। অবস্থাবিশেষে সৈন্যদিগের নিরস্ত্রীকরণ সঙ্গত হইলেও উপস্থিত সময়ে বাঙ্গালার সমস্ত সিপাহিকে নিরস্ত্রীকৃত করা

* ২রা জুন, সেনাপতি লয়ড্ ক্যানিঙ্গকে লিখিয়াছিলেন :—'সাধারণতঃ এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের উপর যদিও এখন কেহই বিশ্বাস স্থাপন করেন না, তথাপি আমার বিশ্বাস, এস্থানের সৈন্যগণ ধীর ও শান্তভাবে থাকিবে। যাবৎ ইহারা কোনও গুরুতর উত্তেজনায় আকৃষ্ট না হয়, তাবৎ ইহাদের শান্তভাবের ব্যত্যয় হইবে না, ঐরূপ উত্তেজনা ঘটিলে ইহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারিবে না। * * *"—*Ms. Correspondence Kaye, Sepoy War Vol II. p. 134 note.*

অসম্ভব ছিল। লর্ড কানিঙ্গ এই সময়ে লিখিয়াছিলেন "যেস্থানে সম্ভব, সেস্থানে সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণে অনেক ফললাভ হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালায়—যেস্থানে বারাকপুর হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত ১৫ দল সিপাহি সৈন্যের মধ্যে আমাদের কেবল এক দল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য আছে—সেস্থানে নিরস্ত্রীকরণ অসম্ভব। এরূপ স্থলে উহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে*।"

উপস্থিত সময়ে সিপাহিদিগের উত্তেজনা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে কোন কোন সৈনিকদল এরূপ শান্তভাব দেখায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাড়িতবার্ত্তা নিয়ত গবর্ণরজেনেরলের সম্মুখে এইরূপ শান্ত ভাবের সংবাদ আনিয়া দিতেছিল। ১৯এ ও ২০ এ মে বারাণসী হইতে সংবাদ আইসে:—"কোন বিষয়ে কোন গোলযোগ নাই, সৈন্যগণ স্থিরভাবে রহিয়াছে।" ঐ তারিখে স্যার হেনরি লরেন্স লক্ষ্ণৌ হইতে তারে সংবাদ পাঠান:—"নগরে, সৈনিকনিবাসে এবং সমস্ত প্রদেশে কোনরূপ গোলযোগ দেখা যাইতেছে না।" ঐ দিন কাণপুরে স্যার হিউ হুইলারের নিকট হইতে সংবাদ আইসে:—"এখানে কোন গোলযোগ নাই; সাধারণের উত্তেজনা কমিয়া আসিয়াছে।" ঐ দিন এলাহাবাদ হইতে সংবাদ পঁহুছে:—"সৈন্যগণ শান্তভাবে রহিয়াছে ও ভাল ব্যবহার করিতেছে।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফটেনেণ্টগবর্ণর আগ্রা হইতে গবর্ণরজেনেরলকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, "সমস্ত বিষয় এখন সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইতেছে; দিল্লীতে অগ্রসর হইতে কিছু বিলম্ব হইবে, সাধারণের বিশ্বাস, দিল্লী পুনরধিকৃত হইবে। সিপাহিবিপ্লবও অধিকদূর বিস্তৃত হইবে না।" ইহার পরেও নানাস্থান হইতে ঐরূপ আশ্বাসজনক সংবাদ পঁহুছিতে থাকে। কেবল আলিগড় হইতে সিপাহিহাঙ্গামার সংবাদ আইসে; কিন্তু উহার অব্যবহিত পরে পুনরায় আলিগড় হইতে সংবাদ আইসে যে, ঐ স্থান অধিকার করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

যে মাসে এইরূপে লর্ড কানিঙ্গের নিকট নানাস্থান হইতে সংবাদ পঁহুছিতেছিল। ঐ সকল সংবাদে কোনরূপ গোলযোগের আভাস পাওয়া যায় নাই। সকলেই শান্তির মনোরম দৃশ্য দেখিয়া লর্ড কানিঙ্গকে শান্তভাবে সন্তৃপ্ত করিতেছিলেন। সুতরাং লর্ড কানিঙ্গের হৃদয় ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পূর্ণায়তন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিচলিত হয় নাই। কলিকাতার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া, গবর্ণরজেনেরলকে ঐ সকল কথার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় শান্তভাবে যাহা করা উচিত, তাহা করিতে গবর্ণরজেনেরল কখন উদাসীন হন নাই। তাঁহার আদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ইউরোপীয় সৈন্যদল আসিতেছিল। তিনি ঐ সকল সৈন্য, বিপদের নিবারণ জন্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর দূষিত রাজনীতিতে, যে অগ্নি এতদিন তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্য-ভাবে গতি বিস্তার করিতেছিল তাহা যে, স্থলবিশেষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, ধীরপ্রকৃতি লর্ড কানিঙ্গ তদ্বিষয় বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন না। শান্তভাবে সকল দিক দেখিয়া উপস্থিত বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ করাই তাঁহার প্রধান নীতি ছিল। তিনি এই নীতির অনুসরণ করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অব তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাবী বিপদের ভয়ঙ্করী বিভীষিকায় চমকিত হইয়া, সাধারণকে উত্তেজিত করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে শান্তভাবে থাকিয়া কার্য্যবিশেষদ্বারা সাধারণকে আশ্বস্ত ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাসযুক্ত করিতে পারিলে অনেক কায হইতে পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে স্থানান্তর হইতে ইউরোপীয় সৈনিকদল আনিতে পারিলে, এবিষয়ে অনেক ফল হইবে। যেহেতু, সাধারণে ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, ইংরেজেরা সাগর অতিক্রম করিয়া আপনাদের বিপন্ন স্বদেশীয়-দিগের উদ্ধারার্থ দলে দলে সমাগত হইতেছে। এইবার ইংরেজের অস্ত্রে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণ পরাজিত ও সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং জনসাধারণে ইংরেজের শক্তির বিষয় ভাবিয়া আপনা হইতেই সমস্ত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিবে। লর্ড কানিঙ্গ, এইরূপ ভাবিয়াই ইউরোপীয় সৈন্যসংগ্রহে উদ্যত হন। তাঁহার কার্য্যকলাপ নিষ্ফল হয় নাই। সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক একজন সাহসী সেনাপতি, এক দল তেজস্বী সৈন্য লইয়া,

কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার আগমনে ভয়ব্যাকুল ইউরোপীয়দিগের হৃদয়ে আশাভরসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

কর্ণেল নীল মাদ্রাজের ইউরোপীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ২৩এ মে এই সেনাপতি আপনার সৈন্যদলের একাংশ লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ক্রমে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য জাহাজ হইতে নামিয়া, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অভিমুখে প্রস্থান করে। এই সময়ে রেলওয়ে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট সৈন্য পাঠাইবার জন্য ঘোড়া গরু প্রভৃতি ক্রয় করিতে উদাসীন থাকেন নাই। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত জলপথে ষ্টিমারে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কর্ণেল নীল আপনার সৈন্যদল লইয়া হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। নানা অসুবিধা প্রযুক্ত, গাড়ী ছাড়িবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার সমস্ত সৈন্য ষ্টেসনে উপস্থিত হইতে পারিল না। এজন্য, ষ্টেসনমাষ্টার বিরক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, সমুদয় সৈন্য আসিতে বিলম্ব হইতেছে; এ সকল সৈন্যের প্রতীক্ষায় গাড়ী আর রাখা হইবে না। সেনাপতি এ কথায় গুরুতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ ঐ আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তাহাদের একজন কর্ণেল নীলকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক কহিলেন যে, তিনি কেবল সৈন্যদলের অধ্যক্ষতামাত্র করিতে পারেন, রেলওয়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই, গাড়ী, আর তাঁহার প্রতীক্ষায় না রাখিয়া এখনই ছাড়া হইবে। তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক ও গবর্ণমেণ্টের ঘোরতর বিরোধী বলিয়া ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন যে, তিনি তাঁহাদের আর কোন কথার সংস্রবে থাকিবেন না। ইহা বলিয়াই, নীল, গাড়ীর পরিচালককে আপনার সৈন্যদ্বারা আটক করিয়া রাখিলেন, পরিচালক এইরূপে আবদ্ধ হইয়া রহিল। এই অবসরে নীলের সমস্ত সৈন্য আসিয়া গাড়ীতে উঠিল। নিয়মিত সময়ের দশ মিনিট পরে, গাড়ী নীলের সাহসী সৈন্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া হাবড়া ষ্টেসন পরিত্যাগ করিল। সেনাপতি নীলের এইরূপ দৃঢ়তা ও কার্য্যতৎপরতার কথা গবর্ণর-জেনেরলের গোচর হইল। কথা ক্রমে অনেক স্থানে অনেকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট

হইতে লাগিল। শুনিয়া, ইউরোপীয়গণ ভাবিতে লাগিলেন যে, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উপযুক্ত কার্য্যভার সমর্পিত হইয়াছে; এই তেজস্বী পুরুষের ক্ষিপ্রকারিতায় উপস্থিত বিপদের অবসান হইবে।

মে মাস যেমন অতিবাহিত হইতে লাগিল, তেমনই উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পূর্ণভাব বিকাশ পাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজের রাজনীতিতে যাহারা উত্তেজিত হইয়াছিল, ইঙ্গরেজের বিধিব্যবস্থায় যাহাদের মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছিল, আপাততঃ মনোহারিণী মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া, কল্পনার নেত্রে ভবিষ্যতের দৃশ্য সম্মোহন ভাবে আঁকিয়া, যাহারা ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন ইঙ্গরেজের শাসনের প্রতিকূলে দলবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অবতারণা করিতে লাগিল। মে মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ সিপাহিযুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিবে। মিরাটের ইউরোপীয়েরা নিষ্কিত, নিপীড়িত ও নিহত হইয়াছিল। দিল্লী, ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ মোগল ভূপতি আকবর, শাহজহাঁ প্রভৃতির মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার কল্পিত ক্ষমতায়, আপনি তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেকস্থলে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিচলিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। অপরাধী-দিগের শাস্তিবিধানার্থ কঠোরতর দণ্ডবিধি প্রণীত হইতে লাগিল। ৩০এ মে গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভায় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে, যেস্থানে সিপাহিহাঙ্গামা ঘটিবে, সেই স্থানেই সাধারণের জীবন-মরণের ভার, শাসনবিভাগের যে কোন শ্রেণীর, যে কোন বয়সের বা যে কোন ক্ষমতার কর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই আইনানুসারে সাধারণ্যে ঘোষণা করিলেন, যে কোন ব্যক্তি মহারাণী বা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, অথবা যুদ্ধের জন্য চেষ্টা পাইবে, কিংবা কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবে, তাহাদের জীবনদণ্ড, নির্ব্বাসন অথবা কারারোধ হইবে। যে কোন বিভাগে কোনরূপ হাঙ্গামা ঘটিবে, সেইস্থানেই এই আইনানুসারে কার্য্য

হইবে। যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষতা কিংবা নরহত্যা, অথবা চুরি ডাকাতি, বা অন্য কোনরূপ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, গবর্ণমেণ্ট কমিশনদ্বারা তাহাদের বিচার করিবেন। এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনর বা কমিশনরগণ, সকল স্থানে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। উকীল বা আসেসার উপস্থিত না থাকিলেও, ইঁহারা, উক্তরূপ অপরাধীদিগের প্রতি প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন অথবা কারাবরোধের আদেশ দিতে পারিবেন। ইঁহাদের আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই আদালত কোন সদর আদালতের অধীন থাকিবে না। এই আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদিত হইলে, ইহা ৮ই জুন বিধিসিদ্ধ ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক ইঙ্গরেজই এই আইনের বলে অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতে কেবল বিচারবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের হস্তেই অসাধারণ ক্ষমতা সমর্পিত হইয়াছিল। এজন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরলের আদেশানুসারে এই স্থির হয় যে, বহুদিনের, অথবা যে কোন শ্রেণীর সৈনিক কর্ম্মচারীরা, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির যে কোন সৈনিকনিবাসে, ইউরোপীয় কিংবা এতদ্দেশীয় অথবা এতদুভয়ের পাঁচ জন লোক লইয়া একটি সাধারণ সামরিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এই বিচারালয়েই অপরাধীদিগের দণ্ড বিহিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রধান সেনাপতির কার্য্য শিথিলতা—প্রধান সেনাপতির মৃত্যু—সেনাপতি বার্ণাডের অধীনে সৈন্যদিগের দিল্লীতে যাত্রা—শিখভূপতিদিগের সদ্ব্যবহার—মীরাটের অবস্থা—কড়কীরক্ষার বন্দোবস্ত—কার্ণেল স্মিথ—হিন্দন নদীর তীরে যুদ্ধ—বদলিকাসেরাই নামক স্থানে যুদ্ধ—দিল্লীর পুরোভাগে ইঙ্গরেজ সৈন্যের অবস্থিতি।

উপস্থিত সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি আনসন সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিদিগের উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঐ বিপ্লব যে, সর্ব্বব্যাপী হইয়া ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিবে, তাহাও তিনি অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আনসন ভবিষ্যতের বিষয় না ভাবিয়া, নিদাঘকালে হিমালয়ের সুখস্পর্শ সমীরণসেবনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এই তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। ১২ই মে সহসা অম্বলা হইতে একজন তরুণবয়স্ক সংবাদবাহক উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিকট একখানি পত্র সমর্পণ করিল। ঐ পত্রে দিল্লীর ঘটনার বিষয় অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। প্রধান সেনাপতি পত্র পাইয়া, বুঝিতে পারিলেন যে, মিরাটের সিপাহিগণ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে এক ঘণ্টা পরে তাঁহার নিকট আর একখানি পত্র পহুছিল। এই দ্বিতীয় পত্র যদিও অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল, তথাপি প্রধান সেনাপতির উহাতে বোধ হইল যে, মিরাটের সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা বিমুক্ত হইয়াছে এবং দলে দলে দিল্লীতে যাইয়া মিরাট ও দিল্লী, উভয় স্থানের ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়াছে। যখন এই সংবাদ প্রথমে প্রধান সেনাপতির নিকট পহুঁছিল, তখনও তিনি উহার গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তিনি যে কর্ত্তব্যসম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলেন যে দায়িত্বভার তাঁহার উপর সমর্পিত ছিল, তিনি সে কর্ত্তব্য সে দায়িত্বের বিষয় ভাবিয়া তখনও বিচলিত

হইলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, এখন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতিনিরোধজন্য অবশ্যই তাঁহাকে কিছু করিতে হইবে। দিল্লী এখন উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছিল; তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এখন উন্মত্ত সিপাহিদিগের উৎপীড়নে ও নিষ্পেষণে নিপীড়িত, নির্জ্জিত বা নিহত হইয়াছিল। সুতরাং এখন নিকটে যত ইউরোপীয় সৈন্যসংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎসমুদয় যথাস্থলে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া, প্রধান সেনাপতির বোধ হইল। প্রধান সেনাপতি ইহা ভাবিয়াই ঐ দিন (১২ই মে) মাসৌরীনামক স্থানে আপনার এক জন এডিকং পাঠাইলেন। উক্ত স্থানে ৭৫ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলকে অম্বালায় পাঠাইয়া দিতে ঐ এডিককে আদেশ দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহাদিগকেও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলা হইল। প্রধান সেনাপতি সৈন্য পাঠাইবার এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন বটে, কিন্তু স্বয় সিমলা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি লর্ড কানিঙ্গকে লিখিলেন যে, উপস্থিত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানিতে তাঁহার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যদি সংবাদ মন্দ হয়, তাহা হইলে তিনি অম্বালায় যাইতে প্রস্তুত আছেন। এই পত্র পাঠাইবার অব্যবহিত পরেই তাড়িত বার্ত্তাবহ তাঁহার নিকট আর একটি সংবাদ উপস্থিত করিল। এইবার তিনি মিরাটের ঘটনার বিশদ বিবরণ জানিতে পারিলেন। প্রধান সেনাপতি এখনও অবিচলিতভাবে ছিলেন, অবিচলিতভাবে থাকিয়া এখনও হিমগিরির প্রাকৃতিক শোভায় এবং তুষারসম্পাতে সমীরণের স্নিগ্ধতায় সুখানুভব করিতে-ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে, তাহা তিনি এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বুঝিতে পারিয়াও তদনুরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বনে সমর্থ হন নাই। ক্রমে অনেক ভাবিয়া তিনি উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুইদল ইউরোপীয় সৈনিককে অম্বালায় যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। সিমূরের গুর্খা সৈন্যদলও দেরা হইতে মিরাটে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। প্রধান সেনাপতি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে; ইহা ভাবিয়া তিনি অন্যান্য স্থানের অস্ত্রাগার রক্ষার্থ অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া

দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গবর্ণরজেনেরলকে লিখেন যে, ফিরোজপুরের দুর্গ ৬১ গণিত পদাতিকদল কর্তৃক রক্ষিত হইবে। গোবিন্দগড় ৮১ গণিত সৈন্যদল রক্ষা করিবে। জলন্ধর হইতে ৮ গণিত দুইদল সৈন্য যাইয়া ফিলোরের দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু ফিলোরে কামান সকল সজ্জিত থাকিবে। নাসৌরীর গুরুখা সৈন্যদল এবং ৯ গণিত অশ্বারোহী, ঐ সকল কামানের রক্ষক হইয়া অম্বালায় যাইবে।

এইরূপ আদেশ দিয়া প্রধান সেনাপতি ১৪ই মে অম্বালায় যাত্রা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তথায় উপনীত হন। এই স্থানে তাঁহার নিকট নানারূপ গোলযোগের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যে পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, অথবা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সুতরাং ইহাদের নিকট তিনি কোনরূপ সাহায্যের আশা করেন নাই। এই সঙ্কট-কালে তাঁহাকে গুরুতর বিঘ্নবিপত্তির প্রতিকূলতা করিতে হইয়াছিল। অভি-যানের দ্রব্যাদি ও কামান সকল পাঠাইবার কোনরূপ সুবিধা ছিল না, উপস্থিত সময়ে এই অসুবিধা তাঁহার নিকট গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহার মধ্যেই তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটময় এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ শত্রুর প্রতিকূলে সজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার সহযোগীদিগের নিকট তিনি সমুচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই। পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের উপরেও তিনি আশাভরসা স্থাপন করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শারীরিক শক্তি ক্ষীণতর ছিল। অসুস্থতায় তিনি দুর্ব্বল, এবং আপনার অবলম্বিত কার্য্যের অনভিজ্ঞতায়, তিনি শৃঙ্খলাশূন্য ছিলেন। যখন পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিকদল হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির কোন আশা ছিল না, তখন প্রধান সেনাপতি এই সময়ে অম্বালার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারিতেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স্ (পরে লর্ড লরেন্স্) ও তাঁহাকে এইরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্যার জন লরেন্স্ ঐ সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ করেন; কিন্তু প্রধান সেনাপতি স্যার জন লরেন্সের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন

করেন নাই। যেহেতু, অম্বালার সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই কার্য্যপ্রণালীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা সিপাহিদিগকে, নিরস্ত্রীকরণের অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এখন সকলেই এই প্রতিজ্ঞা-পালনে উদ্যত হন। প্রধান সেনাপতি ইহাদের অমতে কোন কার্য্য করেন নাই। তিনি অম্বালার এই সৈনিকদলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না, এবং রাখিয়া যাইতেও সমর্থ হইলেন না। এদিকে উক্ত সৈনিকদলের অফিসরেরা বলিতে লাগিলেন যে, সিপাহিদিগের নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করা উচিত নয়। নিরস্ত্রীকরণে ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে। প্রধান সেনাপতি ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া অম্বালার সিপাহি-দিগকে নিরস্ত্র করিলেন না। তাহাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার দিকে চাহিয়া তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অবস্থায় রাখিলেন। সুতরাং অম্বালার সিপাহিরা পূর্ব্বের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা প্রধান সেনাপতির ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখায় নাই। সেনাপতি আন্‌সন আফিসর-দিগের কথায় নির্ভর করিয়া যেরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, তাহারা আবার সেইরূপ অসহিষ্ণু হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত অস্ত্রই গবর্ণ-মেণ্টের শ্বেতকর্ম্মচারীদিগের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করে। প্রধান সেনাপতি অম্বালার সৈনিকদলের আফিসরদিগের কথাতেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স তাঁহাকে যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হন নাই। এই সময়ে দুইজন রাজপুরুষ প্রধান সেনাপতির প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। অম্বালার ডেপুটি কমিশনর ফরসিত্‌ সাহেব এবং শতদ্রুতীরবর্ত্তী প্রদেশের কমিশনর জর্জ বার্নেস সাহেব উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর বিপ্লবের সংবাদ শুনিয়াই ফরসিত্‌ সাহেব বার্নেসকে আত্মরক্ষার সমুদয় বন্দো-বস্ত করিতে পত্র লিখেন। বার্নেস এই সময়ে কৌশলী নামক স্থানে অব-স্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে অম্বালারক্ষার জন্য একদল শিখ পুলিশ সৈন্য প্রস্তুত করেন। ইহার পর শতদ্রুতীরবর্ত্তী প্রদেশরক্ষার জন্য বন্দোবস্ত হইতে থাকে। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অনেকগুলি শিখ

ভূপতির আধিপত্য আছে। উপস্থিত সময়ে ইঁহারা ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থনে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। সিপাহিবিপ্লবের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে যে, উত্তেজিত সিপাহিগণ যখনই গবর্ণমেণ্টের সঙ্কীর্ণ নীতির দোষে ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন তাহাদের স্বদেশীয়গণ ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থন জন্য তাহাদেরই বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট যখন এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাতে অধীর হইয়াছেন, তখন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সিপাহিগণ গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া, যখন অসহায় ইঙ্গরেজ মহিলা বা নিরাশ্রয় ইঙ্গরেজ শিশুদিগের শোণিতে অপনাদিগের অসি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সেই সিপাহিদিগের স্বদেশীয়েরাই, আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। ভারতবাসীর সাহায্য না পাইলে বোধ হয়, ইঙ্গরেজ সিপাহিবিপ্লবের ন্যায় একটি সর্ব্বব্যাপী ভয়াবহ বিপ্লবের অভিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না। এসময়ে ভারতের ভূপতিগণ যেমন গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করিয়াছেন, ভারতের বীরপুরুষগণ যেমন আপনাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন, শিক্ষিত জনগণ যেমন গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলের জন্য সিপাহিদিগের বিরোধী হইয়া রাজভক্তির একশেষ দেখাইয়াছে, ভারতের অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণও তেমনি ইঙ্গরেজের উপকারের জন্য অকাতরে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। সিপাহিগণ যখন প্রথমে গবর্ণমেণ্টের শাসন উচ্ছেদের জন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করে, মিরাটের ইউরোপীয়গণের অনেকে যখন তাহাদের আক্রমণে নিহত এবং অনেকে সশঙ্কভাবে পলায়িত হয়, দিল্লী যখন তাহাদের পদানত হইয়া উঠে, তখন ভারতবর্ষীয়েরা দয়া ও হিতৈষিতার কোমল হস্ত প্রসারণ করিয়া ইঙ্গরেজদিগকে ঘোরতর বিপদ হইতে বিমুক্ত করিতে উদ্যত হয়। জর্জ বার্নেস যে সময়ে আপনার শাসনাধীন প্রদেশ রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, সেই সময় ফরসিত সাহেব পাতিয়ালা ও ঝিন্দের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাতিয়ালারাজ অবিলম্বে একদল সৈন্য থানেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। ঐ সৈন্য কর্ণালে যাইবার পথে নিযুক্ত

হয়। যেহেতু, অম্বালা হইতে সৈন্যদল আসিয়া, কর্ণালে সমবেত হইতেছিল। এদিকে ঝিন্দের রাজা দিল্লীর সংবাদ পাইয়াই, অম্বালার কর্তৃপক্ষের নিকট, উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করেন। পরে বার্ণেস সাহেবের অনুরোধে কর্ণালরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হন। কর্ণালের নবাবও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি ইঙ্গরেজের উপকারার্থ আপনার সৈন্য আপনার অর্থ ও আপনার অনুচর, সমস্তই দিতে প্রতিশ্রুত হন। এইরূপে বিপ্লবের প্রারম্ভেই ভারতের ভূপতিগণ ভারতে ব্রিটিশ সিংহের আধিপত্যরক্ষার জন্য, আপনাদের সম্পত্তি ও সৈন্য, উভয়ই অকাতরে উৎসর্গ করেন।

বার্ণেস ১৭ইমে অম্বালায় উপস্থিত হন। মিরাট ও দিল্লীর ঘটনায় তত্রত্য জনসাধারণের মনে যে উত্তেজনার আবির্ভাব হইয়াছিল কমিশনরের আগমনে তাহা নিবারিত হয়। বার্ণেস যমুনার সেতু পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করেন এবং স্থানীয় রাজা ও জায়গিরদারদিগের সৈন্য পাঠাইয়া সেই দিকের শান্তিরক্ষার উপায় করিয়া দেন। ইহার পর বার্ণেস ও তাঁহার সহকারী ফর্সিথ উভয়েই প্রধান সেনাপতির সৈন্যদলের জন্য, যান ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহে ব্যস্ত হন। এই সময়ে কতকগুলি আড়তদার কন্ট্রাক্টর কুলী প্রভৃতি সকলেই, কোম্পানির মুলুক নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। কিন্তু বার্ণেস ও ফর্সিথের চেষ্টায় সৈন্যদিগের অভিযানের দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয়।

উচ্চতর সিবিল কর্ম্মচারীর যত্নে যখন প্রধান সেনাপতির এইরূপ সুবিধা হইতেছিল, তখন সহসা আর একটি গোলযোগে বিস্তর অসুবিধা ঘটে। এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে অম্বালায় সংবাদ আইসে যে, মাসোবীর গুর্খা সৈন্যদল সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কামান লইয়া ফিলোরে যাইতে অসম্মত হইয়াছে এবং প্রধান সেনাপতির দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া সিমলা আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। উপস্থিত সময়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য্য করা উচিত ছিল। কোন বিষয়ে কিছু অসাবধান হইলে, কাহারও কোনরূপ

অভিযোগশ্রবণে অণুমাত্র অনবহিত হইলে, কাহারও কোনরূপ অসুবিধা দূর করিতে ঔদাসীন্য দেখাইলে, উহার ফল পরিণামে ভয়ঙ্কর হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বে এরূপ সতর্ক হন নাই। সম্প্রদায়-বিশেষের অসন্তোষের কারণ দূর করিতেও উদ্যোগী হইয়া উঠেন নাই। যখন ভয়াবহ বিপ্লবের সূচনা হইল, মিরাট ও দিল্লীতে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাড়িতবার্ত্তাবহ যখন ঐ দুর্ঘটনার বিষয় চারিদিকে প্রচার করিয়া দিল, তখন ইঙ্গরেজেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের সম্প্রদায়বিশেষের সকল কার্য্যেই সর্ব্ববিধ্বংসের করাল ভাব অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। যখন কেহ কোন কারণে তাঁহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিল, কেহ কোন কারণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের আদেশপালনে অসম্মত হইল, তখনই তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহাদের হস্তে তাঁহাদিগকে সমস্যাপন্ন হইতে হইবে। ঐ অসন্তোষ বা অবাধ্যতার কারণ অনুসন্ধানে তাঁহাদের মনোযোগ ছিল না। তাঁহারা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করাল সংহারমূর্ত্তির বিভীষিকায় চকিত হইয়া চারিদিকে কেবল মহাপ্রলয়ের মহাবিপ্লব দেখিতেছিলেন। ঘোরতর বিপদ যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। সিমলার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে গুরখা সৈন্যদল ছিল, তাহাদের অবাধ্যতার সংবাদে সিমলার ইঙ্গরেজসম্প্রদায় ঐরূপ চারিদিকে বিকট সংহার-মূর্ত্তির করাল ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে কারণে সৈন্যদল অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা সে কারণের পর্য্যালোচনা করেন নাই। ঘটনাচক্রে তাঁহাদের মতিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। উপস্থিত সময়ে তাঁহারা পরিণামদর্শিতায় পরিচালিত হন নাই। সদ্বিবেচনা বা ধীরতা তাঁহাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয় নাই। মিরাট ও দিল্লীর ইঙ্গরেজেরা উত্তেজিত সিপাহি-দিগের হস্তে যেরূপ নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়া-ছিলেন যে, তাঁহাদিগকে গুরখাদিগের হস্তেও ঐরূপ বিপন্ন হইতে হইবে। এই সময়ে অনেক ইউরোপীয় স্ত্রীপুত্র লইয়া ঐস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তাঁহারা সুদূরবিস্তৃত হিমালয়ের আশ্রমে কালাতিপাত করিতেছিলেন। স্নিগ্ধ পার্ব্বত্য সমীরণ

এসময়ে স্পর্শে স্পর্শে তাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতেছিল। তাঁহারা হিমগিরির তুষারসম্পাতে প্রচণ্ড নিদাঘের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া শান্তভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহাদের শান্তিসুখ অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা গুরুখাদিগের আক্রমণভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, গুরুখারা অকারণে অসন্তুষ্ট হয় নাই। তাহাদের অসন্তোষের কারণ এই, তাহাদের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। এদিকে তাহাদিগকে যখন ফিলোরে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সামান্য চাপরাসীদিগের উপর তাহাদের স্ত্রীপুত্রপ্রভৃতি পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। এরূপ অব্যবস্থিততায় সাহসী পার্ব্বত্য সৈনিকদিগের অপরিসীম ক্রোধ ও বিরাগের সঞ্চার হয়। ক্রোধ ও বিরাগের আবেগে তাহারা সেনাপতি মেজর ব্যাগটের সমক্ষে অশিষ্টতা প্রকাশ করে। অধিকন্তু তাহাদের বাকী বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে এবং নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থলে যাইতে অসম্মত হয়। গুরুখাদিগের এই অবাধ্যতার সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হয়। সিমলায় এইরূপ সংবাদ পহুছিল যে সতোগ নামক স্থানে ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছে, এদিকে গুরখারা সিমলা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদে সিমলার ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। যে স্থান এক দিন পূর্ব্বে সুখ ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহাই আজ নৈরাশ্য, আতঙ্ক ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই প্রাণের দায়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলারা শিশুসন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাদিগের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি ভাবিতে লাগিলেন। গুরুখাদিগের উপস্থিতির সংবাদ জানিবার জন্য গির্জ্জার উচ্চ চূড়ায় পরিদর্শক রাখা হয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই সন্ত্রস্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ব্যাঙ্কে সমবেত হয়। ব্যাঙ্কের নিকট দুইটি কামান সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে চারিশত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের সকলের মুখেই আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। সকলেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পার্ব্বত্য সৈনিকদিগের ভীষণ

প্রভৃতি যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহারাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন *।”

কিন্তু লর্ড লরেন্স, সেনাপতির এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এখন আর কোন বিষয়ে কালবিলম্ব করিবার সময় ছিল না। অতি অল্প মাত্র বিলম্ব, অতি অল্পমাত্র অসাবধানতা ও অতি অল্পমাত্র শৈথিল্য হইলেই, বিষম বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল। লর্ড কানিঙ্‌ কলিকাতা হইতে এবং স্যার জন্ লরেন্স পঞ্জাব হইতে প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিতে যাত্রা করিবার জন্য, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্যার জন্ লরেন্স স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি মোগল সম্রাটে, রাজধানীর দীর্ঘকাল সিপাহিদিগের অধিকৃত থাকে, তাহা হইলে, হয়ত, সাধারণে ভাবিবে যে, ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য ও ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণে ইহাতে, হয়ত, উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরিপোষক হইয়া উঠিবে। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক, অণুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া দিল্লী পুনরধিকার করিতে চেষ্টা করা উচিত। অন্যথা ব্রিটিশ নাম ও ব্রিটিশ ক্ষমতার উপর চিরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শিবে। তিনি প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিতে যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখেন, তাহার একস্থলে তাঁহার মনোগত ভাব এইরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছিল :—“একবার ভারতের ইতিহাসের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন, যখন আমরা কোন কার্য্যে উঠিয়া লাগিয়া পড়িয়াছি, তখন কোথায় আমাদিগকে অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে? সাহস ও উৎসাহশূন্য লোকের পরামর্শে যখন পরিচালিত হইয়াছি, তখন কোথায় আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি? ক্লাইব তাঁহার প্রধান প্রধান সেনানায়কদিগের অমতে ১২ শত লোকের সহিত পলাশীর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ৪০,০০০ লোক পরাজিত পূর্ব্বক বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন। চম্বল হইতে সেনাপতি মন্‌সনকে পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে হয়। আগ্রা অধিকার করিবার পূর্ব্বে তাঁহার

* Unpublished Memoir by Colonel Baird Smith, quoted by Kaye, *Vol.* II *p. 149*, note. Comp Bosworth Smith, Life of Lord Lawrence. *Vol.* II. *p 28.* and Holmes, Indian Mutiny, *p. 121.*

সৈন্যদল বিশৃঙ্খল ও অংশতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাবুলের দুর্ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, একাগ্রতা ও সাহসের সহিত কার্য্য হইলে এই দুর্ঘটনার আবির্ভাব হইত না। যে সকল বিদেশীয় বেতনভোগী লোক আমাদের পক্ষে আছে, তাহারা যে, আমাদের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিবে, তাহা কিরূপে বোধ হইতে পারে? তাহারা যে, আমাদের পক্ষে থাকে তাহার কারণ আছে। তাহারা জানে যে, আমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকি। আমাদের অধীনে কার্য্য করিতে কোন কষ্ট নাই। ইহার পর বিবেচনা করুন প্রত্যেকেই আপনার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। পঞ্জাবের অনিয়মিত সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহিত চিত্তে, যুদ্ধে নিয়মিত সৈন্যদল অপেক্ষা আপনাদের প্রাধান্য দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যদলের সহিত ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে। তাহারা যদি উপস্থিত হইয়া দেখে যে, ইউরোপীয়গণ যুদ্ধে বিমুখ হইয়াছে তাহা হইলে তাহারা ভাবিবে যে, কোম্পানির পরাজয় হইয়াছে। ইহার পর মনে করুন যে কয়েকদিন আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে সে কয়েকদিনের মধ্যে হয়ত উত্তেজিত সিপাহিদিগের চর প্রতি সৈনিক নিবাসে যাইতে পারে এবং চিঠিপত্র দ্বারা প্রতি সৈনিক নিবাসের লোকদিগকে আমাদের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে পারে। এখন অনেক স্থলে ভাল ফসল জন্মিয়াছে, অম্বালা ও মিরাটের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শস্য সংগৃহীত হইবে। দেশের অধিকাংশ স্থলে কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ হইয়াছে। আমরা বিনাকষ্টে দেশের সর্ব্বত্র সৈন্য পাঠাইতেছি। পাতিয়ালা ও ঝিন্দের মহারাজ এবং সাধারণতঃ এই প্রদেশের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। যেহেতু তাঁহারা যে আমাদের পক্ষে আছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সিপাহিদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। যদি পঞ্জাবের কোন সেনানায়ককে আপনি চাহেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অবিলম্বে আমাকে জানাইবেন।"

পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর এইরূপ ধীরতা অথচ এইরূপ একাগ্রতা ও কার্য্যতৎপরতার সহিত প্রধান সেনাপতিকে দিল্লীর অভিমুখে যাইতে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিপি ওজস্বিতায় অলঙ্কৃত হইলেও ঘটনার যথাযথ ভাবে

পরিপূর্ণ নহে। তিনি যে পলাশী যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া আপনাদের সাহসিকতা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে যুদ্ধ প্রকৃত মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুদ্রোহিতায় বলসম্পন্ন না হইলে, লর্ড ক্লাইব বোধ হয়, সাহস ও একাগ্রতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইতেন না। মীরজাফর প্রভৃতির বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্যই লর্ড ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং ঐ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই তাঁহার সাহস, তাঁহার পরাক্রম ও তাঁহার কার্য্যতৎপরতা পরস্পর একীভূত হইয়া সমরে সমরলক্ষ্মীর প্রসাদলাভের আশায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাহাহউক, স্যর জন্ লরেন্স উপস্থিত সময়ে সাহস ও দৃঢ়তার বলে কার্য্য সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অতীত ইতিহাসের নিগূঢ় সত্যের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। বিশাল ভারতে তিনি আপনার স্বজাতীয়দিগের যেখানে যে কিছু কার্য্যতৎপরতার আভাস পাইয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রধান সেনাপতিকে উত্তেজিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

এখন সেনাপতি এনসন প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের মতানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। যদিও তিনি সৈনিকবিভাগের সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি ইংরেজদিগের ধারণা ছিল যে, তিনি সমগ্র ভারতের সর্ব্বপ্রধান রণশক্তির পরিচালক হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। যখন গবর্ণরজেনেরালের অভিমত তাঁহার গোচর হইল তখন তিনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া দিল্লীতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি আনসন্ ২৩এ মে গবর্ণরজেনেরলকে লিখিলেন "দিল্লীতে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আপনি তারের সংবাদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দিল্লী শীঘ্র পুনরধিকার করা কর্ত্তব্য। পর্য্যাপ্তসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা দ্বারা এই কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু তদনুরূপ ব্রিটিশ সৈন্য এ স্থানে নাই। আমরা যতদূর পারিয়াছি, সংগ্রহ করিয়াছি। এক ঘণ্টা কালও বৃথা ব্যয় করা হয় নাই। যে ব্রিটিশ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আপনি দিল্লী আক্রমণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।"[1] প্রধান সেনাপতি এই সময়ে সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা ও তৎসম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ, মিরাটের সেনাপতি হিউটের নিকট লিখিয়া পাঠান।

প্রধান সেনাপতি যখন অম্বালা হইতে এই পত্র লিখিতেছিলেন, তখন গবর্ণর জেনেরল আগ্রার লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর দ্বারা তাঁহাকে টেলিগ্রাফে জানান যে, যত শীঘ্র সম্ভব, দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি এ অংশে সাধ্যমত তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এদিকে প্রধান সেনাপতি, সৈন্যদলের ও অভিযানের সম্বন্ধে নানা প্রতিবন্ধকের কথা বলিতে লাগিলেন, তাহাতে গবর্ণর জেনেরল স্থির থাকিতে পারিলেন না। মে মাসের শেষ দিন, তিনি আবার প্রধান সেনাপতির নিকট টেলিগ্রাফে লিখিলেন :— "অদ্য আমি শুনিলাম যে, আপনি ৯ই জুনের পূর্ব্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কাণপুর ও লক্ষ্ণৌতে বড় গোলযোগ ঘটিবে, এবং দিল্লী হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইবে। এই গোলযোগ নিবারণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। কাণপুর উদ্ধার করিতে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আপনার যে বর্ত্তমান রক্ষক সৈন্য আছে, তাহাতে নিশ্চয়ই দিল্লী করায়ত্ত হইবে। এজন্য আমার মতে একদল ইউরোপীয় পদাতিক এবং ইউরোপীয় অশ্বারোহী সৈন্য দিল্লীর দক্ষিণে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে আলিগড় ও কাণপুর শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার করা হইবে।"

এই সময়ে এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত, সম্পত্তিশালী ও প্রভূত ক্ষমতাশালী লোক সাহায্য করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে কতিপয় ভূপতি আধিপত্য করিতেছিলেন। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত ও গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজমধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে অলোক-সাধারণ তেজস্বী পুরুষ পবিত্র পঞ্চনদে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া, যখন সকলকে চমকিত করিয়া তুলেন, তখন এই সকল ভূপতি ইংরেজের আশ্রয়ে থাকিয়া, সেই অসাধারণ বীর প্রবরের অধীনতা পাশ হইতে আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। পঞ্জাবকেশরীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, পাতিয়ালার রাজা তরুণবয়স্ক চার্লস্ মেট্কাফের হস্তে আপনার রাজ্যের চাবি দিয়া কহিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধিকারে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সময় হইতে মিত্ররাজগণ আপনাদের পবিত্র মিত্রত্ব রক্ষা করিয়া

আসিতেছিলেন। সিপাহিগণ যখন গভীর উত্তেজনায় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইতেছিল, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে গুপ্তচরগণ যখন চিরন্তন ধর্ম্মহানির সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া, কৌতূহলপর লোকদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, ভারতের আকাশে যখন করাল কাদম্বিনী আবির্ভূত হইয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতেছিল, তখন শতদ্রুর প্রশান্ত-সলিল বিধৌত ভূখণ্ডের মিত্ররাজগণ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ-সমর্থনে ত্রুটি করেন নাই। ঝিন্দ ও নাভাব ভূপতিগণ, পাতিয়ালার অধিপতির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। এই সময়ে অম্বালা হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত রাস্তা রক্ষাকরা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। যেহেতু, অম্বালা হইতে সৈন্যগণ শেষোক্ত স্থানে অগ্রসর হইতেছিল। দিল্লী হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ শেষোক্ত স্থানে সমবেত হইয়া, আপনাদের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কর্ণাল গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিলে অম্বালা ও মিরাটের মধ্যে সহজে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল। গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্যক্রমে এই সঙ্কটকালে রঙ্গক্ষেত্রে আর একটি হিতৈষী পুরুষের আবির্ভাব হয়। কর্ণালের নবাব গবর্ণমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া, স্বীয় শক্তি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। যখন ঝিন্দের রাজা কর্ণালে সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন সেই স্থানে জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহা নিবারিত হয়। অন্যদিকে পাতিয়ালার রাজা অম্বালা ও কর্ণালের মধ্যবর্ত্তী থানেশ্বর আপনার অধীনে রাখেন। এইরূপে গবর্ণমেণ্টের হিতৈষী মিত্র-রাজগণের সহায়তায় এই সকল স্থানে সংবাদ আদান প্রদানের পথ সুরক্ষিত হয়।

কর্ণাল ষ্টেসনের কয়েক মাইল দূরে ভারতের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ পাণিপথ অবস্থিত। এই স্থানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনবার ভারতের অদৃষ্ট-চক্র পরিবর্ত্তিত হয়। তিনবার প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরগণ বহুসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, ভারতের রাজলক্ষ্মী অধিকারের আশায় এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে সমরচাতুর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করেন। যে ক্ষেত্রে বাবরের দুরবস্থা দূর হইয়াছে, আকবর যে ক্ষেত্রে পিতার প্রনষ্টরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ

হইয়াছেন, শেষে অহম্মদ শাহ যে ক্ষেত্রে মহা পরাক্রমে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শেষ আশা ভরসা নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছেন, সে ক্ষেত্রের কাহিনী ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগের স্মৃতি হইতে কখন অন্তর্হিত হয় নাই। এই খানে ঝিন্দের সাহায্যকারী সৈন্যের অধিকাংশ অবস্থিতি করিল। অম্বালা হইতে আর একদল সৈন্য কর্ণালে যাত্রা করিল। ঐ সৈন্যদিগের অগ্রগামী দল অতি সত্বরতার সহিত পাণিপথে আসিয়া পঁহুছিল। অম্বালাতে যে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, প্রধান সেনাপতি তাহাদিগকে লইয়া ২৫ এ মে অম্বালা হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, সে কর্ত্তব্যভারে তাঁহাকে আর প্রপীড়িত হইতে হইল না। তাঁহার সম্মুখে যে সঙ্কটময় কার্য্যক্ষেত্র প্রসরিত হইয়াছিল, সে কার্য্যক্ষেত্রের সমস্ত ভার তিনি অপরের জন্য রাখিয়া চিরবিদায়গ্রহণে উদ্যত হইলেন। সেনাপতি আন্‌সন ২৫এ মে অম্বালা পরিত্যাগ করেন, ২৬এ তিনি কর্ণালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। পর দিন স্যার হেনরি বার্ণার্ড নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি ধীরে ধীরে মৃত্যুর ক্রোড়শায়ী হইতেছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া, অতি মৃদুস্বরে কহিলেন—"বার্ণার্ড, আমি তোমার হস্তে সৈন্যপরিচালনের ভার সমর্পণ করিতেছি, তুমি কহিবে যে, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে কিরূপ ব্যগ্র ছিলাম। আমি আর আরোগ্যলাভ করিতে পারিব না। আমি প্রার্থনা করি, তুমি উপস্থিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, এখন বিদায় গ্রহণ করি।" ইহার এক ঘণ্টার মধ্যে আন্‌সন সকলের প্রশংসা বা নিন্দার হাত এড়াইয়া অন্তিমে অনন্ত শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ভীষণ বিপ্লবের প্রারম্ভে ভারতের প্রধান সেনাপতি দুরন্ত ওলাউঠা রোগে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি যে গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, যে দায়িত্বভার তাঁহার স্কন্ধে সমর্পিত হইয়াছিল, সে কার্য্যসম্পাদনে ও সে দায়িত্বপরিজ্ঞানে তিনি কতদূর যোগ্য ছিলেন, তাহা এস্থলে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তিনি ভারতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সকলকে

সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তিনি সাহসী ও সরলহৃদয় হইতে পারেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা বা একাগ্রতা পরিস্ফুট হয় নাই। চারিদিকে যখন ভয়াবহ বিপ্লবের আভাস পাওয়া যাইতেছিল, সিপাহিগণ যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উত্তেজিত হইয়া, ফিরিঙ্গির শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষবুদ্ধির পরিতর্পণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, তখন প্রধান সেনাপতি তাদৃশ কার্য্যপরায়ণতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে, মিরাটের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিগণ বোধ হয়, দিল্লীর সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিত না। মিরাট যখন উন্মত্ত সৈনিকদলের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল, দিল্লী যখন উহাদের ভয়াবহ আক্রমণে গবর্ণমেণ্টের শাসন হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন প্রধান সেনাপতি হিমালয়ের শীতল সমীরসেবনে পুলকিত হইতেছিলেন। মেজর জেনরল টুকর নামক একজন সৈনিক পুরুষ এই সময়ে লিখিয়াছিলেন,—'আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতেছি যে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে তিনি (আনসন) এ সময়ে কার্য্যসম্পাদনে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। তিনি শান্ত, ধীর ও শিষ্ট, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে কোন কথা বলা কষ্টকর হইলেও দেশের জন্য যে যাহাদের পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় স্বজন ভারতে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের জন্য বলা উচিত যে, কেবল অনুগ্রহের জোরে ঐরূপ প্রধান পদ সকল দেওয়া হইয়া থাকে।'* আর একজন কাপ্তেন এসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—'মৃত্যু সেনাপতি আনসনকে যন্ত্রণার হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছে। সৈন্যগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তাহারা তাঁহার তাম্বু পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল। তিনি আপনার কার্য্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। ঘোড়া ও ক্রীড়াকৌতুকই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।'† এইরূপে অনেকেই সেনাপতি আনসনের সম্বন্ধে আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ সেনাপতির গুণ গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে গৌরব কাহিনী সর্ব্বসম্মত হয় নাই। সূক্ষ্ম বিচারকের কঠোর সমালোচনায় সে প্রশংসাবাদ সাধারণের

* Martin, *Indian Empire*, Vol. II, p. 15[illegible].

† *Ibid*, p. [illegible]

তৃপ্তিকর হইয়া উঠে নাই। প্রধান সেনাপতি সহৃদয় ও প্রশান্তস্বভাব ছিলেন। শিষ্ট ব্যবহারে সাধুসমাজে আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে জানিতেন। কিন্তু একমাত্র কার্য্যকারিতাশক্তির অভাবে, তিনি আপনার পদ গৌরব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি মৃত্যুশয্যাতে সেনাপতি বার্ণাডের হস্তে সৈন্যপরিচালনের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। বার্ণার্ড এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া দিল্লীর অভিমুখে সৈন্যপরিচালনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈন্যদল অম্বালা হইতে দিল্লীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিল। নিদাঘের প্রচণ্ড তপন চারিদিকে অনলকণা বিকিরণ করিতেছিল, ইউরোপীয় সৈন্যগণ এইজন্য দিবসে যাইতে পারিত না। দিবা অবসানে আতপ-তাপের শান্তি হইলে, ইহাদের অভিযান আরম্ভ হইত। যখন রাত্রি প্রভাত হইত, পূর্ব্বাকাশ যখন ধীরে ধীরে অরুণ-রঞ্জিত হইয়া চারিদিক আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত, তখন ইউরো-পীয় সৈনিকদলের হৃদয়ে গভীর আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ইহার পর সূর্য্যের উত্তাপ বাড়িয়া উঠিলে পরিশ্রান্ত সৈনিকদল আপনাদের পটবাসে প্রবিষ্ট হইত। এই আশ্রয়স্থানেও তাহাদিগের শান্তি ছিল না। নির্দ্দয় তপন পটাশ্রম যেন শতছিদ্র করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত বহ্নি ইহাদের গাত্রে ফেলিয়া দিত। প্রখর আতপতাপে এইরূপ নিপীড়িত হইয়া, ইহারা চারি দিকে অবরুদ্ধ তাম্বুর মধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত। শেষে যখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গড়াইয়া পড়িত, আতপের তেজ যখন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিত, তখন ইহাদের মধ্যে আবার জীবনী শক্তির সঞ্চার দেখা যাইত। তখন ইহারা আপনাদের তাম্বু হইতে বাহিরে আসিত এবং স্ব স্ব দ্রব্যজাত লইয়া আবার অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইত। এইরূপে সায়ন্তন সময়ই ইহাদের নিকট কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। ইহারা এই সময়ে যাত্রা করিয়া রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ পূর্ব্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইত। তারকাময়ী বিভাবরী এখন ইহাদের নিকটে বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল। কিন্তু যদিও ইহারা শান্তিময়ী রাত্রিতে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিত, তারকাখচিত প্রশান্ত আকাশ

ইহারা ইহাদের সম্মুখে প্রশান্তভাব বিস্তারিত করিয়া দিত, তথাপি ইহাদের হৃদয়ে শান্তি ছিল না। দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া, ইহারা অশান্তভাবে পথিমধ্যেই অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। দিল্লী হইতে যে সকল ইউরোপীয় পলায়ন করিয়াছিল, পথে তাহাদের অনেকে দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। দিল্লীযাত্রী সৈনিকদল এখন, আপনাদের গন্তব্য পথের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসীদিগকে ঐ দুর্দ্দশার হেতু মনে করিয়া, তাহাদের উপর কঠোর ভাবে বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইল। ইহারা তাহাদের অনেককে ধরিয়া আনিল, এবং আপনারাই তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, অতিশয় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিতে লাগিল। ইহাদের আফিসরেরাও এই কার্য্যের অনুমোদনে ক্রটি করিলেন না। এক জন সহৃদয় লেখক এই শোচনীয় দৃশ্যের এইরূপ চিত্র দিয়াছেন,—"সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর উগ্রভাব প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতে ছিল, সমভিব্যাহারী ভৃত্যদিগের নিকট ইহারা সর্ব্বদাই ঐ ভয়ঙ্করভাবের পরিচয় দিত; এজন্য অনেক চাকর পলাইয়া গিয়াছিল। বন্দিগণ কয়েক ঘণ্টা অর্থাৎ তাহাদের বিচার ও বিনাশের মধ্যে যতটুকু সময় ছিল, সেই সময়ের মধ্যে ইহাদের হস্তে যারপর নাই নিগৃহীত হইত। ইহারা তাহাদের চুল ধরিয়া টানিত, সঙ্গীন দিয়া খোঁচাইত এবং জোর জবরদস্তি করিয়া, গোমাংস খাওয়াইয়া দিত। ইহাদের আফিসরগণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কার্য্যের অনুমোদন করিতেন।" *

নরশোণিতলোলুপ সৈন্যদল এইরূপে পথিমধ্যে আপনাদের রাক্ষসভাবের পরিচয় দিতে দিতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র আর অধিক দূরে ছিল না। ইহাদের সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইহারা একদিনেই আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। এক যুদ্ধেই বিদ্রোহী সৈনিক দল বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ইহারা প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিবে এবং রাত্রিকালে নিরুপদ্রবে দিল্লীতে বসিয়া মদিরাপানে আমোদিত হইবে। তাম্বুর মধ্যে যাহারা পীড়িত ছিল, তাহারাও আপনাদিগকে সুস্থ বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। রোগযন্ত্রণা কোনরূপে গোপন করিয়া,

* Kaye's Sepoy War, Vol. II. p. 170. note.

তাহারা ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিল যে, তাহাদিগকে শীঘ্রই পীড়িতের শয্যা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। যেহেতু তাহারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। কিন্তু সেনাপতি বার্ণার্ডের সৈন্যগণ এরূপ বলসম্পন্ন ছিল না। যদিও ইহারা শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, তথাপি আর এক দল সাহায্যকারী সৈন্য, এই সময়ে বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি উইল্‌সনের সৈন্যগণ মিরাট হইতে ইহাদের সাহায্যের জন্য আসিতেছিল। সেই ১০ই মের স্মরণীয় রাত্রির পর হইতে এই শেষোক্ত সৈনিক-দল কি করিতেছিল, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

যে রাত্রিতে মিরাটের সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহার পর দিন ইঙ্গরেজ কর্তৃপক্ষ হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগকে এক স্থানে সমবেত করিতে যত্নবান্ হন। ইহাদের চেষ্টায় সকলে মিরাটের [illegible] সামরিক বিদ্যালয়ে একত্র হয়। কলেক্টরী হইতে টাকা কড়িও এই স্থানে আনিয়া রাখা হয়। এই সময়ে মিরাটে যেরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছিল, [illegible] বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। উত্তেজিত সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে, কারাগারবিমুক্ত উচ্ছৃঙ্খল কয়েদীদিগের অত্যাচারে বা উন্মত্ত গুজরদিগের আক্রমণে, অনেকেই হতজীবন বা হতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল। কথিত আছে, পথিকেরা এই সময়ে প্রকাশ্যপথে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ডাক বিলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। অনেকের গৃহ আক্রান্ত ও গৃহস্বামী সপরিবারে নিহত হইয়াছিল*। কর্তৃপক্ষ সিপাহিদিগের এই আকস্মিক সমুত্থান ও তৎপ্রযুক্ত ভয়াবহ ঘটনা দেখিয়া উপস্থিত বিপ্লবের

* এই সময়ে সরকারী বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ যে, রামদয়াল নামক এক ব্যক্তির অনেক খাজানা বাকী পড়ে। সে উহা না দেওযাতে দেওযানী আদালতে অভিযুক্ত হয়। বিচারে রামদয়ালের কারাবাস ঘটে। যখন ১০ই মে মিরাটে সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করে, ইউরোপীযদিগের গৃহ সকলে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং কারাগারের সমস্ত কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করে। সেই সময়ে রামদয়ালও অন্যান্য অপরাধীদিগের সহিত কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করে। সে বিমুক্ত হইয়াই আপনার বাসগ্রাম জোজপুরে যায়; এবং ১০ইমে রাত্রিতে ও তৎ পরদিন প্রাতঃকালে একদল লোক সংগ্রহ করিয়া যে মহাজন তাহার নামে নালিস করে, [illegible] ডিগ্রী করিয়াছিল, তাহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারের আর ৬ জনকে হত্যা করে।—*Kaye, Sepoy war. Vol. II. p. 173, note.*

প্রচণ্ড ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য সামরিক আইন প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আইনে ন্যায়ের সম্মান রক্ষা হয় নাই। কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, অনেককেই অকারণে ফাঁসি দেওয়া হয়। সিপাহিদিগের আক্রমণে ইউরোপীয়দিগের জীবন যেমন সঙ্কটময় হইয়াছিল, এই সামরিক আইনে জনসাধারণের জীবনও তেমনি বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ গভীর মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া ন্যায়ান্যায়ের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছেন, সন্দেহের মন্ত্রণায় তাহারই জীবন হরণপূর্ব্বক দুরন্ত প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মিরাট হইতে ৬০ মাইল দূরে গঙ্গার তটে রুড়কি অবস্থিত। এইস্থানে দেশের সর্ব্বপ্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এতদ্দেশীয়গণ ইউরোপীয় স্থপতিবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। রুড়কির এই টমাসন্ কলেজের কারখানা বিবিধ যন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ। কল কারখানার কার্য্যে এইস্থান সর্ব্বদা জীবন্ত ভাবে থাকিত। খালের জলসেচনের প্রধান কার্য্যালয়ও এই স্থানে অবস্থিত। এই কার্য্যালয় হইতে যে সকল নিয়ম বাহির হয়, তদনুসারে ক্ষেত্র সমুদয়ে জল সেচন করিয়া উহা শস্যশালী করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ ইউরোপীয় আফিসরদিগের অধীনে অবস্থিতি করেন। সুতরাং রুড়কি জনবহুল ও জীবন্ত-ভাবপূর্ণ স্থান ছিল। মে মাসের প্রারম্ভে এইস্থানে শান্তির কোনরূপ ব্যাঘাত দেখা যায় নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ শান্তভাবে শিক্ষার্থীদিগকে স্থপতিবিদ্যার উপদেশ দিতেছিলেন। শিক্ষার্থিগণ শান্তভাবে ঐ উপদেশ গ্রহণ করিতেছিল। ইঞ্জিনিয়ারেরা শান্তভাবে আপনাদের মানচিত্র ও যন্ত্রাদি লইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কোথাও কোনরূপ আকস্মিক গোলযোগ বা অধীরতার চিহ্ন দেখা যায় নাই। কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথ এই স্থানের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যখন জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার সম্বন্ধে এই স্থান পৃথিবীর মধ্যে নিরাপদ বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন মিরাটের দুর্ঘটনার সংবাদ ঐ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ স্থানে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বোক্ত সামরিক ইঞ্জিনিয়ারদিগের অধ্যক্ষ মেজর ফ্রেসার, মিরাটের সেনাপতির নিকট হইতে,

আদেশ পাইলেন যে, তাঁহাকে অবিলম্বে অধীনস্থ দলের সহিত অতি সত্বর মিরাটে উপস্থিত হইতে হইবে। যেহেতু, তত্রত্য সিপাহিগণ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। কর্ণেল বেয়ার্ডস্মিথের নিকট যখন এই সংবাদ পঁহুছিল, তখন তিনি, কর্ণেল ফ্রেজারের নিকটে, গঙ্গার খাল দিয়া নৌকাপথে সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। ফ্রেজার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি ছয় ঘণ্টার মধ্যে, হাজার লোক পাঠাইবার উপযোগী কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিলেন। রুড়কিতে কেবল ৭১৩ জন মাত্র সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল। এই সকল লোক মিরাট যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহার মধ্যে মিরাট হইতে আবার সংবাদ আসিল যে, রুড়কি রক্ষার জন্য দুই দল লোক রাখিয়া, অবশিষ্ট লোক মিরাটে পাঠাইতে হইবে। সুতরাং ৭১৩ জনের মধ্যে ৫০০ শত লোক সজ্জিত হইয়া ফ্রেজারের অধীনে, মিরাটে যাত্রা করিল।*

ইহার পরে দিল্লীস্থিত ইউরোপীয়দিগের হত্যার সংবাদ রুড়কিতে পঁহুছিল। বেয়ার্ডস্মিথ, ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজের কারখানারক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে খালের জলসেচন বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সামরিক উত্তেজনা বা গোলযোগের সহিত এই কার্য্যের কোন সংস্রব ছিল না। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, শান্তভাবে শান্তিময় পথে থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু এখন সে শান্তভাব অপসারিত হইল। সে শান্তিময় পথ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

* কর্ণেল বেয়ার্ডস্মিথ্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—প্রাতঃকালে আমি মিরাটের সিপাহিদিগের সমুত্থান ও ইউরোপীয়দিগের হত্যার সংবাদ প্রাপ্ত হই। যখন আমি প্রাতঃভ্রমণের জন্য অশ্বে আরোহণ করিতে গৃহদ্বারে উপনীত হই, তখন দেখি যে, ভূতত্ত্বশাস্ত্রের অধ্যাপক মেডলিকট্ তথায় বসিয়া রহিয়াছেন। কোন দুর্ঘটনার সংবাদে তাঁহাকে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত বোধ হইল। আমি কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি কহিলেন যে, মিরাটের সৈন্যাধ্যক্ষ ফ্রেজারকে তাঁহার সৈন্যদলের সহিত অতি দ্রুতগতি তথায় যাইতে আদেশ দিয়াছেন। প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে, এই সংবাদ পঁহুছিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ পদব্রজে অতি দ্রুত যাইবার পরিবর্ত্তে, গঙ্গার খাল দিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলাম। যেহেতু, পদব্রজে যাইতে সৈন্যগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িবে; সুতরাং তাহারা কার্য্যস্থলে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে না।", *Ms. Correspondence of Colonel Baird Smith Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. I p. 175. note*

প্রধান তত্ত্বাবধায়ক স্থপতিবিদ্যার পরিবর্ত্তে সামরিক কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলেন। রুড়কি এখন তাঁহার রক্ষাধীন হইল। বেয়ার্ডস্মিথ্ বিশেষ সতর্কতার সহিত আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ১৬ই মে কালেজের কারখানায় ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল ইহাদের সংখ্যা কিঞ্চিদূন ১০০ শত ছিল, পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল। ইহাদের অধিকাংশ কেরাণিগিরি করিত, সুতরাং অস্ত্রধারণে তাদৃশ পটু ছিল না। ৫০ জন শিক্ষিত সৈন্য ও ৮।১০ জন অফিসার ছিল। বেয়ার্ডস্মিথ্ ইহাদের অধিনায়ক হইয়া রুড়কি রক্ষায় উদ্যত হইলেন।

রুড়কিতে যে সকল সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল, বেয়ার্ডস্মিথ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত বলিয়া মনে করেন নাই। নানাপ্রকার বাজার গুজবে তাহারা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দার কথা তাহাদের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছিল। অপরাপর সিপাহিদের ন্যায় তাহারাও ভাবিতেছিল যে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই আক্রমণের বিভীষিকা দেখিতে ছিল। প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রের অপসারণের চিত্র কল্পনা করিয়া আতঙ্কে বিহ্বল হইতেছিল। সুতরাং মনে তাহাদের শান্তি ছিল না—হৃদয়ে তাহাদের রাজভক্তি ছিল না—কর্ত্তব্য কার্য্যে তাহাদের অভিনিবেশ ছিল না। তাহারা আশঙ্কায়—উদ্বেগে আকুল হইয়া, আপনারাই আপনাদের সমক্ষে সংহারিণী মূর্ত্তির উৎকট ভাব দেখিতেছিল। এই সময়ে তাহারা শুনিতে পাইল যে, মেজর বিডের অধীনে একদল গুরখা সৈন্য দেরাদুন হইতে আসিতেছে। ইহা শুনিয়া তাহারা ভাবিল যে, তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল আসিতেছে। সুতরাং তাহাদের আশঙ্কা অধিকতর বলবতী হইল। বেয়ার্ডস্মিথ্ ইহা বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে রিড্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন আপনার সৈন্যদল লইয়া রুড়কিতে উপস্থিত না হন। রিড্ এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। তিনি রুড়কিতে না গিয়া, একবারে গঙ্গার খাল দিয়া নৌকাযোগে মিরাটের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ফ্রেজারের অধীনে সিপাহিরা মিরাটের অভিমুখে যাইতে-ছিল। তাহারা পথে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা বিরোধের নিদর্শন দেখায় নাই। শান্তভাবে আপনাদের অধিনায়কের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহারা, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। কিন্তু মিরাটে তাহাদের শান্তভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র বারুদ প্রভৃতি তাহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কোন বিষয়ে তাহাদের উপর অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, এরূপ কার্য্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। গোলার আঘাত সহিতে পারে, এমন একটি সুদৃঢ় গৃহ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ঐ গৃহেই আপনার সৈন্যদিগের বারুদ প্রভৃতি রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যদি এই অভিপ্রায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত, তাহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিত। কিন্তু সৈন্যদিগকে পূর্ব্বে উক্ত বিষয়ের কিছুই বলা হয় নাই। দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যদৃষ্টির অভাবে অনেক সময়ে নানা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। উপস্থিত বিষয়েও পদে পদে দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যদৃষ্টির অভাব দেখা যাইতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ সিপাহি-দিগের কৌতূহল চরিতার্থ করেন নাই। তাঁহারা অনেক সময়ে মনে মনে একরূপ ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, সন্দিগ্ধ সিপাহিরা তাঁহাদের কার্য্য অন্যরূপ মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে গুরুতর শত্রু বলিয়া স্থির করিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছিল। মিরাটে পঁহুছিবার পর দিন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের বারুদ প্রভৃতি সহসা স্থানান্তরিত হইতেছে। অধি-নায়কের অভিপ্রায় তাহারা কিছুই জানিত না। সুতরাং তাহাদের হৃদয় সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা ঐ কার্য্য ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা মনে করিয়া, বোঝাই গাড়ী অবরোধ করিল, এবং গভীর উত্তেজনায় মিরাটের সিপাহিদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইল। একজন আফগান সিপাহি পশ্চাৎ দিক হইতে সেনাপতির প্রতি বন্দুক ছুড়িল। ফ্রেজার পৃষ্ঠদেশে আহত হইয়া, ভূতলে শায়িত হইলেন। সেনাপতিকে হত্যা করিয়া উত্তেজিত সিপাহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। একদল ইউরোপীয় সৈন্য, তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। অনেকেই পলায়ন করিয়াছিল, কেবল পঞ্চাশ জন মাত্র ধৃত হইল। ইহাদের কেহই পরিত্রাণ

পাইল না। সকলেই উত্তেজিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগের হস্তে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইল।

২৭এ মে সেনাপতি উইলসনের অধীনে মিরাটের সৈন্যদল দিল্লীযাত্রী সৈন্যদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। গ্রিথেড্ সাহেব দেওয়ানী কর্ম্মচারী-রূপে ইহাদের সহিত যাত্রা করিলেন। প্রথম দুই দিন ইহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইল না। গ্রিথেড্ ভাবিলেন যে, দিল্লীর প্রাচীরের সম্মুখবর্ত্তী না হইলে বোধ হয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ৩০এ মে গ্রিথেডের অনুমান অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। উইলসন, এই সময়ে হিন্দন নদীর তীরবর্ত্তী গাজিউদ্দীন নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত করিয়া, ব্রিটিশ শাসন বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা ইঙ্গ্রেজের সমক্ষে, আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল, ইঙ্গ্রেজের আধিপত্য দূর করিয়া বৃদ্ধ মোগল ভূপতিকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল, এবং সমগ্র দিল্লীতে অকুতোভয়ে ও অকুণ্ঠভাবে আপনাদের প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছিল। এইরূপ কৃত-কার্য্যতায় তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। তাহারা আপনাদের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর বাহিরে আইসে, এবং অম্বালার সৈন্যদিগের সহিত সম্মিলনের পূর্ব্বে মিরাটের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা আপনাদের সন্নিবেশিত স্থানের দক্ষিণভাগে কয়েকটি কামান স্থাপিত করিয়া বিপক্ষদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। ইঙ্গ্রেজ সৈন্যও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। এই সঙ্গে বন্দুকধারী ইঙ্গ্রেজ সৈন্যগণ ক্রমে অগ্রসর হইয়া সিপাহিদিগের সম্মুখবর্ত্তী হয়। কিছুকাল উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সিপাহিরা এই যুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। কিন্তু শেষে তাহাদের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত হয়। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারি দিকে ধাবিত হইতে থাকে। কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী গ্রামে উপনীত হয়, অনেকে দিল্লীর দিকে গমন করে, তাহাদের ৫টি কামান ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরাও ক্ষতি স্বীকার করেন। একজন সিপাহির অসাধারণ

সাহসে ও তেজস্বিতায় সিপাহিদিগের বারুদের এক খানি গাড়ী জলিয়া উঠে। ঐ গাড়ীর বারুদ যে কামানে ভরা হইতেছিল, একজন ইংরেজ সেনা-নায়ক যখন একদল সৈন্য লইয়া, সেই কামান অধিকার করেন, তখন ১১ গণিত দলের একজন সিপাহি গুরুতর যুদ্ধের মধ্যে যথোচিত একাগ্রতার সহিত উক্ত বারুদ বোঝাই গাড়ীতে বন্দুক ছুড়িতে থাকে। বন্দুকের আগুনে বারুদ, গাড়ীসমেত জলিয়া উঠে। সেই মুহূর্ত্তেই সিপাহির প্রাণবিয়োগ হয়। ইংরেজ সেনানায়কও কয়েকজন অনুচরের সহিত নিহত হন। আরও কতকগুলি আহত হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে নীত হয়। সিপাহি আপনার প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এইরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, এবং আপনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও বিপক্ষদিগের বলক্ষয় করিতে এইরূপ কার্য্য-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহিদিগের মধ্যে এইরূপ সাহস ও বীরত্বসম্পন্ন যোদ্ধার অভাব ছিল না। ইহারা স্বাধীনতার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও বিমুখ হয় নাই। উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থলে ইহাদের বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে, বীরপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা এই সিপাহিদিগের বিবরণে বুঝা যায়। ইহাদের অনেকের বীরত্বকীর্ত্তি উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকের কীর্ত্তিকাহিনী আবার ইতিহাসেও স্থান পরিগ্রহ করে নাই। বিদেশী ঐতিহাসিক অনেকস্থলে, বিদেশীয়ের বিপক্ষের জলন্ত কীর্ত্তির পরিচয় দিতেও বিমুখ হইয়াছেন। ইউরোপে হইলে এই সকল বীরপুরুষদিগের বীরত্বকীর্ত্তি ঘোষিত হইত। সকলেই আজ পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে যেন জীবন্ত ভাবে বিচরণ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অনন্ত কালের অভিঘাতে, অতীত স্মৃতির সন্তাড়নে সমস্তই নিঃসন্দেহে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

সিপাহিরা দিল্লীতে উপনীত হইলে বিপক্ষদিগকে আবার বাধা দিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। যে সকল সিপাহি হটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা আবার, আপনাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইল। তাহারা হিন্দনের তীরে আসিয়া বিপক্ষদিগের উপর কামানের

গোলা চালাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজপক্ষের কামানরক্ষক সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া সম্মুখীন শত্রুদিগের অগ্রভাগে আপনাদের কামান সকল সজ্জিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল উভয় পক্ষে কামানে কামানে যুদ্ধ হইল। মে মাসের শেষ দিন এই যুদ্ধ ঘটে। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে ইঙ্গরেজ সৈন্যের দুরবস্থার একশেষ হইল। অনেকে নিদারুণ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। এদিকে সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে অনেকে প্রাণ হারাইল। অনেকে পথে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হওয়া যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইল। কেহ কেহ পরিশ্রান্তির সময়ে জল পান করিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। বিপক্ষদিগকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সিপাহিরা দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ইঙ্গরেজপক্ষের অগ্রগামী দলের প্রতি অনবরত গুলি বৃষ্টি করিতে করিতে তাহারা বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত হটিয়া গেল। তাহাদের কামান, বারুদ ও গোলাগুলি প্রভৃতি কিছুই বিপক্ষদের হস্তগত হইল না। সিপাহিরা আপনাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীতে উপনীত হইল। প্রখর উত্তাপে নিদারুণ পিপাসায় ইহার উপর অনশনে কাতর হওয়াতে, ইঙ্গরেজ সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন সময়ে সিপাহিদিগের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না।

দিল্লীর উদ্ধারার্থ অম্বালা হইতে যে সৈন্যদল আসিতেছিল, তাহাদের সাহায্যের জন্য কেবল মিরাট হইতে সৈন্যদল প্রেরিত হয় নাই। মুলতানসহর হইতেও ৫০০ শত গুরখা সৈন্য মেজর চার্লস রিডের অধীনে আসিতেছিল। ইঙ্গরেজ সেনাদল দূর হইতে ইহাদিগকে বিপক্ষ সৈন্য ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন ইহাদিগকে আপনাদের সহযোগী বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা উল্লাসের সহিত অভিনন্দন করিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

৫ই জুন বার্ণাডের সৈন্যদল দিল্লীর পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আলিপুর নামক স্থানে উপনীত হয়। মিরাটের সাহায্যকারী সৈন্যের উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহারা তথায় অবস্থিতি করে। ৬ই জুন সেনাপতি উইলসন বাঘপথের নিকটে যমুনা পার হন। ঐ দিন বড় বড় কামান সকল আসিয়া পঁহুছে।

৭ই জুন মিরাটের সৈনিকদল আলিপুরে যাত্রা করে। পর দিন বেলা

টার সময়ে তাহারা দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা চরমুখে শুনিতে পায় যে, দিল্লীর সিপাহিগণ তাহাদের গতিরোধজন্য নগরের সম্মুখে সমস্ত রহিয়াছে। ইঙ্গরেজের সৈন্যদল আপনাদের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পরাক্রান্ত বিপক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। দিল্লীর ছয় মাইল দূরে বুদ্‌লিকাসরাই নামক স্থানে সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা ও প্রাচীরবেষ্টিত বাগান ছিল। মোগলের আধিপত্যসময়ে এই স্থানে দরবারের অমাত্যগণের কেহ কেহ অবস্থিতি করিতেন। প্রাচীন অট্টালিকা ও বৃক্ষ বাটিকাসকল তাহারই নিদর্শনস্বরূপ বিরাজ করিতেছিল। সেনাপতি বার্ণাড এই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। ৮ই জুন প্রাতঃকালে সিপাহিদিগের কামান সকল হইতে, তাহার সৈন্যদলের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহিগণ প্রথমে আপনাদের কামানের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইঙ্গরেজ সৈন্য প্রধানতঃ চারি দলে বিভক্ত হইয়াছিল। সেনাপতি বার্ণাড যখন সিপাহিদিগকে আক্রমণ করেন, তখন অন্য একজন সেনানায়ক সিপাহিদিগের বাম ভাগে আপনাদের সৈন্যদল পরিচালনা করেন। অপর দিকে অন্য এক সেনানায়ক স্বীয় সৈন্যদল লইয়া বিপক্ষের অভিমুখে আসিতে থাকেন। সিপাহিরা এইরূপে প্রায় সকল দিকেই আক্রান্ত হয়। এরূপ অবস্থাতেও তাহাদের পরাক্রম বিলুপ্ত হয় নাই, সাহস পর্য্যুদস্ত হইয়া যায় নাই, বীরত্ব অন্তর্ধান করে নাই। ইঙ্গরেজ সৈন্যনায়কগণ যখন প্রকৃত বিক্রমের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন তাহারা আপনাদের কামানের পার্শ্বে থাকিয়া সাহস ও পরাক্রমের একশেষ দেখাইতে লাগিল। তাহাদের অনেকে কামান ছাড়িয়া একপদও পশ্চাৎপদ হইল না। তাহারা যে মন্ত্রসাধনে দীক্ষিত হইয়াছিল, আপনাদের কামানের পার্শ্বে থাকিয়া, অপূর্ব্ব বিক্রমের পরিচয় দিতে দিতে সেই, মন্ত্রের জন্য দেহপাত করিতে কৃত-নিশ্চয় হইল। ইঙ্গরেজের সঙ্গিন তাহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তথাপি তাহারা কামান পরিত্যাগ করিল না। সঙ্গীন বিদ্ধ হইল, তাহারা সেই কামানের পার্শ্বে প্রকৃত বীরের ন্যায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল।

সেনানায়ক গ্রেব্‌স্ যখন সিপাহিদিগের বাম-পার্শ্ব আক্রমণ করেন,

তখন অপর সেনানায়ক আপনার অশ্বারোহী ও কামানরক্ষক সৈনিকদল লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। সিপাহিরা এইরূপে নানাদিকে আক্রান্ত হইয়া, শেষে পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে উদ্যত হয়। প্রথমে তাহারা শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাৎ গমন করে, শেষে গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হওয়াতে ছত্রভঙ্গ হইয়া নগরের অভিমুখে ধাবমান হয়। তাহাদের কামান বারুদ প্রভৃতি বিপক্ষেরা হস্তগত করে। বুদ্‌লিকাসরাই হইতে দিল্লীর গন্তব্য পথ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা সবজীমন্দিরের দিকে ও আর এক শাখা ইঙ্গরেজদিগের পুরাতন সেনানিবাসের দিকে গিয়াছে। সেনাপতি বার্ণাড প্রথম শাখাপথে একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া স্বয়ং অপর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দুই পথেও সিপাহিরা তাড়িত হইল। তাহারা আর নগরের বহির্ভাগে না থাকিয়া নগরের অভ্যন্তরভাগে গমন করিল। এইরূপে ৮ই জুনের যুদ্ধ শেষ হইল। ইঙ্গরেজের ইতিহাসে প্রকাশ যে, এই যুদ্ধে সাড়ে তিন শত সিহাহি নিহত হয়। পক্ষান্তরে ইঙ্গরেজপক্ষে চারি জন অফিসর ও ৪৬ জন সৈনিক মানবলীলা সংবরণ করে। এতদ্ব্যতীত ১৩৪ জনের কতক-গুলি আহত হয় এবং কতকগুলির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইঙ্গরেজ সৈন্যদলের আড্‌জুটাণ্ট জেনেরল কর্ণেল চেষ্টর এই যুদ্ধে নিহত হন। কর্ণেল চেষ্টর নিহত হওয়াতে ইঙ্গরেজপক্ষে বিস্তর ক্ষতি হয়। ইঙ্গরেজেরা কেবল আপনাদের স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মের লোক লইয়া এই যুদ্ধে বিজয়ী হন নাই। সেনানায়ক রিডের অধীনে গুরুখারা এই সময়ে তাহাদের সহায়তা করিয়াছিল। তাহারা যেরূপ বিক্রমে সিপাহিদিগকে আক্রমণ করে, যেরূপ সাহসে সিপাহিদিগের ব্যূহভেদ করিতে তৎপর হয়, তাহাতে ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা অপরিসীম সন্তোষের সহিত তাহাদিগকে সাধুবাদ দিতে থাকে। গুরুখা সৈন্য ব্যতীত মিরাটের এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ ঝিন্দের রাজার সৈন্যদল এবং জান্ ফিসান্ খাঁ নামক একজন আফ্‌গান সেনাপতির একদল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য, ইঙ্গরেজপক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। এতদ্দেশীয়দিগের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ইঙ্গরেজ প্রথমে এদেশে আপনাদের আধিপত্যভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। লর্ড ক্লাইব সিপাহিদিগের সাহায্যে দক্ষিণাপথের যুদ্ধে বিজয়ী হন, এবং পলাশীর ক্ষেত্রে

হৃতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার দর্প চূর্ণ করিয়া, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় আপনাদের শাসন-দণ্ড স্থাপিত করেন। এইরূপে ইঙ্গরেজ প্রতি যুদ্ধেই এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যে বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছেন। এ সময়ে, যখন সিপাহিরা ইঙ্গরেজশাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, তখনও এতদ্দেশীয়েরা ইঙ্গরেজের সহায়তা করিতে বিমুখ হয় নাই। এতদ্দেশীয়েরা এ সঙ্কটসময়ে আপনাদের স্বজাতির, স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়া, ইঙ্গরেজের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দেয়। প্রধানতঃ ইহাদের সহায়তাবলে ইঙ্গরেজ এই ভীষণ বিপ্লব হইতে মুক্তি লাভ করেন।

বার্ণার্ড বিজয়ী হইয়া দিল্লীর কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সৈন্য নিবেশ করিলেন। এক মাস পূর্ব্বে দিল্লীর অধিবাসীরা যে স্থান হইতে ফিরিঙ্গীদিগকে প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে দেখিয়াছিল, এখন সেই স্থানে ফিরিঙ্গীগণ আবার দলবলের সহিত উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গীর পতাকা তৈমুরবংশীয়দিগের রাজধানী হইতে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেনাপতি বার্ণার্ড এইরূপে এক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। সিপাহিরা নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে আবার ফিরিঙ্গীদিগকে দলবদ্ধ দেখিতে পাইল। কিন্তু তাহারা এ সময়েও, সাহসে জলাঞ্জলি দিয়া, শত্রুপক্ষের নিকট মস্তক অবনত করিতে অগ্রসর হইল না। তাহাদের আশা অন্তর্হিত হইল না, পরাক্রমও একবারে পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল না। তাহারা আবার ফিরিঙ্গীদিগের সম্মুখে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষার আশায় ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ—বারাণসী—আজিমগড়ের সিপাহিদিগের মধ্যে গোলযোগ—সেনাপতি নীলের উপস্থিতি—জৌনপুর—এলাহাবাদ—কাণপুর।

মহামতি লর্ড কানিঙ্গ যখন দিল্লী পুনরধিকার করিতে সেনাপতিদিগকে নিয়োজিত করিতেছিলেন, তখন তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী নগর-সমূহের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। এই সকল নগর ইউরোপীয় সৈনিকগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত ছিল না। কেবল দানাপুরে একদল ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ইঙ্গরেজের পক্ষসমর্থন করিতেছিল। এই সকল সৈন্য ব্যতীত, গঙ্গা ও যমুনার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে কোন ইউরোপীয় সৈন্যদল ছিল না। এখন এই সকল স্থানের উপর লর্ড কানিঙ্গের দৃষ্টি পড়িল। যদি উত্তেজিত সিপাহিরা এই সকল স্থান আক্রমণ করে, তাহা হইলে তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের জীবন যে, বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহা লর্ড কানিঙ্গ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। মিরাটে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, দিল্লী যখন সিপাহিদিগের হস্তগত হয়, যদি তখনই গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্ত্তী নগরের সমস্ত সিপাহি একবারে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ, একসময়ে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকট মূর্ত্তিতে স্তম্ভিত ও কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়া পড়িতেন। ইউরোপীয়েরা যখন প্রাণের দায়ে মোগলের রাজধানী হইতে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন, তখন অন্যান্য সৈনিকনিবাসে বিপ্লবের ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই। অন্য স্থানের আকস্মিক দুর্ঘটনায় গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বিব্রত হইতে হয় নাই। কিন্তু বাজারে, সৈনিক-নিবাসে, সকলের মধ্যেই গভীর উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এই উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিবে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার আবির্ভাব দেখা গেল, এবং উহা দেখিতে দেখিতে অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে সমগ্র উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সর্ব্বসংহারক কালের বিকট ছায়া বিস্তার করিয়া দিল।

কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ৪০০ মাইল দূরে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী অবস্থিত। এই স্থান হিন্দুসমাজে যেমন তীর্থের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ জ্ঞানগরিমার জন্য জ্ঞানিসমাজে চিরকাল সমাদৃত। পুণ্যসলিলা গঙ্গা হইতে এই স্থান অতি রমণীয় দেখায়। ইহার অসংখ্য দেবমন্দির, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়কর্তৃক গঠিত হওয়াতে, বৈচিত্র্যজনক হইয়াছে। ইহার সমুন্নত প্রস্তরময় প্রাসাদাবলী শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে আলেখ্যবৎ-রমণীয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে, এবং ইহার ঘাটসমূহের সোপানরাজি গঙ্গার তটভাগের শোভা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতেছে। হিন্দুর শিল্পচাতুরী ব্যতীত এই স্থান হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দুর শাস্ত্রের জন্য আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গঙ্গাতটে স্নাত ব্যক্তিদিগের শতসহস্র কণ্ঠ হইতে যখন "হর হর শিব শিব" ধ্বনি সমুত্থিত হয়, সায়ংসময়ে যখন সাম্ববিৎ, সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশ্বেশ্বরের আরতিতে ভক্তি-রসার্দ্র-হৃদয়ে সমস্বরে সামগান করেন, তখন হিন্দুর হৃদয়ে গভীর উদাত্ত ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি এই পবিত্র তীর্থের পবিত্রতার রেখামাত্রও বিচলিত হয় নাই। ভারতের শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের নির্ম্মিত মস্‌জিদ্‌, হিন্দুর দেবালয়ের পার্শ্বে রহিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের বিদ্যালয় ও ভজনালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে, তথাপি পবিত্র বারাণসী তীর্থে পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বিচলিত হয় নাই। সুকুমারমতি ব্রাহ্মণ বালকগণ আজ পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বস্থানে কোমলকণ্ঠে সামগান করিয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত এখানে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতায়, ইহার চিরন্তন খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। মৌলবী ও মিশনরীদিগের চেষ্টায়, ইহার পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ, আপনাদের চিরন্তন প্রথায় জলাঞ্জলি দেন নাই।

উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র তীর্থের অধিবাসিগণ শান্তভাবে কালাতিপাত করে নাই। যে উত্তেজনা মিরাটবাসীদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, দিল্লীর অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা এখন বারাণসীর লোকদিগের মধ্যে দেখা যাইতে থাকে। ১৮৫৭ অব্দে গ্রীষ্মকালে খাদ্য দ্রব্য

সাতিশয় দুর্মূল্য হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ফিরিঙ্গীদিগের শাসনদোষে তাহাদের আহারসামগ্রী দুর্মূল্য হইয়াছে। এজন্য জনসাধারণ ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণে সাধারণের উত্তেজনার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দিল্লীর রাজবংশীয়গণের অনেকে, বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের মন্ত্র এ সময়ে একবারে ব্যর্থ হয় নাই। জাতীয় সম্মান ও জাতীয় ধর্ম্মের বিলোপভয়ে, ইহার উপর খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে, বারাণসীর হিন্দু ও মুসলমান, অনেকেই গভীর উত্তেজনার আবেগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। নগরের তিন মাইল দূরে সিক্রোল নামে একটি স্থান আছে। ইউরোপীয়গণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে ইঙ্গরেজের সৈনিকনিবাস, আদালত, কারাগার, গির্জ্জা, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, হাঁসপাতাল, ভ্রমণোদ্যান প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। সৈনিকনিবাসে উপস্থিত সময়ে তিন দল এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় ইউরোপীয় কামানরক্ষক সৈন্য ছিল। এই তিন দল এতদ্দেশীয় সৈন্যের এক দল ৩৭ গণিত পদাতিক, আর এক দল লুধিয়ানার শিখসৈন্য এবং অপর দল ১৩ গণিত অশ্বারোহী। সর্ব্বসমেত প্রায় ২০০০ হাজার সৈনিক পুরুষ এই তিন দলে ছিল। ইঙ্গরেজ কামানরক্ষকের সংখ্যা ত্রিশ; জর্জ পন্সনবি এই সকল সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। হেন্রি টকর এই সময়ে বারাণসীর কমিশনর, ফ্রেডারিক গাবিন্স জজ ও লিণ্ড সাহেব মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহারা মিরাট ও দিল্লীর শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া, আপনাদের শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ রাখিতে বিশেষ যত্ন করেন, কিন্তু ইঁহাদের যত্ন সফল হয় নাই। যে ঘটনা মিরাটে ও দিল্লীতে ঘটিয়াছিল, বারাণসীতেও তাহা সংঘটিত হয়।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহিদিগের কতকগুলি শূন্য গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। ইহার পরে বারাণসীর ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আজিমগড় হইতে সংবাদ আইসে যে, তথাকার ১৭ গণিত সিপাহিরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। আজিমগড়ের এই সৈনিকদল মেজর বরোস্ নামক এক জন সৈনিক পুরুষের অধীন ছিল। এই সৈনিক পুরুষ তাদৃশ তেজস্বী ছিলেন না। তিনি সিপাহিদিগের উত্তেজনার প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন।

যে মাসের শেষে সিপাহিদিগকে যে অতিরিক্ত টোটা দেওয়া হয়, তাহা তাহারা ব্যবহার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই সময়ে নিদারুণ অর্থলোভ তাহাদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলে। ৫,০০,০০০ টাকা, ১৭গণিত দলের কতিপয় সিপাহি ও ১৩ গণিত দলের কতিপয় অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধানে গৌরক্ষপুর হইতে আসিতেছিল। লেপ্টেনাণ্ট পালিসর্ এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ টাকা আজিমগড়ে পহুঁছিলে আজিমগডের উদ্বৃত্ত দুই লক্ষ টাকার সহিত বারাণসীতে পাঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। একবারে সাত লক্ষ টাকা নিকটে পাইয়া, সিপাহিরা উহার জন্য সাতিশয় লোলুপ হয়। তাহারা প্রকাশ্যভাবে আজিমগড হইতে টাকা পাঠাইবার প্রতিকূলতা করিতে থাকে। এই প্রতিকূলতা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়। মুদ্রারক্ষকগণ ৩রা জুন উক্ত সাত লক্ষ মুদ্রা লইয়া, আজিমগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে বিপদের শান্তি হইল না। উত্তেজিত সিপাহিরা এক সময়ে প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে পারে। একদা আফিসরেরা আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ১৭ গণিত সৈনিক দলের লাইনে আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা অদূরে কামানের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই শব্দ যে, কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রের দিকে হইতেছে, ইহা তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল। মুহূর্তমধ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; সুতরাং ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য সংবাদবাহকের কোন প্রয়োজন হইল না। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সমস্ত সিপাহি তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ ও সামরিক কার্য্যে অনভ্যস্ত পুরুষেরা তাড়াতাড়ি কাছারিতে প্রস্থান করিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সহযোগিগণ কাছারিগৃহ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা কুলনারীগণের সহিত এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এদিকে সিপাহিরা আপনাদের কোয়ার্টর মাষ্টার ও কোয়ার্টর মাষ্টার সার্জ্জনকে হত্যা করিল; কিন্তু অন্যান্য আফিসর-দিগের কোন ক্ষতি করিল না। এই ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও, সিপাহিরা আপনাদের আফিসরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে

নাই। তাহারা ধনসম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়াছে, কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল জলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপে সর্ব্বত্রই তাহাদের ভয়াবহ উত্তেজনার চিহ্ন বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের আফিসরদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। আজিমগড়ের সিপাহিরা আফিসরদিগকে হত্যা না করিয়া, যে টাকা বারাণসীতে যাইতেছিল, তাহা হস্তগত করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেনানায়ক পালিসব রক্ষণীয় সম্পত্তির রক্ষায় অসমর্থ হইলেন। সমস্ত টাকা সিপাহিদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু সিপাহিদিগের আফিসরেরা প্রাণে বিনষ্ট হইলেন না। ১৩ গণিত সিপাহিরা এই সময়ে আফিসরদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারের একশেষ দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের আফিসরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া কহে যে, তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না, তাহারা তাঁহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। উত্তেজিত সিপাহিদিগের কেহ কেহ, কোন কোন আফিসরকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য গাড়ীতে উঠিয়া, সকলের তাড়াতাড়ি পলায়ন করা উচিত। আফিসরেরা কহিলেন, "এখন কিরূপে আমাদের গাড়ী পাওয়া যাইবে?" সিপাহিরা কহিল, "না পাওয়া যায়, আমরা আপনাদিগকে পঁহুছাইয়া দিব।" ইহা কহিয়া, তাহাদের কয়েকজন আফিসরদিগকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেসন হইতে গাজীপুরের দিকে দশ মাইল পর্য্যন্ত গেল। তাহারা, যে টাকা হস্তগত করিয়াছিল, তাহা হইতে আফিসরদিগের এক মাসের বেতন দিতে চাহিয়াছিল। এ সময়ে সিপাহিরা আপনাদের আফিসরদিগের প্রতি এইরূপ দয়া ও সৌজন্য দেখাইয়াছিল*। তাহারা অভীষ্ট অর্থ লইয়া আজিমগড় ফিরিয়া আসিল। তাহাদের কেহ কেহ আফিসরদিগকে নিরাপদ স্থানে পঁহুছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে গেল। ইহার মধ্যে আজিমগড়ের ইউরোপীয়েরা গাজীপুরে পলায়ন করিল। সিপাহিরা আসিয়া দেখিল, আজিমগড়ে কোন ইউরোপীয় নাই, কাছারি, সৈনিকনিবাস, সমুদয় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা বিজয়োল্লাসে আড়ম্বরের সহিত ফৈজাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

* *Martin, Indian Empire Vol. II p 280.*

আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পঁহুছিল। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ আত্ম-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। এদিকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ সেনাপতি নীল সৈন্যদল লইয়া আসিতে লাগিলেন। নীল, বেলওয়েতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া, ঘোড়ার ডাকে বারাণসীতে উপস্থিত হন। নীল ও তাঁহার সমভি-ব্যাহারী মান্দ্রাজী সৈন্যদল ব্যতীত দানাপুর হইতে একদল ইউরোপীয় পদাতি আইসে। এইরূপে যখন সাহায্যকারী সৈন্যদল উপস্থিত হইল, কর্ণেল নীল যখন আপনাদের প্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হইলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষ সুযোগ বুঝিয়া, বারাণসীর সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিলেন।

নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথমে, এই স্থির হইয়াছিল যে, সিপাহিদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত করিয়া, অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ কেহ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে, অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একঘণ্টা মাত্র বিলম্ব করা, ঘোরতর অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উপস্থিত সময় যাহা করিতে হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে, তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পঁহুছিয়াছিল, এই সংবাদে বারাণসীর সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া, হয়ত প্রাতঃকালেই সকলকে আক্রমণ করিতে পারে, সুতরাং নিরস্ত্রীকরণে আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে বলিয়া, তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। পন্‌-সন্‌বি বারাণসীর প্রধান সেনানায়ক ছিলেন, নিরস্ত্রীকরণের আদেশ দিবার ভার, তাঁহারই উপরে ছিল। শিখসৈন্যদলের আফিসর গর্ডন, পন্‌সন্‌বিকে জানাইলেন যে, সহরের বদমাইসদিগের সহিত সিপাহিদিগের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। ইঁহারা উভয়ে, কমিশনর ও জজের সহিত নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইঁহাদের সহিত কর্ণেল নীলের সাক্ষাৎ হইল *। নীল অবিলম্বে সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব

* পন্‌সন্‌বি ও নীল, ইঁহাদের মধ্যে কে কাহার সহিত দেখা করেন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পন্‌সন্‌বি বলেন, তিনি ও গর্ডন, যখন জজ গবিন্স সাহেবের গৃহে ছিলেন, তখন নীল সেই স্থানে উপস্থিত হন। পক্ষান্তরে নীল কহেন যে, পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন উভয়েই, তাঁহার

করিলেন। কিছুক্ষণ বিচারবিতর্কের পর, পন্‌সন্‌বি, সিপাহিদিগকে অপরাহ্ণ ৫টার সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করিতে সম্মত হইলেন। সম্মত হইয়াই, তিনি নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পন্‌সন্‌বি গর্ডনের সহিত তাঁহার আবাসগৃহে গমন করিলেন। ৩৭ গণিত সিপাহিদলের অধ্যক্ষ মেজর বারেটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। মেজর বারেট সিপাহিদিগের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; সিপাহিদিগের সাধুতা, সিপাহিদিগের প্রভুভক্তি ও সিপাহিদিগের কর্ত্তব্যপরায়ণতায়, তাহাদের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যেহেতু, ইহাতে সিপাহিরা নিদারুণ আঘাত পাইবে, এবং দুঃসহ মনোযাতনায় অধীর হইয়া বৈরনির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিবে। কিন্তু পন্‌সন্‌বি ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কহিলেন যে, স্থানীয় জজের নিকট, তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত, আর কোন পথ অবলম্বন করিতে পারেন না। সুতরাং বারেট বাধ্য হইয়া আফিসরদিগকে ৫টার সময় কাওয়াজের জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে প্রধান সেনানায়কের ঘোটক আনীত হইল। পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন, উভয়ে অশ্বারূঢ় হইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে পন্‌সন্‌বি রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রোগপ্রযুক্ত শীর্ণতা এখন পর্য্যন্তও দূর হয় নাই। এখন তাঁহার শরীর ও মন, দুইই অসুস্থ হইয়া উঠিল। তিনি এইরূপ অসুস্থশরীরে ও অসুস্থমনে, ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে গমন করিলেন। এইস্থানে তিনি দেখিলেন, কর্ণেল নীল তাঁহার ইউরোপীয় সেনাগণের সহিত প্রস্তুত হইয়াছেন। কামান সকলও প্রস্তুত রহিয়াছে। পন্‌সন্‌বি উপস্থিত মত আদেশ প্রচার করিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে যে গুরুতর কার্য্য রহিয়াছে, উপস্থিত সময়ে তিনি সেই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতিগণ, যে কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইলেন, তাহাতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

আবাসস্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বারাণসীর জয়েণ্টম্যাজিষ্ট্রেট্ টেলার সাহেব লিখিয়াছেন যে পন্‌সন্‌বি যখন গর্ডনের গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, তখন নীলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যাহা হউক, উপস্থিত মতভেদ তাদৃশ গুরুতর ঘটনার মধ্যে গণ্য নয়।

এই সময়ে বারাণসীতে দুই হাজার সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়গণ আড়াই শতের অধিক ছিল না। এই দুই হাজার সিপাহী সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এখন এইরূপ উত্তেজিত সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। যখন নিরস্ত্রীকরণের আদেশ প্রচার হইল, তখন সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগীরা কাওয়াজের ক্ষেত্রে ৩৭ গণিত সিপাহীগণের নিকটে গমন করিলেন। ৪১৪ জন সৈনিক পুরুষ এই সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ইহারা সেনাপতির সমক্ষে কোনরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিল না। সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে একে একে অনেকেই আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইহাদের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈনিকদল সঙ্গীন ধরিয়া অদূরে দণ্ডায়মান ছিল, শিখ সেনারা অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক এই সৈনিকদলের পক্ষসমর্থন করিতেছিল, এইরূপে ইহারা সেই ভীষণ অস্ত্র-বিসর্জ্জন-ভূমিতে ভীষণতর অস্ত্রের সম্মুখে থাকিয়া, আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতেছিল। তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল, হয় ত এই সকল কামানের গোলায় তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ, হয় ত তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকেই আক্রমণ করিবে। এইরূপ সন্দেহে বিচলিত হইলেও তাহারা কোনরূপ ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করে নাই। কর্ণেল স্পটিস্উড্ যখন তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা ধীরভাবে সেই আদেশপালন করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা তাহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সহসা তাহাদের সেই গভীর সন্দেহ গভীরতর হইয়া উঠিল। অদূরবর্ত্তী ইউরোপীয় সৈনিকগণ যখন তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিতে লাগিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, তাহারা ভাবিল, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখনই তাহাদিগকে কামানের মুখে জীবনবিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাহারা পূর্ব্বেই গভীর সন্দেহে বিচলিত হইয়াছিল, এখন গভীরতর উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, আপনাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদেরই অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিল।

উপস্থিত সময়ে কোন বিষয়ে একটু অসাবধানতা ঘটিলেই বিপদ্ অনিবার্য্য

হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। সিপাহীরা একেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল; ইহার উপর কর্ত্তৃপক্ষ কিঞ্চিন্মাত্র অধীরতা বা অসাবধানতা দেখাইলে তাহারা যে, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ যদি এ সময়ে অধীরতার পরিচয় না দিতেন, অথবা ভয়-প্রদর্শনে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সিপাহীরা বিনা গোলযোগে ও বিনা বাধায় আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিত*। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ধীরভাবে কার্য্যে উদ্যত হয়েন নাই, শান্তভাবে শান্তিময় কার্য্যের সূত্রপাত করেন নাই। নিরস্ত্রীকরণসময়ে তাঁহারা সিপাহীদিগের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন, অদূরে সশস্ত্র সৈনিকদিগকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, আপনারা নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে লইয়া ভীষণ ভাবের পরিচয় দিতেছিলেন; সিপাহিরা পূর্ব্বেই উত্তেজনার আবেগে অধীর ও সন্দেহের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল, এখন সন্নিকটে শমনসদৃশ সমরাস্ত্রের সমাবেশ দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত, অধিকতর সন্দিগ্ধ ও অধিকতর শঙ্কিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। ধূমায়মান বহ্নি সামান্য সংঘর্ষেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

কর্ণেল স্পটিস্‌উড্‌ কহিয়াছেন, 'কাওয়াজের ক্ষেত্রে যে ১৪ জন সৈন্য একত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যে, প্রথার অবাধ্য ও গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা, সেই ৪ঠা জুনের অপরাহ্নে আমার স্পষ্ট বোধ হয় নাই। আমি দলস্থিত লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, উক্ত বিদ্রোহী লোকের সংখ্যা ১৫০ শতও নহে। সেহেতু, যখন সকলকে অস্ত্রপরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম, তখন অনেকেই বিনা গোলযোগে সেই আদেশপালন করিতে লাগিল। * * * দুই তিন জন বলিল, "আমাদের আফিসরেরা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন।" ইউরোপীয় সৈন্য সহজে আমাদের প্রতি গুলি করিতে পারে, "এই জন্য তাঁহারা আমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন।" আমি কহিলাম, "এ কথা মিথ্যা।" অনন্তর ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল, যে সকল এতদ্দেশীয় আফিসরের সহিত পরিচিত

* *Martin, Indian Empire Vol II p 201*

ছিলাম, আমি দলস্থ কাহারও সহিত কখনও প্রতারণা করিয়াছি কি না, তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা অনেকেই একবাক্যে কহিলেন, 'কখনও না; আপনি সদাশয় পিতার ন্যায় আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।' যাহা-হউক, আমি দেখিলাম, ইউরোপীয় সৈন্যের উপস্থিতিতে সিপাহীরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ঐ সকল সৈন্যকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করি-বার জন্য সেইদিকে অশ্বচালনা করিলাম *।"

সেনাপতি পন্‌সন্‌বির আদেশে ইউরোপীয় সৈন্য সিপাহীদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; স্পটিস্‌উড্‌ এই সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে নিবারিত করিতে গিয়াছিলেন। সেনাপতি সিপাহীদিগকে স্নেহের সহিত কহিয়া-ছিলেন, "তোমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করা হইয়াছে, যদি তোমরা ধীরভাবে এই আদেশ পালন কর, তাহা হইলে, তোমাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না।" এই কথা বলিবার সময়ে তিনি বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এক-জন সিপাহীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। সিপাহী তাঁহাকে বলিয়াছিল, "আমরা কোন অপরাধ করি নাই," পন্‌সন্‌বি হিন্দীতে উত্তর করিয়াছিলেন, "না, তোমরা অপরাধ কর নাই। কিন্তু যখন তোমাদের সহযোগিগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে, এবং যে সকল আফিসর তাহাদের কখনও কোন অনিষ্ট করেন নাই, তাঁহাদিগকেও নিহত করিয়াছে, তখন তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তোমাদের সেইরূপ করা আবশ্যক।" সেনাপতি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সিপাহীরা সমধিক উত্তেজিত হইয়া আক্রমণের উদ্‌যোগ করিল। একদল হইতে দুই একটি গুলি আসিয়া, ইঙ্গরেজ আফিসরদিগের মধ্যে পড়িল। পরক্ষণেই সকলেই পরিত্যক্ত বন্দুক পরিগ্রহ করিল এবং তৎসমুদয়ে গুলি ভরিয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সহসা গুলিবৃষ্টিতে ইঙ্গরেজ আফিসরেরা বিপন্ন, বিত্রস্ত ও বিব্রসঙ্কল অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সাত আট জন ইউরোপীয় সৈনিক নিহত হইল। আফিসরেরা কামানের সাহায্যে আক্রমণ নিবৃত্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মেজর বারেট নিবস্ত্রী-

* Martin Indian Empire, vol II p 252

কদয়ণের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি এই আকস্মিক ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি একপদও অগ্রসর না হইয়া, সেই বিপক্ষ সৈনিকদিগের মধ্যে আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, প্রশান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও প্রভুভক্তির অবমাননা করিল না, ইংরেজের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেও আপনাদের হিতৈষী ইংরেজ অধিনায়কের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইল না, এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারে ও অদূরদর্শিতায় মর্ম্মাহত হইয়া, বিদেশী ও বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও সেই বিদেশী ও বিধর্ম্মীর প্রতিও সমুচিত প্রীতিপ্রকাশে নিরস্ত থাকিল না। সদাচারে ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এ সময়েও অটলভাবে রহিল। সিপাহীরা মেজর বারেটকে নিরাপদস্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল।

সিপাহীদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ও যুদ্ধোন্মত্ত দেখিয়া ইংরেজ সৈনিকেরা* কামান সকল সজ্জিত করিয়া, গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সিপাহীরা কামানের সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৃহের পশ্চাৎ থাকিয়া তাহারা ইংরেজদিগের উপর তীব্রবেগে গুলি চালাইল। কিন্তু ইংরেজ সেনানায়কেরা কামান বন্ধ রাখিলেন না। কামানের গোলায় কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল। অবশিষ্ট সিপাহীদিগের অনেকে নগরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, অনেকে অদূরবর্ত্তী লোকালয়ে যাইয়া ভবিষ্যতে বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে, একদল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ও একদল শিখ কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইহারাও পূর্ব্বোল্লিখিত সিপাহীদিগের ন্যায় সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাদের সন্দেহ ও আশঙ্কা তিরোহিত হইল না। অশ্বারোহী সৈনিকদিগের মধ্যে একজন উত্তেজিত হইয়া, আপনাদের সেনানায়কের গুলি করিল, আর একজন তাঁহাকে নিষ্কোষিত তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিবার চেষ্টা করিল। শিখেরা নিস্তব্ধভাবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করে নাই। সেই কাওয়াজের ক্ষেত্রেও তাহারা বীরতার পরিচয় দিতেছিল। কর্ত্তৃপক্ষ যদি সে সময়ে তাহাদের রাজভক্তির উপর

সন্নিহিত না হইতেন, তাহাদের বিশ্বস্ততার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতেন, এবং তাহাদিগকে প্রকৃত উদ্দেশ্য ধীরভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শিখসৈন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতার পরিচয় দেওয়া হয় নাই, এরূপ সরলতা দেখাইয়াও অধীন সৈন্ত-দিগকে শান্তভাবে শান্তিময় পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। শিখেরা যখন ধীরভাবে পার্শ্ববর্তী অশ্বারোহী সৈনিকদিগের যুদ্ধোদ্যোগ দেখিতেছিল, তখন ইঙ্গরেজ সেনানায়কেরা তাহাদের উপরও সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং শিখ ও অশ্বারোহী সিপাহী, সকলেই একসূত্রে আবদ্ধ ও একবিধ কার্য্যসাধনে উদ্যত ভাবিয়া, আত্মরক্ষার জন্ত কামানের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ অধীরতা দেখিয়া, একজন শিখ একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়কের উপর গুলিনিক্ষেপ করিল, অমনি তাহার দলস্থ আর একজন সেই সেনানায়কের প্রাণরক্ষার্থ অগ্রসর হইল। শিখ সৈনিকদলের একজনের উত্তেজনার গতিরোধে আর একজন যখন যত্নশীল হইতেছিল, একজনের বিদ্বেষবুদ্ধির নিবারণ জন্ত আর একজন যখন অটল বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেছিল, তখন সহসা ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইঙ্গরেজ সৈনিকেরা সহসা এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগকে আততায়ী মনে করিয়া অস্ত্রধারণ করিল। অমনি এতদ্দেশীয় সৈনিকেরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে কামান সকল অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিকগণ পূর্ব্বোক্ত ৩৭ গণিত সিপাহীদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাহাদের আবাস গৃহ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। যদি এতদ্দেশীয় পদাতিক ও শিখসৈনিকেরা অগ্রসর হইয়া, কামান সকল অধিকার করিত এবং শৃঙ্খলার সহিত দলবদ্ধ হইয়া ঐ কামানের সাহায্যে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলে, বারাণসী নিঃসন্দেহ ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িত। কিন্তু তখন সিপাহীদিগের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। অভীষ্ট কার্য্যসাধনের কোনরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীও ছিল না। সিপাহীরা কোন দূরদর্শী অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হয় নাই। কোন বিচক্ষণ যুদ্ধবীর তাহাদের সমক্ষে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। তাহারা যখন উত্তেজনার

অধীর হইয়া, আপনাদের মধ্যে আপনারাই বিষম কোলাহল করিতেছিল, অধীরভাবে আপনারাই আপনাদিগকে সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া ভাবিতেছিল, এবং আপনারাই আপনাদিগকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরপুরুষ মনে করিয়া গর্ব্বসহকারে ও যথেচ্ছভাবে অস্ত্রপরিচালনপূর্ব্বক বিজয়ের আশা করিতেছিল, তখন একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়ক বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া কামান সকল অধিকার করিল। অমনি উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীরা আর সে অগ্নিময় পিণ্ডের গতিরোধে সমর্থ হইল না। তাহারা গোলযোগে উদ্ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিল।

নিরস্ত্রীকরণব্যাপারে যখন এইরূপ গোলযোগ ঘটিতেছিল, কর্ত্তৃপক্ষের অবিচার ও অসাবধানতাদোষে যখন সিপাহীদিগের এক দলের পর আর এক দল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছিল, তখন বারাণসীর ইঙ্গরেজ সেনাপতি নিরতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমক্ষে যে, উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হইবার আর তাঁহার সামর্থ্য রহিল না। নিদাঘ-তপন আপনার প্রখর রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলশায়ী হইতেছিল, তাহার পরিম্লান জ্যোতিঃ জগতের সমক্ষে অবস্থার পরিবর্ত্তনশীলতার পরিচয় দিতেছিল। সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া জীবহৃদয়ের শান্তিসম্পাদন করিতেছিল। রোগশীর্ণ ও জরাজীর্ণ সেনাপতিও অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় পরিম্লান হইলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ তাঁহার হৃদয়ের শান্তিবিধানে সমর্থ হইল না। তীব্র মনোযাতনায় ও দুঃসহ দুঃখে তিনি আপনার কার্য্যভার কর্ণেল নীলের হস্তে সমর্পিত করিলেন। নীল এখন বারাণসীর সেনাপতি হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণে উদ্যত হইলেন। যে সকল সিপাহী আপনাদের আবাস-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা তাড়িত ও নিহত হইল। যাহারা নির্জ্জন কুটীরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা সেই সকল কুটীরের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল।

উপস্থিত সময়ে সিপাহীদিগকে এইরূপে নিরস্ত্র করিবার উদ্যোগ করা সঙ্গত হয় নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সিপাহীরা তত্ত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী নহে। তাহাদের

সমক্ষে কোন বিষয়ে অসাবধানতা বা অধীরতা প্রকাশ করিলে, তাহারা সহজেই সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ যদি সিপাহীদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত না করিতেন, এবং তাহাদের সমক্ষে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও কামান সকল সজ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সিপাহীরা সহসা ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত না। তাহাদের প্রতি স্নিগ্ধভাব প্রকাশ করিলে তাহারাও আপনাদের সেনানায়কদিগকে স্নিগ্ধভাবে দেখিত, এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিলে, তাহারাও সেনানায়কদিগের বিশ্বস্ত হইয়া উঠিত। যখন তাহারা উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয় সৈনিকদিগের উপর অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতেছিল, তখনও বলবতী জিঘাংসায় তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহারা তখনও আপনাদের অনুরক্ত সেনানায়ক মেজর বারেটকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মেজর বারেটের ন্যায় যদি সকলেই সিপাহীদিগের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে, তাহারা তাঁহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। বিশেষতঃ, শিখ সৈনিকদিগের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ কর্ত্তৃপক্ষের অনুরক্ত থাকিত। নিরস্ত্রীকরণসম্বন্ধে বারাণসীর কমিশনর সাহেব ছই জুন গবর্ণর জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন, "আমার বোধ হয়, সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে অতিশয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে অনেকেই নিরস্ত্র হইয়াছিল। আপনাদের এই নিরস্ত্র সহযোগিদিগকে আক্রমণ করা হইবে ভাবিয়া, সশস্ত্র সিপাহীরা নিরতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিল। এ বিষয়ে একজন সিবিল কর্ম্মচারীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নহে, কিন্তু সাধারণের মতে উপস্থিত কার্য্য ধীরভাবে ও সুশৃঙ্খলায় সহিত সম্পন্ন হয় নাই।" এ অংশে লর্ড কানিঙ্গও কমিশনর সাহেবের সহিত একমত হইয়াছিলেন। তিনি কমিসনরের পত্রপ্রাপ্তির এক পক্ষ পরে বিলাতে ভারতবর্ষ শাসনসমিতির অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, 'বারাণসীর সিপাহী-দিগকে বড় তাড়াতাড়ি ও অবিবেচনাপূর্ব্বক নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। একদল শিখ সৈন্যকে টানিয়া আনিয়া, বিপক্ষতায় প্রবর্ত্তিত করা হয়, উহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহারাও

আমাদের প্রতি বিরক্ত থাকিত।” ইহার ১৬ মাস পরে, যে সকল দেওয়ানী কর্ম্মচারীর উপর উপস্থিত বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারাও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, “যখন শিখ সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই, সমস্ত ব্যাপারই তাহাদিগকে যারপরনাই, বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সৈনিকদল রাজভক্ত ছিল, যদি ইহাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত না হইত, তাহা হইলে, ইহারা আমাদের পক্ষসমর্থন করিত।” দূরদর্শী বিচারকগণ উপস্থিত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ধীরপ্রকৃতি ও সমীক্ষ্যকারী, তাঁহাদের নিকট কখনও এই মত উপেক্ষিত হইবে না। কিন্তু উপস্থিত সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ এই মতানুসারে পরিচালিত হয়েন নাই। যে স্থলে ধীরতা ও উদারতা দেখাইলে সুফলের উৎপত্তি হইত, সেই স্থলে তাঁহারা অধীরতা ও অনুদারতার একশেষ দেখাইয়াছেন, স্নিগ্ধ ভাব ও সদয় ব্যবহার যে স্থলে আশ্রিত ও প্রতিপালিতদিগকে তাঁহাদের সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ করিত, তাঁহারা সেই স্থলেই কঠোরতা দেখাইয়া, সেই আশ্রিত ও অনুগতদিগকে তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু করিয়া তুলিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোমল বৃত্তির বিকাশ দেখা যায় নাই, তাঁহারা সংহারিণী তামসী বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্য্যপটুতা ছিল, শ্রমশীলতা ছিল, একাগ্রতা ছিল, কিন্তু একমাত্র ধীরতা ও সদ্বিবেচনার অভাবে তৎসমুদয়ই বিপত্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কেবল তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষার সহিত সাম্রাজ্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ তরবারির বলে রক্ষিত হইবে, তাঁহাদের প্রাধান্য ও তাঁহাদের ক্ষমতাও এই তরবারির বলেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা যে স্থলে তরবারির সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই ভয়াবহ বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের অনুরক্ত ও তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ না হইলে, তাঁহাদের জীবন

নিরাপদ ও তাঁহাদের রাজ্য শান্তিপূর্ণ হইত না। তাঁহারা অনুরক্ত ও স্নিগ্ধ-প্রকৃতি ভারতবর্ষীয়ের অনুপম স্নিগ্ধভাবেই উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বদেশীয় শাসকবর্গের লোকরঞ্জনক্ষমতা না থাকিলে ভারতবর্ষে তাঁহাদের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইত না।

উত্তেজিত সিপাহিরা কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইলেও বারাণসীর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলেন না। রজনীসমাগমে নগরের দুর্বৃত্ত অধিবাসিগণ পলায়িত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাছে নানা অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বলতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-নিবাস ও নগরের মধ্যভাগে একটি প্রকাণ্ড টাঁকশালা ছিল। অনেক ইউরোপীয় ঐ গৃহে আশ্রয় লইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ইউরোপীয়েরা চুনারে যাইবার জন্য রামনগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সিবিল কর্ম্মচারিগণ পরিজনবর্গের সহিত কলেক্টর সাহেবের কাছারিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। * এই সময়ে খাজাঞ্চিখানারক্ষার ভার কতিপয় শিখ সৈনিকের উপর সমর্পিত ছিল। ইহাদের স্বদেশীয়গণের অনেকে সৈনিক নিবাসে নিহত হইয়াছিল, ইহারাও এজন্য উত্তেজিত হইয়া, ধনাগারবিলুণ্ঠন করিতে পারে, কর্তৃপক্ষ এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু একজন প্রশান্তপ্রকৃতি শিখ সর্দ্দারের অবিচলিত রাজভক্তি ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের গুণে উক্ত আশঙ্কা দূর হইল। এই রাজভক্ত শিখ সর্দ্দারের নাম সুরত সিংহ।

যখন দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হয়, লর্ড ডালহৌসির আদেশে যখন পঞ্জাবকেশরীর বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশসাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়া যায়, তখন সর্দ্দার সুরত সিংহকে পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে আনিয়া আবদ্ধ করা হয়। পঞ্জাব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছিল, সুরত সিংহও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজের বন্দী হইয়াও হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্র বিচ্যুত হইলেন না; যখন বারাণসীর কর্তৃপক্ষ ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইবে ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছিলেন, এবং রজনীসমাগমে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের ভয়াবহ চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বিচলিত হইয়ে

* কমিশনর সাহেব ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন না তিনি টাঁকশালে গিয়াছিলেন।

উঠিতেছিলেন, তখন এই বর্ষীয়ান শিখ সর্দ্দার অটলসাহসে ও অতুল্য তেজস্বিতাসহকারে গুলিপূর্ণ বন্দুক স্কন্ধে লইয়া ইঙ্গরেজদিগকে কাছারিগৃহে লইয়া গেলেন। ইঙ্গরেজের প্রতি তাঁহার এইরূপ গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হইল। এই ধনাগারে তাহাদের নির্ব্বাসিত মহারাণী ঝিন্দনের মণিমুক্তা প্রভৃতি ছিল। স্বদেশের শোচনীয় অধঃপতনের বৃত্তান্ত এ সময়েও তাহাদের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহ যেরূপে পিতৃসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তেজস্বিনী মহারাণী যেরূপে পবিত্র পঞ্চনদ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধনরত্নসমূহ যেরূপে কোম্পানির ধনাগারে স্থানপরিগ্রহ করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ এ সময়েও তাহাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল, ইহার উপর তাহারা সৈনিকনিবাসে তাহাদের স্বদেশীয়গণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের সময়ও তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত ছিল। তাহারা যখন ঐ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, তখন বর্ষীয়ান শিখ সর্দ্দারের প্রশান্তভাবে তাহাদের হৃদয়ের অশান্তি দূর হইল। তাহারা কোনরূপ বিরাগের চিহ্ন না দেখাইয়া ধীরভাবে গবর্ণমেন্টের অর্থ ও লাহোরের মণিমুক্তা প্রভৃতির রক্ষার ভার ইউরোপীয়দিগের হস্তে সমর্পিত করিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই সম্পত্তি অধিকতর নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন। এইরূপ ধীরতা ও বিশ্বস্ততার জন্য কমিশনর সাহেব পরদিন প্রাতঃকালে দশ হাজার টাকা ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগকে পারিতোষিক দিলেন।

এই হিতৈষী ও উদারপ্রকৃতি শিখ সর্দ্দারই কেবল উপস্থিত সঙ্কটসময়ে হিতৈষিতা ও উদারতার পরিচয় দেন নাই। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের চিরপবিত্র আশ্রয়ভূমির অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুও এ সময়ে ইঙ্গরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া বারাণসীতে যেরূপ সকলের সম্মানভাজন ছিলেন, সেইরূপ উদারতা ও ধীরতার জন্য সকলের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোকুল চাঁদ জজ আদালতের নাজির ছিলেন, সুতরাং জজ সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি

রাত্রিদিন অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও পরিশ্রমসহকারে বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের সহায়তা করেন। ইঙ্গরেজের সমধর্ম্মীরাও তাঁহার স্যায় স্বজাতীয়ের উদ্ধার জন্য উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পণ্ডিত গোকুলচাঁদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। তাঁহার অপরিসীম যত্নে বিপন্ন ইউরোপীয়েরা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ ব্যতীত আর একজন সদাশয় ধনী পুরুষ ইউরোপীয়দিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম রাও দেবনারায়ণ সিংহ। ইনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থন জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ইঁহার মহানুভাবতায়, ইঁহার দয়ায়, সর্ব্বোপরি ইঁহার দূরদর্শিতায় বারাণসীর ইউরোপীয়েরা যে, কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একজন ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক (স্যার জন কে) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ইঁহার (দেব নারায়ণের) কার্য্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহার কোন কথাই অতিশয়োক্তিতে দূষিত হইতে পারে না। রাজভক্ত কর্ম্মচারী ও সম্পত্তিশালী বিষয়ী, উভয়েই এই সঙ্কটকালে পরার্থপরতার পরিচয় দিয়া ইঙ্গরেজের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বারাণসীর মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ এ সময়ে ইঙ্গরেজের সাহায্য করিতে উদাসীন থাকেন নাই; তিনি রাত্রিকালে নিরাশ্রয় ইউরোপীয় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং আপনার অর্থ ও অনুচরবর্গ সমস্তই, কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করিয়া রাজভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিলেন। পবিত্র বারাণসীর পবিত্রস্বভাব হিন্দুর সাহায্যে ইউরোপীয়েরা এইরূপে নিরাপদ হয়েন। যাঁহারা এই স্থান খৃষ্টধর্ম্মালোকে আলোকিত করিবার জন্য বাস করিতেছিলেন, বিধর্ম্মীর অপরিসীম দয়াই এ সময়ে তাঁহাদিগের জীবনরক্ষার অবলম্ব হইয়াছিল। তাঁহারা হিন্দুর এইরূপ পরার্থপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং বিস্ময়সহকারে হিন্দুর অপূর্ব্ব মহত্ত্বের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। সুরত সিংহের কার্য্যতৎপরতায় কাছারিগৃহে ইঙ্গরেজেরা নিরাপদ ছিলেন, এবং টাকশালায় ইউরোপীয়েরা পরিজনবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। রাত্রি দুইটার সময় কতিপয় ইঙ্গরেজ কাছারি হইতে টাকশালে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহাদের সকলকেই সবিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের স্ত্রী

পুত্র, দাস, দাসী, সকলেই একস্থানে স্তূপীকৃত দ্রব্যের ন্যায় রহিয়াছিল। যে সকল ইউরোপীয় এই গৃহ রক্ষার জন্য নিম্নতলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই দিবসের গুরুতর শ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; গৃহের অঙ্গনে, গাড়ি, পাল্কি, ঘোড়া প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়েরা এইরূপে কষ্টে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহারা সম্মুখে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকট চিত্র দেখিতেছিলেন, প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের আশঙ্কা পরিবর্দ্ধিত, হৃদয় অবসন্ন ও নিদ্রা অন্তর্হিত হইতেছিল; ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, তাঁহারা নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে রহিলেন। প্রভাত সময়ে সমগ্র নগর শান্তভাব অবলম্বন করিল। বিপন্ন ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্ত ভাবে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ সকল গভীর রজনীতে গভীরতর শান্তভাবের পরিচয় দিতেছিল, তাঁহাদের বাঙ্গলা, তাঁহাদের কাছারি, সমস্তই পূর্ব্ববৎ অবস্থায় ছিল, প্রভাতে তাঁহারা দেখিলেন, নগরে কোনরূপ গোলযোগ নাই, অধিবাসিগণ নিরুদ্বেগে ও ধীরভাবে আপনাদের কার্য্য-সম্পাদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারাও নিঃশঙ্কচিত্তে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন।

ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, বারাণসী যেরূপ হিন্দুপ্রধান স্থান, হিন্দুগণ চিরন্তন ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই স্থানে তাঁহাদের নিঃসন্দেহ সর্ব্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহার বিপরীত ঘটিল। হিন্দুপ্রধান বারাণসী খৃষ্টধর্ম্মা-বলম্বীর শোণিত প্রবাহে কলঙ্কিত হইল না। কমিশনর সাহেব এজন্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট বিস্ময়প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজ যদি হিন্দুর চরিত্র বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিস্ময়ের আবির্ভাব হইত না। হিন্দু বিপন্নের উদ্ধারে উদাসীন নহে, রাজভক্ত প্রজার ধর্ম্মপালনেও কাতর নহে, এবং প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য দয়াধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেও অগ্রসর নহে। ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও স্নেহ ও প্রীতির সম্মোহন ভাব দেখিলে, হিন্দু আপনা হইতেই তাহার নিকট আনত হয়। ইঙ্গরেজ তাহাকে বিধর্ম্মী ও বিজাতি ভাবিয়া আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে নিবেশিত করিতে পারেন, সর্ব্বদা তাহার আক্রমণের ভয়ে আত্মহারা হইতে পারেন, কিন্তু

হিন্দু বিপদের সময়ে তাঁহার প্রত্যুপকারে উদাসীন নহে। ইঙ্গরেজ যদি হিন্দুর জাতীয় চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বিপ্লব সর্ব্বব্যাপী হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি করিত না, এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত গভীর আশঙ্কার বিকট ছায়াও প্রসারিত হইত না, ইঙ্গরেজ যে স্থলে হিন্দুর প্রতি স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়াছেন, সেই স্থলেই হিন্দু তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। ইঙ্গরেজ ইহা না বুঝিয়া অশুভক্ষণে তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সমবেদনা, সদাশয়তা ও স্নেহশীলতা, সমস্তই দূরীভূত করিয়া কঠোরভাবে কঠোরতর শাসনদণ্ডের পরিচালনার সহিত আত্মপ্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কঠোর নীতিও পরিণামে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা উদ্গীরণ করিয়াছিল।

হিন্দুত্বের নিদর্শনভূমি বারাণসী হিন্দুর চিরপ্রসিদ্ধ প্রশান্তভাবের পরিচয় দিল। ইঙ্গরেজ আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইঙ্গরেজের ক্রোধের শান্তি হইল না, এবং বলবতী প্রতিহিংসারও বিলয় দেখা গেল না। সিপাহিদিগের উত্তেজনায় বারাণসীর ইঙ্গরেজেরা এক সময়ে আপনাদিগকে প্রণষ্টসর্ব্বস্ব মনে করিয়াছিলেন; সেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের অনেকে নিহত ও অনেকে ইতস্ততঃ পলায়িত হইয়াছিল, ইঙ্গরেজ এখন নিরাপদ হইয়া, বারাণসীবিভাগের অধিবাসীদিগের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইলেন। ৯ই জুন এই বিভাগে সামরিক আইন প্রচারিত হইল। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত আইনের বলে অবাধে সংহারকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পল্লীতে পল্লীতে বেত্রাঘাত, ফাঁসী কিছুই বাকী রহিল না। ছোট বড়, সকলেই ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুর অথবা বিষাক্ত সর্পের ন্যায় নির্দ্দয়তাসহকারে নিহত হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ উত্তেজিত লোকের আক্রমণভয়ে যে রাত্রিতে কাছারিগৃহ ও টাকশালায় আশ্রয়গ্রহণ করেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা দেখিলেন, সারি সারি ফাঁসিকাষ্ঠ সকল সাজান রহিয়াছে। প্রতিদিনই এই সকল ফাঁসিকাষ্ঠে অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান হইতেছে। এক জন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক লিখিয়াছেন যে, কোমলপ্রাণা ইঙ্গরেজ মহিলারাও হতভাগ্যদিগের হত্যাকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করিতে ত্রুটি

করেন নাই*। এই সময়ে বারাণসীর অধিবাসীরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে মানবাকারের দুর্দ্দান্ত অসুর বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই অসুরদিগের হস্তে কেহই পরিত্রাণ পায় নাই, ইহারা যাহাকে ধরিয়াছে তাহারই জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। অনেকে উপস্থিত হত্যাকাণ্ড সেনাপতি নীলের অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন †।

এই সময়ে কয়েকটি বালক ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে বিপক্ষ সিপাহিদিগের, পতাকা উড়াইয়া ও টম্ টম্ বাজাইয়া যাইতেছিল, এই অপরাধে সৈনিক বিচারালয়ে ইহাদের বিচার হয়। একজন বিচারক কোমলপ্রাণ বালক-দিগের কাতরতা দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিচারে বালকদিগের মৃত্যুদণ্ড হইল। উক্ত দয়ার্দ্র বিচারক এই অসহায়, বিপন্ন ও সর্ব্বাংশে নিরীহস্বভাব শিশুদিগের প্রতি করুণাপ্রদর্শন করিতে প্রধান সেনাপতিকে অশ্রুপূর্ণনয়নে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না। কোমলমতি বালকেরা প্রাণের দায়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, তাহাদের করুণ রোদনধ্বনিতে বিচারকদিগের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। বারাণসীর কঠোরপ্রকৃতি সেনাপতি সর্ব্বসংহারক মহাকালের ন্যায়, অবিচলিতভাবে সর্ব্বসংহারকার্য্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন। এই বিধ্বংসব্যাপারে জল্লাদের অভাব হইল না, অনেকে নিজের ইচ্ছায় জল্লাদের কার্য্যভার গ্রহণ করিল, এবং নগরের পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ে গমন করিয়া অধিবাসীদিগকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে লাগিল। এক ব্যক্তি এই কার্য্যে কিরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিল, আম্রবৃক্ষ সকল ফাঁসিকাষ্ঠ স্বরূপ করা হইয়াছিল। অপরাধী দিগকে হাতীর উপর চড়াইয়া তাহাদের গলদেশে ফাঁস দেওয়া হইয়াছিল। বারাণসীর ৩০ মাইল দূরে কতকগুলি বিপক্ষ সিপাহী অবস্থিতি করিতেছে,

* *Rev. James Kennedy Empire in India, Vol. II. p. 288.*

† কে সাহেব লিখিয়াছেন উপস্থিত ঘটনার ৩।৪ দিন পরে সেনাপতি নীল বারাণসী হইতে যাত্রা করেন। এজন্য এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। *Keye, Sepoy War. vol. II. p. 236.* কিন্তু হম্‌সেল্ সাহেব হত্যাকাণ্ডে সেনাপতি নীলকেই দায়ী করিয়াছেন। *Holmes, Indian Mutiny, p. 223.*

বারাণসীর কর্তৃপক্ষ ২২ শে জুন এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। ২৭ শে জুন ২৪০ জন ইউরোপীয় সৈন্য ও কতিপয় শিখ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। ইহাদের আগমনে সিপাহিরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। অনেকে নিহত হয়, অনেকে ধৃত হইয়া উল্লিখিতরূপে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে থাকে। ইউরোপীয় সৈনিকেরা ক্রোধের, আবেগে ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, নিরতিশয় নির্দ্দয়ভাবে কুড়িটি পল্লী দগ্ধ করিয়া জনশূন্য মহাপ্রান্তরে পরিণত করে। একজন তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ এই সৈনিকশ্রেণীতে ছিলেন। বয়সের নবীনতায় তাঁহার কল্পনা যেমন নবীনভাবে পূর্ণ ছিল, হৃদয়ের বৃত্তি সকলও সেইরূপ নবীনতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন এবং যে কঠোর কার্য্যসাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে অটল ও সেই কার্য্যসাধনে অবিচলিত থাকিলেও হৃদয়ের কোমলতর নবীন বৃত্তিগুলিতে একবারে জলাঞ্জলি দেন নাই। নবীন ভাবে বিভোর ও নবীনতর কোমল বৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া, সৈনিক যুবক উক্ত পল্লীদাহের এইরূপ হৃদয়স্পর্শিনী বর্ণনা করিয়াছেন :—

"আমরা ৮ দিন ও ৯ রাত্রিতে ৪২১ মাইল অতিক্রম করিয়া ২৫ শে জুন বারাণসীতে উপনীত হইলাম। ২৭ শে জুন সন্ধ্যাকালে আমাদের দলের ২৪০ জন সৈনিক (ইহাদের মধ্যে আমি একজন) ১৫০ শিখ ও ২০ জন সওয়ার বারাণসী হইতে যাত্রা করিল। সওয়ারগণব্যতীত আমরা সকলে গোরুর গাড়ীতে যাইতে লাগিলাম; পরদিন বেলা ৩টার সময় আমরা ৩ দলে বিভক্ত হইয়া পল্লীসমূহে অপরাধিদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে দলে ছিলাম, সেই দল একটি পল্লীতে উপস্থিত হইল, পল্লীবাসীরা পল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমরা উক্ত পল্লীতে আগুন লাগাইলাম, পল্লী ভস্মীভূত হইয়া গেল। যখন আমরা ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিল এবং কহিল, যে দুই মাইল দূরবর্ত্তী একটি পল্লী তাহাদের দলস্থ লোকে পূর্ণ রহিয়াছে, ঐ সকল লোক-যুদ্ধার্থ সজ্জিত আছে। আমরা দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম। আমরা যখন তাহাদের নিকট হইতে ৬০০ শত হস্ত দূরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন তাহারা দৌড়িতে লাগিল। আমরা তাহাদের উপর বন্দুক ছুড়িতে লাগিলাম, এবং তাহাদের ৮ জনকে

গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী করিলাম। আমরা পল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলাম, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সত্বরপদে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং হাত তুলিয়া আমাদের অফিসারকে সেলাম করিল। আমরা তাহাকে সিপাহী বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলাম, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবরুদ্ধ করিলাম। সেই ব্যক্তিও আর ২০ জন আমাদের বন্দী হইল। আমরা পথস্থিত গোরুর গাড়ীর নিকট ফিরিয়া আসিলাম। একটি প্রাচীন লোক আমাদের নিকট আসিয়া আমরা যে গ্রাম দগ্ধ করিয়াছিলাম, তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা চাহিল। আমাদের সহিত একজন মাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে এই বৃদ্ধ, গ্রামে দুর্বৃত্তদিগকে আশ্রয় দিয়া খাদ্য সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্রসংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। এই বিষয়ের বিচার করিতে ৫ মিনিট মাত্র সময় লাগিল। পূর্ব্বোক্ত সিপাহি ও এই অর্থপ্রার্থী বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথের পার্শ্বে লইয়া যাওয়া হইল, সেই স্থানের একটি বৃক্ষের শাখায় উভয়কেই ফাঁসী দেওয়া হইল; আমরা সমস্ত রাত্রি সেই পথে রহিলাম, ঐ দুই ব্যক্তির শব আমাদের পার্শ্বে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা উত্থিত হইয়া, প্রান্তর দিয়া, কয়েক মাইল গমন করিলাম। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, আমরা আর একটি গ্রামে গমন করিলাম, এবং উহাতে আগুন লাগাইয়া গন্তব্য পথে ফিরিয়া আসিলাম। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য দলও নিষ্কর্ম্মা ছিল না, তাহারাও আমাদের ন্যায় এই সকল কার্য্য করিতেছিল; যখন আমরা ফিরিয়া আসিলাম, তখন জলধারা আমাদের শিরোদেশ হইতে পদতল দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমরা ৮০ জনকে বন্দী করিয়াছিলাম, ৬ জনকে সেই দিন ফাঁসী দেওয়া হইল। ৬০ জনের বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। ইহার পর মাজিষ্ট্রেট্ ঘোষণা করিলেন, অপরাধীদিগের প্রধান ব্যক্তিকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে ২০০০৲ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। আমরা সেই রাত্রিতে পথে শুইয়া রহিলাম। আমাদের পার্শ্বে উক্ত ছয় ব্যক্তি ফাঁসীরজ্জুতে বিলম্বিত রহিল। পরদিন অপরাহ্ণ ৫ টার সময় ভেরীধ্বনি দ্বারা অভিযানের সঙ্কেত করা হইল। এই সময়ে প্রবল-বেগে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, আমরা এক হাঁটু জল ও কাদা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর

হইতে লাগিলাম। এইরূপে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া আগুন দিলাম। ঐই সময়ে সূর্য্যোদয় হইল, আমাদের আর্দ্র বস্ত্রাদি বিশুষ্ক হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘর্ম্মে বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া গেল। আমরা একটি বড় পল্লীতে আসিলাম। ঐ পল্লী লোকপূর্ণ ছিল; আমরা গ্রামের ২০০ জনকে অবরুদ্ধ করিয়া, উহাতে আগুন দিলাম। আমি গ্রামমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, উহার চারিদিকই অগ্নি-শিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, একটি বৃদ্ধ শয্যা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার সামর্থ্য ছিল না, খাটিয়াখানি লইয়া যাইতেও সে নিরতিশয় অশক্ত ছিল। আমি তাহাকে গ্রামের বাহিরে আসিতে আদেশ করিলাম এবং চতুর্দ্দিকব্যাপী অগ্নি-শিখা দেখাইয়া কহিলাম, যদি সে আমার আদেশানুসারে কার্য্য না করে, তাহা হইলে, অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমি খাটিয়া-সমেত ঐ বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিলাম। ইহার পর ঘুরিয়া একটি গলির মোড়ে আসিলাম। অগ্নি-শিখা ও ধূমরাশি ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব, বিবেচনা করিবার জন্য মুহূর্ত্তকাল তথায় দাঁড়াইলাম। আমি যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিলাম, তখন অগ্নির তেজে এক খানি গৃহের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, প্রায় চারি বৎসরবয়স্ক একটি বালক গৃহদ্বারের দিকে আসিতেছে, আমি পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া কহিলাম, যদি সে না যায়, তাহা হইলে, তাহাকে গুলি করা হইবে। ইহা কহিয়াই যে গৃহে বালকটি ছিল, সেইদিকে ছুটিয়া গেলাম। গৃহ-দ্বার সেই সময়ে অগ্নি-শিখায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমি নিজের জন্য ভাবিলাম না, কেবল ঐ নিরুপায় শিশুটিই আমার ভাবনার বিষয়ীভূত হইল। আমি ছুটিয়া দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ভিতরে একটি ছোট উঠান আছে। উঠানের চারি পার্শ্বের সকল গৃহে আগুন লাগিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নিরুপায় শিশুটি ব্যতীত তথায় আট হইতে দুই বৎসর বয়সের আরও ছয়টি শিশু দেখিতে পাইলাম, এতদ্ব্যতীত একটি অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল। ইহারাও অপরের সাহায্য-ব্যতিরেকে হাঁটিতে পারিত না। একটি বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী একটি শিশুকে বুকে জড়াইয়া

রাখিয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিশুটি ৫।৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রসূতিও প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; কিন্তু তখন দেখিবার সময় ছিল না। আমি শিশুদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা কেবল আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। আমি সদ্যোজাত শিশুটিকে লইলাম। প্রসূতি শিশুটিকে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, আমি পুনর্ব্বার তাহার কোলে দিলাম। আমি প্রসূতি ও তাঁহার সদ্যোজাত সন্তানকে বাহুদ্বারা জড়াইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। শিশুরা প্রাচীন ও প্রাচীনাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। উহারা আমার অনুসরণ করিবে জানিয়া, আমি আগে আগে যাইতে লাগিলাম; উহারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অগ্নি-শিখার চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি এমন স্থানে আসিয়া পড়িলাম যে, সে স্থান হইতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; আমি শিশুদিগকে আমার অনুসরণ করিতে কহিয়া, কোনরূপ বিঘ্নবাধা না মানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেক কষ্টে সকলকেই নিরাপদে বাহির করিলাম। * * যে কাপড়ে তাহাদের দেহের অর্দ্ধভাগও আবৃত ছিল না, অগ্নির মধ্য দিয়া আসিবার সময়ে তাহাও স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল; আমি তাহাদিগকে অদূরবর্ত্তী ক্ষেত্রে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। কিছু দূর যাইয়া দেখিলাম, একটি প্রাচীনা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার শক্তি ছিল না, কেবল হস্ত ও পদের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে পারিত। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বাহিরে আনিতে চাহিলাম; কিন্তু সে আমার সাহায্য লইতে সম্মত হইল না। তাহার সহিত বিতণ্ডা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিলাম। অনন্তর আর একস্থানে যাইয়া একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম; তাহার বয়স প্রায় ২২ বৎসর। যুবতী একটি আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়াছিল, এবং সরবত দ্বারা তাহার বিশুষ্ক মুখ সিক্ত করিতেছিল। অগ্নি প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিল; উহার জ্বালাময়ী শিখা, সমস্তই ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। মৃত্যু-শয্যাশায়ী ব্যক্তির অদূরে চারিটি নারী আমার দৃষ্টিগোচর হইল, আমি দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম এবং তাহাদিগকে ঐ পীড়িত ব্যক্তি

ও যুবতীর সাহায্য করিতে বলিলাম। কিন্তু তাহারা আপনাদের কার্য্য করাই আবশ্যক মনে করিল; আমি সঙ্গীন বাহির করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যদি তাহারা আমার আদেশপালন না করে, তাহা হইলে, তাহাদিগকে বধ করা হইবে। তাহারা আমার সহিত আসিল এবং ঐ মৃত্যুদশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও যুবতীকে বাহিরে লইয়া আসিল। আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিলাম। অগ্নি-শিখা গগনস্পর্শী হইয়াছিল, আমি গ্রামের আর এক স্থানে যাইয়া ১৪০টি স্ত্রীলোক ও প্রায় ৬০টি শিশু সন্তান দেখিতে পাইলাম। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল। আমি এই পরিবারের যে প্রাচীনা স্ত্রীলোকটিকে বাহিরে আনিয়াছিলাম, সে আমার নিকট আসিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি খাইবার জন্য যে বিস্কুট পাইযাছিলাম, তাহা হইতে কয়েকখানি তাহাদিগকে দিলাম, কিন্তু তাহারা উহা গ্রহণ করিল না; কহিল, উহা লইলে তাহাদের জাতি নষ্ট হইবে। এই সময়ে ভেরিধ্বনি দ্বারা সকলকে একত্র হইবার সঙ্কেত করা হইল। আমি ফিরিয়া গেলাম। মহিলারা, তাহাদের পরমাত্মীয় স্নেহভাজনের প্রতি যেরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে, আমাকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। * * * আমরা বন্দীদিগের দশজনকে ফাঁসী দিলাম। প্রায় ষাটিজনের প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। সেই রাত্রিতে আমরা আর একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলাম। বন্দিগণ যেরূপ দৃঢ়তাসহকারে ও প্রশান্তভাবে আত্রকাননে আত্মবিসর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফাঁসী, রজ্জু ছিন্ন হওয়াতে, একজন পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে পুনর্ব্বার ফাঁসী দেওয়া হইল। সকলের ফাঁসী হইলে, অপরাপর বন্দীদিগকে সেই দৃশ্য দেখাইবার জন্য সেই স্থানে আনা হইল। * * * ৬ই জুলাই আমাদিগকে ২০০০ দুই হাজার যুদ্ধোন্মুখ লোকের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। আমাদের দলে ১৮০ জন সৈনিক ছিল। বিপক্ষেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, আমাদের গতিরোধের জন্য দাঁড়াইয়াছিল। আমরা প্রবলবেগে অগ্রসর হইলে, তাহারা পলায়ন করিল। আমরা তাহাদের

অধ্যুষিত পল্লীতে অগ্নি দিয়া, উহার চারিদিক পরিবেষ্টিত করিলাম। তাহারা যেমন অগ্নি-শিখা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাহির হইতে লাগিল, আমরা অমনি তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহাদের আঠার জন আমাদের বন্দী হইল। একসঙ্গে সকলের বিচার হইয়া গেল। * * * আমরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে সেই স্থলে বধ করিলাম। আমরা এই বিভাগে পাঁচ শত লোককে এইরূপে নিহত করিয়াছিলাম*।”

বারাণসী বিভাগে এইরূপে অবাধে পল্লীদাহ ও নরহত্যা হইল। উত্তেজিত সিপাহিরা বারাণসীর কারাগাব আক্রমণ করে নাই, এবং তথাকার কয়েদী-দিগকেও বিমুক্ত করিয়া, নগর উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্তিময় করিয়া তুলে নাই। কয়েদীরা কারাগারে পূর্ব্ববৎ অবস্থিতি করিতেছিল। বারাণসীর কর্ত্তৃপক্ষ যখন বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে বিপক্ষতাচরণের অপরাধে বন্দী করিলেন, তখন কয়েদীপূর্ণ কারাগারে তাহাদের সমাবেশ হইল না। তাঁহারা ঐ সকল বন্দীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান পাইলেন না, প্রতিমুহূর্ত্তে তাহাদের বিচারকার্য্য শেষ হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই অনেকে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইল, অনেকে কঠোর বেত্রাঘাতে নিপীড়িত ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ কঠোরতায়ও বিপ্লবের গতিরোধ হইল না। সিপাহিদিগের উত্তেজনায় দেখিতে দেখিতে জৌনপুর ও এলাহাবাদে অতি ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব হইল।

জৌনপুর বারাণসীর ৩৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রান্ত-ভাগ দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে জৌনপুর ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়। সেই সময় হইতে ইঙ্গরেজেরা এই স্থানে আপনাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করেন। জৌনপুরে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরময় দুর্গ ছিল। এই দুর্গে কয়েদিগণ অবরুদ্ধ থাকিত। নগরের পূর্ব্বদিকে সৈনিক নিবাস ছিল। উপস্থিত সময়ে লুধিয়ানার ১৬৯ জন শিখ সৈন্য সৈনিকনিবাসে অবস্থিতি করিতেছিল। মরানামক একজনমাত্র ইউরোপীয় অফিসর এই সৈনিকদলে অধ্যক্ষতা করিতেন।

* এই পত্র বিলাতের টাইম্‌স্‌নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

৫ঠা জুন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহিদিগের ন্যায় শিখ সৈনিকেরাও কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিল। সেনাপতি যদি এই সময়ে ধীরতার বশবর্ত্তী হইতেন, এবং সদ্বিবেচনা-সহকারে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে, শিখেরা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। একজনের উত্তেজনার পরিচয় পাইয়া, দলস্থ সকলকে উত্তেজিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে যখন এক জন শিখ সৈনিক আপনাদের অধিনায়ককে গুলি করিল, তখন সেই দলের বিশ্বস্ত হাবিলদার চূড়া সিংহ আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, স্বীয় বাহু দ্বারা সেই গুলির আঘাত হইতে অধিনায়ককে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইল। প্রভুভক্ত হাবিলদারের বাহুতে গুলি প্রবিষ্ট হইল, তাহাদের অধিনায়ক নিরাপদ হইলেন; অপরাপর শিখ সৈন্য ধীরভাবে ইহা চাহিয়া দেখিল। আর কেহই উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না, এবং কেহই আপনাদের বন্দুক সজ্জিত করিয়া, ইউরোপীয়দিগের প্রতি গুলিনিক্ষেপ করিল না। যদি এই সময়ে অধিনাকগণ সমগ্র শিখ সৈন্যে বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান না হইতেন, একজনকে উত্তেজিত দেখিয়াই যদি সমগ্র দলকে আপনাদের বিপক্ষশ্রেণীতে সমাবেশিত না করিতেন এবং যদি ধীরভাবে ঐ সৈনিকদলকে কর্ত্তব্যকার্য্য-সম্পাদনে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে, শিখসৈন্য বিদ্বেষবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতা প্রদর্শিত হয় নাই। সেনাপতিদিগের বিচারদোষে বাঙ্গালার সিপাহিদিগের ন্যায়, শিখ সৈন্যদিগেরও বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কোম্পানি ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিকে অবিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন, এবং সকলকেই একবিধ দণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বারাণসীতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যদি জৌনপুরের ইউরোপীয় সেনাপতির নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে, সেনাপতি তত্রত্য শিখসৈন্যদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে এক সৈনিক-নিবাস হইতে আর এক সৈনিক-নিবাসে সংবাদ প্রেরিত হইত না। এদিকে বাজার গুজবসকল যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া, চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িত। এক সেনা-নিবাসের সেনাপতি অপর সেনা-নিবাসের বিবরণ জানিয়া সাবধান হইতে না হইতেই, তাঁহার অধীন সৈন্যগণ বাজারগুজব শুনিয়া অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিত। ৪ঠা জুন জৌনপুরে গুজব উঠিল যে, আজিমগড়ের সৈন্যগণ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তৎপরদিন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহিসৈন্যদলের কথা জৌনপুরবাসীরা জানিতে পারিল। জৌনপুরের শিখসৈনিকেরা এ সংবাদে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিল না। তাহারা সেই পলায়িত ও ইতস্ততঃ ধাবিত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে জৌনপুরের ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে সজ্জিত হইয়া রহিল।

ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীগণ, উক্ত সিপাহিদিগের ভয়ে, কাছারিগৃহে আশ্রয় লইল। শিখসৈনিকেরা অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখভাগে সজ্জিত থাকিল। বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় সংবাদ আসিল যে ৩৭ গণিত সিপাহিরা নিকটবর্ত্তী কুঠী লুঠ করিয়া, লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। জৌনপুরের ইউরোপীয়গণ এই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া, ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু বিপদ অন্তর্হিত হইল না; জৌনপুরের শিখসৈন্য ৩৭ গণিত সিপাহিদিগের পলায়ন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদিগের স্বদেশীয় শিখদিগের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অবগত হইল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয়দিগের হস্তে বারাণসীর শিখদিগের নিধনের সংবাদে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পুরুবিয়া, সকল সৈনিক পুরুষকেই সমূলে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই বিশ্বাস ক্রমে গভীর হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গভীরতর মনোবেদনার সঞ্চার করিল। তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, যে অস্ত্রে ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই অস্ত্রেই তাঁহাদের শোণিতপাতে উদ্যত হইল।

সেনানায়ক মরা যখন কাছারির বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। বারণ্ডাস্থিত আর একজন ইউরোপীয়, এই শব্দে চমকিত হইয়া, চাহিয়া দেখিলেন, সেনানায়ক বারাণ্ডায় পড়িয়াগিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; বন্দুকের গুলি তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শিখ সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলিতেই যে, সেনানায়ক

সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছেন, ইহা ইউরোপীয়েরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তাঁহারা শশব্যস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বসংহারক কালের বিকট ছায়া এখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রসারিত হইল। তাঁহারা এই ভয়ঙ্করী ছায়ায় হতবুদ্ধি হইয়া, প্রতিক্ষণেই আপনাদের প্রাণনাশ হইল বলিয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন, এবং কেহ কেহ অন্তিমসময়ে অন্তর্যামী ভগবানের নিকটে কুশলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে জৌনপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব কারাগৃহে যাইবার পথে নিহত হইলেন। উত্তেজিত শিখসৈন্য অতঃপর ধনাগার-বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ধনাগারে দুই লক্ষ ষাটি হাজার টাকা ছিল, সিপাহিরা সমস্ত বিলুণ্ঠিত করিল। জৌনপুরে ইংরেজের ক্ষমতা বা প্রাধান্যের কোন চিহ্ন রহিল না। সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল, সমস্তই গোলযোগপূর্ণ ও সমস্তই অরাজকতার নিদর্শন-জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। কাছারি গৃহের ইউরোপীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। সেনানায়ক মরা এ সময়েও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না; গুলির আঘাতজনিত ক্ষত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। পলায়নোদ্যত ইউরোপীয়েরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়াই বিব্রত ছিলেন। তাঁহারা আসন্নমৃত্যু সেনানায়ককে পথে ফেলিয়া, কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বে, কেহবা শকটারোহণে পলাইতে লাগিলেন, পথে হতভাগ্য মরার মৃত্যু হইল। তদীয় পত্নীও কিয়দ্দূর যাইয়া, সন্ন্যাসরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পলাতকগণ গোমতী উত্তীর্ণ হইয়া, নিরাপদে কারাকটনামক স্থানে আসিলেন। পথে কেহই তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না। এই সময়ে তাঁহাদের ভারত বাসী ভৃত্যেরা যথোচিত প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা বিপন্ন দিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই। কারাকটে লালা হিঙ্গন লালনামক একজন সম্ভ্রান্ত ও বর্ষীয়ান্ রাজপুতের বাস ছিল। এই পরহিতৈষী ও সদাশয় রাজপুত বিপন্ন ইউরোপীয় ও তাঁহাদের স্ত্রী কন্যাদিগকে, আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। তিনি বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতে, যত্নশীলতার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। হিঙ্গনলাল ইউরোপীয় মহিলা ও বালক বালিকাগণকে আপনার অন্তঃপুরে রাখিলেন। তাঁহার আদেশে এই বিপ

অতিথিদিগের জন্য খাদ্য সামগ্রীর যথোচিত আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচারকগণ ইঁহাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র মার্জ্জিত করিয়া, বিপক্ষগণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত রহিল। উত্তেজিত সিপাহিরা তিন বার কারাকট লুণ্ঠন করিল, কিন্তু তাহারা হিঙ্গনলালের গৃহ আক্রমণ করিল না। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজপুতের আবাসস্থান তাহাদের নিকটে, পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। অধিকন্তু, হিঙ্গনলালের গৃহ আক্রমণ করিলে, পাছে অযোধ্যার তেজস্বী রাজপুতগণ তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত হয়েন, তাহারা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিল, সুতরাং পলায়িত ইউরোপীয়েরা বর্ষীয়ান্ হিঙ্গনলালের গৃহে নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদের আশ্রয়স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। বারাণসীর কমিশনর সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া, পলায়িতদিগের আনয়ন জন্য কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর পলাতকেরা এই সৈনিকদলের সাহায্যে বারাণসীতে উপনীত হইলেন।

গবর্ণমেণ্ট অতঃপর হিঙ্গনলালের এই সৎকার্য্যের পুরস্কার করিয়াছিলেন। হিঙ্গনলাল সম্মানসূচক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদবীর অধিকারী হইয়া, যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া, ঐ বৃত্তি তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীকে দিবার বন্দোবস্ত হয়।

হিন্দুর চিরপবিত্র তীর্থ বারাণসী হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে, আর একটি পবিত্র তীর্থ আছে। এই তীর্থস্থান ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের মধ্যে প্রয়াগনামে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ ইহা এলাহবাদনামে পরিচিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতা ও সুদৃশ্য সৌধমালার অভাব প্রযুক্ত ইহা এক সময়ে দরিদ্রভাবের পরিচয়সূচক ফকীরাবাদ নামে কথিত হইত। ভারতের দুইটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া, এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সরিৎসঙ্গম অতি প্রাচীন কাল হইতে, সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ যেমন পরম পবিত্র বলিয়া উহাতে অবগাহন করেন, অতীতদর্শী ঐতিহাসিকগণ যেমন অতীত সময়ের বহুবিধ ঘটনার সাক্ষীভূত বলিয়া, উহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন, ভাবুক কবিগণও সেইরূপ উহার চিত্তবিমোহিনী শোভার বর্ণনা করিয়া, আপনাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও ভাবুকতার

পরিচয় দিয়া থাকেন*। ফলতঃ এলাহাবাদের সরিৎ-সঙ্গম গম্ভীরভাবের উদ্দীপক। যুক্তবেণী জাহ্নবীর শ্বেতবর্ণ সলিলরাশির সহিত কালিন্দীর সুনীল জলপ্রবাহের সংযোগ দেখিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হয়।

স্মরণাতীত কালে এই স্থানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। যযাতি এই স্থানে আধিপত্য করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। পুরু এই স্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার পবিত্রতর কার্য্যে মহিমান্বিত হইয়াছিলেন, এবং দুষ্যন্ত-প্রমুখ পৌরবগণ এই স্থানে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া পুণ্যতর অবদানপরম্পরায় সমগ্র আর্য্যভূমি গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতে যখন মুসলমান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ইউরোপীয় বণিকগণ যখন বাণিজ্যব্যবসায়ের প্রসঙ্গে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করে নাই, তখনও এই রাজধানী হিন্দুদিগের মধ্যে পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এই স্থানে আসিয়া আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ বোধ করিতেন, এবং ইহার পাদদেশপ্রবাহিত পবিত্র সরিৎ-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। মুসলমানদিগের আধিপত্য সময়েও এই স্থান অপ্রসিদ্ধ ছিল না।

---

* মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

কচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ,
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্
ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥
কচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥

কচিৎ প্রভা চান্দ্রমসীতমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা॥
কচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ

"গঙ্গার জল শুক্লবর্ণ; যমুনার জল নীলবর্ণ; উভয় জলপ্রবাহ সম্মিলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন মুক্তাহারের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সম্মিলিত বারিরাশি, কোনস্থলে শুক্ল ও নীলপদ্মে গ্রথিত হারের ন্যায়; স্থলান্তরে কাদম্ববিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ হংসকুলের ন্যায়; কোথাও বা শ্বেতচন্দন রচিত পত্রলেখার মধ্যস্থিত কালাগুরু লিখিত পত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কোনস্থানে তরুচ্ছায়ার অন্তরালবর্ত্তী শরৎকালীন-চন্দ্র কিরণের ন্যায়, স্থানান্তরে শরৎকালের শ্বেত অভ্রমালার অন্তর্লক্ষ্য নীলবর্ণ নভস্তলের ন্যায়, কোথাও বা কৃষ্ণসর্প বিভূষিত হরতনুর ন্যায় বোধ হইতেছে।"

দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ এই স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া পুলকিত হয়েন। তিনি পশ্চিমদিকে আপনার সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য আটকে যেরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন সেইরূপ পূর্ব্বদিকে বিশাল সাম্রাজ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য ইহার অতি প্রাচীন ও ভগ্নাবশিষ্ট হিন্দুনির্ম্মিত দুর্গই সুদৃশ্য দুর্গে পরিণত করিয়া এই স্থানের নাম এলাহাবাদ রাখেন। ইঙ্গরেজের আধিপত্যসময়ে উক্ত দুর্গ অনেকাংশে সংস্কৃত ও সুদৃঢ় হয়। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে উহার রমণীয়তা দর্শকের অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইয়া থাকে। এলাহাবাদের অস্ত্রাগার যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, ইহার রাজকীয় কোষাগারে উপস্থিত সময়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। যখন মিরাটের সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন ঐ প্রসিদ্ধ স্থলে কোন ইউরোপীয় সৈনিক ছিল না। উহার প্রসিদ্ধ দুর্গে ও দুর্গের চারি মাইল দূরবর্ত্তী সৈনিকনিবাসে ৬গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দল, একদল এতদ্দেশীয় কামানরক্ষক এবং একদল শিখ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল।

দুর্গের বহির্ভাগস্থিত সৈনিকনিবাসে যে ৬ গণিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল, অযোধ্যা ও বিহারপ্রদেশীয় লোক লইয়া, সেই দল সংগঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গরেজ যে সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভারতে আপনাদের অধিকারস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল যুদ্ধেই এই সৈনিকদল তাঁহাদের সহায় হইয়াছিল। ইহারা রণক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের পার্শ্বে সুকৌশলে রণনৈপুণ্য দেখাইয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, এবং প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকটে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইহাদের প্রভুভক্তি কখনও বিচলিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বে ইহাদিগকে কখনও সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া দেখেন নাই। ইহারা উপস্থিত সময়ে কোষাগাররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। দুইজন লোক ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাওয়াতে ইহারা তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করে, এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য দিল্লীতে যাইতে উদ্যত হয়। এইজন্য ভারতের গবর্ণর জেনেরল ইহাদের প্রভুভক্তির প্রশংসাবাদে বিমুখ হয়েন

নাই। কিন্তু শেষে ঘটনাবৈগুণ্যে ইহাদের বুদ্ধিবৈগুণ্য ঘটে। যে সাহস ইহাদিগকে এক সময়ে গবর্ণমেণ্টের অধিকারবরক্ষায় উত্তেজিত করিয়াছিল, সেই সাহসই পরে ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধনে উত্তেজিত করিয়া তুলে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন রাজনীতির দোষে ইহাদের সামরিক রীতি পর্য্যুদস্ত হয় এবং ইহাদের প্রভুভক্তি ভয়াবহ বিপ্লবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহারা সহসা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র জনপদে গভীর আশঙ্কা ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তার করে। ইহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজগণ নিহত হয়েন, ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়। অবশেষে ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে।

উক্ত সৈনিকদল ব্যতীত আর একদল সৈনিকপুরুষ এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা দীর্ঘকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, সাহসী ও প্রভূতবীরত্বসম্পন্ন ছিল। লর্ড ডালহৌসী বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্চসিন্ধুবিধৌত যে রমণীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনাধীন করেন, এই সকল সৈনিক পুরুষ সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, অপূর্ব্ববীরত্বের বিস্ফুরণক্ষেত্র রাজ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। নয় বৎসর পূর্ব্বে ইহারা স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের শূরত্বের একশেষ দেখাইয়াছিল। ইহাদের পরাক্রমে, ইহাদের রণনৈপুণ্যে ও ইহাদের অসীম সাহসে আলিবল, ফিরোজসহর, সোবাওঁ ও চিলিয়াবালা যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনী পবিত্র ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অবশেষে পরাজিত হইয়া এই সকল বীরপুরুষ ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হয়। এক সময় ইহারা যাহাদের পরাক্রম বিনষ্ট করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল, পরিবর্ত্তনশীল সময়ের অনন্ত মহিমায় এখন তাহাদের পক্ষসমর্থনজন্যই আপনাদের জীবন উৎসর্গ করে।

১১ই মে উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে যখন মিরাটে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ নিরুদ্বেগে প্রচণ্ড নিদাঘের সুদীর্ঘ দিনের সায়ন্তন সময়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। কেহ কেহ রমণীয় বৃক্ষবাটিকায় প্রণয়িনী বা প্রিয়জন সমভিব্যাহারে বেড়াইতেছিলেন। কেহ কেহ এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদিগের শ্রুতিসুখকর

বাদ্য শুনিয়া আপনাদের আমোদে আপনারাই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কেহ কেহ বা সমবয়স্কদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। সিপাহীদিগের সমুত্থানে মিরাটের ইউরোপীয়গণ যখন প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতেছিলেন, অনেকে বা নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হইতেছিলেন, তখন এই স্থানের ইউরোপীয়েরা আনন্দতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, সুখের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকেও যে, মিরাটপ্রবাসী ইঙ্গরেজদিগের দশাপন্ন হইতে হইবে, এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে যে, অশনি-পাত হইয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি করিবে, তখন তাঁহারা স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই।

১১ই মে এইরূপে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ১২ই মে তাড়িতবার্ত্তাবহ মিরাটের বার্ত্তা মহূর্ত্ত মধ্যে আনিয়া দিল। ১৪ই তারিখে ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়গণ বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিপ্লবের বিভীষিকায় চমকিত হইতে লাগিলেন। বাজারে, পল্লীতে, সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেক প্রতিবাসীর সহিত এই অশুভ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। সর্ব্বব্যাপী সন্ত্রাস সকলকেই সমভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইউরোপীয়গণ যেমন প্রতিক্ষণে আপনাদের সম্মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, জনসাধারণও তেমনি আপনাদের জাতিনাশ, ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতিক্ষণে ভয়াবহ নরকের বিকটমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। ইহাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি সকলকেই আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অবশেষে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণের বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা পাইলেন। কোম্পানি যে, কখন কাহারও জাতি বা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না, সকলেই যে, কোম্পানির রাজ্যে নির্ব্বিবাদে আপনাদের ধর্ম্মের অনুশাসন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা ঐ ঘোষণাপত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা হইল।

১৫ই মে সাধারণের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবং তৎপ্রযুক্ত গভীর উত্তেজনা

কিয়দংশে কমিয়া গেল। কিন্তু সহসা বাজারে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে আশঙ্কা আবার বাড়িয়া উঠিল। ১৮ই তারিখে দিল্লীর সংবাদে জনসাধারণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মিরাটের সিপাহীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। দিল্লীর বাহাদুরশাহ সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানীতে আবার মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষগণ ইংরেজদিগকে দূরীভূত করিয়া আবার মোগল সম্রাটের মহামহিমাময় খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। বাজারে বাজারে যখন এই সংবাদ প্রচলিত হইতে লাগিল, পল্লীতে পল্লীতে যখন এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল, তখন আর সাধারণে স্থির থাকিতে পারিল না। সিপাহীরাও চিন্তার আবর্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। তাহারা সকলেই গভীর উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোন বিষয়েই তাঁহাদের মনোযোগ রহিল না। কিরূপে দুর্গ নিরাপদ থাকিবে, কিরূপে ধনাগার রক্ষা পাইবে, আপনারা কিরূপে ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণে অক্ষত থাকিবেন, এখন ইহাই তাঁহাদের ভাবনার প্রধান বিষয় হইল।

প্রতিদিন দিল্লী হইতে নানা দুঃসংবাদ পঁহুছিতে লাগিল। ঐ দুঃসংবাদে নগরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিদিন অধিকতর ভীত ও অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ধনাগারের সমুদয় অর্থ দুর্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু কেহ কেহ ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে অবশেষে উহা পরিত্যক্ত হইল। যে হেতু, দুর্গে টাকা রাখিলেই উত্তেজিত সিপাহিগণ সর্ব্বপ্রথম ঐ টাকার লোভে দুর্গ অধিকার করিতে দলবদ্ধ হইবে। স্থানীয় ইউরোপীয়গণ সখের সৈনিক দলভুক্ত হইয়া নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার পূর্ব্বাবস্থায় ছিল। সুতরাং নানা স্থান হইতে নানা সংবাদ যথাসময়ে পঁহুছিতে লাগিল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সংবাদ বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতার সংবাদ কিছুই ছিল না।

আশঙ্কায়, উদ্বেগে যে মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। জুন মাসের প্রথম কয়েকদিন যে সংবাদ আসিল, তাহাতে ইউরোপীয়দিগের উৎকণ্ঠা অধিকতর বাড়িয়া উঠিল। ৪ঠা জুন হইতে টেলিগ্রাফের তার অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। আর তাহা হইতে কোন সংবাদ আসিল না। ঐ দিন অপরাহ্নে কতিপয় বার্ত্তাবহ দ্রুতগতি আসিয়া ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিল যে, বারাণসীর সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া আপনাদের সেনাপতিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সকল সিপাহি এক্ষণে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। এখন স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে সঙ্কটময় কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল। সকলে মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। নগরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহারা ৫ই জুন দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইল।

বারাণসী হইতে গঙ্গার অপর তট দিয়া এলাহাবাদ যাইবার পথ। এলাহাবাদে আসিতে হইলে, নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী দারাগঞ্জের সম্মুখে একটি নৌসেতু পার হইতে হয়। এলাহাবাদের মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের অনুরোধে, ৬ গণিত সিপাহিদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ দুইটি কামান সহ ঐ সেতু রক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যার কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য, সেতু ও সৈনিক নিবাসের মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। এই সকল সিপাহি এ পর্য্যন্ত কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। যে মাসে যখন মিরাটের সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, এবং দিল্লীতে গমন করিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে, তখনও ইহাদের বাক্যভঙ্গীতে কোনরূপ বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। সে সময়ে ইহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিবার পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করে নাই, এবং সে সময়ে ইহাদের প্রভুভক্তির বিরুদ্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যখন মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ এলাহাবাদে উপস্থিত হয়, তখনও সেনাপতিগণ ইহাদিগকে সর্ব্বাংশে বিশ্বস্ত ও সর্ব্বাংশে প্রভুভক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এলাহাবাদের সিপাহিরা বাহিরে কোনরূপ অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করে নাই, কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়-

গণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, ইউরোপীয় সৈন্য তাঁহাদের অনেককে নিরস্ত্র ও নিহত করিয়াছে, তখন তাহাদের হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল সেনাপতি নীল বারাণসীতে যাহা করিয়াছেন, এলাহাবাদে আসিয়া তাহাই করিবেন। বারাণসীর সিপাহিরা যেমন নীলের হস্তে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নিহত হইয়াছে, এখানে তাহারাও সেইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। হয়ত, ইউরোপীয়দিগের সঙ্গীনে অথবা গুলিতে তাহাদের ঐহিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তাহাদের ধীরতা অন্তর্হিত হইল। তাহারা ৬ই জুন সায়ংকালে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়গণ সম্ভবতঃ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে। সুতরাং তাহাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। এইরূপে বারাণসীর ন্যায় এলাহাবাদেও সিপাহিরা ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং এইরূপে ৬ই জুন তাহারা ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের সর্ব্বপ্রকার আশঙ্কার চিহ্ন প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতে দলবদ্ধ হইতে লাগিল।

সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইল। এ সময়েও উক্ত সিপাহিদল আপনাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর্য হইল না। মে মাসের শেষাংশে যখন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহিগণ দিল্লীর বাদসাহের নিকট উপস্থিত হয়, এবং ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত করিয়া, বৃদ্ধ মোগলকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া সম্মানিত করে, তখন ইহারা একাগ্রতার সহিত দিল্লীস্থিত বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। অবিলম্বে এই বিষয় তারে কলিকাতায় লর্ড কানিঙ্গকে জানান হয়। গবর্ণর জেনেরল আবার তারে উক্ত সিপাহিদিগের প্রভুভক্তির জন্য গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। এলাহাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ ৬ই জুন সূর্য্যাস্ত সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে উক্ত সিপাহিদিগকে সমবেত করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদের কথা জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য যথাসময়ে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সিপাহিরা সমবেত হইল। এ সময়ে তাহাদের ধীরতা ও প্রশান্তভাবের কোনরূপ

বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তাহাদের ধীরতা দেখিয়া সৈনাপতিগণ সন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে তাহাদের সম্মুখে গবর্ণর জেনেরলের ধন্যবাদলিপি পঠিত হইল। এলাহাবাদের কমিশনর সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষের অনুরোধে এস্থলে উপস্থিত হইয়া হিন্দুস্থানীতে সিপাহিদিগের গভীর রাজভক্তি ও অটল বিশ্বস্ততার প্রশংসা করিলেন। সিপাহিরা এই বক্তৃতায় অধিকতর প্রীত হইল এবং প্রীতিসহকারে আনন্দধ্বনি করিয়া বক্তার বক্তৃতার মর্য্যাদারক্ষা করিল। বক্তৃতা শেষ হইল। সিপাহিরা স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারিগণ তাহাদের ধীরতা ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন দর্শনে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইয়া, কেহ অশ্বারোহণে কেহ বা পদব্রজে ভোজনগৃহে যাইতে লাগিলেন। এই স্থানে আহারের জন্য সকলে একত্র হইয়া ৬গণিত সিপাহিদলের ব্যবহারের সন্তোষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন নৌসেতুর সম্মুখবর্ত্তী কামানদ্বয় দুর্গে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল না। অবিলম্বে কামান দুইটি দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ প্রচারিত হইল।

সৈনিক কর্ম্মচারীরা ভোজগৃহে সমবেত হইয়া নিরুদ্বেগে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকটি অতি তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ বালক ৬গণিত সিপাহিদলের মধ্যে সামরিক কার্য্য শিখিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, ইহারাও নিরুদ্বেগে আফিসরদিগের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। ইহাদের কিশোর বয়সের উৎফুল্ল ভাব আবার জাগিয়া উঠিল। ইহারা গরীয়সী জন্মভূমিতে স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে থাকিয়া যে রূপ শান্তিসুখ অনুভব করিত, উপস্থিত সময়েও সেই রূপ শান্তিসুখে সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উপবিষ্ট রহিল। এই রূপে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, সকলেই প্রশান্তভাবে সেই প্রশান্ত রজনীর স্নিগ্ধ সমীরসঞ্চালনে প্রফুল্ল হইয়া ভোজনের সঙ্গে নানারূপ আলাপ করিতে লাগিল। সিবিল কর্ম্মচারীরাও ইহাদের ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, এবং নিরুদ্বেগে ভোজনস্থলে আসনপরিগ্রহ করিলেন। এই রূপে ৬ই জুন রজনীসমাগমে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রশান্তভাব বিরাজ করিতে লাগিল। যাহারা পূর্ব্ব রাত্রিতে দুর্গে যাইয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহারা ৬ই জুন গৃহে প্রত্যাগত হইল। মিরাট ও দিল্লীর

সংবাদপ্রাপ্তির পর আর কোন দিন সায়ংকালে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ এরূপ শান্তিসুখভোগ করেন নাই। কিন্তু রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময়ে সহসা এই শান্তিসুখ তিরোহিত হইল। সহসা আশঙ্কাসূচক ভেরীধ্বনিতে এলাহাবাদের সমগ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি সসম্ভ্রমে বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া অশ্বারোহণে সৈনিকনিবাসে গমন করিলেন। অপরাপর ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষও ভেরীধ্বনিতে তাড়াতাড়ি এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৬ গণিত বিশ্বস্ত সিপাহীদলের সঙ্কল্প এতক্ষণে কার্য্যে পরিস্ফুট হইল। যাহারা ক্ষণস্থায়ী বিশ্বস্ততায় সেনাপতির প্রীতির উৎপাদন করিয়াছিল, তাহারাই কর্ত্তৃপক্ষের বিচারদোষে বলবতী আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, এতক্ষণে আপনাদের বৈরনির্যাতনস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য অস্ত্রপরিগ্রহ করিল।

যে সকল সিপাহী নৌসেতুরক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাই সর্ব্ব-প্রথম উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের নিকটে দুইটি কামান ছিল, কর্ত্তৃপক্ষ যখন ঐ দুইটী কামান দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন, তখন তাহারা উহা সহজে ছাড়িয়া দিল না। বারাণসীতে কামানের গোলায় তাহাদের স্বদেশীয়দিগের কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। কামান স্থানান্তরিত হইলে হয় ত, তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। গভীর আশঙ্কায়, বলবতী উত্তেজনায় তাহাদের আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকিল না, তাহারা অধীরভাবে কামান রক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষকে আক্রমণ করিল। কামানরক্ষক অবিলম্বে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য, অযোধ্যার অনিয়মিত সিপাহীদিগের অধ্যক্ষের সাহায্যপ্রার্থনা করিল। অধ্যক্ষ সাহায্য-দানে বিলম্ব করিলেন না। তিনি আপনার সৈন্যকে কামানরক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই আদেশপালনে উদ্যত হইল। ইহার মধ্যে কামানরক্ষক দুর্গে সংবাদ পাঠাইলেন। এই সময়ে সিপাহীদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল, বন্দুকের গভীর শব্দ, সৈনিকনিবাস হইতে স্পষ্ট শ্রুতি-গোচর হইতেছিল। কামানরক্ষক ও অযোধ্যার সৈনিকদলের অধিনায়ক

যখন অশ্বারোহণে যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন অযোধ্যার সিপাহীদিগের তিন জন মাত্র তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই ৬ গণিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সময়ে চন্দ্রের স্নিগ্ধ কর-জালে চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া সেই কৌমুদীবিধৌত প্রশান্ত রজনীতে ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল। তাহাদের গুলির আঘাতে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিক-দলের অধিনায়ক নিহত হইলেন। কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ প্রাণে প্রাণে পলায়ন করিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে অযোধ্যার কতিপয় সিপাহী আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন ফিরিঙ্গীর বিনাশে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তখনও তাহারা বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের ধীরতা ও প্রভুপরায়ণতা তখনও অটল ছিল, তাহারা নিহত অধিনায়কের দেহ স্বদেশীয়দিগের করাল আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিয়া, নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে অপরাপর সিপাহীদিগের উত্তেজনা নিবারিত হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের অভ্যুত্থান-সংবাদ জানাইবার জন্য সহযোগীদিগের নিকটে দুইজন লোক পাঠাইয়া দিল। কথিত আছে, তাহারা এই বার্ত্তাবিজ্ঞাপনের জন্য বোমধ্বনি করিয়াছিল। এইরূপে সংবাদ দিয়া তাহারা কামান লইয়া বিপুলবিক্রমে সৈনিক নিবাসের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের অধিনায়ক যখন অশ্বারূঢ় হইয়া কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্রে আসিলেন, তখন সমগ্র সিপাহীদল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইল।

কর্ণেল সিম্‌সন্ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সিপাহীদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এ সময়ে কর্ত্তা কর্ত্তৃত্বপ্রকাশে সমর্থ হইলেন না। পরিচালক আপনার অধীন লোকের পরিচালনে কৃতকার্য্য হইলেন না। অনুগত লোকে পরিচালকের আনুগত্যস্বীকারে ইচ্ছা করিল না। কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব, অনুগতের আনুগত্য, পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় অধিনায়কেরা আপনাদের অধীন সৈনিক পুরুষদিগকে, যে আদেশ দিতে লাগিলেন, সৈনিক পুরুষেরা সে আদেশপালনে যত্নপ্রকাশ করিল না। সেনাপতি সিম্‌সন্ কাওয়াজের ভূমিতে কামান আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা

করিলেন। দুইজন সিপাহী তাঁহার দিকে গুলি চালাইয়া, এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিল। শিষ্টাচারে বা মিষ্ট কথায়, ক্ষমতায় বা সদুপদেশে, সিপাহী-দিগকে এখন বশীভূত করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। উত্তেজনায় অধীর হইয়া সিপাহীরা প্রতি কথায় গুলি চালাইতে লাগিল, এবং আপনাদের অধিনায়কদিগকে কাণ্ডিয়াজের ক্ষেত্রশয়ী করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিল। সেনাপতি হতাশ হইলেন, আত্মপ্রাধান্যরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, তিনি আর এক দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। এই স্থানের কতিপয় সিপাহী সেনাপতির প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে বিমুখ হইল না। তাহারা অশ্বপরিত্যাগ পূর্ব্বক সিম্‌সনের অধিষ্ঠিত অশ্বের চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গে যাইতে কহিল। সেনাপতি আর একটি সৈনিক পুরুষের সহিত ধনাগার রক্ষার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু ধনাগারে যাইবার পথও সাতিশয় বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সেনাপতি যে দিকে গমন করেন, সেই দিকে অনবরত গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে চতুর্দ্দিকে গুলিবৃষ্টির মধ্যে সেনাপতি আপনার প্রাণ লইয়া বিব্রত হইলেন। বন্দুকের একটি গুলি তাঁহার টুপির পার্শ্বভাগ দিয়া চলিয়া গেল। সেনাপতি দুর্গের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সিপাহীরা এই সময়েও তাঁহার দিকে গুলি বৃষ্টি করিতে নিরস্ত থাকিল না। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। তেজস্বী বাহন এইরূপে আহত হইয়াও, আরোহীকে লইয়া, প্রবলবেগে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইল। সেনাপতি অধিষ্ঠিত অশ্বের দেহনিঃসৃত শোণিতে রঞ্জিত হইয়া নিরাপদে দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তদীয় বাহন অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত আরোহীর জীবনরক্ষা করিয়াই দুর্গদ্বারে গতাসু হইল।

সেনাপতি সিম্‌সন্ দুর্গে পলায়ন করিলেও, সিপাহীরা নিরস্ত হইল না। তাহারা যে সকল ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। অনেকে তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইল, অনেকে পলায়ন করিতে না পারিয়া, তাহাদের ভীষণ অস্ত্রাঘাতে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িল। যে ৮টি বালক সমরবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য এতদ্দেশে আসিয়াছিল, তাহাদের ৭টি সিপাহীদিগের হস্তে নিহত হইল। অপরটি

সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও নিকটবর্ত্তী একটি গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করিল। এই সময়ে ইহার বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। ষোড়শ বর্ষীয় বালক নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া, চারি দিন সেই অপকৃষ্ট স্থানে লুক্কায়িত রহিল। তাহার স্বদেশীয়দিগের কেহই তাহার রক্ষার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল না। যে সকল ইউরোপীয় দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্গের বাহিরে কি হইতেছে, কিছুই জানিতেন না। আক্রমণকারী সিপাহীদিগের ভয়ে, তাঁহাদের কেহই বহির্ভাগে যাইতে সাহসী হইতেন না। আহত বালক এই রূপ অসহায় অবস্থায় চারি দিন সেই অনাবৃত স্থানে পড়িয়া রহিল। আহার্য্য ও পানীয়ের অভাবে তাহার কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপময় দিন ও সুশীতল রাত্রি তাহার মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। পঞ্চম দিবসে সিপাহীরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া সরাইতে লইয়া আসিল। এই স্থানে আরও কতিপয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বন্দী ছিল। গোপীনাথনামক এক জন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী আহত বালককে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিরতিশয় কাতর দেখিয়া, আহার্য্য ও পানীয় দিলেন। বালক উহা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহার শান্তিলাভ হইল না। তাহার ক্ষত স্থান নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কতিপয় উত্তেজিত মুসলমান আসিয়া গোপীনাথকে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে কহিল। বালক ইহা শুনিতে পাইল এবং যাতনায় কাতর হইয়াও তেজস্বিতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাদরি! পাদরি! আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিও না।" এই তেজস্বী বালক পরিশেষে সিপাহীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দুর্গে নীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার জীবন রক্ষা হয় নাই। অনাহারে ও অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকাতে, তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয়। বালক ১৬ই জুন এলাহাবাদের দুর্গে প্রাণত্যাগ করে।

দুর্গে ৬ গণিত সিপাহীদিগের এক দল এবং অন্য এক দল শিখসৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। যখন ইহারা দুর্গের বাহিরে মুহুর্মুহুঃ বন্দুকধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন ভাবিল, বারাণসীর সিপাহীরা সৈনিকনিবাসে আসিয়াছে, এবং তাহাদের স্বদেশীয়েরা ঐ সকল সিপাহীর সহিত সম্মিলিত

হইয়াছে। কিন্তু যখন সেনাপতি সিম্‌সন্‌ অধিষ্ঠিত অশ্বের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তাহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন তাহারা বারাণসীর সিপাহীদিগের উপস্থিতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, দুর্গের বহিঃস্থ স্বদেশীয়দিগের পরিণামচিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে সেনাপতি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই, ষষ্ঠ দলের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। শিখদিগের অধিনায়কের উপর নিরস্ত্রীকরণের ভার সমর্পিত হইল। এই অধিনায়ক পঞ্জাবের যুদ্ধে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিখদিগকে এই অপ্রীতিকর কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে সিপাহীরা দুর্গের সদর দ্বাররক্ষা করিতেছিল, যখন সৈনিকনিবাসের দিকে বারংবার বন্দুকের শব্দ হয়, তখন ইহারা আপনাদের বন্দুক গুলিপূর্ণকরিয়া বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল যদি শিখসৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা সহসা এই সম্মিলিত সৈন্যের ক্ষমতা পর্য্যদস্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। অধিকন্তু যদি ধনাগারের অর্থরাশি দুর্গে আনীত হইত, তাহা হইলেও সৈনিকনিবাসের উত্তেজিত সিপাহী ও নগরের দুর্বৃত্ত জনসাধারণ সম্ভবতঃ দুর্গ আক্রমণ করিত, এরূপ হইলেও দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা বিনষ্ট হইত। হয় ত এলাহাবাদ ইঙ্গরেজের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত; কিন্তু দুর্গস্থিত পঞ্জাবী সৈনিক পুরুষেরা হিন্দুস্থানী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইল না। ধনাগারের অর্থ দুর্গে সমানীত হইয়া প্রলুব্ধ জনসাধারণকে দুর্গাক্রমণে উত্তেজিত করিল না। দুর্গের যেস্থানে সিপাহীরা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থানে সশস্ত্র শিখেরা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পুরোভাগে চুনার হইতে আগত কামান স্থাপিত হইল। অদূরে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলের ইউরোপীয় সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সন্নিবেশিত রহিল। কামানরক্ষক ইঙ্গরেজ সৈনিকপুরুষেরা প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া কামানের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গের হিন্দুস্থানী সিপাহীরা সে সময়ে কোনরূপ অবাধ্যতা বা কোনরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না। তাহারা অধিনায়কের

আদেশে ক্ষুব্ধহৃদয়ে অস্ত্রপরিত্যাগ পূর্ব্বক স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিল, এবং দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইল।

এলাহাবাদের দুর্গে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল, যদি দুর্গ ইঙ্গরেজের অধিকারচ্যুত হইত, তাহা হইলে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র সিপাহীদিগের হস্তগত হইয়া, নিঃসন্দেহ তাহাদের বলবৃদ্ধি করিত। একটি কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ ইহা ভাবিয়া, দুর্গের বারুদাগারে অগ্নিসংযোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। কাপ্তেন উইলোবি, যেরূপে দিল্লীর প্রকাণ্ড বারুদাগার নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা এই সৈনিক পুরুষের অবিদিত ছিল না। গুরুতর বিপদ হইলে, উক্ত সৈনিক পুরুষ উইলোবির প্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ পূর্ব্বক, দুর্গের বারুদাগারের সহিত সমস্তঅস্ত্রশস্ত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু বিনা গোলযোগে সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত ও দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইল, ইঙ্গরেজের পতাকা পূর্ব্ববৎ উড়িতে লাগিল, কামানরক্ষক সৈনিক পুরুষ যে দুষ্কর কার্য্যসাধনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কার্য্য আর অনুষ্ঠিত হইল না; দুর্গের বারুদাগার অস্ত্রাগার, সমস্ত পূর্ব্ববৎ রহিল।

এলাহাবাদের ষষ্ঠ দলের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানের ইতিহাস এইরূপ। এই ইতিহাসে সিপাহীদিগের একতা ও পরস্পর একীভূতভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। যখন নৌসেতুর সম্মুখে সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হয়, এবং কামানসহ সৈনিক নিবাসে উপস্থিত হইয়া, ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগকে আক্রমণ করে, তখন দুর্গস্থিত সিপাহীরা তাহাদের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে কোন বিষয় সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা অদূরে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভাবিতেছিল, বারাণসীর সিপাহীরা প্রবলপরাক্রমে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করিবার জন্য একীভূত হয় নাই। দুর্গের বাহিরে তাহাদের স্বদেশীয়গণও তাহাদিগকে এক সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য কোনরূপ সঙ্কেত করে নাই। যখন সেনাপতি সিম্সন্ রক্তাক্তদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহারা উদ্বেগে উদ্‌ভ্রান্ত হইল। সেনাপতি দুর্গে উপস্থিত

হইয়াই, তাহাদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব যখন কার্য্যে পরিণত হয়, তখন শিখেরা নিরস্ত্রীকৃত সিপাহী-দিগের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হয় নাই। যদি একসময়ে দুর্গের বহিঃস্থ সিপাহীরা সৈনিকনিবাসে ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত, এবং দুর্গস্থিত সিপাহী ও শিখেরা পরস্পরসম্মিলিত হইয়া, দুর্গের ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা বিনাশে উদ্যত হইত, তাহা হইলে এলাহাবাদে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের গতিরোধ করা, ইঙ্গরেজের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয় ত বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ দুর্গ সিপাহীদিগের হস্তগত হইত, এবং গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে সিপাহীদিগের প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিত। এইরূপে সুদক্ষ পরিচালক ও সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালীর অভাবে, এলাহাবাদে সিপাহীদিগের সমুত্থান গোলযোগপূর্ণ হইয়াছে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের প্রায় সকল স্থানেই এইরূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামরিক নীতির অংশে সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে এলাহাবাদের সিপাহীদিগের এইরূপ বিশৃঙ্খল সমুত্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ। যেহেতু, এই সমুত্থানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাও উক্তরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মূল বিষয় যেরূপ শৃঙ্খলার অভাবে ব্যর্থ হন, তৎপ্রসূত ঘটনাবলীও সেইরূপ শৃঙ্খলার অভাবে বিফল হইয়া যায়। সিপাহীদিগের সমুত্থানের অব্যবহিত পরেই, প্রায় সমগ্র নগর কোম্পানীর বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। নগরের প্রান্তবর্ত্তী ভূভাগেও ঐরূপ উত্তেজনার গতিবিস্তার হয়। দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্ত্তী কৃষকপল্লীসমূহও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। যদি এই সার্ব্বজনীন সমুত্থানের কার্য্যপ্রণালী বিশিষ্ট যোগ্যতা সহকারে অবধারিত ও বিশিষ্ট নৈপুণ্যসহকারে পরিচালিত হইত, এবং যদি সমগ্র জনসাধারণ একবিধ মন্ত্রণায় সম্বদ্ধ হইয়া, একবিধ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য একীভূতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে, বোধ হয়, ইঙ্গরেজ সহসা এই সমুত্থান নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন না, এবং সহসা আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই সর্ব্বব্যাপী অভ্যুত্থানের কোন অংশেও একতা বা শৃঙ্খলার চিহ্ন রহিল না। প্রত্যেকেই স্বাধীন হইয়া অসঙ্কুচিতভাবে স্বাধীনতার অপব্যবহারে উদ্যত হইল। কেহ কাহারও মতানুবর্ত্তী হইল না। কেহ কেহ কাহারও প্রাধান্যস্বীকারে ইচ্ছা

করিল না। কেহ কাহারও সহিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির মন্ত্রণা করিতে আগ্রহ দেখাইল না। সকলেই স্বপ্রধান, সকলেই স্বমতানুবর্ত্তী ও সকলেই স্বাভীষ্টসিদ্ধিপরায়ণ হইয়া, অবিচ্ছেদে ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কোথাও শৃঙ্খলা, প্রাধান্য বা কর্তৃত্বের সম্মান রহিল না। সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলার অভাব ও স্বেচ্ছাচারের প্রবলতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে এলাহাবাদের ন্যায় কোন নগরই বিভিন্ন জাতির জনগণে অধ্যুষিত ছিল না। এই স্থানে, যেরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল, সেইরূপ মুসলমানেরও ক্ষমতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। এলাহাবাদের বহুসংখ্যক মুসলমান এক সময়ে দিল্লীর মোগল সম্রাটের প্রতিপালিত ও অনুগৃহীত ছিলেন। ইহাঁদের পূর্ব্বতন সুখসৌভাগ্যের বিষয় এখনও ইহাঁদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে ইহাঁরা যেরূপ ক্ষমতাশালী ও সৌভাগ্যশালী ছিলেন, সেই রূপ ক্ষমতা ও সেইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে এখনও ইহাঁদের বলবতী বাসনা ছিল। সুতরাং ইহাঁরা ইঙ্গরেজের প্রাধান্যে তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। যখন এলাহাবাদে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন ইহাঁরাও সেই উত্তেজনার তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, আপনাদের প্রনষ্ট গৌরবের পুনরাবির্ভাব হইল বলিয়া মনে করিতে থাকেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যেও শৃঙ্খলা বা কার্য্যপ্রণালীর একতা রহিল না। ইহাঁরা মোহিনী কল্পনায় বিমুগ্ধ হইয়া, আপনাদের মানসপটে যে সুখময় চিত্র অঙ্কিত করিতে ছিলেন, সেই চিত্রের সম্মোহন, ভাবে ইহাঁদের ধীরতার বিপর্য্যয় ঘটিল। ইহাঁরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খল কার্য্য-পরম্পরায় সমবেদনা দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। ইউরোপীয়েরা যখন দুর্গে আত্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন, তখন সমগ্র নগরে ও নগরের উপকণ্ঠ-বর্ত্তী সমগ্র ভূখণ্ডে বিষম গোলযোগের সূত্রপাত হইল। ৬ই জুনের সমস্ত রাত্রি, অবিচ্ছেদে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কারাগারের দ্বার ভগ্ন হইল, কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েদীগণ আপনাদের সেই অপূর্ব্ব আভরণ উন্মোচিত না করিয়াই, লুণ্ঠনাশায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত জন-

সাধারণের অধিকাংশই, ইউরোপীয়দিগের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। পথে তাহারা যে ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়কে দেখিতে পাইল, তাহার প্রতিই অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের গৃহ বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা দূর হইতে এই অগ্নিশিখা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের মনোরম্য আবাসগৃহসকল অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের দোকান সকল বিলুণ্ঠিত হইল। রেলওয়ের কারখানা বিনষ্ট ও টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়া গেল। দুর্গের বাহিরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহাদের প্রায় কেহই নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হইল না। উত্তেজিত লোকে সম্পত্তিলুণ্ঠনে ও ফিরিঙ্গীহননে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহারা এখন সর্ব্বান্তঃকরণে সেই প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে লাগিল। সিপাহীরা এক দিন পূর্ব্বে যাহাদের প্রাধান্য-রক্ষার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ ছিল, এখন তাহারাই সেই প্রাধান্যনাশে উদ্যত হইল। কোম্পানির সৈনিকদলের যে সকল সিপাহী পেন্‌সন্‌ভোগী হইয়া জীবনের শেষভাগ শান্তিসুখে অতিবাহিত করিতেছিল; কথিত আছে, তাহারাও এই সময়ে তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইতে বিমুখ হয় নাই *। তাহাদের যৌবনের কার্য্যপটুতা অন্তর্হিত হইয়াছিল, বার্দ্ধক্যের আবির্ভাবে বল ও বিক্রম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা উত্তেজনার গতিবিস্তারে বিমুখ হইল না। তাহাদের পরামর্শে অনেকে ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এইরূপে বৃদ্ধের পরামর্শে, যুবকের পরাক্রমে, সমগ্র এলাহাবাদ ভীষণভাবের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। রাজকীয় শাসন কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইল, অরাজকতা কিছুকালের জন্য পূর্ণভাবে বিকাশ পাইল, এবং অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা কিছুকালের জন্য কোতোয়ালীতে উড্ডীন হইয়া, মোগলের প্রাধান্যঘোষণা করিতে লাগিল।

উত্তেজিত লোকে কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙ্গালী শান্তভাবে কালাতিপাত করিতে-

* *Kaye, Sepoy War Vol II p. 257, Note*

ছিলেন, পবিত্র প্রয়াগে, পবিত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে, বাস করিয়া, ইহাঁরা পুণ্যসঞ্চয় ও শারীরিক স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের আশা করিতেছিলেন। দূরাগত অনেক বাঙ্গালীও স্রোতস্বতীসঙ্গমে অবগাহন করিবার জন্য, এই স্থানে আসিয়াছিলেন। উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল না। কোম্পানির রাজ্যবিনাশার্থে ইহাঁরা কাহারও পরামর্শে পরিচালিত হইতেন না। ইহাঁরা নিরীহভাবে আপনাদের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং কোম্পানির অধিকারে আপনাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিয়াছে ভাবিয়া, নিরুদ্বেগে ধর্ম্মাচরণে মনোনিবেশ করিতেন। নগরের দুর্বৃত্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, বাঙ্গালীরা চারিদিকে বিধ্বংসের বিকট ভাব দেখিতে লাগিলেন তাঁহাদের সম্পত্তি অধিকৃত হইল, তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের আবাসগৃহে মুহুর্মুহুঃ ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণ্ঠনিঃসৃত করুণরোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙ্গালীগণ অবশেষে উত্তেজিত জনসাধারণের প্রাধান্যস্বীকার করিয়া, এবং শপথপূর্ব্বক আপনাদিগকে বৃদ্ধ মোগলের অধীন বলিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন। এই রূপে আসন্ন বিপদ হইতে নিস্তারলাভ করিয়া, তাঁহারা আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজদিগের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, সে সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন, এবং আপনাদের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ সাহায্যদানে সমর্থ হইলেন না। বাঙ্গালীরা অতঃপর এক জন সমৃদ্ধিপন্ন হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিকদল সংগঠিত করিলেন।

ধনাগারবিলুণ্ঠন, উত্তেজিত সিপাহীদিগের ও জনসাধারণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ৬ই জুন ইহারা ধনাগারের অর্থরাশি স্পর্শ করে নাই। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিল যে, এই অর্থ সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য দিল্লীতে লইয়া গিয়া বৃদ্ধ মোগলকে দেওয়া হইবে। স্বাধীনতামূলক জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কেহই সে সময়ে ধনাগারের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করে নাই। সমস্তই কোম্পানির শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদজন্য

দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ৭ই জুন প্রাতঃকালে ৬ গণিত সিপাহীদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিল। অনন্তর ঐ দিন বেলা দুই প্রহরের পর তাহারা ধনাগারে উপস্থিত হইল, সবলে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল, এবং মুদ্রাপূর্ণ-থলিয়াসকল সংগ্রহ করিতে লাগিল। সিপাহীদিগের যে যত পারিল, সেই তত থলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট অর্থ দুর্বৃত্ত লোকে লুঠিয়া লইল। কথিত আছে, এই সময়ে এলাহাবাদের ধনাগারে ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। সিপাহীরা প্রত্যেকে ৩।৪ টি থলিয়া লইয়া যায়। প্রতি থলিয়ায় এক এক হাজার টাকা ছিল। সিপাহীরা এই রূপ অর্থলাভে সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদের আবাসপল্লীতে গমন করিল, কিন্তু নগর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান নিরুপদ্রব হইল না। কোম্পানির মুলুক বিনষ্ট হইল ভাবিয়া, ধনলুব্ধ দুর্বৃত্ত লোকে অবাধে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। শ্বেত পুরুষদিগকে পলায়িত দেখিয়া, তাহাদের সাহস অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। তাহারা বর্দ্ধিত-সাহসে ও অসঙ্কুচিতভাবে অরাজকতার শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিল।

নগরের বিপ্লব দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্ত্তী পল্লীসমূহে সংক্রান্ত হইল। যে সকল তালুকদার ইঙ্গরেজের আদালতে আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এসময়ে নিরীহ কৃষাণদিগকে উত্তেজিত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে মুসলমান ভূস্বামিগণেরই প্রাধান্য ছিল। ইহারা ভারতের ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তার পদে বৃদ্ধ মোগলকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে অনিচ্ছু ছিলেন না। গঙ্গাযমুনার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব ছিল। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কেহ কেহ উপস্থিত বিপ্লবে কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। কোম্পানির ক্ষমতা নাশের জন্য উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইহাঁদের ইচ্ছা হইল না। ইহাঁরা কোন পক্ষের সমর্থন না করিয়া, আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা ইঙ্গরেজের প্রাধান্যনাশের সহিত আপনাদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়া, আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। সুতরাং চিরপ্রসিদ্ধ গঙ্গাযমুনার দোয়াবের অনেকস্থলে কোম্পানির শাসনপ্রণালী, কোম্পানির বিধিব্যবস্থা ও কোম্পানির

প্রাধান্য কিছু দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। কিছু দিন পরে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের কার্য্য শেষ হইল। দুর্বৃত্ত জনসাধারণ বলবতী লালসায় আর কোন বিষয় না পাইয়া, কিছু দিন পরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও অরাজকতার শান্তি হইল না। ভয়াবহ বিপ্লবের উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যাবলী এখন প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। জনসাধারণের হৃদয় যখন উত্তেজিত হয়, আত্মক্ষমতা, আত্মপ্রভুত্ব বা আত্মধর্ম্মের প্রাধান্যস্থাপনের ইচ্ছা, যখন সাধারণের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠে, বিপ্লব যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভীষণভাব পরিগ্রহ করিয়া, সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন সাধারণকে অধিকতর উত্তেজিত করিবার, সাধারণের হৃদয়গত অভিলাষ অধিকতর প্রবল করিবার বা সর্ব্বব্যাপী বিপ্লব অধিকতর ভীষণভাবে পরিণত করিবার জন্য লোকের অভাব হয় না। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাবে বিলম্ব হইল না। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে একটি মুসলমানপল্লীতে একজন মৌলবী ছিলেন। ইনি এলাহাবাদের খসরুবাগে আসিয়া বাস করেন। এই উদ্যান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও কতিপয় সমাধিস্থানের জন্য মুসলমানদিগের মধ্যে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। মৌলবী এই পবিত্র উদ্যানে বাস করিয়া আপনাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অনেক কৌতূহলপর মুসলমান তাঁহার শিষ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল। বিপ্লবের সময়ে মৌলবী যখন উত্তেজিত জনসাধারণের মধ্যে গম্ভীর স্বরে দিল্লী বৃদ্ধ মোগলের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া, ঘোষণা করিলেন, তখন সকলে আগ্রহসহকারে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মৌলবীর তদানীন্তন উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায়, মুসলমানেরা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিবার মানসে দলবদ্ধ হইল। মৌলবীর কথায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইঙ্গরেজশাসনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মোগল সম্রাট্ পুনর্ব্বার সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। দিল্লীতে তাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। এলাহাবাদে তাঁহার অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা উড্ডীন হইতেছে। দিল্লীতে ফিরিঙ্গীরা নিহত

হইয়াছে। এলাহাবাদেরও কেহ কেহ নিহত হইয়াছে, কেহ কেহ বা দুর্গম স্থানে আত্মগোপন করিয়াছে। সুতরাং মোগলের সর্ব্বব্যাপী আধিপত্য অবিসংবাদিতরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজিত মুসলমানসম্প্রদায় এইরূপে আপনাদের কল্পনায় আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাদের মৌলবী এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এলাহাবাদের শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার নাম ও গুণাবলী মহম্মদের শিষ্যবর্গের মুখে পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাঁহার কথায় মুসলমানদিগের হৃদয়ে ফিরিঙ্গীবিদ্বেষ অধিকতর প্রবল হইল। তাঁহার মন্ত্রণায় মুসলমানেরা, সকলকেই ফিরিঙ্গীবিদ্বেষী করিয়া তুলিতে লাগিল। তাঁহার আদেশে মুসলমানদিগের কার্য্যপ্রণালী অবধারিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষে শ্বেত পুরুষের আর কোন চিহ্ন থাকিবে না। সর্ব্বত্র মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইবে। এই বলিয়া তিনি সকলকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে উত্তেজিত লোকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। ইঙ্গরেজের কামানে আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইল। সরিৎসঙ্গমের তটবর্ত্তী বিশাল দুর্গে পূর্ব্ববৎ ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। এলাহাবাদের এই মৌলবীর নাম লিয়াকৎ আলি। ইনি জাতিতে তাঁতি ও ব্যবসায়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। নির্ব্বতিশয় আত্মশুদ্ধি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য বাসগ্রামে ইহাঁর প্রতিপত্তি বদ্ধমূল ছিল। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় চেলনামক পরগণার মুসলমান ভূস্বামিগণ ইহাকে আপনাদের অধিনেতা করিয়া এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। অতঃপর ইনি এলাহাবাদ বিভাগের শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষিত হয়েন। এবং দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করেন।

এলাহাবাদে মৌলবীর এইরূপ প্রাধান্য দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে থাকিল না। মহম্মদের শিষ্যেরা দীর্ঘকাল এলাহাবাদে আপনাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে পারিল না। ইঙ্গরেজের প্রভুত্ব আবার এলাহাবাদে বদ্ধমূল

হইল। যখন সিপাহীরা যুদ্ধোন্মুখ হয়, নগরের পর নগরে যখন তাহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজেরা প্রাণত্যাগ বা পলায়ন করিতে থাকেন, তখন এলাহাবাদের দিকে সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ আলট্রাম এই স্থান হস্তগত রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে কহিয়াছিলেন। রাজনীতিকুশল হেন্‌রি লরেন্স এই স্থানে আপনারে আধিপত্যরক্ষা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল, এলাহাবাদের বিশাল দুর্গে ইঙ্গরেজের পতাকা পূর্ব্ববৎ উড়িতে লাগিল। যদি দুর্গ ইঙ্গরেজের অধিকারচ্যুত হইত, তাহা হইলে কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ অধিকার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয় ত, ভারতে ইঙ্গরেজের বিশাল সাম্রাজ্য বিপ্লবের ভয়াবহ অভিঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।* গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকারিতা বা মানুষের ক্ষমতা এস্থলে পরিস্ফুট হউক বা নাই হউক, ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় ইচ্ছায় এলাবাদের দুর্গে ইংরেজের বিজয়পতাকা অক্ষুণ্ণ রহিল। বারাণসীতে শিখসৈন্য ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়াছিল। এলাহাবাদের শিখসৈন্য হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে ইঙ্গরেজের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া যদি এলাহাবাদের সামরিক রঙ্গভূমিতে বারাণসী-ব্যাপারের অভিনয় হইত, তাহা হইলে ঘটনাচক্র বোধ হয়, অন্য দিকে আবর্ত্তিত হইত। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে এলাহাবাদের দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। যে সাহসী, সুদক্ষ স্বজাতিহিতৈষী অথচ কঠোরহৃদয় বীরপুরুষ বারাণসীরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সৈনিক দল সহ এলাহাবাদের দুর্গে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন।

সেনাপতি নীল ১১ই জুন এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। তিনি যখন বারাণসী হইতে যাত্রা করেন, তখন এলাহাবাদে কি হইতেছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই। টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্ত্তে কোন সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক,

* *Russell, Diary in India, Vol I p. 155*

তেজস্বী সেনাপতি বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে, এলাহাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের নিদারুণ আতপে তাঁহার বা তদীয় সৈন্যের গতিরোধ হইল না। সেনাপতি সমস্ত বিঘ্নবিপত্তিতে উপেক্ষা করিয়া, ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটদেশে উপস্থিত হইলেন। দুর্গ-স্থিত ইউরোপীয়েরা তাঁহার আগমনসংবাদ জানিতে পারেন নাই, এজন্য সেনাপতির পার হওয়ার জন্য নৌকা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এই অন্তরায় শীঘ্র বিদূরিত হইল। কার্য্যকুশল নীল এতদ্দেশীয় কতিপয় পোতবাহককে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিলেন। তাহারা একখানি নৌকা আনিয়া দিল, সেনাপতি কতিপয় সৈনিক পুরুষের সহিত ঐ নৌকায় অপর তটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে দুর্গস্থিত ইঙ্গরেজেরা সংবাদ পাইয়া, নৌকাসংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইরূপে সেনাপতি নীলের সমগ্র সৈনিকদল নদী উত্তীর্ণ হইল। সেনাপতি এই সৈন্যসমভিব্যাহারে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ও নিরতিশয় পরিশ্রান্তভাবে দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। পথে তিনি অরাজকতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কোথাও ইউরোপীয়দিগের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। সকল স্থানেই অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলভাবের বিকাশ হইয়াছিল। সেনাপতি এলাহাবাদে আসিয়াও সমস্তই গোলযোগপূর্ণ দেখিতে পাইলেন। এস্থলেও জন সাধারণের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয়-সূচক চিহ্নের অভাব ছিল না। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহাবলী, বিপণিশ্রেণী ও কার্য্যালয়সমূহ বিপ্লবের বিকটভাব বিকাশ করিয়া দিতেছিল। সার্ব্বজনীন উত্তেজনার সময়ে শৃঙ্খলার মর্য্যাদা থাকে না। ইউরোপের চিরপ্রসিদ্ধ বালক্লাবানামক স্থানে * যে ভীষণ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে সভ্যতাসম্পন্ন সৈনিকপুরুষেরা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। † এলাহাবাদের নিরক্ষর জনসাধারণ যে, উত্তেজনায় অধীর ও কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া, বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করিবে, তাহা কোন

* বালক্লাবা ক্রীমিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। সিবাষ্টোপল হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী। ক্রীমিয়ার যুদ্ধে (এক পক্ষে রুশিয়া অপর পক্ষে ইঙ্গরেজ ও ফরাসী, তুরস্ক ও সার্দ্দিনিয়াবাসী) এইস্থলে ইঙ্গরেজদিগের রণতরী সকল ছিল।

† *Russell, Diary in India. Vol I p 156.*

অংশে বিচিত্র নহে। যাহা হইক, সেনাপতি নীল এলাহাবাদের দুর্গ এখনও ইঙ্গরেজের হস্তে রহিয়াছে দেখিয়া, নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। দুর্গস্থিত শিখসৈন্য যে, এরূপ অবস্থাতেও দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে নাই, ইহাই তাঁহার অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় হইল। দুর্গের প্রায় চতুর্দ্দিক উত্তেজিত জনসাধারণে পরিব্যাপ্ত ছিল। যদ্ধোন্মুখ সিপাহীরাও প্রতিমুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনের সুযোগ পতীক্ষা করিতেছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া, মহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন। সেনাপতি ইহা দেখিয়া ভাবিলেন, ঈশ্বরের অসীম করুণায় দুর্গ হস্তগত রহিয়াছে। সেনাপতির উপস্থিতির পূর্ব্বে দুর্গে কোনরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। দুর্গের বহির্ভাগে জনসাধারণ যেরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল, দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরাও উত্তেজনায় তদপেক্ষা অধিকতর অধীর হইয়া, অবাধে গর্হিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। এই সময়ে কেহ কাহারও অধীনতাস্বীকারে সম্মত হয় নাই, কেহ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগকে আত্মবশে রাখিয়া আপনার তেজস্বিতার পরিচয় দিতে উদ্যত হয় নাই। যে সকল ইউরোপীয় আপন ইচ্ছায় সৈনিকদলে পবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুনীতি বা সুশৃঙ্খলার আদর ছিল না। অনিয়মিত সুরাপান ও যথেচ্ছ ব্যবহারে তাহারা সমুদায় বিষয়ই বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিতেছিল। বিলুণ্ঠন বিধ্বংস ও বিরক্তাচার তখন তাহাদের নিকট দোষ বলিয়া পরিগণিত ছিল না, তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইলেও আপনাদিগকে যুদ্ধবীরের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, নিরীহ লোকের শোণিতপাতপূর্ব্বক আত্মগৌরবের পরিচয় দিতেছিল। তাহাদের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া, শিখসৈন্যের অধ্যক্ষকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল গ্রহণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই তাহারা শিখদিগের সহিত দুর্গস্থ দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠনেও কাতর ছিল না। দুর্গের বহুমূল্য কাষ্ঠময় দ্রব্যসকল বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মালগুদামের দ্রব্যাদি অস্বামিক দ্রব্যের ন্যায় সকলের হস্তগত হইতেছিল। শিখসৈন্য সুরাপূর্ণ বোতল সকল বিলুণ্ঠিত করিয়া ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষদিগের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই রূপে মদিরাস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতেছিল।

ইউরোপীয়েরা নদীতটের সন্নিহিত গুদাম বিলুণ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাদের এইরূপ যথেচ্ছাচার দেখিয়া শিখেরাও বিলুণ্ঠনব্যাপারে নিরস্ত থাকে নাই। দুর্গের কার্য্যপ্রণালী এরূপ বিশৃঙ্খল ছিল যে, এক ব্যক্তি দুর্গরক্ষার জন্য সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার স্ত্রীপুত্র সমস্ত দিন অনাহারে ছিল। একজন সদাশয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক তাহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া, সেনাপতি সিমসন্‌কে উক্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। সেনাপতি অনেক কষ্টে তাহাকে দুর্গে লইয়া যান এবং আহারের জন্য এক খানি রুটী দেন। কিন্তু মালগুদামের এক ব্যক্তি এই হতভাগ্যের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিতে অসম্মত হয়; যেহেতু তাহারা দুর্গরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অপূর্ব্ব হেতুবাদ দেখাইয়া তখন সকলেই সর্ব্ববিধ অপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। যুদ্ধবীর সেনাপতির শাসনেও এই যথেচ্ছাচারস্রোত নিরুদ্ধ হয় নাই। দুর্গস্থিত ইউরোপীয় ও শিখসৈন্য এলাহাবাদের উত্তেজিত জনসাধারণের ন্যায় উগ্রভাবের পরিচয় দিতেছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনগণ যখন কাহারও বশ্যতাস্বীকার না করিয়া, স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বলবতী উত্তেজনায় তাহারা সহজেই ভয়ঙ্করভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের ঈদৃশ ভাব বিস্ময়কর নহে। কিন্তু, দূরদর্শী, সভ্যতাভিমানী ও সুদক্ষ সেনাপতির শাসনে যখন সর্ব্ববিধ্বংসকর যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হয়, তখন কেহই উহার জন্য গভীর ক্ষোভপ্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। তেজস্বী বীরপুরুষের অধীন শিক্ষিত সৈনিকদলের এইরূপ পশুবৎ ব্যবহার ইতিহাসে সর্ব্বদা নিন্দনীয় হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য এইরূপ নিন্দনীয় হইয়াছে। সেনাপতি নীল এই বিশৃঙ্খল কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, আপনাদের প্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত যথেচ্ছাচারী ইউরোপীয়দিগের শাসনে মনোনিবেশ করেন।

সেনাপতি নীল সর্ব্বপ্রথম এলাহাবাদের দুর্গ সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিতে উদ্যত হইলেন। দারাগঞ্জ নামক স্থান, নগরের উচ্ছৃঙ্খল ও যুদ্ধোন্মত্ত লোকে পরিপূর্ণ ছিল। উহাদের দূরীকরণ জন্য সেনাপতি ১২ই জুন প্রাতঃ-

কালে আপনার সমভিব্যাহারী একদল সৈন্য ও কতিপয় শিখকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত সৈন্য দারাগঞ্জ হইতে উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগকে দূরীভূত করিল, একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, এবং নৌসেতু আপনাদের অধিকারে আনিল। নীল অতঃপর ঐ সেতু সংস্কৃত করিয়া উহার রক্ষার জন্য কতিপয় শিখ সৈন্য রাখিয়া দিলেন। শিখেরা এ পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা হিন্দুস্থানী সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে সবিশেষ কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল। ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলভুক্ত ইউরোপীয়দিগের ন্যায়, দুর্গে থাকিয়াই, স্বেচ্ছাচারিতাসহকারে সুরাপানে ও গবর্ণমেণ্টের মালগুদামের দ্রব্যগ্রহণে আমোদিত থাকিবে। কিন্তু সেনাপতি নীল ইহাদের ব্যবহারে সন্দিহান হইলেন। যাহারা যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীদিগকে দুর্গাক্রমণে বাধা দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া, প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু শিখেরা সহসা এই আদেশ পালনে সম্মত হইল না। সেনাপতি নীল ক্লাইবের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি আপনার সঙ্কল্প সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই সময়ে দুর্গে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না, সৈনিকদলের মধ্যে পানদোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিখেরা গুদামের উৎকৃষ্ট সুরাপূর্ণ বোতল সকল সংগ্রহপূর্ব্বক, ঐ সুরাপানে নিরন্তর পরিতৃপ্ত হইতেছিল। সেনাপতি নীল শিখদিগকে প্রার্থনানুরূপ মূল্য দিয়া, ঐ সুরা গুদামে রাখিতে গুদামের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশে শিখসৈন্য সন্তুষ্ট হইল। এ দিকে তাহাদের অধিনায়কও তাহাদিগকে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতঃপর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া দুর্গের বহিঃস্থিত বাটীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিলুণ্ঠনপ্রবৃত্তি তিরোহিত হইল না। তাহারা ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠনে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু দুর্গের বহির্ভাগে পল্লীসমূহ বিলুণ্ঠিত ও বিদগ্ধ করিতে বিরত থাকিল না। তাহারা মূষিক-দলের ন্যায় বিশৃঙ্খলভাবে চারি দিকে প্রধাবিত হইত এবং পল্লীবাসীদিগের যে সকল দ্রব্য দেখিত, তৎসমুদয়ই লুঠিয়া আনিত। তাহাদের গন্তব্য পথ

অবরুদ্ধ হইল, তথাপি তাহারা বিলুণ্ঠনের আশায় জলাঞ্জলি দিল না। তাহাদের অধিনায়ক তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে একান্ত অসমর্থ হইলেন। শিখদিগের ন্যায় ইউরোপীয় সৈনিকদলও অধিনেতাদের আদেশপালনে আগ্রহপ্রকাশ করিত না। এই সময়ে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত গরুর গাড়ী সাতিশয় আবশ্যক হইয়াছিল, অনেক স্থলে গাড়ী বা বলদ, কিছুই পাওয়া যাইত না। সুতরাং ইউরোপীয় যোদ্ধার ন্যায় বলদও অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ইউরোপীয় সৈনিকদল এরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল যে, তাহারা এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় জীবের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতেও সঙ্কুচিত হইত না। তাহাদের ঈদৃশী উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া, সেনাপতি নীল তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা সুব্যবস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের কয়েক জনকে বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসীকাষ্ঠে বধ করা হইবে।

শিখদিগকে দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, সেনাপতি নীল বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ১৫ই ও ১৭ই জুন আপনাদের বালকবালিকা ও কুলনারীদিগকে দুই খানি জাহাজে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। জাহাজের নাবিকেরা মুসলমান ছিল। তাহাদের প্রতি সর্ব্বাংশে বিশ্বাস না থাকাতে, ১৭ জন বিশ্বস্ত রক্ষক যাত্রীদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়নামক এক জন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রক্ষক ছিলেন, ইনি উক্ত কুলনারী ও বালকবালিকাদিগের প্রতি যথোচিত যত্নপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, কর্ণেল নীল এদিকে যমুনার বামতটবর্ত্তী কিদগঞ্জ এবং মলগঞ্জ নামক পল্লীস্থিত বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করেন। বিপক্ষেরা পল্লী হইতে দূরীভূত হয়। সেনানায়ক নীল অতঃপর জলপথ নিরাপদ রাখিবার জন্য একখানি জাহাজে একটি কামান সহ কতিপয় সৈনিক পুরুষকে পাঠাইয়া দেন। ইহারা কামান লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, এবং জাহাজের দক্ষিণে ও বামে, উভয় দিকেই গুলিনিক্ষেপ করিয়া, বিপক্ষদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। স্থলপথে কতিপয় পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হয়। পদাতিদিগের মধ্যে এক দল শিখ ছিল; ইহারা অগ্রসর হইলে, বিপক্ষেরা প্রবল-

বেগে ইহাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শেষে শিখদিগের পরাক্রমে তাহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। তাহারা রাত্রিসমাগমে কামান ও বন্দীদিগকে ফেলিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। এই বন্দীদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ-বর্ষীয় সৈনিক বালক ছিল।

সেনাপতি নীল এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া, এইরূপে একে একে নানা-স্থানে আপনাদের প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ই জুন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কোতোয়ালীতে উপস্থিত হয়েন। বিপক্ষেরা পূর্ব্বেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট বিনা বাধায় আপনার কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিবেশিত করেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজের কামানের গোলায় অচিরাৎ সমগ্র নগর বিধ্বস্ত হইবে বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। এই জনরবের উৎ-পত্তি কোথা হইতে হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তির কল্পনায় অথবা যাহারা ইঙ্গরেজের বিপক্ষদিগকে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাদের মন্ত্রণায় ইহার প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু জনরব যে স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, উহা সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিকের মোহিনী শক্তির ন্যায় দেখিতে দেখিতে সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল। নগরবাসিগণ ঐ জনরবে সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। মৌলবী ও তাঁহার সহকারিগণ সাধারণের ভয় নিবারণের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। নগরবাসিগণ ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, চারি দিকে পলাইতে লাগিল। সেই দিন নগরের কোন গৃহেই একটি মানুষ রহিল না। সায়ংকালে নগরের কোনস্থানেও একটি আলোক পরিদৃষ্ট হইল না। লিয়া-কৎ আলি অধীর-হৃদয়ে ও দুঃসহমনোদুঃখে কাণপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন*। তাঁহার দুইজন সহকারী ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

* মৌলবী এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"কতিপয় দুষ্ট লোক "অভিশাপগ্রস্তদিগের" পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোষণা করিয়াছিল যে, ইঙ্গরেজেরা নগরধ্বংসের জন্য দুর্গস্থিত কামানসকল প্রস্তুত করিতেছে। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই তাহারা নগরে গোলাবৃষ্টি করিবে ঘোষণাকারিগণ আপনাদের বাক্যের দৃঢ়তাস্থাপনজন্য গৃহ ও সম্পত্তিরক্ষার ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পিত করিয়া অনুচরগণের সহিত প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। এই আশঙ্কাজনক সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, নগরবাসিগণ পরিজন ও দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিতে থাকে।"

একটি সুদৃশ্যপরিচ্ছদধারী, সুন্দর যুবক শিখদিগের অধিনায়কের নিকট বন্দিভাবে আনীত হয়েন। ইঁহার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইনি সেনানায়কের নিকটে মৌলবীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত হয়েন। সৈন্যাধ্যক্ষ ইঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই কারাগারে আবদ্ধ করিতে আদেশ দেন। যখন শিখ সৈন্য অধিনায়কের আদেশে ইঁহাকে কারাগারে লইয়া যায়, তখন ইনি সহসা বলপূর্ব্বক হস্তদ্বয়ের বন্ধনচ্ছেদ পূর্ব্বক প্রবলপরাক্রমে আপনার বন্ধনকারীদিগের এক জনকে আঘাত করেন। সেনানায়ক ইহা দেখিয়াই বিদ্যুদ্বেগে নিকটে উপস্থিত হয়েন, এবং ইঁহার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, সবেগে ইঁহাকে ভূতলে পাতিত করেন। শিখেরা এই অবসরে আপনাদের পদস্থিত অস্ত্রপদীনাদ্বারা ইঁহার মস্তক এরূপ মর্দ্দিত করে যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে ইঁহার মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন ও বহির্গত হয়। অতঃপর ইঁহার শব বহির্ভাগে প্রক্ষিপ্ত হয় *।

১৮ই জুন সেনাপতি নীল সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হয়েন। তিনি একদল সৈন্য দরিয়াবাদ, সৈদরবাদ ও রসুলপুরনামক পল্লী আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যসহ নগরে অগ্রসর হয়েন। নগর এখন নীরব ও নির্জ্জন ছিল। উত্তেজিত অধিবাসিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। বাত্যাবর্ত্তের পর প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধভাব ধারণ করে, সৈনিকনিবাস ও কাওয়াজের ক্ষেত্র সেইরূপ নিস্তব্ধ ভাবে ছিল। সেনাপতি পরিত্যক্ত সৈনিকনিবাসে পুনর্ব্বার সৈনিকদল নিবেশিত করিলেন। শাসনবিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ পুনর্ব্বার আপনাদের কার্য্যসম্পাদন করিতে লাগিলেন। কাওয়াজের ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত সৈনিক পুরুষদিগের সমাগম হইতে লাগিল। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে পুনর্ব্বার ইঙ্গরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এলাহাবাদে যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু, ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের বলবতী প্রতিহিংসার অবসান হইল না। উত্তেজিত জনসাধারণ যেরূপ নিষ্ঠুরতাসহকারে ফিরিঙ্গীহত্যা করিয়াছিল, রাজপুরুষগণ এখন জনসাধারণের হত্যায় তদপেক্ষা অধিকতর

* Martin, Indian Empire, Vol. II. p. 299.

নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা নগর হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আশ্রয় দুর্গ চারি দিকে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের আবাসগৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের আত্মীয়-গণ যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদিগের হস্তে, নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হইয়াছিল। দুই সপ্তাহ পরে যখন তাঁহারা উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত নগর যখন পুন-রধিকৃত হইল, তখন তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে নিরক্ষর ও প্রধানতঃ নিরীহ অধিবাসীদিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেন। বিপ্লবের প্রতিঘাতে আবার ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইল। উদারতা ও ন্যায়পরতাসহকৃত দয়া, যে স্থলে শান্তির রাজ্য অব্যাহত ও পবিত্রতায় পরিশোভিত রাখিতে পারিত, সে স্থলে ঘোরতর প্রতিহিংসাসহকৃত পাপময় কার্য্যপরম্পরার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

ইঙ্গরেজ যখন উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আপনাদের জীবনরক্ষায় ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তখন কলিকাতার মন্ত্রিসভা বিপক্ষদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য কঠোরতর আইনপ্রচার করেন। এই আইনের বলে জনসাধারণের অমূল্য জীবন বিচারপতিদিগের হস্তে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠে। এলাহাবাদ বিভাগে এখন এই কঠোরতর আইন প্রচারিত হইল। কেবল সেনাপতি নীল এই আইনে বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করেন নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত বিচারাধ্যক্ষ, তাঁহার সহকারী, এমন কি, বিচারবিভাগের বহির্ভূত লোকের হস্তেও এই আইনপরিচালনের ভার সমর্পিত হইল। বিভাগের কমিশনর, জজ, সহকারী মাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জন, সকলেই উপস্থিত আই-নের মহিমায়, মানবের অমূল্য জীবনের বিধাতা পুরুষ হইয়া উঠিলেন। এই সকল বিচারক উত্তেজিত জনসাধারণের আক্রমণে আপনার গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে দেখিয়া ছিলেন, আপনাদের স্ত্রী ও সন্তান-দিগকে ব্যস্ততার সহিত দুর্গে আনিবার কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিহিংসা ইঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ইঁহারা সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ লোককেই ঘোরতর শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ শাত্রববুদ্ধিতে বিচলিত হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে উন্মুখ ছিলেন,

তখন তাঁহারাই জনসাধারণের জীবনরক্ষা বা হরণের জন্য বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন।

উপস্থিত সময়ে ঐ সকল ব্যক্তিব হস্তে উক্তরূপ কঠোরতম শক্তির পরিচালনের ভারসমর্পণ করা, গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় নাই। যাহারা সর্ব্বত্র বিপ্লবের বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু, এইরূপ শাস্তি দানেব সময়ে সুবিচারের সম্মানরক্ষা করাও কর্ত্তব্য। শত অপরাধীর বিমুক্তি হয়, তাহাও ভাল, তথাপি একটি নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড সন্নীতিব অনুমোদিত নহে। গবর্ণমেণ্ট এ সময়ে যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত আইনপ্রচাব করিয়া ছিলেন, যদি দূরদর্শী, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উহাব পরিচালনভার থাকিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টেব উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইত। কিন্তু সদ্বিবেচনা ও ধীরতার অভাবে তাহা হয় নাই। যে বিধি দুষ্টেব দমন এবং শিষ্টের পালন ও রক্ষণেব উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল, বিচারের দোষে তাহা শিষ্টের প্রাণহরণেরও প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উটে। প্রতিদিন বহুসংখ্য ব্যক্তির অমূল্য জীবনবিনাশ হইতে থাকে। উত্তবপশ্চিম প্রদেশেব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, গবর্ণরজেনেরলের বিনা অনুমতিতে প্রাণদণ্ড হইবে না। কিন্তু সেনাপতি নীল, এই ঘোষণায় মনোযোগ দেন নাই। এই সময় পরলোকগত মাহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দুপেট্রিয়ট সংবাদপত্রেব সম্পাদক ছিলেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে গভীর ঘৃণা ও বিরাগের সহিত আপনার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ঐ বিষয়-সম্বন্ধে এই ভাবে লিখিয়াছিন, "যদি গবর্ণর জেনেরল গ্রাণ্ট্ সাহেবের (উঃ পঃ প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর) আদেশরক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও স্থানান্তরিত করা উচিত। যদি এতদ্দেশীয়দিগকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি নীলের বৈরনির্য্যাতনপ্রণালী অনুসারে কার্য্য করা হয়, তাহা হইলে লর্ড কানিঙ্গ্ ও তাঁহার সদস্যগণ যেন কতিপয় কসাইর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এদেশ হইতে শীঘ্র প্রস্থান করেন। কিন্তু যদি তাঁহারা এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণিস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে করুণাদেবতা, যুদ্ধদেবতার স্থান অধিকার করিয়া উভয়

পশ্চিম প্রদেশের লোকদিগকে সর্ব্বধ্বংস হইতে রক্ষা করুন”*। স্বদেশহিতৈষী, রাজনীতিজ্ঞ, লেখকশ্রেষ্ঠের আবেগময়ী লেখনী হইতে, একসময়ে এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী বাক্য নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সেনাপতি নীল ব্যতীত আরও অনেকে সর্ব্ববিধ্বংসের বিকটভাববিস্তার করিয়া, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা, সকলকেই সমভাবে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন।† ঘোরতর প্রতিহিংসায় তাঁহাদের বিবেক বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং গভীর উত্তেজনার ভয়াবহ তরঙ্গে তাঁহাদের ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও উদারতা ভাসিয়া গিয়াছিল।

বিচারবিভাগের বহির্ভূত যে তিন জনের হস্তে সামরিক আইন পরিচালনের ভার ছিল, তাহাদের একজন ৬০ জনের, আর একজন ৬৪ জনের এবং সিবিল সার্জ্জন ৫৪ জনের ফাঁসীর আদেশ দেন। এই সকল লোকের অপরাধের বিবরণ এবং সাক্ষীদিগের জবানবন্দী কোন কাগজপত্রে রক্ষিত হয় নাই। এক ব্যক্তির নিকটে এক থলিয়া নূতন পয়সা ছিল বলিয়া, তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। বিচারক মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, অথবা সিপাহীরা পয়সা ফেলিয়া টাকা লইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে, উক্ত ব্যক্তি ঐ পয়সার থলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার এক মাসেরও অধিক কাল পরে, এক দিন পনর জনকে তৎপরদিন ২৮ জনকে বিদ্রোহ ও ধনাগারলুণ্ঠন অপরাধে ফাঁসী দেওয়া

* শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল সান্ন্যাল প্রণীত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, ১২ পৃষ্ঠা।

† ১৭ই জুন সেনাপতি নীল আপনার দৈনন্দিন লিপিতে উল্লেখ করিয়াছিলেন:— “বিদ্রোহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার অপরাধে সৈয়দ ইসুআলি নামক একজন সোয়ার আমার সমক্ষে বিচারার্থ আনীত হয়। এ ব্যক্তি কুড়ি বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম করিয়াছিল। আমি অবিলম্বে উহাকে ফাঁসী দিবার আদেশ দিই। এই ব্যক্তিকে লইয়া আমি ছয় জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছি। আমাকে যে, এরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি কখন ভাবি নাই। ঈশ্বর দেখিবেন, আমি ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিয়াছি। আমি জানি, যে, আমাকে বিশেষ কঠোরতার পরিচয় দিতে হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত বিষয় দেখিলে আমার অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে, স্বদেশের মঙ্গল এবং স্বদেশের ক্ষমতা ও প্রাধান্যরক্ষার নিমিত্ত আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। ইত্যাদি।” কে সাহেব এই লিপি উদ্ধৃত করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেনাপতি নীলের ধর্ম্মভয় ও দায়িত্ব বোধ ছিল। সেনাপতি বহুসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ড করেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস অন্যরূপ। *Kaye, Sepoy War Vol, II. p. 269, note.*

হয়। কিন্তু ইহারা যে, বিপক্ষ সিপাহী, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ঐ অপরাধে আর এক দিন ১৩ জনের ফাঁসি হয়।

উত্তেজিত সিপাহীদিগকে নদী পার করিয়া দিবার অপরাধে বিচারকের আদেশে ছয় জন ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। উপস্থিত সময়ে ফাঁসীই প্রত্যেক অপরাধীর একমাত্র শাস্তি ছিল। প্রত্যেক অপরাধীর বিচার সময়ে যদি তাহার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, এবং যথোপযুক্ত প্রমাণাদি লইয়া যথোচিত দণ্ড বিহিত হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু এ সময়ে উক্তরূপ কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করা হয় নাই। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, বোধ হয় আপনার হৃদয়গত বেদনা ও উদ্দীপ্ত প্রতিহিংসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বিপ্লবের ছয় মাস পরে জজের আদেশে ১০০ জন এবং মাজিষ্ট্রেটের আদেশে ৫০ জনের ফাঁসীর আদেশ হয়। উপস্থিত স্থানে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য নগরে একটি বৃহৎ ফাঁসীকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ ভীষণ বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বমান হইতেছিল। পূর্ব্বোক্ত বিচারকদিগের একজন এই সময়ে লিখিয়াছিলেন; "যে সকল পল্লীর অধিবাসী আমাদের বিপক্ষতা করিয়াছে, আমরা সেই সকল পল্লীর অধিবাসীদিগকে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়াছি। এই রূপে আমরা ও আমাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তি করিয়াছি। যাহারা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও গবর্ণমেণ্টের অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, আমি তাহাদের বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমরা প্রতিদিন ৮।১০ জনের ফাঁসি দিয়াছি। প্রাণরক্ষণ ও প্রাণহরণের ভার আমাদের হস্তে আসিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, অপরাধীদিগের কাহারও জীবনরক্ষা করা হইবে না। সরাসরির বিচারে প্রত্যেক অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতেছে। দণ্ডিত ব্যক্তির গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে গাছের নীচে গাড়ীর উপর দণ্ডায়মান রাখা হয়; শেষে গাড়ী চালাইয়া দিলে সে ফাঁসবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে থাকে *।" সুযোগ্য বিচারক আপনার

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 301.*

প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত করিয়া, এই রূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৈনিক কর্ম্মচারিগণ অপেক্ষা দেওয়ানী কর্ম্মচারিগণই সর্ব্বধ্বংসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জল্লাদ ও মুদ্দফরাসদিগের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করিবার সময়ে, মাজিষ্ট্রেট্ এই হেতুবাদ দেখাইয়া ছিলেন যে, এতদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফাঁসী দিতে দশ টাকা করিয়া বাচিয়া যাইবে। ব্যয়সংক্ষেপের সহিত এইরূপে লোকসংক্ষেপ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে একজন বাঙ্গালী মুন্সেফ, বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেন। ইনি আপনার তত্ত্বাবধানে সৈনিকদল সংগঠিত করেন, তাহাদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে উদ্যত হয়েন, এবং বিপক্ষের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া আপনার বীরত্বকীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত হইয়া উঠেন। ইঁহার নাম প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয়সূচক "যুদ্ধকারী মুন্সেফ" বলিয়া অভিহিত হয়েন। বাবু প্যারীমোহন উত্তরপাড়ার ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে তৎপরে কলিকাতাস্থিত হিন্দুকলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন সিপাহীযুদ্ধের সমকালে ইনি এলাহাবাদের মুন্সেফ ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে জায়গীর দিয়া, এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট করিয়া ইঁহার সাহস ও পরাক্রমের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন *।

কলিকাতা রিবিউ নামক সাময়িক পত্রের একজন সদাশয় লেখক এই "যুদ্ধকারী মুন্সেফের" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দেওয়ানী আদালতের এতদ্দেশীয় বিচারক, একজন বাঙ্গালী বাবু, এসময়ে আপনার ক্ষমতা ও সাহসে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ সুপরিচিত হয়েন যে, তিনি 'যুদ্ধকারী মুন্সেফ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি কেবল সাহসসহকারে আপনাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষা করেন নাই, অধিকন্তু আক্রমণের প্রণালী অবধারিত করিয়াছেন, পল্লীসমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইঙ্গরেজীতে ঘটনার বিবরণ সহ স্বাভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া, অধীন ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ

* *A Hindu, Mutinies and the People, p. 141.*

দিয়াছেন এবং শাসনকার্য্যে ক্ষমতা ও আপনাদের প্রসিদ্ধ জাতীয় গুণ—বুদ্ধি প্রাখর্য্য দেখাইয়াছেন *।" উপস্থিত সময়ে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের রাজকীয় কার্য্যালয়সমূহে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক ছিল। সিপাহীযুদ্ধের সময়ে এই প্রদেশের কোন স্থলেই ইহাদের বিপক্ষতাচরণের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় নাই। ইহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের চিরন্তন রাজভক্তির সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। †

সুসভ্য ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ এইরূপ বিধ্বংসব্যাপারে আপনাদের সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপক্ষগণ তাঁহাদের ন্যায় সভ্যতাগৌরবে উন্নত ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় হিতাহিত, নির্দ্ধারণে পারদর্শী ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে, বলীয়ান ও সহায়সম্পন্ন ছিল না। তাহাদের স্বাধীনতাস্পৃহা থাকিতে পারে, দেশহিতৈষিতার জন্য একাগ্রতা থাকিতে পারে, স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য একপ্রাণতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে, অনেক সময়ে গভীর উত্তেজনায় সভ্যতার চিহ্নসকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তাহারা বলবতী প্রতিহিংসায় ইউরোপীয়দিগকে যাবপর নাই দুরবস্থান্বিত করিয়াছিল; চিকিৎসালয় বিদ্যালয় প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল, বিদেশিনী কুলকন্যা ও বিদেশী শিশু সন্তান-গুলিকে তরবারীর আঘাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে যে স্থান সর্ব্বদা শ্রীসম্পন্ন থাকিত, শান্তির মহিমায় যে স্থানে লোকে নিরাপদে বাস করিত, সভ্যতার গৌরবে যে স্থান সর্ব্বদা সভ্যসমাজে পরি-কীর্ত্তিত হইত, তাহাদের আক্রমণে সে স্থানের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিলুপ্ত হয়, এবং সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু কেবল ভারতের ইতি-হাসেই ভয়াবহ বিপ্লবের এইরূপ লোমহর্ষণ চিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। এগুলি বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিভিন্নদেশের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা দেখা যায়। বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায়, নরনারী ও বালকবালিকা হত্যার বর্ণনা রহিয়াছে। সভ্যতাসম্পন্ন রোমসাম্রাজ্যে

* *Calcutta Review. Vol. XXVI, p 69*

† *Ibid p. 68.*

যে, এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইঙ্গলণ্ডের ভূপতি প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে আয়র্লণ্ডের প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায় যে রূপ ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া, ইঙ্গলণ্ডের ইতিহাসপাঠক আজ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকেন *। সুসভ্য দেশের বিপ্লবের সংঘাতে যখন অবাধে এইরূপ ভয়াবহ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, নিরপরাধা কুলনারী ও নিরীহ শিশুসন্তান পর্য্যন্ত যখন উত্তেজিত লোকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন ভারতের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহীদল ও উত্তেজিত জনসাধারণ যে, আপনাদের চিরন্তন ধর্ম্ম, আপনাদের চিরমান্য আচার ও আপনাদের চিরাগত সম্পত্তিরক্ষার জন্য ফিরিঙ্গীদিগের হত্যায় উদ্যত হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাহারা নিত্যসন্দিগ্ধ ও নিত্যকৌতূহলপর। ভূয়োদর্শিতায় তাহাদের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয় নাই, কার্য্যকারণের পরিজ্ঞানে তাহাদের চিত্ত সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে নাই, বা ধীরতায় ও সদ্বিবেচনায় তাহাদের হৃদয় প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করে নাই। তাহারা ইঙ্গরেজের দুরবগাহ রাজনীতির মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, বিভীষিকাময়ী কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ ইঙ্গরেজের কার্য্যপ্রণালীর দোষে আপনাদের সর্ব্বনাশ হইবে মনে করিয়া, সংহারকার্য্যে উদ্যত হইয়াছিল, কেহ কেহ ক্ষমতাচ্যুত বা সম্পত্তিচ্যুত লোকের উত্তেজনায় অসিপরিগ্রহ করিয়াছিল, কেহ কেহ ইচ্ছা না থাকিলেও, আপনাদের সম্পত্তিনাশের আশঙ্কায় উন্মত্ত লোকের সহিত মিশিয়া ছিল, কেহ কেহ সম্পত্তিলুণ্ঠনে আপনাদিগকে সহসা সমৃদ্ধ করিবার আশায়, কেহ কেহ বা আত্মীদিগের প্ররোচনায় বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইয়াছিল। যখন প্রধান প্রধান নগরে সিপাহীগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিতেছিল, ইউরোপীয় সৈন্য যখন যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল, তখন এই জনসাধারণ অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, উত্তেজনার স্রোতে ভাসমান হইয়াছিল।

* *Calcutta Review. Vol. XXXI. p 80.*

রোমকগণ ব্রিটিশ দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে ব্রিটন্‌দিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, উপস্থিত সময়ে উক্ত জনসাধারণও সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল*। ইহাদের কোন সৎপরামর্শদাতা ছিল না, কোন উদ্ধারকর্ত্তা ছিল না, সম্পত্তি ও সম্মানরক্ষার কোনরূপ অবলম্বন ছিল না। ইহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। শেষে ইঙ্গরেজের হস্তে ইহাদের সর্ব্বনাশ হয়। ইহারা যে পরিজনবর্গের রক্ষার জন্য, সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল, যে সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবার আশায়, সিপাহীদিগের কার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিল, ইহাদের সেই পরিজনবর্গ শেষে উৎসন্ন এবং সেই সম্পত্তি শেষে পরহস্তগত বা ভস্মীভূত হয়। ইহারাও শেষে ফাঁসীকণ্ঠে বিলম্বিত হইতে থাকে। ইঙ্গরেজ ইহাদের সম্বন্ধে কোন অংশে দয়াপ্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা যুবক, বৃদ্ধ, সকলকেই সমভাবে মৃত্যুমুখে পাতিত করেন। পল্লীদাহে নিরাশ্রয় বালকবালিকা পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইঙ্গরেজ তখন এই বলিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "নিগার্ নেটিবদিগের" সমূলে বিধ্বংস করা তাঁহাদের একটি আমোদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে এই আমোদ উপভোগ করিয়াছেন†। অস্মদ্দেশের একজন গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পথপার্শ্বে ও বাজারে যে সকল ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের শব গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত আট খানি গাড়ি নিয়োজিত হয়। তিন মাস এই গাড়িতে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত ঐ সকল শব লইয়া যাওয়া হয়। সরাসরি বিচারে ছয় হাজার লোকের জীবন এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল‡ যুদ্ধের অবসানে ইঙ্গরেজ এইরূপে প্রতিহিংসা তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বিলুণ্ঠন ও বিপ্লবের বিনিময়ে এইরূপে সর্ব্বধ্বংসব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। উত্তেজনার পরিবর্ত্তে এইরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রচণ্ডভাব প্রদর্শিত

* *Calcutta Review, Vol. XXXI, p. 84*

† *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 270.*

‡ *Bholanath Chander, Travels of a Hindu. Vol, II. p. 324-325.*

হইয়াছিল, এবং লোকপালনী শক্তির পরিবর্ত্তে এইরূপে সর্ব্বসংহারিণী শক্তি আবির্ভূত হইয়া, করুণার সম্মোহন ভাব অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এলাহাবাদবিভাগের সিপাহীযুদ্ধের সম্বন্ধে একজন সদাশয় সুলেখকের একটি প্রবন্ধ উপস্থিত যুদ্ধের অবসানসময়ে কলিকাতা রিবিউ নামক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধোক্ত কোন কোন বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রবন্ধে উপসংহারভাগে লেখক, এলাহাবাদ-বিভাগের লোকহত্যার সম্বন্ধে এই ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন:— "প্রত্যেক ইঙ্গরেজ কেবল স্বাধীন মানব নহেন, পরন্তু স্বাধীনতার প্রচারক। তাঁহারা যথেচ্ছাচার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইলেও, এই বলিয়া সান্ত্বনালাভ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট পিতৃভাবে প্রজাপালন করিয়া থাকেন। 'রাজনৈতিক বিষয়ে কোন অপরাধ এ স্থানে পরিদৃষ্ট হয় না, এবং প্রকৃতিবর্গও আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট,' আর এই সকল কথা যেন প্রচারিত না হয়। যে নরশোণিতপাত হইয়াছে তাহা ভাগীরথীর জলপ্রবাহে বিধৌত হইবে না। অনন্ত কালস্রোতেও ১৮৫৭ অব্দ স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই সময়ে শত শত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করা হইয়াছে। আমরা চারি দিকে পরিবেষ্টিত, আক্রান্ত, অপমানিত ও নিহত হইয়াছি, ইহার বিনিময়ে আমরাও আসুরিক বলে ঐ সকল আক্রমণকারী, অবমাননাকারী ও হত্যা-কারীকে বিদলিত করিয়াছি। আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে সম্মি-লিত হইবার ও তাহাদের নিকটে বন্ধুভাবে অভিনন্দিত হইবার আশা করিতে পারি নাই। তাহাদের মধ্যে তাহাদের সান্ত্বনবর্গের পিতৃস্বরূপেও অবস্থিতি করিতে পারি নাই। তাহারা যেমন আমাদের শোণিতপাত করিয়াছে, আমরাও সেইরূপ তাহাদের শোণিতপাত করিয়াছি। আমরা তাহাদের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন করিয়াছি, তাহারাও আমাদের প্রতি এরূপ ঘৃণা দেখাই-য়াছে, যে, আমাদের মৃত্যু হইলেই যেন তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

"খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত এতদ্দেশীয়দিগের এইরূপ যুদ্ধে, করুণা, সমবেদনা ও খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুশাসন সমূলে উৎপাটিত করিবার কল্পনা করা বড় ভয়ানক। যাঁহারা সম্প্রতি ইঙ্গলণ্ড হইতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা করুণাময়ী

দেবাঙ্গনাস্বরূপ সদয়প্রকৃতি নারীদিগের মুখে যখন সর্ব্বজাতির, সর্ব্বশ্রেণীর ধ্বংসকাহিনী শুনিয়াছেন; তাহাদের প্রতি কিরূপ প্রতিহিংসা প্রদর্শিত ও তাহারা কিরূপে দলে দলে ফাঁসীকাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছে, যখন তাহার বিবরণ জানিয়াছেন তখন তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। মনুষ্যত্বে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা এই সকল ব্যক্তিকে আরণ্য পশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু এই পশুদিগের মধ্যেই আমাদের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের হস্ত হইতেই খাদ্য সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের কার্য্যে, ইহারা আর আমাদের হত্যাকারী না হইলেই ভাল।

* * * * * *

'যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, কিংবা আমাদের ক্ষমতায় পরাজিত হইয়াছিল, অথবা, আমাদের তরবারিতে, কামানে ও ফাঁসীকাষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অনুসন্ধান বা কোনরূপ বিচার করি নাই। তাহাদের অনেকেই স্পার্টাবাসীদিগের ন্যায়, স্পর্দ্ধাসহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, এবং জয়োল্লাসে আপনাদের অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা কিরূপ শক্তিসম্পন্ন তাহা কেবল সেই অন্তর্যামী প্রধান পুরুষই জানিতেন। তাহাদের কেহই জীবনভিক্ষা করে নাই কিংবা কোন বিষয়ের বিনিময়ে জীবনরক্ষা করিতে যত্নবান্ হয় নাই। তাহারা অপরের জীবন যেমন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছিল আপনাদের জীবনও সেইরূপ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল যেহেতু, তাহাদের অবলম্বনের আর কোন পথ ছিল না, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় ছিল না, এবং কোন স্থলে করুণার কোমলভাবের বিকাশ ছিল না।

"আমাদের শাসকবর্গ ভাবিয়া দেখুন, তাঁহারা অনুন্নত ও অসভ্য জনগণের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। বহুসংখ্য সমৃদ্ধ নগর ও অসংখ্য পল্লী তাহাদের আবাসস্থল। তাহারা কার্য্যে চতুর, আচারব্যবহারে ভদ্র, যুদ্ধে সাহসসম্পন্ন, মৃত্যুতে নির্ভয় এবং ধর্ম্মানুগত বিশ্বাসে অনমনীয়। হইতে পারে যে, তাহারা ন্যায়ানুগত বিরাগের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অব-

লঙ্ঘন করিয়াছিল। যেহেতু, তাহাদের ধারণা ও আমাদের ধারণা এক নহে। তাহাদের দেবতা ও আমাদের দেবতা এক নহেন, তাহারা যে ভাবে ন্যায়ান্যায়ের বিচার করে, আমরা সে ভাবে ন্যায়ান্যায়ের বিচার করি না। আমরা এই সকল লোককে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের স্থানে ইঙ্গরেজদিগকে উপনিবিষ্ট করিতে পারি না। আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ জনশূন্য করিয়া, উহাকে শান্তিময় বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি না। অতএব আমরা যে, নিরতিশয় অপকার্য্য করিয়াছি, তাহা অবশ্য স্বীকার করা উচিত। বিশ্বনিয়ন্তার হস্তই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং এখনও রক্ষা করিতেছে। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই অপরাধের শাস্তি দিতেছেন এবং আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের ক্ষমতা, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, আমাদের মন্ত্রিগণের অভিজ্ঞতা, আমাদের বহুসংখ্য সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও, দুর্ব্বল, নিরক্ষর, বিভ্রান্ত, বিদ্রোহী বলিয়া কথিত এই সকল ব্যক্তির প্রতি দয়া ও ক্ষমাপ্রদর্শন করা উচিত*।”

উদারপ্রকৃতি, সহৃদয় লেখক এলাহাবাদবিভাগে এতদ্দেশীয়দিগের হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যত দিন ন্যায়পরতার সম্মান থাকিবে, দয়া ও উদারতা যতদিন লোকসমাজে চিরন্তন স্নিগ্ধভাবের পরিচয় দিবে, এবং সাধুতা ও সন্নীতি যত দিন পাপের প্ররোচনায় বিমুগ্ধ না হইয়া সর্ব্বক্ষণ অটলভাবে রহিবে, তত দিন উক্ত লেখকের লেখনীবিনিঃসৃত বাক্যাবলী উপেক্ষিত হইবে না।

সেনাপতী নীল যখন এলাহাবাদে ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন তিনি কাণপুর ও লক্ষ্ণৌস্থিত স্বদেশীয়দিগের অবশ্যম্ভাবী বিপদের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হয়েন। তিনি ঐ দুই স্থলে সাহায্যকারী সৈনিকদল পাঠাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে, এ বিষয়ে বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে কার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না। লোকের অভাব না হইলেও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির

* *Calcutta Review, Vol. XXXI,—A district during a Rebellion pp 82,83,84.*

বড় অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যদিগের জন্য যথোচিত খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত ছিল না। এতদ্ব্যতীত অভিযানসময়ে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমুদায়ও সংগৃহীত ছিল না। রসদবিভাগের খাদ্যের জন্য অনেক বলদ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই তৎসমুদয় উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে গাড়ি ও গরুর সংগ্রহে অনেক বিলম্ব হইল। যুদ্ধের গোলযোগে সৈন্যের ব্যবহারোপযোগী তাম্বু সকলও হস্তান্তরিত ও স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে এক দিন যেমন সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী বিদগ্ধ হইত, অপর দিন হয়ত, নিরন্তর বৃষ্টিপাতে চারি দিক ভাসিয়া যাইত, সুতরাং প্রচণ্ড উত্তাপ ও অবিরল বৃষ্টিসম্পাতের মধ্যে সৈনিকপুরুষদিগকে অগ্রসর হইতে হইত। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যাদি সংগৃহীত না হইলে, তাহারা সত্বরতা-সহকারে নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু এলাহাবাদের বৈষয়িক সম্পত্তি সকল বিনষ্ট হইয়াছিল, শ্রমজীবিগণ আতঙ্কে অধীর হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিল, ব্যবসায়িগণ আপনাদের ব্যবসায়ে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর যুদ্ধের অবসানে কর্ত্তৃপক্ষ যে সর্ব্ববিধ সকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকে ভীত হইয়া স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং রসদ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করিবার জন্য লোক পাইলেন না, আবশ্যক দ্রব্যসংগ্রহ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা দ্রব্যাদির সংগ্রহ জন্য যে সকল ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বে চুক্তি করিয়াছিলেন, লোকসংহারে ইঙ্গরেজের তৎপরতা দেখিয়া, তাঁহারাও ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল এই সকল কারণে সাহায্যকারী সৈন্যের অভিযানে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এই সময়ে আবার একটি অপ্রতিবিধেয় বিপদের সূত্রপাত হইল। সেনাপতি নীল যখন আবশ্যক দ্রব্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন, তখন দুরন্ত বিসূচিকা রোগ তাঁহার সৈনিকদলে প্রবেশ করিল। প্রচণ্ড উত্তাপে অবস্থিতি, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও উত্তেজক সুরাপান, এই কারণ-সমষ্টিতে দুরন্ত রোগের ভয়ঙ্করভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক রাত্রিতে ২০ জন একসঙ্গে সমাহিত হইল। চিকিৎসালয় ওলাউঠা রোগীতে

পরিপূর্ণ হইয়া । । সেনাপতি এই আকস্মিক বিপৎপাতে নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ভিন্ন কোন কার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না। রোগীদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ডুলীর একান্ত অভাব হইয়াছিল। ডুলী পাওয়া গেলেও বাহক পাওয়া যাইত না। এদিকে প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদন জন্য সৈনিককর্ম্মচারীদিগের অনুচর ও ভৃত্যসংগ্রহ করা সাতিশয় দুর্ঘট হইয়াছিল। ইঙ্গরেজের বলবতী প্রতিহিংসা দেখিয়া কেহই তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে সাহসী হইত না। বিভীষিকার রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সকলেই প্রতিমুহূর্ত্তে ইউরোপীয়ের হস্তে আপনাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। এই সময়ে একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী লিখিয়াছিলেন, "সেনাপতি নীল আমাদের সকল সিবিল কর্ম্মচারীকে দুর্গের বহির্দ্দেশে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ অতি কঠোর হইলেও এতদ্দ্বারা আমাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হইয়াছিল। রাত্রিকালে আমরা দুর্গের ঢালু স্থানে কামানের পার্শ্বে নিদ্রিত থাকিতাম। পুরুষেরা পর্য্যায়ক্রমে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের রক্ষার জন্য সান্ত্রীর কার্য্য করিত। এতদ্দেশীয়দিগের যে কেহ, আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, আমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহাকেই গুলি করিতাম। সৈনিকদল যদিও অতিশ্রমপ্রযুক্ত হাঁটিতে অসমর্থ ছিল তথাপি সেনাপতি নীলের আদেশে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, আমাদের ভস্মাবশিষ্ট বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী সমস্ত পল্লী দগ্ধ করিয়াছিল, এবং যাহাকে ধরিতে পারিয়াছিল, তাহাকেই পথের উভয় পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের শাখায় ফাঁসী দিয়াছিল। আর একদল সৈন্য সহরের যে অংশে এতদ্দেশীয়েরা বাস করিত, সেই অংশস্থিত সকল গৃহেই আগুন দিয়াছিল। গৃহ হইতে যাহারা পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের উপর গুলির পর গুলিবৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এরূপ ভয়গ্রস্ত হইয়াছিলাম যে, নিরাপদ হইবার জন্য রেলওয়ে ষ্টেসনে যাওয়াই উচিত মনে করিয়াছিলাম। আমরা অস্ত্রশস্ত্রশূন্য হইয়া ঐ স্থানে গিয়াছিলাম, যে সকল এতদ্দেশীয় আমাদের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে এক একখানি পাশ দেওয়া হইয়াছিল।

যাহারা পাশ দেখাইতে পারে নাই, তাহারা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে ফাঁসবদ্ধ হইয়াছিল *।”

এইরূপ বিধ্বংসব্যাপারে এতদ্দেশীয়েবা নিরতিশয় ভীত হইয়াছিল, এবং কম্পিত হৃদয়ে ইউরোপীয়দিগকে সর্ব্বক্ষণেই আপনাদেব সর্ব্বনাশে সমুদ্যত ভাবিয়াছিল, সুতরাং তাহাবা ইউরোপীয়দিগের নিকটে আসিয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করে নাই। এজন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহিত পয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদকেরও একান্ত অভাব হইয়াছিল। উপস্থিত যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেৎক কে সাহেব এই পসঙ্গে লিখিয়াছেন, এতদ্দেশীয়-দিগেব সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোন কার্য্য করিবার সামর্থ ছিল না, এরূপ হইলেও আমরা ইহাদিগকে আমাদেব তাম্বুর বহুদূরে তাডাইয়া দিতে যারপর নাই চেষ্টা করিয়াছিলাম †। ইঙ্গরেজ উপস্থিত সময়ে কিরূপে অনিষ্টকর নীতিব অনুসবণ করিয়াছিলেন, তাহা এই ইতিহাসলেখকের বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইরূপ গোলযোগে সেনাপতি নীলকে জুন মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত এলাহাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। কোন ইউরোপীয় সৈন্য এ পর্য্যন্ত কাণপুরের উদ্ধারে প্রেরিত হয় নাই। ঐ দিন অপবাহ্নে মেজব রেণডের তত্ত্বাবধানে ৪০০ শত ইউরোপীয় সৈন্য, ৩০০ শত শিখ, ১০০ শত অশ্বারোহী ও ২টি কামান কাণপুরেব অভিমুখে যাইতে উদ্যত হয়। সেনানায়ক রেণডকে যাহা যাহা করিতে হইবে, কর্ণেল নীল তৎসমুদয় লিখিয়া দেন। তিনি এই আদেশলিপিতে লিখিয়াছিলেন, পথের নিকটবর্ত্তী বিপক্ষদিগের অধ্যুষিত সমস্ত স্থানই আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে হইবে। কিন্তু অপর কাহারও দেহ যেন স্পর্শ করা না হয়। অধিবাসীদিগকে আপনাদের বাসগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য উৎসাহ দিতে হইবে, ব্রিটিশ ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। এই সূত্রে অপরাধী ব্যক্তি-দিগের অধ্যুষিত কতিপয় পল্লী ধ্বংস করিবার জন্য দেখাইয়া দেওয়া হয়।

*Martin, Indian Empire. Vol. II., p 220.

†Kaye, Sepoy War. Vol. II., p 274, note.

সেই সকল পল্লীবাসীদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিতে বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আদেশলিপিতে নির্দ্দেশ থাকে, যে সকল সিপাহী আপনাদের সম্বন্ধে সন্তোষজনক বিবরণ দিতে না পারিলে, তাহাদের সকলকেই ফাঁসী দিতে হইবে। ফতেহপুর নগরের অধিবাসিগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, অতএব ঐ নগর আক্রমণ এবং উহার পাঠানপল্লী সমগ্র অধিবাসীর সহিত ধ্বংস করিতে হইবে। ফতেহপুরের সমস্ত বিপক্ষকে ফাঁসী দিতে হইবে। যদি তথাকার ডেপুটী কলেক্টরকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ফাঁসী দিয়া তদীয় মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, এবং ঐ ছিন্ন মস্তক নগরের কোন প্রধান (মুসলমানের অধিকৃত) বাড়ীতে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর আদেশলিপি লইয়া, সেনানায়ক রেণড সৈনিকদল সহ কাণপুরের অভিমুখে স্থলপথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে জলপথে রেণ-ডের সহকারিতা এবং কাণপুরের বিপদাপন্ন ইউরোপীয়দিগের উদ্ধার জন্য এক-খানি জাহাজে কাপ্তেন স্পাজেনিনামক একজন সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে আর একদল সৈন্য যাত্রা করিবার উদ্‌যোগ করিল।

যে দিন কাণপুরের উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরিত হয়, সেই দিন একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক পুরুষ কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে উপনীত হয়েন। ইহার উপস্থিততে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের হৃদয় অধিকতর প্রফুল্ল ও অধিকতর আশ্বস্ত হয়। ইনি মহারাণীর সৈনিকদলের একজন সাহসিক বীর-পুরুষ। অনেক স্থানের অনেক যুদ্ধে ইঁহার সাহস ও ইহার পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রসৈন্যের অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং শূরত্ব-সম্পন্ন শিখদিগেরও সাহস ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। সমরে বিজয়শ্রীলাভ করাই ইঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইনি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কোনরূপ দুর্গতিতে কাতর হইয়া পড়িতেন না। ইঁহার দৃঢ়তা, ইঁহার কার্য্যতৎপরতা ও ইঁহার অধ্যবসায় সর্ব্বক্ষণ অটল ও অনমনীয় থাকিত।

কর্ণেল হাবেলক সিপাহীযুদ্ধের প্রারম্ভে বোম্বাইতে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। বোম্বাই হইতে তিনি মান্দ্রাজে উপনীত হয়েন। এই সময়ে গবর্ণর

জেনারেল লর্ড কানিং, মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি স্যার পাট্রিক গ্রাণ্টকে মৃত প্রধান সেনাপতি আন্‌সনের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্যার পাট্রিক গ্রাণ্ট এজন্য কলিকাতায় যাইতে উদ্যত হয়েন। এদিকে কর্ণেল হাবেলকও মান্দ্রাজে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়েন। এইরূপে সাহসী সৈনিক পুরুষদ্বয় একসঙ্গে মান্দ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া, ১ ই জুন কলিকাতায় পদার্পণ করেন। বর্ণর জেনারেল ইঁহাদের আগমনে যেরূপ সন্তুষ্ট সেইরূপ আশ্বস্ত হইলেন। এখন কোন বিষয়ে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। বিপদ্ প্রতিমুহূর্তে ভয়াতর হইয়া উঠিতেছিল। অল্পমাত্র বিলম্ব বা অল্পমাত্র গোলযোগ হইলেই বিপদের গতিরোধ দুঃসাধ্য হইত। সুতরাং দূরদর্শী লর্ড কানিঙ্গ আর কালবিলম্ব করিলেন না। স্যার পাট্রিক গ্রাণ্ট প্রধান সেনাপতির পদগ্রহণ করিলেন, কর্ণেল হাবলক্ অবিলম্বে সৈনিকদলসহ এলাহাবাদে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিয়াছিল যে, বারাণসীতে গোলযোগের শান্তি হইয়াছে কিন্তু এলাহাবাদ এখনও উপদ্রবশূন্য হয় নাই, এবং কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ সাতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছে। এজন্য হাবেলকের প্রতি আদেশ দেওয়া হইল যে তিনি এলাহাবাদের উপদ্রবনিবারণ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, কাণপুর ও লক্ষ্ণৌ যাইবেন, এবং সেই স্থানের বিপক্ষদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবেন। হাবেলক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, চারি দল পদাতিক, এক দল অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যসহ যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। অশ্ব ও কামানের অভাব প্রযুক্ত তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অধিকন্তু পর্য্যাপ্তপরিমাণে টোটা না থাকাতেও তাঁহার মনোমধ্যে দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল। কিন্তু হাবেলক এই সকল অভাবের জন্য সময় অতিবাহিত করিলেন না, তিনি গবর্ণরজেনেরল ও প্রধান সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া ২৫ শে জুন আশ্বস্তহৃদয়ে ও সাহস-সহকারে আপনার সৈনিকদল সহ এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন।

৩০ শে জুন হাবেলক ও নীল যখন এলাহাবাদে একত্র হয়েন, তখন নীল স্বকৃত কার্য্যের বিবরণ হাবেলককে জানাইলেন। তিনি কাণপুর ও লক্ষ্ণৌর উদ্ধার জন্য যে ভাবে সৈন্যপ্রেরণের আদেশ দিয়াছেন, তাহা সেনাপতি

হাবেলকের অনুমোদিত হইল। এই বিচক্ষণ ও কার্য্যতৎপর সৈনিক পুরুষদ্বয়ের মধ্যে স্থির হইল যে, সেনানায়ক রেণড্ ঐ দিনই সৈনিকদলসহ স্থলপথে যাত্রা করিবেন। জলপথে সৈন্য প্রেরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তদনুসারে সেনানায়ক রেণডের যাত্রার সমকালে জাহাজ ছাড়া হইবে না। যেহেতু, স্থলপথগামী সৈনিকদল অপেক্ষা জাহাজ অধিকতর সত্বরতাসহকারে অগ্রসর হইবে। এজন্য সেনানায়ক রেণডের যাত্রার কিছুকাল পরে কাপ্তেন স্পার্জ্জেনের অধীন সৈনিকদল যাত্রা করে।

এইরূপে ৩০ শে জুন সায়ংকালে কাণপুরের ইউরোপীয়দিগের উদ্ধার জন্য সৈনিকদল স্থলপথে যাত্রা করিল। কিন্তু উপস্থিত সময়ে সকল বিষয়েই অযথা বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এক সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে অভিযানে বিলম্ব করিতেন, কিন্তু অন্য সময়ে বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য বিপদাক্রান্ত স্থানে সত্বর অগ্রসর হইতে নিরস্ত থাকিতেন। কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বসংহারিণী নীতির দোষে এলাহাবাদে শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কর্ম্মসম্পাদন জন্য অনুচর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এখন অগ্রগামী সৈনিকদলের অধিনায়কের জিঘাংসার দোষে পথে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। কাণপুরের উদ্ধারকারী সৈন্য তিন দিনে যতদূর অগ্রসর হইল, ততদূর কেবল ভস্মস্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ তাহাদের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনানায়ক কিছুমাত্র বিচারবিতর্ক না করিয়া, গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে বৃক্ষশাখায় ফাঁসী দিতে লাগিলেন। সেই বৃক্ষশাখাবিলম্বিত শবরাশিতে কাণপুরে যাইবার পথ নিরতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। দুই দিনে বিয়াল্লিশ জনের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তাহাদের শব পথ পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষশাখায় ঝুলিতে লাগিল, এতদ্ব্যতীত বার জনকে বধ করা হইল। যেহেতু যখন ইঙ্গরেজ সৈন্য কাণপুরের পথে অগ্রসর হয়, তখন ইহারা বিপক্ষদিগের দিকে যাইতেছিল। সৈনিকদল যেস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল, সেই স্থানের পুরোভাগের সমস্ত পল্লী ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে লাগিল। অফিসরগণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, সেনানায়ককে কহিলেন, যদি তিনি এই ভাবে সমস্ত পল্লী উৎসন্ন করেন, তাহা হইলে সৈন্যের খাদ্য দ্রব্যাদি পাওয়া একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিবে।

কাণপুরের হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজ সেনাপতির আদেশে এইরূপ পল্লীদাহও নরহত্যা হইয়াছিল *। সুতরাং ঐ হত্যার প্রতিশোধ জন্য কাণপুরের পথবর্ত্তী পল্লী জনশূন্য করা হয় নাই। এস্থলে সেনানায়ক কেবল বিদ্বেষের পরিতৃপ্তির জন্য নরশোণিতপাত করিতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে, তাঁহাদেরই অনিষ্ট ঘটিতেছিল, তদ্বিষয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। সর্ব্বসংহারিণী প্রবৃত্তি তাঁহাকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে দেয় নাই। তিনি যখন অবাধে নরহত্যা ও পল্লীদাহ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন (৩রা জুলাই) লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেন্‌রি লরেন্সের প্রেরিত একজন এতদ্দেশীয় চর তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া কহিল যে, কাণপুর রক্ষার জন্য সমস্ত আশাভরসার অবসান হইয়াছে। নগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছে, সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং সেনাপতি সহ তথাকার সমগ্র ইউরোপীয় নিহত হইয়াছেন।

অবিলম্বে এই দুঃসংবাদ এলাহাবাদে পঁহুছিল। সেনাপতি নীল ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই সংবাদ নিঃসন্দেহ শত্রু-পক্ষ হইতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহে বিলম্ব হইলেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কাণপুরের ইউরোপীয়েরা সহসা শত্রুহস্তে নিহত ও নিপীড়িত হইবে না, এবং তথায় ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন সহসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই বিলম্বেই যে, কাণপুরের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, নীল তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক উপস্থিত দুঃসংবাদের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন না। দুই জন চর এলাহাবাদে উপনীত হইল, দুই জনকেই উপস্থিত সংবাদের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করা হইল; দুইজনেই এক কথা কহিল। কোন বিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও অনৈক্য ঘটিল না। কাণপুরে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্যের অধঃ-পতন ও তত্রতা ইউরোপীয়দিগের নিধনের সংবাদ যে, সেনানায়ক রেণডের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দুই জনেই একবাক্যে স্বীকার করিল। নীল এ বিষয়ে আর কোন কথা কহিলেন না। বিষণ্ণতাসহকৃত অনুশোচনার

Ruessll, Diary in India. comp. Kaye Sepoy War. Vol. II, p 294 note

চিহ্ন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কাণপুরের উদ্ধার জন্য এলাহাবাদ হইতে সৈন্য পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এখন নীল, যত শীঘ্র সম্ভব রেণডকে কাণপুরে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিতে আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক্ তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। তিনি কহিলেন, যদি কাণপুর অধিকারচ্যুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আক্রমণকারী বিপক্ষদল অন্য স্থান আক্রমণ ও অবরোধ করিতে প্রধাবিত হইবে, এবং ইহারা নিশ্চিতই এলাহাবাদ হইতে কাণপুরের উদ্ধারের জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইবে। কিন্তু কাণপুর যে, সর্ব্বাংশে শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, নীল এখনও তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইতেছিলেন এবং এখনও উপস্থিত দুঃসংবাদ বিপক্ষের কল্পনাসম্ভূত বলিয়া মনে করিতেছিলেন; সুতরাং তিনি কাণপুরের উদ্ধারকারী সৈনিকদলের যাত্রা বন্ধ রাখিতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হাবেলক এ দিকে রেণডকে সমভিব্যাহারী সৈনিকদল সহ অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। এই রণকুশল বীরপুরুষদ্বয়ের নির্দ্দিষ্ট উভয়বিধ কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে, কোনটি অধিকতর সঙ্গত ও সময়োপযোগী হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা যাইবে। কাণপুর ইঙ্গরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈন্যের প্রায় সকলেই বিপক্ষের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিরূপে কাণপুর ইঙ্গরেজের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা পরাক্রান্ত বাজীরাওর উত্তরাধিকারী কিরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়েন, ইঙ্গরেজ আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ সাহস ও বীরত্বপ্রদর্শন করেন, এবং শেষে কিরূপে শত্রুহস্তে নিপতিত ও নিহত হয়েন, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে এই ঘটনা যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী, সেই রূপ ভয়ঙ্কর ভাবের উদ্দীপক। ইহার এক দিকে যেমন করুণার কাতরতা আছে, অপর দিকে সেই রূপ বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার অটলতা রহিয়াছে, এক দিকে যেমন কার্য্য-তৎপরতা ও একপ্রাণতার নিদর্শন আছে, অপরদিকে সেই রূপ হঠকারিতা বা অদূরদর্শিতার চিহ্ন পরিস্ফুট রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

কাণপুর—স্যার হিউ হুইলর—ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা—সিপাহীদিগের উত্তেজনা—প্রাচীর বেষ্টিত স্থান—নানা সাহেব—সিপাহীদিগের সমুত্থান—তাহাদের আক্রমণ—ইঙ্গরেজদিগের আত্মরক্ষার চেষ্টা—তাঁহাদের আত্মসমর্পণ—গঙ্গার ঘাটে হত্যা—হতাবশিষ্টদিগের পলায়ন—বিবিঘর।

কাণপুর গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। বারাণসী ও এলাহাবাদের ন্যায় ইহা ভারতের পুরাবৃত্তে চিরমান্য বা চিরপ্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে কোনরূপ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ নাই। ইহার সহিত কোনরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব নাই, বা ইহার মধ্যে কোন পুরাতন মহাপুরুষের কোনরূপ অলোকসামান্য কার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব নাই। হিন্দুর ভূবৃত্তান্তে এই নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহ ইহার নামনির্দ্দেশ করেন নাই, বা আইন আকবরীতেও ইহার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হয় নাই। ভারতে যখন ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের সূত্রপাত হয় তখন কাণপুরের নাম ইতিহাসে স্থানপরিগ্রহ করে। কোম্পানি ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যার নবাবের জন্য এই স্থানে কতকগুলি সৈন্য রাখিতেন। ১৮০১ অব্দের সন্ধি অনুসারে নবাব এই স্থান, অন্যান্য স্থানের সহিত কোম্পানির হস্তে সমর্পিত করেন। তদবধি কাণপুর ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে ঠগী প্রভৃতি দস্যুদিগের বসতি ছিল*। ক্রমে ইহা লোকালয়ে পরিবেষ্টিত, সৈনিকনিবাসে সুরক্ষিত ও বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কাণপুরের নাম পরিদৃষ্ট না হইলেও বর্ত্তমান সময়ের ইতিহাসে কাণপুর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ইঙ্গরেজের নবাধিকৃত অযোধ্যারাজ্য। দক্ষিণপূর্ব্বে এলাহাবাদ। কলিকাতা হইতে এই সীমায় সৈনিক-

* *Asiatic Researches. Vol XIII., p. 290*

দলের আগমনের প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। দক্ষিণপশ্চিমে আগরা ও দিল্লী। এই সীমার পার্শ্বভাগ দিয়া পঞ্জাব হইতে সৈনিকদলের আগমনের উৎকৃষ্ট পথ আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে যে সকল পথ আছে, তৎসমুদয় দিয়া, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে সৈনিকদল সহজে আসিতে পারে। এই সকল কারণেই বোধ হয়, কাণপুর কোম্পানির সময়ে, সৈনিকদলের একটি প্রধান আবাসস্থান হইয়া উঠে।

কাণপুর চামড়ার জিনিষের কারবারের জন্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিভিন্ন প্রকার চর্ম্মপাদুকা ও ঘোড়ার সাজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কাণপুরে এই সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। নগরের পার্শ্ববাহিনী জাহ্নবীর তটদেশে দণ্ডায়মান হইলে বাণিজ্যপ্রসঙ্গে লোকের শ্রমশীলতা, উৎসাহ ও উদ্যমের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের নৌকা, বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া জাহ্নবীবক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। কেহ কেহ দ্রব্যাদি নৌকায় লইয়া যাইতেছে, কেহ কেহ বা নৌকা হইতে দ্রব্যজাত তীরে উঠাইতেছে। সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে, এবং সকলেই আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে একাগ্রতার পরিচয় দিতেছে। এইরূপে বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী, বিভিন্নজাতীয় লোকের সম্মিলনে গঙ্গার তটের দৃশ্য বৈচিত্র্যজনক হইয়া উঠে। কিন্তু নগরের মধ্যে এইরূপ বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয় না। একসঙ্গে বহু-সংখ্য লোকের এরূপ কার্য্যকারিতার ক্ষেত্রও প্রত্যক্ষীভূত হয় না। উপস্থিত সময়ে কাণপুরে ষাটি হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহার সৈনিক-নিবাসে ১,৫৪ ও ৫৬ গণিত পদাতিক সিপাহী ২ গণিত অশ্বারোহী সিপাহী, সর্ব্ব সমেত তিন হাজার এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষ অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে ষাটিজন ইউরোপীয় গোলন্দাজ সৈন্য, এবং বারাণসী হইতে প্রেরিত কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহীদলে ৬৭ জন ইঙ্গরেজ অধিনায়ক ছিলেন *।

* মেজ়র টম্‌সন সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন সর্ব্বসমেত ৩০০ তিন শত ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ কাণপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার মধ্যে ৩২ গণিত দলের দুর্ব্বল ও রুগ্নের সংখ্যা

সেনাপতি স্যার হিউ হুইলর কাণপুরের সৈনিকদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। সৈনিক কার্য্যে স্যার হিউ হুইলরের যেরূপ অভিজ্ঞতা সেইরূপ দূরদর্শিতা ছিল। সেনাপতি হুইলর, চুয়ান্ন বৎসর কাল, সিপাহীদলে অবস্থিতি করিয়া তাহাদের রীতি, নীতি ও চরিত্রবিষয়ে, অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেনাপতি লর্ড লেকের তত্ত্বাবধানে সিপাহীদিগকে তাহাদের স্বদেশীয়-দিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছিলেন আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহাদের সাহায্যে দুরন্ত আফগানদিগের পরাক্রম পর্য্যুদস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে তাহাদিগকে রণপণ্ডিত শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে অর্দ্ধ শতাব্দেরও অধিক কাল, ভারতের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে, তিনি আপনার প্রিয়তম ও বিশ্বস্ত সিপাহীদিগের অধিনেতা হইয়া, সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। অধীন সৈনিকদলের প্রতি তাঁহার অটল অনুরাগ ছিল। সেনাপতি এতদ্দেশীয় একটি ইউরেশীয় নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এতদ্দেশেই জীবিত-কালের উৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিলেও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই। যখন মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কাণপুরে ঐরূপ বিপৎপাত অসম্ভব নহে। এই সময়ে কাণপুরে ইউরোপীয় সৈন্য অধিক ছিল না। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারবৃদ্ধির কুফল এক্ষণে তাঁহার সম্মুখে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কোম্পানি নিরন্তর আপনাদের অধিকারবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল অধিকার সুরক্ষিত রাখিতে হইলে, কিরূপ সৈনিকবলের সাহায্যগ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই। যে ইউরোপীয় সৈন্য কাণপুররক্ষার জন্য থাকিতে পারিত, তাহা নববিজিত অযোধ্যারক্ষার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। মে মাসে যখন সিপাহীদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, নগরে নগরে ইউরোপীয়েরা যখন আপনাদের প্রাণের ভয়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, তাড়িতবার্ত্তাবহ যখন প্রতিদিন নানা স্থানের দুঃসংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল, তখন হুইলর

৭৪ (কাহারও মতে ৭০) ছিল।—*Mowbray Thomson, Story of Cownpur, p. 23* *Comp. Kaye. Sepoy War. Vol II. p. 289 note*

কাণপুরে সৈনিক বলের অল্পতা দেখিয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কাণপুরের বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী-পুত্রকন্যাপ্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বণিকদিগের পরিবারবর্গ নগরের স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসালয়ে ৩২গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলের কতিপয় পীড়িত সৈনিকপুরুষ ছিল। এখন এই সকল অসহায় ও অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার হুইলরের উপর পড়িল। বর্ষীয়ান সেনাপতির সম্মুখে এখন যেরূপ উৎকট কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল যে সেনাপতি অর্দ্ধশতাব্দকাল কোম্পানির সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত থাকিলেও কখনও তাদৃশ উৎকট কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন নাই।

এই সময়ে সিপাহীদের মধ্যে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশসম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। মে মাসের মধ্যভাগে কয়েকখানি আটা-বোঝাই নৌকা কাণপুরে উপনীত হয়। বাজারে ঐ আটা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে। উপস্থিত আটা অতি পুরাতন ও ময়লা ছিল। রুটী প্রস্তুত হইলেই উহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইত। জনরব উঠিল, ফিরিঙ্গীরা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মনাশ করিবার জন্য উক্ত আটায় গরু ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। এই জনরব বিদ্যুদ্‌বেগে সিপাহীদিগের আবাসভূমিতে প্রচারিত হইল। সিপাহীরা সকলেই আপনাদের জাতি ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। ইহার পর আবার বসামিশ্রিত টোটার কথা লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী অভিনব টোটার প্রয়োগ-প্রণালী শিখিবার জন্য অম্বালার সৈনিকশিক্ষালয়ে গিয়াছিল; তাহারা কাণপুরে প্রত্যাগত হইলে, তাহাদের সজাতীয় সিপাহীরা তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে উদ্যত হইল না, বা তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেও সঙ্কোচপ্রকাশ করিলনা *। ৫৩ গণিত দলের মানখাঁ-নামক একজন মুসলমান সিপাহী কতকগুলি নূতন টোটা সঙ্গে

* *J. W. Shepherd, Personal Narrative of the outbreak and Massacre of Cawnpur; p. 25.*

আনিয়াছিল; সে ঐ টোটা সহযোগীদিগকে দেখাইয়া কহিল যে, উহাতে প্রাণিবিশেষের বসা নাই *। মানখাঁ সহযোগীদিগের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই অভিনব টোটার নমুনা দলস্থিত সিপাহীদিগকে দেখাইয়াছিল; কিন্তু তাহার কথায় তদীয় সহযোগিগণ বিশ্বাসস্থাপন করে নাই। অভিনব টোটা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইত যে, উহা, ফিরিঙ্গী' হিন্দু ও মুসলমান, সকলেরই সমভাবে অপ্রীতিকর হইয়াছিল †। সিপাহীরা নিরতিশয় কৌতূহলপর ও সন্দিগ্ধ। অভিনব টোটার সম্বন্ধে যখন বাজারে বাজারে সৈনিকনিবাসে সৈনিকনিবাসে, নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন সিপাহীরা কৌতূহলের আবেগে উহা শুনিয়া, আপনাদের মধ্যে নানা বিতর্ক করিতে লাগিল। ইহার পর যখন তাহারা অভিনব টোটা সম্মুখে পাইয়া উহার বিষম দুর্গন্ধ অনুভব করিল, তখন তাহাদের হৃদয়ে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহারা ধর্ম্মনাশের গভীর অশঙ্কায় ফিরিঙ্গী-দিগকে বিশ্বাসঘাতক ও আপনাদের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে কল্পনাপর লোকের অভাব ছিলনা। যখন সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে কোন বিষয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কার সঞ্চার হয় তখন কল্পনাপর লোকে নানা ভয়ঙ্কর বিষয়ের কল্পনা করিয়া অনেকস্থলে সেই আশঙ্কা ও সন্দেহের পরিবিস্তারে চেষ্টা করিয়া থাকে উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। যখন সিপাহীরা আশঙ্কায় অধীর ও সন্দেহে বিচলিত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে চারিত হইল যে, কাওয়াজের ক্ষেত্রে ভূগর্ভে বারুদ রাখা হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদিগকে এক দিন ঐ স্থানে সমবেত করিয়া, ভূগর্ভস্থিত প্রজ্বালিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে ‡।

* *Mowbray Thomson Story of Cawnpur, p. 25*

† *Ibid. p. 25.*

‡ ৫৬ গণিত দলের খাঁ মহমুদ নামক একজন সিপাহী প্রচার করে যে, সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে, এবং তাহাদিগকে বেতন দিবার ছলে একত্র করিয়া ভূগর্ভনিহিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। অশ্বারোহী সৈনিকদল খাঁ মহমুদের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। কর্তৃপক্ষ এবিষয় অবগত হইয়া উক্ত সিপাহীকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখেন।—*Trivilyan, Cawnpur; p 79*

সিপাহীরা এইরূপ বিভীষিকাময়ী বিবিধ উপকথায় বিচলিত হইতে লাগিল। তাহারা এতদিন বিশ্বস্ততাসহকারে ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষসমর্থন করিতেছিল, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহকারে ভিন্নজাতীয় সেনাপতির আদেশপালনে সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিল এখন নানাজনরবে তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। চিরভক্তিভাজন সেনাপতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হইল, চিরমান্য কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে তাহাদের একাগ্রতা ও যত্নশীলতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

সেনাপতি হুইলর সৈনিকদলের অধিনায়কদিগের মুখে সিপাহীদিগের চিত্তচাঞ্চল্যের বিবরণ শুনিয়া, উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন কিছুদিনের মধ্যে ঐরূপ চাঞ্চল্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু কাণপুরে মিরাট ও দিল্লীর সংবাদ পহুঁছিলে সিপাহীরা অধিকতর চঞ্চল ও অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কাণপুরের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী সকলেই সমভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দিল্লীর কারাগার ভগ্ন হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত কয়েদীরা বিমুক্ত হইয়া পরস্ব বিলুণ্ঠন জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কাণপুর হইতে দিল্লী ও আগ্রায় যাইবার প্রশস্ত পথ গুজরনামক বহুসংখ্য দস্যুদলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে কাণপুরের সিপাহীদিগের উত্তেজনা প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। এজন্য কাণপুরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিমুহূর্ত্তে গুরুতর বিপদের আবির্ভাব হইল বলিয়া ভয়ে অভিভূত হইতেছিলেন। তাহারা এক দিন শুনিতেন গুজরেরা দলবদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে আর এক দিন রাজকীয় কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে ইতস্ততঃ পধাবিত দেখিয়া ভাবিতেন, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য এক দিন আপনাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যের নিকটে কোন একটি সামান্য কথা শুনিয়াই মনে করিতেন উত্তেজিত সিপাহীরা সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের হত্যার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে প্রতিদিনই তাঁহারা ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। রাত্রিতেও তাঁহাদের শান্তি ছিল না। একদা গভীর নিশীথে কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য কামানসহ কাণপুরে আসিতেছিল। ইউরোপীয়গণ অদূরে ইহাদের অধিষ্ঠিত অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা অমনি শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা

ভাবিতে লাগিলেন, অশ্বারোহী সিপাহীরা তাঁহাদের বিনাশার্থ দলে দলে আসিতেছে। শেষে যখন প্রকৃত বিষয় তাঁহাদের গোচর হইল তখন তাঁহারা বিশ্বপালক ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কোন সময়েই তাঁহাদের আশঙ্কার বিরাম ছিল না। দিবারাত্রি তাহারা আপনাদের সম্মুখে সংহারমূর্ত্তির বিকট ভাব দেখিতেছিলেন। কাহাকেও কোনও অংশে শঙ্কিত বা কোনস্থানে ধাবমান দেখিলেই তাঁহারা আপনাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিতেন সিপাহীগণ এত সময়ে তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধার্থে অগ্রসর না হইলেও তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন আপনাদিগকে মহাপ্রলয়ের করাল কবলে নিপতিতপ্রায় মনে করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বিশ্বস্ত পরিচারিকার সাহায্যে হিন্দুস্থানীদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিলেন, বিপদ উপস্থিত হইলে, স্ত্রী কন্যা ও আত্মীয়দিগকে ঐ সকল পরিচ্ছদ পরাইয়া নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন *। তাঁহারা এরূপ ভীতগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের স্বদেশীয়গণের কেহ যদি কোন বিষয়ে ব্যস্ত হইতেন অথবা তাঁহাদের ভৃত্যগণ যদি গোপনে কোন বিষয়ে আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহিত অমনি তাহারা তাড়াতাড়ি পরিবারবর্গের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। এসময়ে কারণানির্দ্ধারণে তাঁহাদের অবসর থাকিত না। কেহ কাহারও কোন কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিত না কেহ ঘটনার সত্যতানিরূপণে বা পরীক্ষা করিত না। অথচ সকলেই উদ্ভ্রান্ত সকলেই শশব্যস্ত, ও সকলেই দিশাহারা হইয়া পড়িত। যে যাহা সম্মুখে পাইত, সে তাহাই লইয়া আত্মীয়গণের সহিত গাড়িতে উঠিত, এবং কম্পিতহৃদয়ে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসে যাইয়া উপস্থিত হইত। যাহারা তাড়াতাড়ি গাড়ি না পাইত, তাহারা দ্রুতপদে যাইতে যাইতে

* সেফার্ড নামক একজন ইঙ্গরেজ এই সময় কাণপুরে রসদ বিভাগে কার্য্য করিতেন। তাঁহার ঠাকুরাণী নামে একটি হিন্দু পরিচারিকা ছিল সেফার্ড সাহেব এই বিশ্বস্তা পরিচারিকা দ্বারা এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী অতি মোটা কাপড় কিনিয়া আনেন। বিপদের সময়ে তাঁহার কন্যাগণ ঐ পরিচ্ছদ পরিয়া, ছদ্মবেশে পলাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল।—*Shepherd, Cawnpur, p 12*

পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে কালান্তক যমের হস্তগত মনে করিত *।

কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ইউরোপীয়দিগকে এইরূপ সন্ত্রস্ত দেখিয়া তাঁহাদের রক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। যাবৎ স্থানান্তর হইতে তাঁহাদের সাহায্যার্থ ইউরোপীয় সৈন্য না আইসে, তাবৎ তিনি আপনাদের বালকবালিকা ও কুলনারীদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সমবেত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না। এদিকে সময়ও সঙ্কীর্ণ ছিল, সুতরাং সেনাপতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আত্ম

* সেফার্ড সাহেব ২১শে মে বেলা ১০ ঘটিকার সময় আপনার কার্য্যালয়ে যাইয়া দেখেন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরা সভয়ে গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর স্ত্রী, শিশুসন্তান লইয়া আয়ার সহিত তাড়াতাড়ি গৃহপরিত্যাগ পূর্ব্বক পদব্রজে ইউরোপীয় সৈনিকনিবাসের অভিমুখে গিয়াছেন। উক্ত প্রধান কর্ম্মচারীও, ভৃত্যদিগকে, যত শীঘ্র সম্ভব, গাড়ি পাঠাইতে কহিয়া, স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছেন। সেফার্ড সাহেব বেহারাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেহারা কহিল, সে কিছুই জানে না মেমসাহেবের নিকট একখানি পত্র আসিয়াছিল। মেমসাহেব উহা পড়িয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তিলার্দ্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়া শিশুসন্তান লইয়া আয়ার সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সেফার্ড সাহেব, বিপদের আশঙ্কা করিয়া, হে নামক অন্য একজন সাহেবের নিকট সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "সাহেব ছাউনিতে গেলেন আপনাকেও তাড়াতাড়ি ছাউনিতে যাইতে কহিলেন। অনেক সাহেব বিবি, সন্তান লইয়া, দ্রুতগতি বারিকে যাইতেছে।" সেফার্ড সাহেব ইহা শুনিয়াই উপরিতন কর্ম্মচারীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া সত্বরপদে গৃহে আসিয়া, পরিবারবর্গকে বড় ব্যস্ত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি তাড়াতাড়ি আবশ্যক দ্রব্যাদি গাড়ীতে উঠাইয়া, পরিবারবর্গের সহিত বারিকে উপস্থিত হইলেন। বারিক এই সময়ে সাহেব বিবি ও তাহাদের সন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কি জন্য তাহারা তাড়াতাড়ি আবাস গৃহ হইতে সৈনিকনিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল, কেহই জানিত না; অথচ সকলেই শশব্যস্ত হইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিল। ছাউনিতে আসিবার সময় পথে কতিপয় পরিচিত ব্যক্তির সহিত সেফার্ডের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইঁহারাও তাড়াতাড়ি বারিকে যাইতেছিলেন। ইঁহারা সেফার্ডকে সহসা এইরূপ পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেফার্ড নিজেই কিছু জানিতেন না, সুতরাং ইঁহাদের কথার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে কারণ অনুসন্ধানের সময় কেহ কেহ কহিল, ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা ধনাগারের টাকা স্থানান্তরিত করিতে দিতেছে না, কেহ কেহ কহিল, সিপাহীরা আক্রমণের যোগাড় করিতেছে। কেহ কেহ বা কহিল, গুজরেরা দিল্লী হইতে আসিতেছে। এইরূপে নানাজনে নানা কথা কহিতে লাগিল।—*Shepherd Cawnpur, p. 4-6.*

রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। আত্মরক্ষার স্থলের মধ্যে, অস্ত্রাগারই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হইত। উহা গঙ্গার তটদেশে অবস্থিত ও চারি দিকে উচ্চ পাকা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। উহার মধ্যে কামান বারুদ প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে রক্ষিত ছিল, এবং উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাসোপযোগী অনেক গুলি বড় বড় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধিকন্তু, উহা কারাগার ও ধনাগারের নিকটবর্ত্তী ছিল। উক্ত অস্ত্রাগার সৈনিকনিবাসের প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। কিন্তু সেনাপতি ঐ স্থান মনোনীত করিলেন না। উহার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে, সৈনিকনিবাসের অনতিদূরে, বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের দুইটি বৃহৎ চিকিৎসালয় ছিল। উহার একটি পাকা ও আর একটি পাকা প্রাচীরের উপর খড়ের চালে আচ্ছাদিত। দুইটিই একতল, এবং দুইটিই চারিদিকে বারান্দায় পরিবেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত উহার নিকটে প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনোপযোগী কয়েক খানি ছোট ছোট ঘর ছিল। গঙ্গা উহার কিছু দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেনাপতি হুইলর আত্মরক্ষার জন্য ঐ স্থান মনোনীত করিলেন। অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানের চারিদিকে প্রাচীর নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিদধিক চারিফুট উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর প্রস্তুত হইল। উপস্থিত সময়ে সূর্য্যের নিদারুণ উত্তাপে মৃত্তিকা এমন শুষ্ক ও কঠিন হইয়া গিয়াছিল যে, উহা খনন করিবার তাদৃশ সুবিধা হইল না। এদিকে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি যাহা খনিত হইল, তাহা দ্বারাই উপস্থিত প্রাচীর প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই প্রাচীর তাদৃশ সুদৃঢ় হইল না। যেহেতু, গুলির আঘাত লাগিলেই ইহা ভাঙ্গিয়া যাইত। যাহা হউক, উক্ত স্থান এইরূপে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইলে, সেনাপতি তথায় খাদ্য দ্রব্যাদি পর্য্যাপ্তপরিমাণে সংগৃহীত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থাও তাদৃশ ফলোপধায়িনী হইল না। যাহারা দ্রব্যসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা দ্রব্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে আনিয়া দিতে পারিল না। সেনাপতি পঁচিশ দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন, যাহারা দ্রব্যসংগ্রহের ভার লইয়াছিল, তাহাদের দোষেই হউক, অথবা সেনাপতি, কেবল সংগ্রহের জন্য

খাদ্য সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্যই হউক, লোকসংখ্যানুসারে খাদ্য দ্রব্য অল্প পরিমাণে সংগৃহীত হইল *।

সেনাপতি আত্মরক্ষার জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অনেকের মতে সে স্থান আত্মরক্ষার উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সেনাপতি অস্ত্রাগারে সকলকে সমবেত করিয়া আত্মরক্ষা করিলে তাঁহার প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইত। যেহেতু অস্ত্রাগার অস্ত্রে শস্ত্রে পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। গঙ্গা উহার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদায়ে ইউরোপীয়েরা পরিবারবর্গের সহিত বিনা কষ্টে ও বিনা গোলযোগে বাস করিতে পারিত। ঐ স্থান মনোনীত হইলে, অসহায় বালকবালিকা বা কুলকামিনীরা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত না, এবং অসমর্থ ইউরোপীয়েরাও সিপাহীদিগের আক্রমণে সহজে নিপীড়িত হইয়া পড়িত না। অধিকন্তু অস্ত্রাগারের নিকট ধনাগার, কারাগার ও অন্যান্য কার্য্যালয় ছিল। সমস্তই একসঙ্গে রক্ষিত হইত। যাঁহারা কাণপুরের উপস্থিত ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আত্মরক্ষার উপযোগী স্থানের সম্বন্ধে অস্ত্রাগারই প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন †। রণনিপুণ, অভিজ্ঞ সৈনিক কর্ম্মচারীও এ অংশে অস্ত্রাগারের সম্যক্ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। সেনাপতি হুইলর ঐ স্থান ছাড়িয়া গঙ্গা হইতে বহুদূরে, বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ মৃৎ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। এজন্য বৃদ্ধ সেনাপতির দূরদর্শিতা ও সমীক্ষ্যকারিতার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে ‡। সমরবিদ্যা-

* *Thomson, Story of Cawnpur, p 31*

† *Trevelyan, Cawnpur p, 82. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 294.*

‡ সেনাপতি নীল অস্ত্রাগারের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'ইহা চারিদিকে বন্দুকের গুলির অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার ভূমির পরিমাণ নয় বিঘারও অধিক। ইহাতে সৈনিকদিগের বাসোপযোগী গৃহ অনেক রহিয়াছে; ইহা গঙ্গার তটবর্ত্তী। ইহা সিপাহীদিগের [illegible] হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইত। নানা সাহেব বা সিপাহী কেহই তাঁহাদের (ইঙ্গরেজদিগের) নিকটে আসিতে পারিত না। তাঁহারা কামান লইয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেন এবং কেবল আপনাদিগকে নয়, নগররক্ষা করিতেও সমর্থ

বিশারদ পুরুষেরা যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, হুইলরের ন্যায় এক জন বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ সেনাপতি যে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এরূপ বোধ হয় না। অস্ত্রাগার সৈনিক নিবাস হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। সেনাপতি এরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিলে সিপাহীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না, সৈনিক নিবাসে সিপাহীদিগের মধ্যে কি হইতেছে, তাহাও সূক্ষ্মরূপে জানিতে সমর্থ হইতেন না। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও এপর্য্যন্ত শান্তভাবে ছিল। তাহারা এপর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সুতরাং সেনাপতি এসময়ে সিপাহীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহাকে অস্ত্রাগারে যাইতে হইলে সিপাহীদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত, কিন্তু এরূপ চেষ্টায় গুরুতর বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল। সেনাপতি যদি ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান সহ অস্ত্রাগারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদের বালকবালিকা ও কুলকামিনীরা যদি দলে দলে অস্ত্রাগারে যাইত, সিপাহীদিগকে যদি সৈনিক নিবাস পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, সিপাহীরা স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা ভাবিত, ফিরিঙ্গীরা তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। অবিলম্বে অস্ত্রাগারের অস্ত্ররাশিতে তাহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করিতে হইবে এইরূপ ভাবিয়া, তাহারা ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত, কিন্তু এসময়ে তাহাদের প্রবল আক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা ছিল না। ইউরোপীয় সৈন্য এত অল্প ছিল যে, সিপাহীদিগের আক্রমণে তাহারা নির্ম্মূল হইয়া যাইত। বর্ষীয়ান সেনাপতি এই সকল বিপত্তির বিষয় ভাবিয়াই, বোধ হয় দূরবর্ত্তী অস্ত্রাগারে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন*। তিনি যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সে স্থান যে বিপদসঙ্কুল ও আত্মরক্ষার অযোগ্য ছিল, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে

হইতেন। ** সেনাপতি, হুইলরের একেবারে এগামে যাওয়া উচিত ছিল। কেহই তাঁহাকে নিবারিত করিতে পারিত না। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই রক্ষা করিতে পারিতেন।

*** *Kaye Sepoy War Vol. II, p 205, note*

* *The Mutiny of the bengal Army. By one who has served under Sir Charles Napier, p 125. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II, p 294.*

ঐ স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। সিপাহীদিগের প্রবল আক্রমণে সমূলে উৎখাত হওয়া অপেক্ষা সাহায্যকারী সৈন্যের আগমন পর্য্যন্ত, তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া আত্মরক্ষা করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সকল সংবাদ উপস্থিত হইতেছিল, তৎসমুদয়ে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া একবারে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইবে। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে সৈন্য আসিতে পারে। তিনি ইহাদের সাহায্যে সহজেই কাণপুরের ইউরোপীয়দিগকে লইয়া এলাহাবাদে পহুছিতে পারিবেন। বৃদ্ধ সেনাপতি যাহার আশা করিয়াছিলেন, নিয়তির বিচিত্র লীলায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই। সেনাপতি ইচ্ছা করিয়াও আপনাদের নিরীহ শিশুদিগকে মৃত্যুহস্তে সমর্পিত করেন নাই, বা ইচ্ছা করিয়াও আপনাদের অমূল্য জীবনবিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলেন নাই। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহা না ঘটিলেও, তাঁহার বিশ্বাস যে নিতান্ত অমূলক ছিল না, পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে।

সেনাপতি আত্মরক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, আত্মবলবৃদ্ধি করিতে উদাসীন রহিলেন না। তিনি অবিলম্বে লক্ষ্ণৌতে স্যার হেনরি লরেন্সের নিকটে সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ঐ সময়ে অযোধ্যাতেও সিপাহীদিগের উত্তেজনা দেখা যাইতেছিল। স্যার হেনরি লরেন্সের তত্ত্বাবধানে যে সৈন্য অবস্থিতি করিত ছিল, তাহা অযোধ্যারক্ষার পক্ষেই পর্য্যাপ্ত ছিল না। তথাপি স্যার হেনরি লরেন্স কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতির সাহায্য করিতে উদাসীন থাকিলেন না। তিনি অবিলম্বে দ্বাত্রিংশ ইউরোপীয় সৈনিকদলের ৮৪ জন পদাতিক ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া কাণপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যার গোলন্দাজ সৈন্য সহ লেপ্টেনাণ্ট আসেনামক সৈনিক পুরুষের তত্ত্বাবধানে দুইটি কামান প্রেরিত হইল। কাণপুরের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য স্যার হেনরি লরেন্স আপনার সেক্রেটরিকেও পাঠাইয়া দিলেন। এই সৈনিকদল সেনাপতি হুইলরের নির্দ্দিষ্ট, মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে উপস্থিত হইল। হেনরি লরেন্সের সুদক্ষ সেক্রেটরিও যথাসময়ে আসিয়া আশঙ্কিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায়বিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

কাণপুরের ইঙ্গরেজ কর্ত্তৃপক্ষ যখন, স্যার হেন্‌রি লরেন্সের সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তখন আপনাদিগকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরের আর এক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকটেও সাহায্যপ্রার্থী হয়েন। এই ক্ষমতাশালী পুরুষ, কাণপুরবাসী ইঙ্গরেজদিগের সহিত দীর্ঘকাল সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া আসিতেছিলেন, এবং দীর্ঘকাল, আপনার বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাঁহাদের পরিতোষার্থে বিনিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। কাণপুরের ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ সেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্মরণ করিয়া ঘোরতর বিপত্তিকালে ইহাঁর শরণাপন্ন হইলেন।

মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা বাজীরাওর উত্তরাধিকারী ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের বিষয় উপস্থিত ইতিহাসের প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে। পরাক্রান্ত, বাজীরাও কিরূপে পুনার সিংহাসন হইতে অপসারিত হয়েন, কিরূপে তিনি কাণপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরনামক স্থানে আসিয়া বাস করেন, কিরূপে তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেব পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন, এবং শেষে কিরূপে ঐ দত্তক, বিলাতে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়াও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সুবিচার লাভে হতাশ হইয়া পড়েন, তাহা এই ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই। নানা সাহেব আপনার অভীষ্টসিদ্ধিতে অকৃতকার্য্য হইলেও, ইঙ্গরেজের সহিত সদ্ভাব রাখিতে উদাসীন থাকেন নাই। বাজীরাওর ৮০০০ সশস্ত্র অনুচর ছিল. তাঁহার জীবদ্দশায় ইহারা কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবের পরিচয় দেয় নাই। যখন নানা সাহেব পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেন, বিঠুরের রমণীয় প্রাসাদ, বহুসংখ্য সশস্ত্র অনুচর, বাজীরাওর সঞ্চিত অর্থরাশি, যখন তাঁহার অধিকৃত হয়, তখনও তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন নাই। ইঙ্গরেজ প্রায়ই তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদে আতিথ্যগ্রহণ করিতেন। নানা সাহেব অতিথির সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকিতেন না। ইঙ্গরেজ তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তদীয় আতিথেয়তার গৌরবঘোষণা করিতেন। তাঁহারা বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবের পৈতৃক বৃত্তির সম্বন্ধে ব্রিটিশ কোম্পানির অন্যায়াচরণের কথা শুনিতেন। নানা সাহেবও বোধ হয় ভাবিতেন যে, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রনষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিবেন*।

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p 249*

মর্য্যাদাশালী ইঙ্গরেজ অতিথি স্বদেশে যাইয়া, তদীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করুন, বা না করুন, নানা সাহেবের বিঠুর-প্রাসাদ অতিথি শূন্য থাকিত না। তদীয় প্রাসাদের পরিদর্শকদিগের খাতা খুলিলে শত শত ইঙ্গরেজের নাম পাওয়া যাইত। ইহাঁরা অনেকদিন নানা সাহেবের গৃহে অবস্থিতি করিয়া, নানারূপ সুখাদ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী একদা নানা সাহেবের একখান শকটে বিঠুরে উপনীত হয়েন। তিনি উক্ত শকটের সবিশেষ প্রশংসা করিলে, নানা সাহেব তাঁহাকে কহেন,—"অধিক দিন অতীত হয় নাই, আমার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট গাড়িঘোড়া ছিল, কিন্তু আমি ঐ গাড়ি দগ্ধ করিয়াছি, ঘোড়াও মারিয়া ফেলিয়াছি।" উক্ত কর্ম্মচারী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, নানা সাহেব কহিলেন, "কাণপুরের এক জন সাহেবের একটি শিশু সন্তান সাতিশয় পীড়িত হইয়াছিল, সাহেব ও মেমসাহেব বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সন্তানটিকে লইয়া বিঠুরে আসিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য আমার উক্ত গাড়ি পাঠাইয়াছিলাম। পথে গাড়ীতে সন্তানটির মৃত্যু হইল। গাড়িতে মৃত শিশু থাকাতে এবং গাড়ির সহিত ঘোড়ার সংস্পর্শ হওয়াতে, আমি উক্ত গাড়ি ও ঘোড়া কখনও ব্যবহার করি নাই।" কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়া আপনার কেন খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান বন্ধুকে ব্যবহার করিতে দিলেন না কেন?" নানা সাহেব উত্তর করিলেন, "না, আমি এইরূপ করিলে এ বিষয় সাহেবের গোচর হইত সাহেব আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়া দুঃখিত হইতেন।" ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন," বিঠুরের এইরূপ প্রকৃতির মহারাজা সাধারণতঃ নানা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাদের সমক্ষে ক্ষমতাপন্ন বলিয়াও পরিগণিত হইতেন না, কিংবা নির্বোধ বলিয়াও প্রতিপন্ন ছিলেন না *"।

উপস্থিত সময়ে নানাসাহেবের বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। যৌবনের কার্য্যপটুতা ও আলস্যশূন্যতা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। তিনি কার্য্যপটু ও অনলস হইলেও তাদৃশ দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না। অপরের

* *Martin, Indian Empire. Vol II, p 249. 250.*

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালীর সঙ্গতি বা অসঙ্গতির পরিজ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি ছিলনা, বা অপরের অবলম্বিত কর্ত্তব্যপথের শুভাশুভফলনির্দ্ধারণে তাহার অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি যে পথে অগ্রসর হইতেন, যে কার্য্যসাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন বা যে বিষয় অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তৎসমুদয়ই অপরের পরামর্শে নির্দ্ধারিত হইত। একজন সুশ্রী ও সৌখীন মুসলমান তাহার প্রধান মন্ত্রদাতা ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ইহারই পরামর্শে পরিচালিত হইতেন।

আজিমউল্লা খাঁর বিষয় পূর্ব্বে একবার লিখিত হইয়াছে। আজিমউল্লা নবীন বয়সে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষের খানা যোগাইবার ভার গ্রহণ করুন, বা কাণপুরের বিদ্যালয়ে দশ বৎসর শিক্ষা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরে একজন ইঙ্গরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীর মুন্সীই হউন,* তিনি সৌন্দর্য্যময়ী আকৃতি ও প্রীতিপ্রদ আলাপের গুণে ইঙ্গলণ্ডের বিলাসিনীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। তিনি অনর্গল ইঙ্গরেজী বলিতে পারিতেন, ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষাতেও কথাবার্ত্তা কহিতেন। নানা সাহেব এজন্য তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, আপনার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি বিলাতে যাইয়া প্রভুর কার্য্য-সাধনে সমর্থ হন নাই। বিলাতের কর্তৃপক্ষ যখ তাঁহার প্রার্থনাপূরণে অগ্রসর হইলেন না, তখন তিনি আত্মপরিতোষসাধন জন্য অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রভুর প্রদত্ত প্রচুর অর্থ ছিল তাঁহার বাক্‌পটুতা ও স্বর মাধুর্য্য ছিল, সর্ব্বোপরি তাহার দেহের অসামান্য সৌন্দর্য্যগৌরব ছিল। তিনি এই সকলের সাহায্যে বিলাসসাগরে ভাসমান হইলেন। বিলাসিনীদগের অনুগ্রহ ও আদরে তাঁহার যৌবনকান্তি অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি ইঙ্গলণ্ড হইতে তুরস্কের রাজধানীতে উপনীত হইলেন এই সময়ে ক্রীমিয়ার যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ আন্দোলিত হইতেছিল কৌতূহলপর মুসলমান দূত ইউরোপের বীরপুরুষদিগের বীরত্বদর্শন জন্য সমরভূমির নিকটবর্ত্তী হইলেন। তিনি ইঙ্গরেজের পার্শ্বে

* *Kaye, Sepoy War p 31?. Shepherd, Cawnpur, p.9.*

ফরাসীর বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিলেন, রুশিয়াবাসীদিগের কামানের গোলায় ইঙ্গরেজদিগকে বিশৃঙ্খল হইতে দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। আজিমউল্লা যাঁহাদের নিকট ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের বিচারে আপনার প্রতিপালক প্রভুকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে ইউরোপের সমরভূমিতে ইউরোপীয় বীরেন্দ্রবৃন্দ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিলেন*। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি স্বদেশে আসিয়া ইহাঁদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে পারিবেন। আজিমউল্লা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন বিশ্বাস অপনীত হইল না। তিনি বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবকে আপনার ভূয়োদর্শিতার ফল জানাইলেন। পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব গভীর মনোবেদনায় অস্থির হইয়াছিলেন। তদীয় দূত যখন অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অধীরতা বর্দ্ধিত হইল। তিনি ইঙ্গরেজ কর্ত্তৃপক্ষের উপর জাতক্রোধ হইলেন। লর্ড ডালহৌসীর অবৈধকার্য্যের ফল এখন পরিস্ফুট হইল। এদিকে আজিমউল্লা ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া, যে ভূয়োদর্শিতাসংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তিনি স্বীয় প্রভুকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। নানা সাহেব তত্ত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী ছিলেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় দূতের অর্জ্জিত জ্ঞান যথার্থ কি না, ভাবিয়া দেখিলেন না। মর্ম্মান্তিক মনোবেদনায় ও আজিম উল্লার হৃদয়গ্রাহিণী কথায়, তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। কাণপুরের ইতিহাস শোণিতাক্ষরে রঞ্জিত হইবার সূচনা হইল।

বিঠুরের রাজপ্রাসাদে নানা সাহেবের আরও কয়েক জন সহচর ছিলেন। তাহার ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্ট ঐ স্থানে থাকিতেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব তদীয় আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেন,

* ক্রীমিয়ায় ১৮৫৪।৫৫ অব্দে রুশিয়ার সহিত ফ্রান্স, ইঙ্গলণ্ড, তুরস্ক ও সার্দ্দিনিয়ার সম্মিলিত সৈন্যের যুদ্ধ হয়। ১৮ই জুন শিবাস্তোপোল নামক স্থানের যুদ্ধে সম্মিলিত সৈন্য তাড়িত হয়। এই সময়ে আজিমউল্লা কনস্তান্তিনোপলে ছিলেন। সংবাদপত্র বিখ্যাত লেখক রাসেল সাহেবও এই সময়ে ঐ নগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আজিমউল্লার সাক্ষাৎ হয়। আজিমউল্লা তাঁহাকে কহেন, 'বিখ্যাত ক্রীমিয়া নগর ও যদৃবল পর্য্যবেক্ষ

এবং তাঁহার বাল্যক্রীড়াসঙ্গী তাঁতিয়াতোপী ঐস্থানে প্রিয়বয়স্তের সমৃদ্ধি-ভোগে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। আজিমউল্লার স্তায় তাঁতিয়াতোপীও নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠেন। এইরূপে একদিকে মুসলমান, অপর দিকে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মন্ত্রণায় বিঠুরের মহারাজের কার্য্য প্রণালী অবধারিত হইত। কাণপুরের ভয়াবহ বিপ্লবের সময়ে প্রধানতঃ ইঁহারাই নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়াছিলেন।

কাণপুরের ইঙ্গরেজ-কর্তৃপক্ষ যখন ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হয়েন, অসহায় বালকবালিকা ও অবলা কুলনারীদিগের রক্ষার জন্ত যখন তাঁহারা আলস্তশূন্ত হইয়া আত্মরক্ষার স্থান সুরক্ষিত করিতে থাকেন, তখন ধনাগারের অর্থরাশির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। এই সময়ে কাণপুরের ধনাগারে দশ বার লক্ষ টাকা ছিল। মাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হিলব্‌সডন্ সাহেব নানা সাহেবের সাহায্যে ঐ টাকা রক্ষা করিতে উদ্যত হয়েন। নানা সাহেবের সদ্ব্যবহারে ও আতিথেয়তায়, কলেক্টর সাহেব পরিতুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বিপদ উপস্থিত হইলে, একমাত্র নানা সাহেবের সাহায্যেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষায় সমর্থ হইবেন। এ সম্বন্ধে বিবি হিলষ্‌সডন্ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন,—"এস্থলে সহসা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা হয় সৈনিকনিবাসে নচেৎ কাণপুরের প্রায় ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিঠুরনামক স্থানে যাইব। এই স্থানে পেশবার উত্তরাধিকারী অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সাহেবের পরম বন্ধু এবং বহুসম্পত্তির অধিপতি ও প্রভূত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি। তিনি সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছেন যে, তাঁহারা বিঠুরে সর্ব্বাংশে নিরাপদে থাকিবেন। আমি অপরাপর কুলনারীর সহিত সৈনিকনিবাসে থাকাই ভাল বোধ

(রুস্তম্) রুশিয়াবাসী, ফরাসী ও ইঙ্গরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে;" আজিমউল্লা কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মাণ্টায় পঁহুছিলে তিনি ইঙ্গরেজের পরাজয়সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অমনি যুদ্ধস্থল দেখিবার জন্ত কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করেন।—*Russel, Diary in India, Vol. I. p. 165-166.*

করিতেছি, কিন্তু সাহেব আমাকে অমূল্য সন্তানরত্নের সহিত বিঠুরে রাখাই শ্রেয়স্কর মনে করিতেছেন" *।

নানা সাহেবের-প্রতি কাণপুরের কলেক্টর সাহেবের এইরূপ অটল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। এই বিশ্বাস ও প্রীতি প্রযুক্তই তিনি ধনাগার রক্ষার ভার নানা সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিতে উদ্যত হয়েন। কথিত আছে, নানা সাহেব যখন লক্ষ্ণৌ নগরে উপনীত হয়েন, তখন তত্রত্য রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা তাঁহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসস্থাপনে উন্মুখ হয়েন নাই। নানা সাহেব সহসা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রস্থান করিলে অযোধ্যার রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারীর মনে গভীর সন্দেহ জন্মে। এজন্য, উক্ত কর্ম্মচারী কাণপুরের ইঙ্গরেজ সেনাপতিকেও সাবধান হইতে কহেন। এবিষয় অযোধ্যার প্রধান কমিশনর স্যার হেন্‌রি লরেন্সেরও অনুমোদিত হয়। † যাহা হউক, হিলূবস্‌ডন সাহেব অবশ্য নানা সাহেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নানা সাহেবের সদাচারে পরিতোষলাভ করিয়াছিলেন এবং নানা সাহেবের সদনুষ্ঠানে তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাজীরাও লোকান্তরিত হইলে, নানা সাহেব যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়েন, তখন তিনি কাণপুরের রাজপুরুষদিগের সমক্ষে কোন অংশে অবিনয় বা অসৌজন্যের পরিচয় দেন নাই। লর্ড ডালহৌসীর সংকীর্ণ রাজনীতিতে তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এক সময়ে তাঁহার প্রনষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধার হইবে। তিনি, যাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন যাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে নিরন্তর প্রয়াস পাইতেছেন এবং যাঁহাদের সমক্ষে সৌজন্যের একশেষ দেখাইতেছেন তাঁহারা অবশ্য এক সময়ে তদীয় ন্যায়ানুগত স্বত্বরক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। তিনি ইহা ভাবিয়াই বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহান্বিত ছিলেন। তাঁহার অনভিজ্ঞ ও কৌতূহলপর মুসলমান মন্ত্রী ক্রীমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া, যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানের মোহিনী শক্তিতে

* *Martin, Empire in India Vol II p 251*

† *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 32.*

যদি তিনি আকৃষ্ট না হইতেন, বা তাঁহার বাল্যক্রীড়াসহচরের মন্ত্রণায় যদি তদীয় মতিভ্রংশ না ঘটত, তাহা হইলে, বোধ হয় তিনি পূর্ব্বতন সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইতেন না। কাণপুরের বিস্তৃত ক্ষেত্রও বোধ হয়, ইউরোপীয়ের শোণিতে রঞ্জিত হইত না, এবং কাণপুরের প্রান্তবাহিনী পবিত্রসলিলা জাহ্নবীও বোধ হয়, নিঃসহায় বালকবালিকা ও নিরপরাধা কুলকামিনীদিগের দেহনিঃসৃত শোণিতস্রোতে কলুষিত হইয়া উঠিতেন না।

নানা সাহেব যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া কাণপুরের ইঙ্গরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ কি জন্য সহসা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কি জন্য তাঁহাকে এই সঙ্কটকালে, আপনাদের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। দেওয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মচারিগণ এ সময়ে ধনাগারের অর্থরাশি সুরক্ষিত করিতে নিরতিশয় চেষ্টা করেছিলেন। তাঁহারা যে স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া, আত্মরক্ষার্থে সমবেত হইতেছিলেন, সেই স্থানে ধনাগারের মুদ্রা আনিয়া রাখিলে উহা উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িত। কিন্তু এসময়ে যে সকল সিপাহী ধনাগাররক্ষা করিতেছিল, তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির উল্লেখ করিয়া কহিল, "আমরা ধনাগাররক্ষা করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব। টাকা স্থানান্তরে অপসারিত হইলে, আমাদের রাজভক্তিতে কলঙ্কস্পর্শ হইবে, আমাদের বিশ্বস্ততারও অবমাননা ঘটিবে। আমরা উপস্থিত থাকিতে বিপক্ষদিগের কেহই ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিতে পারিবে না। আমাদের হস্তে ইহা নিরাপদে রহিয়াছে।" কর্ত্তৃপক্ষ ধনাগাররক্ষকদিগের এই কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এসময় তাহাদের প্রতি কোন বিষয়ে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখাইলে বা তাহাদের কথার কোন অংশে প্রতিবাদ করিলে, তাহারা হয় ত প্রকাশ্য ভাবে বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইত, এবং কর্ত্তৃপক্ষের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, প্রকাশ্যভাবে আপনাদের রক্ষণীয় দ্রব্য আপনারাই আত্মসাৎ করিত। বৃদ্ধ সেনাপতি, ইহা ভাবিয়া ধনাগাররক্ষকদিগের মতের

বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলেন না। বিপুল অর্থ পূর্ব্ববৎ ধনাগারেই রহিল। কিন্তু বিপদের সময়ে ধনাগাররক্ষক সিপাহীদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসস্থাপন করা, অনুচিত মনে করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ ধনাগারের নিকটে রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। কাণপুরের কলেক্টর হিলবৃসডন সাহেবের সহিত নানা সাহেবের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কলেক্টর সাহেব এজন্য নানা সাহেবের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নানা সাহেবও সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। ধনাগার বিঠুরে যাইবার পথের কিয়দ্দূরে ছিল। অবিলম্বে নানা সাহেবের দুই শত সশস্ত্র অনুচর দুইটি কামান লইয়া ধনাগার ও অস্ত্রাগারের নিকটবর্ত্তী নবাবগঞ্জনামক স্থানে উপস্থিত হইল। এইরূপে কাণপুরের কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থরক্ষার উপায়বিধান করিলেন। এই উপায়েই পরিশেষে সিপাহীদিগের অদৃষ্ট অধিকতর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। নানা সাহেবের নিকটে কলেক্টর সাহেবের সাহায্যপ্রার্থনাকরার সম্বন্ধে নানার সহচর তাঁতিয়া-তোপী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—"১৮৫৭খ্রীঃ অব্দের মে মাসে কাণপুরের কলেক্টর সাহেব বিঠুরে নানা সাহেবের নিকটে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখিত থাকে যে, "আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ইঙ্গলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।" নানা সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। চারি দিবস পরে কলেক্টর সাহেব আবার নানা সাহেবকে সৈন্য ও কামানসহ কাণপুরে আসিতে লিখেন। নানা সাহেব তিন শত সৈন্য ও দুইটি কামান লইয়া কাণপুরে গমন করেন। আমিও সেই সঙ্গে কাণপুরে যাই। কলেক্টর সাহেব এই সময়ে তাঁহার বাটীতে ছিলেন না, প্রাচীরপরিবেষ্টিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে বলিয়া পাঠান। আমরা তদনুসারে তাঁহার বাটীতে সেই রাত্রি অতি-বাহিত করি। প্রাতঃকালে কলেক্টর সাহেব আসিয়া নানা সাহেবকে তাঁহার নিজের গৃহে অবস্থিতি করিতে কহিলেন। ঐ বাটী কাণপুরে ছিল। আমরা তদনুসারে ঐ বাটীতে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে চারি দিন অতিবাহিত করিলাম। কলেক্টর সাহেব কহিলেন, সিপাহীরা কথার যেরূপ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য যে, নানা

সাহেব তাঁহাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অনুচরগণের খরচপত্রের বিষয় সেনাপতিকে বলিলেন। কলেক্টর সাহেব আপনার কথারক্ষা করিলেন। সেনাপতিও ঐ বিষয় আগ্রায় লিখিয়া পাঠাইলেন। সে স্থান হইতে উত্তর আসিল যে, নানা সাহেবের অনুচরদিগের ব্যয় নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করা হইবে” *। এইরূপে ২২শে মে নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

যে দিন নানা সাহেবের হস্তে ধনাগাররক্ষার ভার সমর্পিত হয়, তাহার পূর্ব্ব দিন লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্যকারী সৈনিকদল কাণপুরে পঁহুছে। এ দিকে সেনাপতির আদেশে ইউরোপীয় কুলকামিনী, বালকবালিকা ও রোগাতুরগণ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করে। এই সময়ে গোলযোগের একশেষ হয়। বগী, পালকী, গাড়ি প্রভৃতি বিবিধ যান ক্রমান্বয়ে আশ্রয়স্থানের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোদন-ধ্বনিতে, কুলকামিনীদিগের আর্ত্তনাদে, ইতস্ততঃ ধাবমান লোকের উচ্চৈঃস্বরে ও যানসমূহের ঘর্ঘর শব্দে, সমগ্র সৈনিকনিবাস সমাকুল হইয়া উঠে। এই সময়ে সকলেই শশব্যস্ত, সকলেই আসন্ন বিপদে সন্ত্রস্ত, সকলেই আপনাদের জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার জন্য বিহ্বলচিত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। ছোট বড়, ভদ্র ইতর, উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষ ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী, সকলেই সমভাবে একক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া একবিধ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সকলের মুখই গভীর আশঙ্কায় মলিন ও সকলের হৃদয়ই অবশ্যম্ভাবী বিপদে অবসন্ন হইয়া উঠে। ২২ শে তারিখ বাজারের সমস্ত দোকান ৪।৫ বার বন্ধ হয়। ঐ দিন সেনাপতির নিকটে নিরন্তর নানারূপ অসম্বদ্ধ ও ভয়ঙ্কর সংবাদ উপস্থিত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি যে সংবাদ লইয়া আইসে, ১০ মিনিট পরে অপর ব্যক্তি সেই সংবাদ মিথ্যা বলিয়া তদপেক্ষা ভয়কর সংবাদ প্রচার করে। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। তৎপর দিনও ঐরূপ নানা ভয়ঙ্কর জনরব প্রচারিত হয়। এই সময়ে বৃদ্ধ সেনাপতির প্রশান্তভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেনাপতির আবাসগৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল সমস্ত

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 300, note.*

রাত্রি উন্মুক্ত থাকিত। সেনাপতি স্বয়ং স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা করেন নাই, পরিবারবর্গকেও স্থানান্তরিত করিতে সম্মত হয়েন নাই। সেনাপতিব্যতীত কাণপুরের আর কতিপয় রাজপুরুষও এই সময় আপনাদের গৃহে রাত্রি-যাপন করিতেন।

ইঙ্গরেজেরা যখন আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন, সৈনিক-চিকিৎসালয়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র যখন মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের স্থানে স্থানে যখন কামানসকল স্থাপিত হইতেছিল, তখন সিপাহীরা নানা লোকেব কথায় ও নানাস্থানের সংবাদে অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলই সর্ব্বপ্রথম বিপক্ষতাচরণে আগ্রহপ্রকাশ করে। ইহারা ক্রমে আপনাদের পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি স্থানান্তরে প্রেরণ করে। আপনাদের চিরসহচর ও চিরপবিত্র লোটা ব্যতীত, ইহাবা আর কিছুই আপনাদের গৃহে রাখে নাই। এই দলে অনেক মুসলমান সৈনিকপুরুষ ছিল। ইহারাও সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদেরও আশঙ্কার অবধি ছিল না। ইহারা মসজিদে সমবেত হইয়া, উপস্থিত বিষয়ে আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিত। ২৪ শে মে ইহাদেব প্রসিদ্ধ পর্ব্ব ইদের দিন ছিল। এজন্য ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ দিন ইহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু ঐ দিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। মুসলমান সৈনিকপুরুষেরা উত্তেজিত হইলেও, ঐ দিন শান্তিভঙ্গ করিল না। তাহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য সম্পন্ন করিল এবং প্রশান্তভাবে ও সন্তোষসহকারে আপনাদের অধ্যক্ষদিগকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিয়া, যথোচিত বিনীতভাবের পরিচয় দিল। তাহাদেব অধিনায়কগণও তাহাদিগকে প্রত্যভিনন্দিত করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও সেনানায়ক ও সিপাহীদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। সিপাহীরাও উত্তেজনা ও আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না। কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিকার্য্যেই তাহাদের উত্তেজনা পরিবর্দ্ধিত ও আশঙ্কা বলবতী হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল, ইঙ্গরেজেরা তাহাদিগকে নিরন্তর সন্দিগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রাচীরে পরিবেষ্টিত

করিয়াছেন। স্থানান্তর হইতে কামান সকল আনীত হইতেছে। ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আত্মরক্ষার উপায়বিধান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, হয় ত ঐ সকল সজ্জিত কামানে এক সময়ে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহার উপর বসাযুক্ত টোটা ও অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দার কথা তাহাদের নিদারুণ অন্তর্দ্দাহের কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা আবার ভাবিতে লাগিল, ফিরিঙ্গীর অধিকারে, ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে, তাহাদের জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের সহিত প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিবে। যে দিন গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরে উপস্থিত হয়, সে দিন এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষেরা এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, তাহারা আপনাদের পিস্তল গুলিপূর্ণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে। ঐ কামান কি জন্য তাহাদের আবাসভূমির অভিমুখে আসিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। সহসা কামানের আবির্ভাব ও তৎপার্শ্বে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষদিগের সমাবেশ দেখিয়া, তাহারা আশঙ্কায় অধীর হয়। তাহারা ভাবিতে থাকে, ঐ কামানে এই মুহূর্ত্তেই তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে। এইরূপ দুর্ভাবনায় তাহাদের মানসিক শান্তি তিরোহিত হয়। তাহারা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আপনাদের অশ্ব সকল সজ্জিত করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া তাহাদের আবাসগৃহ অতিক্রম পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের হৃদয় আশ্বস্ত হইল না। কামান চলিয়া গেলে জনসাধারণের অনেকে আপনাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কারণ জানিবার জন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। কয়েকজন সিপাহীও আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিল। গোলযোগ দেখিয়া রসদ-বিভাগের একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সিপাহীদিগের কথোপকথনে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কামান সকল চলিয়া যাওয়াতে, তাহাদের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। তাহারা এতক্ষণ আপনাদের সর্ব্বনাশের চিন্তায় অস্থির ছিল। তাহাদের সে অস্থিরতা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা অতঃপর আপনাদের মধ্যে এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এই অবসরে উক্ত ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী তাহাদের নিকটবর্ত্তী

হইয়া কহিলেন, "অযোধ্যা হইতে যে সকল অশ্বারোহী সৈনিকপুরুষ এই সকল কামানের সঙ্গে আসিতেছিল, তাঁহারা পূর্ব্বে কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে নাই। রাজভক্তির অবমাননা করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ভাল ভাবিয়াই ফতেগড়ে পাঠাইয়া ছিলেন*। কি জন্য তাহারা রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল, এবং কি জন্যই বা আপনাদের অধিনায়কদিগকে নিহত করিল?" তাঁহার এই বাক্যে সিপাহীরা উত্তেজনা-সহকারে নানা ভাবে নানা কথা কহিতে লাগিল। এক জন বলিল, "অধি-নায়কেরাই যে, বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সকল অধিনায়ক, সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র ও তাহাদের অশ্বসকল তাহাদিগহইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহারা, উহাদিগকে বেতন লইবার জন্য যুদ্ধবেশ ও যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্ত্তে সামান্যবেশে এই স্থানে আসিতে আদেশ দেন্। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বক্তা ঘাড় নাড়িয়া পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে কহিল, "কিন্তু সিপাহীরা সেরূপ পাত্র নহে; তাহারা সহজে এই স্থানে আসিবার লোক নয়।" আর এক ব্যক্তি কহিল, "অফিসর-গণ যদি বিশ্বাসঘাতক না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কিজন্য আবাসস্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতেছেন? তাঁহারা যদি পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের সহিত ভালব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমরাও কখনও কোন অংশে তাঁহাদের অনিষ্ট করিব না। কিন্তু এখন সেই ভাল ব্যবহারের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বিবিধ কৌশলে আমাদের জাতিনাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।" বক্তা অতঃপর তাহার সহযোগীদিগের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, "দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহারা জানে যে, আমরা কখনও নূতন টোটাগ্রহণ করিব না, এজন্য আমাদিগকে জাতিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে, গাভী ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা কড়কি হইতে প্রেরিত হইতেছে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আমাদের উপর অফিসরদিগের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাঁহারা অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষক

* ফতেগড়ের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে চারি দিকে আশঙ্কা ও উদ্বেগের নিদর্শন প্রত্যক্ষীভূত হইলেও কোনরূপ শান্তিভঙ্গ হইল না। মহারাণীর জন্ম দিনে ইঙ্গরেজ সেনাপতি সিপাহীদিগের উত্তেজনাবৃদ্ধির আশঙ্কায় তোপধ্বনি করিতে বিরত থাকিলেন। ঐ দিনে কাণপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিক পুরুষের সমাগম হইল না, কেহ সৈনিক পদ্ধতি অনুসারে কোনরূপ উৎসব সম্পন্ন করিল না। সমগ্র সৈনিকনিবাস প্রশান্তভাবে রহিল, সমগ্র সৈনিক পুরুষ নীরবে আপনাদের অধীশ্বরীর জন্মদিন অতিবাহিত করিল। ত্রিপঞ্চাশ দলের একটি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষের স্ত্রী বাজারে যাইয়া আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করিতেছিল, এমন সময়ে একজন সামরিকপরিচ্ছদশূন্য সিপাহী সেই স্থলে তাহাকে কহিল,—"তোমরা আর ঘন ঘন এখানে আসিও না, তোমরা আর এক সপ্তাহও জীবিত থাকিবে না।" সৈনিক পুরুষের স্ত্রী সৈনিকনিবাসে যাইয়া এই কথা সকলকে জানাইল। কিন্তু সে সময় উহা তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। ইহার পূর্ব্বে, একদা রাত্রিকালে এতদ্দেশীয় প্রথম পদাতিদিগের গৃহে আগুন লাগিয়াছিল, ইউরোপীয়দিগের অনেকে উহা বিপক্ষতাচরণের পূর্ব্বসূচনা মনে করিয়া, ছয়টি কামান সেই স্থলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সিপাহীরা অগ্নিনির্ব্বাণে আদিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এই আদেশপালনে উদাসীন থাকে নাই। অবিলম্বে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। শেষে উহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে ইঙ্গরেজ প্রায় প্রতি বিষয়েই বিপদের আবির্ভাব দেখিতেছিলেন। এদিকে ইঙ্গরেজের বিদ্বেষ্টা মিষ্টভাষী আজিমউল্লাও ইঙ্গরেজের অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া উপহাসের সহিত আত্ম-বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থলের চতুর্দ্দিকে যখন মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইতেছিল, তখন আজিম উল্লার সহিত তাঁহার একজন সুপরিচিত, তরুণবয়স্ক ইঙ্গরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের (লেপ্টেনাণ্ট দানিয়াল) সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে মিরাটের সিপাহীদিগের অভ্যুত্থানসংবাদ কাণপুরে পঁহুছিয়াছিল। আজিমউল্লা মৃৎপ্রাচীর দেখাইয়া লেপ্টেনাণ্ট দানিয়ালকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা সমতল প্রান্তরে যে স্থান প্রস্তুত করিতেছেন, উহা কি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"

দানিয়াল কহিলেন, "আমি জানিনা।" এই কথা শুনিয়া আজিমউল্লা বলিয়া উঠিলেন, "উহা নিরাশাদুর্গ বলিয়া অভিহিত করা উচিত।" অমনি ইংরেজ সেনানায়ক উত্তর করিলেন, "না না। আমরা উহা বিজয়দুর্গ বলিব।" আজিমউল্লা এই কথার উত্তরে আর কিছু বলিলেন না। কেবল, "আহা! আহা! বলিয়া ইংরেজ সেনানায়কের প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাবপ্রকাশ করিলেন *। লেপ্‌টেনাণ্ট দানিয়াল নানা সাহেবের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। নানা একদা মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক আপনার অঙ্গুলি হইতে উন্মোচিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

এই সময়ে কাণপুরে নানকচাঁদনামক একজন উকিল ছিলেন। পেশবা বাজীরাওয়ের এক জন ভ্রাতুষ্পুত্র, খুল্লতাতের সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য নানা সাহেবের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উত্থাপিত করেন। পেশবার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার ভার নানকচাঁদের উপর সমর্পিত হয়। নানকচাঁদ নানা সাহেবের বিরোধী ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনার রোজনামচায় ১৫ই মে হইতে কাণপুরের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। যে সকল সিপাহী ধনাগাররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও যে, এসময়ে কোম্পানির রাজনীতির উপর দোষারোপ করিয়াছিল, তাহা নানকচাঁদ স্বীকার করিয়াছেন †। যাহা হউক, মে মাসে নানারূপ ঘটনার আবির্ভাব ও নানারূপ সংবাদ প্রচারিত হইলেও উক্ত মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সেনাপতি হুইলর ইহাতে ভাবিলেন, বিপদ অন্তর্হিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্যার হেনরি লরেন্সের সাহায্যার্থ লক্ষ্ণৌতে সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ হইবেন, ইহা ভাবিয়া কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ১লা জুন গবর্ণর জেনেরলকে লিখিলেন, "এলাহাবাদ হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য আমি অদ্য ৮০ খানি গরুর গাড়ি

* *Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p 57.* Comp *Trevelyan, Cownpur, p. 83.*

† *Trevelyan, Cawnpur, p 78 19.* ধনাগাররক্ষক ত্রিপঞ্চাশ দলের সিপাহীরা রাজভক্ত ও বিশ্বস্ত ছিল।

পাঠাইলাম। আমার বিশ্বাস, অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাণপুর নিরাপদ হইবে। কেবল ইহাই নয়, আবশ্যক হইলে আমি লক্ষ্ণৌতেও সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইতে পারিব। আমি এখন গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সন্নিবেশিত তাম্বুতে অবস্থিতি করিতেছি। যাবৎ সাধারণে শান্তভাব অবলম্বন না করে, তাবৎ এই তাম্বুতেই থাকিবার ইচ্ছা আছে। গ্রীষ্ম ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু উত্তেজনা ও অবিশ্বাস এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, সরলতা ও সাবধানতা সহকারে যে কোন বিষয়েরই অনুষ্ঠান হউক না কেন, সমস্ত বিষয়েই সাধারণের মধ্যে অর্থান্তর ও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে * *। বর্ত্তমান সময়ে অবিবেচনাপূর্ব্বক সামান্য একটি কার্য্য করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে, এরূপ সঙ্কটকালে আমার সহিত সমগ্র সৈনিক দলের বিশিষ্ট পরিচয় আছে। * *। আমি ৫২ বৎসর কাল, তাহাদের মধ্যে কার্য্য করিয়া, তাহাদের স্বত্বরক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমার এই আত্মপ্রশংসা মার্জ্জনা করিবেন, কাণপুরের ন্যায় স্থানে শান্তি-রক্ষায় আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি কেবল তজ্জন্যই এবিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। লোকে কহিতেছে যে, আমি তাহাদের মধ্যে থাকাতে তাহারা অপরের দৃষ্টান্তের অনুসরণে নিরস্ত রহিয়াছে *।" এইরূপ বিশ্বাসে ও এইরূপ আত্মপ্রসাদে বৃদ্ধ সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। ৮৪গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলের কতিপয় সৈনিক পুরুষ বারাণসী হইতে মে মাসের শেষ সপ্তাহে কাণপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা ৩রা জুন লক্ষ্ণৌতে প্রেরিত হইল। এ সম্বন্ধে সেনাপতি গবর্ণর জেনেরেলের নিকট তারে এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইলেন, "স্যার হেনরি লরেন্স উদ্বেগ প্রকাশ করাতে আমি এই মাত্র আমার ক্ষুদ্র দল হইতে মহারাণীর ৮২গণিত পদাতিদলের ৫০ জন সৈনিক ও ২ জন অধিনায়ককে ডাক গাড়িতে লক্ষ্ণৌ পাঠাইলাম। অধিক গাড়ি পাওয়া গেল না। এই সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়াতে

* *Kaye, Sepoy War Vol II p. 301*

আমার কিয়দংশে বলহ্রাস হইল বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, অপর ইউ-রোপীয় সৈনিকদলের আগমন পর্য্যন্ত আমি এই স্থানে আত্মরক্ষা করিতে পারিব।” উক্ত ক্ষুদ্র সৈনিকদল কাণপুরের সৈনিকনিবাস হইতে যাত্রা করিল। তাহারা যখন নৌসেতু উত্তীর্ণ হইয়া, অযোধ্যার রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উত্তেজিত সিপাহীরা কাণপুরস্থিত ইঙ্গরেজের বলহ্রাস হইল দেখিয়া, মনে মনে আনন্দিত হইল, এবং আত্ম-পক্ষের বল-বহুলতায় স্বাভীষ্টসাধনে অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনাদিগকে ফিরিঙ্গীর হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের অধিকারে সর্ব্বসম্পত্তির অধিকারী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইতে লাগিল।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহীরা আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিল না। তাহারা আপনাদের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে অশ্বারোহিদলই সর্ব্বাধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহারা পদাতিদলকেও আপনাদের ন্যায় উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত থাকিল না। বাজারে, সৈনিকনিবাসে, নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। বিঠুররাজের অনুচরবর্গ নবাবগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিল রাজা স্বয়ংও ঐ স্থলে ছিলেন। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতেও কুণ্ঠিত হইল না। এই স্থানে অস্ত্রাগার, ধনাগার ও কারাগার ছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তৎসমুদয় আপনাদের পুরোভাগে দেখিয়া অভিনব আশায় উদ্যমসম্পন্ন হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের নিকটে অস্ত্রাগার ও ও অস্ত্রাগারের পার্শ্বে কারাগার দেখিয়া, উহা অধিকার করা অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহাদের উৎসাহদাতার অভাব ছিলনা, তাহাদের বলবৃদ্ধির উপকরণও দূরবর্ত্তী ছিলনা। জোবালা-প্রসাদ নামে নানা সাহেবের একজন অনুজীবী ছিল। মহম্মদ আলি নামক এক জন মুসলমান নানা সাহেবের চাকরি ছাড়িয়া ঘোড়ার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা এখন সিপাহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের সুবাদার টীকা সিংহ আপনার ক্ষমতায়, কার্য্যনৈপুণ্যে ও

ইঙ্গরেজের প্রতি যে রতর বিদ্বেষবুদ্ধিতে সহযোগীদিগের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। এখন সুবাদার টীকা সিংহের সহিত জোবালা প্রসাদের পরামর্শ হইতে লাগিল। এই সময়ে আজিমউল্লাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইনি নানা সাহেবকে আপনার মতানুসারে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ কোথায় কি ভাবে পরামর্শে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্যসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে অনেকে নানা কথা বলিয়াছেন, অনেকেই নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল মতের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই *। শিবচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছে, "অশ্বারোহি-দলের সমুত্থানের তিন কি চারি দিবস পরে, সুবাদার টীকাসিংহ নানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কহেন, "আপনি ইঙ্গরেজের অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছেন। আমরা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইয়াছি। বাঙ্গালার সমগ্র সিপাহী-দলই এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন?" নানা সাহেব উত্তর করেন, "আমিও সৈনিক-দলের হাতে রহিয়াছি †।" আর একজন নির্দ্দেশ করিয়াছে "জুন মাসে এক দিন সন্ধ্যা অতীত হইলে মহারাজ নানা সাহেব তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও মন্ত্রী আজিমউল্লার সহিত গঙ্গার ঘাটে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার গুপ্তচরগণ টীকাসিংহ ও তদীয় সহযোগীদিগকে আনয়ন করে। সকলে নৌকায় বসিয়া, দুই ঘণ্টাকাল পরামর্শ করেন ‡। এইরূপ বিসংবাদী বিবরণ হইতে সত্যনির্ণয় অনায়াসসাধ্য নহে। ষড়যন্ত্র-

* উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পুলিশকমিশনর কর্ণেল উইলিয়মস্ এবিষয়ে অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তিনিও অনেকের শুনা কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।—*Kaye, Sepoy Wor. Vol II p. 106, note.*

† *Kaye, Sepoy War Vol II p, 306 note, Comp Trevelyan, Cawnpur p, 89.*

‡ *Trevelyan, Cawnpur p 90*

কারিগণ, আপনাদের বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে নানা সাহেবকে বিমুগ্ধ করুক, বা না করুক, নৌকায় আত্মগোপন করিয়া কার্য্যপ্রণালীর অবধারণে উদ্যত হউক, বা না হউক, তাহাদের কেহ কল্পনার সম্মোহনভাবে ও আশার তৃপ্তিদায়ক মন্ত্রে প্রফুল্ল হইয়া বিলাসিনী প্রণয়িনীর নিকটে আত্মগৌরব প্রকাশ করুক, বা নাই করুক, জুন মাসের প্রথম চারি দিন যে, অশ্বারোহিদলের উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিল, তদ্বিষয় ইতিহাসে নির্দ্দিষ্ট আছে *। নানা সাহেবের অনুচরগণ ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। হয়ত, ইহারা এই অনুচর-দিগের মুখেই শুনিয়াছিল যে বিঠূররাজ তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহার অর্থরাশি ও তাঁহার সৈনিকদল, সমস্তই তাহাদের সাহায্যার্থ রাখিয়াছেন। অনুচরদিগের এইরূপ কথায় ইহারা উৎসাহান্বিত হইয়াছিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া আপনাদের অধিনায়কদিগের সমক্ষেই আপনা-দিগকে স্বাধীনতার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

সেনাপতি হুইলর দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সিপাহীদিগের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, তাহাদের ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন হিন্দুস্থানীতে কথা কহিতেন, তখন তাঁহার স্বর, উচ্চারণপ্রণালী ও বাক্য-বিন্যাসে বোধ হইত যেন, হিন্দুস্থানী লোকের মুখ হইতে হিন্দুস্থানী ভাষা বহির্গত হইতেছে। বৃদ্ধ সেনাপতি সিপাহীদিগের আবাসভূমিতে যাইয়া, স্নেহসহকারে তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে উপদেশ দিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা উদাসীনভাবে তাঁহার কথা শুনিত। শেষে এই উপদেশে কোন ফল হইল না, গভীর উত্তেজনায়, নিরন্তর শাস্ত্রবর্বুদ্ধিতে ও বিদ্বেষপর লোকের কুপরামর্শে সিপাহীরা সেনাপতির বাক্যলঙ্ঘন করিয়া ফিরিঙ্গীর অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ এ বিষয়ে কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিল না। কেহ কেহ বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধ হইবে বলিয়া,

* কথিত আছে, আজিজননামে একটি বারবিলাসিনী দ্বিতীয়দলের অশ্বারোহীদিগের প্রিয়পাত্রী ছিল। শমস উদ্দীন নামক এক জন সোয়ার তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহে, দুই এক দিনের মধ্যেই নানা সাহেব সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। আমরাও তোমার গৃহ মোহরে পরিপূর্ণ করিয়া দিব।—*Trevelyan, Cawnpur, p 69.*

সহযোগীদিগকে আপাততঃ নিরস্ত থাকিতে বলিল। এইরূপে তাহারা তাহাদের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রথম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবে, স্থির করিতে না পারিয়া, কয়েকদিন আপনাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিল, অশ্বারোহী সৈনিক-দলের একজন এতদ্দেশীয় আফিসর একদিন উক্ত সৈনিকদলকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ও বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিল। এই উদ্দেশে ঐ অধিনায়ক সঙ্কেত করিবার জন্য ভেরী গ্রহণ করিল, কিন্তু আর একজন অধিনায়ক উক্ত ভেরী তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল *। এইরূপে সিপাহীরা সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। অশ্বারোহিদল ৩রা জুন, রাত্রিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহাদের সুবাদার ভবানীসিংহের চেষ্টায় সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সুবাদার ভবানীসিংহ ইঙ্গরেজ সেনাপতির যে রূপ অনুরক্ত, সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন। বয়সের পরিপক্বতায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ৩রা জুন স্বীয় দলের সিপাহীদিগকে শান্তভাবে রাখিলেন। সিপাহীরা সেই রাত্রিতে কোনরূপ গোলযোগ করিল না, তাহার পরদিনও তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের চিহ্ন অভিব্যক্ত হইল না। তাহারা পূর্ব্ববৎ দোলায়মানচিত্তে ঐ দিন অতিবাহিত করিল †। শেষে রাত্রিকালে তাহাদের পূর্ব্বতন সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তাহারা মদিরামত্ত ইউরোপীয় আফিসরকে সৈনিক বিচারালয়ে দোষভার হইতে বিমুক্ত দেখিয়া কহিয়াছিল যে, একদিন তাহাদের পিস্তল হইতেও সহসা গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে ‡। এখন তাহাদের সেই কথা কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের বৃদ্ধ সুবাদারের আদেশানুবর্ত্তী হইল না; ইঙ্গরেজ আফিসর বা বৃদ্ধসেনাপতির দিকে দৃক্‌পাত করিল না। ৪ঠা জুন রাত্রিতে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল কোম্পানির

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II., p 305. note.*

† *Shepherd, Cawnpur Massacre, p. 22.*

‡ এই বিষয়ে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। যে আফিসর সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া গুলি করিয়াছিল বিচারালয়ে সে মুক্তিলাভ করাতে সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, এইকথা বলিয়াছিল।

বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল *। বৃদ্ধ সুবাদার বৃথা তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে কহিলেন, বৃথা রাজভক্তির সম্মানরক্ষার উপদেশ দিলেন, বৃথা পরিণামে ঘোরতর বিপদের ভয় দেখাইলেন। তাহাদের চিত্তবৃত্তির আর পরিবর্ত্তন হইল না। তাহারা বৃদ্ধ সুবাদারকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে,—নচেৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে কহিল। বর্ষীয়ান বীরপুরুষ প্রশান্ত ও গম্ভীর স্বরে তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিলেন এবং নির্ভয়ে আপন দলের পতাকা ও সৈনিকনিবাসস্থ গবর্ণমেণ্টের টাকারক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। উত্তেজিত অশ্বারোহিদলের কতিপয় ব্যক্তি, তাঁহাকে তরবারির দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিল। নিদারুণ আঘাতে তিনি মৃতপ্রায় ও ভূপতিত হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া, টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল। এদিকে তাহাদের দলের দুই জন অশ্বারোহী প্রথম পদাতিদলে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আমাদের সুবাদার প্রথম দলের সুবাদারকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া ঐ দলের বিলম্বের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অশ্বারোহিদল আবাসগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্তব্যপথে সজ্জিত হইয়াছে।" কিন্তু তাহারা আপনাদের যে সুবাদারের নামে প্রথম পদাতিদলের সুবাদারকে সাদর সম্ভাষণ করিল, সেই সুবাদার যে, রক্তাক্তদেহে ভূপতিত রহিয়াছিলেন, তাহা প্রথম পদাতিদল জানিতে পারিল না। অশ্বারোহিসৈনিকদলের কথায় প্রথম পদাতিদলও তাড়াতাড়ি অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের দ্রব্যাদি লইয়া উক্ত অশ্বারোহিদলের প্রস্থানের দুই এক ঘণ্টা পরে তাহাদের অনুগমন করিল। ইহাদের অধিনায়ক অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীতে কহিলেন, "বাবালোক! বাবালোক! তোমাদের এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নয়, তোমরা কখনও এরূপ ঘোরতর অপকর্ম্ম করিও

* টমসন সাহেব লিখিয়াছেন, অশ্বারোহিদল ৬ই জুন রাত্রিতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল।—*Story of Cawnpur, p 38* কিন্তু কে সাহেবের মতে ৪ ঠা জুন রাত্রিতে উহারা সমুত্থিত হয়।—*Kaye Sepoy War, II. p. 206.*

না” কিন্তু তাঁহার এই কথায় কোন ফল হইল না। পদাতিদলের সকলেই অশ্বারোহিদলের অনুসরণপূর্ব্বক নগরের উত্তরপশ্চিম দিক্‌বর্ত্তী নবাবগঞ্জনামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল। ঐ স্থানে ধনাগার, কারাগার ও অস্ত্রাগার ছিল। দিল্লীতে যাইবার পথ ঐ স্থান দিয়াই ছিল। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহীগণ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ স্থানে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা পথবর্ত্তী গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইল। তাহাদের পথের সমুদয় স্থলে সর্ব্ব-বিধ্বংসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের আফিসরগণ অক্ষত-শরীরে থাকিলেন। অন্যান্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীও নিরাপদে রহিল। ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচারী সিপাহীরা সে সময়ে ইঙ্গরেজের শোণিতপাতে আগ্রহপ্রকাশ না করিয়া, ত্বরিতগতিতে অভীষ্ট স্থানে যাইতে লাগিল।

দুই দল সিপাহী নবাবগঞ্জের সমীপবর্ত্তী হইলে নানা সাহেবের অনুচরেরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের কার্য্যের অনুমোদন করিল, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সাহায্য করিতে যত্নবান হইয়া উঠিল। ত্রিপঞ্চাশ দলের কতিপয় সিপাহী এ সময়ে ধনাগাররক্ষা করিতেছিল। এই সৈনিকদল চিরন্তন রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ইউরোপীয়েরা দূর হইতে ইহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু সেনাপতি ইহাদের সাহায্যের জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিলেন না *। ধনাগাররক্ষক বিশ্বস্ত সিপাহীরা অল্পসংখ্যক ছিল। তাহারা আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতানাশে সমর্থ হইল না। ধনা-গারের ধনরাশি বিলুণ্ঠিত হইল; কারাগারের কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল; রাজকীয় কার্য্যালয়ের কাগজপত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। অস্ত্রাগারের বারুদ, কামানপ্রভৃতি উত্তেজিত সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। সিপাহীরা অবিলম্বে সমস্ত টাকা হাতীতে ও গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিল, এবং সত্বরতাসহকারে মোগলের রাজধানী দিল্লীগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল।

সেনাপতি হুইলর নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কাণপুরের অস্ত্রাগারে কি কি দ্রব্য

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 40*

ছিল, তাহা সেনাপতি হুইলর জানিতেন না এইরূপ অজ্ঞতাপ্রযুক্ত পরিশেষে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। নীল এ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই, সেনাপতি হুইলরের এইরূপ অমূলক বিশ্বাস ছিল যে, নানা সাহেব তাঁহার সাহায্য করিবেন। বিপক্ষ সিপাহী-দিগের সকলেই দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। নানা সাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। সেনাপতি হুইলর আপনাকে সমগ্র বিপক্ষদলে পরিবেষ্টিত দেখেন। তাঁহাদের তোপখানার তোপসকল হইতে চারিদিকে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ হয়। আপনাদের তোপখানার ঐ সকল তোপের অস্তিত্ব সেনাপতি হুইলর বা তদীয় সহযোগীদিগের বিদিত ছিল না। কিছুকাল পূর্ব্বে অস্ত্রাগারপরিদর্শন ও তথায় কি কি দ্রব্য রহিয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপন জন্য কতিপয় আফিসর প্রেরিত হয়েন। ইঁহারা তাম্বু প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। কামানরক্ষার স্থান পরিদর্শন বা অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন নাই। ফল কথা, এই সকল বিষয় ইঁহাদের মনেই উদিত হয় নাই। ইঁহারা সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন যে, অস্ত্রাগারের কিছুই নাই। কিন্তু কে সাহেব স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, অস্ত্রাগারের দ্রব্যাদি কাণপুরের গোলন্দাজ সৈনিকপুরুষদিগের অবিদিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। যুদ্ধের প্রারম্ভে সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগিগণ অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পুলিশ কমিশনর কর্ণেল উইলিয়ম্‌স্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রিলেনামক এক ব্যক্তি অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্ত্রাগাররক্ষক সিপাহীরা তাঁহাকে উক্ত কার্য্য করিতে দেয় নাই *।

দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল এবং প্রথম পদাতিকদল ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধা-চরণে প্রবৃত্ত হইলেও, অন্য দুই দল সহসা তাহাদের অনুসরণ করিল না। প্রথম দুই দল নবাবগঞ্জে উপস্থিত হইয়া, যখন অপর দুই দলকে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইতে দেখিল না, তখন তাহাদের মনে সন্দেহের

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II. p 308, note.*

আবির্ভাব হইল। এদিকে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্পঞ্চাশ সিপাহীদল, অপর দুই দলের সহিত সম্মিলিত হইবার কোন উদ্যোগ করিল না। ইহাদের আফিসারেরা সমস্ত রাত্রি ইহাদের সহিত অতিবাহিত করিলেন রাত্রি ২টা হইতে তৎপর দিন পর্য্যন্ত ইহারা কাওয়াজের ক্ষেত্রে সজ্জিত থাকিল। প্রত্যেক আফিসরই আপনাদের নির্দ্দিষ্ট দলের পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ষট্পঞ্চাশদলের অধিনায়ক আপনার সৈনিকদল, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের আবাসগৃহাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। অশ্বারোহীরা এই স্থানে যে সকল অশ্ব ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয় সংগৃহীত হইল। অনন্তর, অধিনায়কগণ উক্ত দুই দলের সিপাহীদিগকে তাঁহাদের আবাসগৃহে যাইতে আদেশ দিয়া, আপনারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে গমন করিলেন। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া আপনাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল। এই অবসরে দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের লোক আসিয়া, তাহাদিগকে নবাবগঞ্জে যাইতে অনুরোধ করিল। উক্ত চর সৈনিকবাসে আসিয়া ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের সিপাহীদিগকে কহিল যে, তাহাদের দলের যে সকল লোক ধনাগারে রহিয়াছে, তাহারা, যাবৎ স্বীয় দলের লোক আসিয়া আপনাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ না করে, তাবৎ কাহাকেও টাকা ভাগ করিতে দিতেছে না *। এই দলের সুবাদার ও জমাদারগণ, ব্রিটিশ কোম্পানির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে, ইঙ্গরেজের শোণিতপাত করিতে বা সম্পত্তি লুঠিয়া লইতে ইহাদের ইচ্ছা ছিল না। এই সময়ে ইঙ্গরেজ অধিনায়কেরা যদি সৈনিকনিবাসে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ইহারা সমগ্র সৈনিকদল সুব্যবস্থিত রাখিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সেনানায়কগণ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সৈনিকদল পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত আবাসস্থানে অবস্থিত করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে ষট্পঞ্চ পদাতিকদল, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের

* কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, ইহারা সর্ব্বপ্রথম ধনাগাররক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধ হয় কোনরূপ সাহায্য না পাওয়াতে শেষে উত্তেজিত সিপাহীদিগের কথায় সম্মত হয়।

লোকের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। অনেকে, সরকারী তহবিল যে স্থলে থাকে, সেই স্থলে গমন করে। অনেকে পতাকা ও অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করিতে উদ্যত হয়। ঐ দলের সুবাদার সহকারী টাকা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে ও অটলসাহসে স্বীয় দলের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক হওয়াতে ধনরক্ষক রাজভক্ত সুবাদারের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। উত্তেজিত সিপাহীরা টাকা ও অস্ত্রাদি অধিকার করে এবং কালবিলম্ব না করিয়া, নবাবগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এই দলের অনেকে গবর্ণমেণ্টের পক্ষসমর্থনে উদ্যত ছিল। ইহারা কোন সময়ে আপনাদের প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাদের হৃদয় কোন সময়ে ফিরিঙ্গীবিদ্বেষে বিচলিত হয় নাই। ইহারা আপনাদের ইচ্ছায় অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য্য করিবার জন্য কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ত্রিপঞ্চাশ পদাতি-দলও কোম্পানির অনুরক্ত ছিল। ইহারা অপরাপর দলের ন্যায় সহসা ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই, এবং সহসা আবাসগৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নবাবগঞ্জে যাইয়া কোম্পানির অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাদের রাজভক্তি এ সময়েও অকলঙ্কিতভাবে ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতির বুদ্ধির দোষে শেষে ইহাদের অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নবাবগঞ্জস্থিত উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহারা যখন নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাদের আহারীয় প্রস্তুত করিতেছিল, এবং কোন অংশে উত্তেজনার চিহ্ন না দেখিয়া আপনাদের প্রশান্তভাবেরই পরিচয় দিতেছিল, তখন সেনাপতি হুইলর অমূলক আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া, ইহাদের প্রতি কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। তিনি সিপাহীদিগের সকলকেই সমভাবে অবিশ্বস্ত, সমুত্তেজিত ও ইঙ্গরেজের সর্ব্বনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাবিয়া-ছিলেন। ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিদলের অনেকে যে, তাঁহাদের পক্ষসমর্থনে কৃতসঙ্কল্প ছিল, তাহা তিনি মনে করেন নাই। ত্রিপঞ্চাশদলও যে, রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে যেস্থলে আত্মবলের বৃদ্ধি হইত, সে স্থলে হঠকারিতার দোষে অনুরক্ত ব্যক্তিগণও বিরক্ত ও বিপক্ষ হইয়া উঠে।

এই সময়ে প্রধান প্রধান নগরে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না। সংখ্যার অল্পতাপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকলেই সিপাহীগণ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন কাণপুরের সেনাপতি যদি. অমূলক আতঙ্কে অধীর হইয়া, উক্ত সিপাহীদিগকে সৈনিকনিবাস হইতে নিষ্কাশিত না করিতেন, তাহা হইলে উহারা, অসময়ে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া উঠিত। কিন্তু সেনাপতি সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়া,. আপনার বলহ্রাস করিলেন। তাঁহার আদেশে অনুরক্ত সিপাহীদিগের প্রতি কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতেছিল, অকস্মাৎ কামানের গোলায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতি যে, সহসা এইরূপ কঠোরতাপ্রকাশ করিবেন, এবং দয়ায় ও সদাশয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় বধ করিতে উদ্যত হইবেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম তাহাদের বিশ্বাসস্থাপনে প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিত। এখন সেনাপতি কি জন্য তাহাদিগকে কোম্পানির কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এদিকে গোলাবৃষ্টির বিরাম হইল না। এক বার, দুইবার, তিন বার, যখন প্রজ্বলিত পিণ্ড সকল তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তাহাদের পূর্ব্বতন বিশ্বাস দূরীভূত হইল। তাহারা খাদ্যসমগ্রী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পলাইতে লাগিল। কেহ কেহ নবাবগঞ্জে যাইয়া তত্রত্য সিপাহীদিগের সহিত মিশিল। কিন্তু সকলে এই পথের অনুসরণ করিল না। তাহাদের দল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু অনেকেই এরূপ অবস্থাতেও রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল না। তাহারা কামানের গোলার বিরাম না হওয়া পর্য্যন্ত, নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিল, শেষে আপনাদের প্রভুর কার্য্যসাধনজন্য তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে গমন করিল এবং অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততা দেখাইয়া বৃদ্ধ সেনাপতিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তাহারা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত এই বিশ্বস্ততার সম্মানরক্ষা করিয়াছিল।. কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি যদি এসময়ে দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য করিতেন, তাহা

হইলে, ঐ দলের সকল সিপাহীই প্রাণান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত।

কাণপুরের সিপাহীরা এইরূপে নবাবগঞ্জে যাইয়া দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা করিল। তাহারা শুনিয়াছিল, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকে দিল্লী হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। দিল্লীতে বৃদ্ধ মোগলের ক্ষমতা ও প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক সময়ে তাহাদের স্বদেশীয়গণ মোগলের সৈনিকদলে প্রবেশ করিয়া, যেরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইত, এখন দিল্লীস্থিত সিপাহীরা মোগলের সরকারে সেইরূপ সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কাণপুরের সিপাহীরা স্বদেশের ও সজাতীয়ের গৌরবের স্থল, বৃদ্ধ মোগলের রাজধানীতে যাইতে উদ্যত হইল। তাহারা ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিয়া, অনেক অর্থ পাইয়াছিল। অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রচুরপরিমাণে হস্তগত করিয়াছিল, এখন তাহারা বিলম্ব না করিয়া মোগল সম্রাটের অধিকার সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইল। কথিত আছে, নানা সাহেব নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, শুনিয়া, তাহাদের কেহ কেহ তথায় উপস্থিত হইয়া, নানা সাহেবকে কহিয়াছিল, "মহারাজ! যদি আপনি আমাদের সহিত মিলিত হয়েন, তাহা হইলে এই রাজ্য আপনার হইবে। আপনি আমাদের শত্রুদলে মিশিলে আপনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" ইহা শুনিয়া নানা সাহেব উত্তর করিয়াছিলেন, "ইঙ্গরেজদের পক্ষে থাকিয়া কি করিব? আমি সর্বাংশে তোমাদের পক্ষে রহিয়াছি।" সিপাহীরা অতঃপর তাঁহাকে তাহাদের সহিত দিল্লীতে যাইতে অনুরোধ করিল। নানা সাহেব সম্মতিপ্রকাশ করিলেন এবং সিপাহীদিগের যে কয়েক জন দূত স্বরূপ হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে হস্ত দিয়া জাতীয় গৌরবরক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর তাহারা ধনাগারের দশ লক্ষ টাকা হস্তগত করিল। কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ একটি হস্তীর উপর বিজয়পতাকা তুলিয়া, চারিদিক প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক নৌসেতু [illegible] নিকটে ইউরোপীয়দিগের যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদয় [illegible] করিল। এইরূপে

তাহারা টাকা বোঝাই গরুর গাড়ি সঙ্গে লইয়া, আপনাদের মহিলাদিগকে অন্যান্য গরুর গাড়িতে তুলিয়া, জয়োল্লাসে দিল্লী যাইবার পথে কল্যাণপুর-নামক স্থানে উপনীত হইল *। এই সময়ে নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রণাদাতা রঙ্গস্থলে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় নানা সাহেবের মত পরিবর্ত্তিত হইল। তৎসঙ্গে উত্তেজিত সিপাহীদিগের নির্দ্ধারিত কার্য্য প্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

আজিম উল্লা খাঁ নানা সাহেবকে বুঝাইতে লাগিলেন, যদি তিনি সিপাহীদিগের সহিত দিল্লীতে গমন করেন, তাহা হইলে মোগলের দরবারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রাধান্য থাকিবে না। দিল্লীতে তাঁহাকে সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। দরবারের অনুচিত আধিপত্যপ্রিয় ও ঈর্ষাপর মুসলমানদিগের কৌশলে হয়ত তিনি, আপনার ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। এরূপ অবস্থায় সিপাহীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সম্রাটও তাঁহাকে তিরস্কৃত ও অপদস্থ করিতে পারেন। কিন্তু কাণপুরে থাকিলে তাঁহার কোনরূপ লাঞ্ছনা হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সময়ে কাণপুরের ইঙ্গরেজেরা সর্ব্বাংশে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কাণপুরে থাকিলে সমগ্র কাণপুর ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইঙ্গরেজের ক্ষমতা ও ইঙ্গরেজের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইবে। তিনি বহুসংখ্য সৈন্যের অধিনায়ক ও বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া, সুখে রাজত্ব করিতে পারিবেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইঙ্গরেজেরা ঠিক এই সময়ে, পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়াছিল। কাণপুরে তিনিও ঐরূপে আপনার সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইবেন। অন্ধকূপে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। এখন তিনিও প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে কাণপুরে অন্ধকূপের ব্যাপারসম্পাদনে সমর্থ হইবেন। যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাক্রান্ত কুকুর পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়কে অপদস্থ ও রাজবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণকে প্রতারিত করিয়াছে, এইরূপে তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন।

* Trevelyan. Cawnpur, p. 104 105.

মুসলমান মন্ত্রীর এইরূপ অপূর্ব্ব যুক্তিতে ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় নানা সাহে-বের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। নানা সাহেব কাণপুরে ইঙ্গরেজদিগের অবস্থার বিষয় জানিতেন। ইঙ্গরেজেরা লক্ষ্ণৌতে যে, বিপদাপন্ন হইয়াছেন, ইহাও তাঁহার বিদিত ছিল। সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌ হইতে কাণপুরস্থিত ইঙ্গরেজদিগের সহসা সাহায্যপ্রাপ্তির আশা নাই। গঙ্গা ও যমুনার তটবর্ত্তী বারাণসী, এলাহাবাদ, বা আগ্রা হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিতে পারিবে না। স্যার হিউ হুইলর নগরান্তরের সৈন্যে আত্মবলবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। এদিকে চারি দল সুশিক্ষিত সিপাহী ও বিঠুরের অনুচরবর্গ তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতেছে। কামান, বারুদ ও লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহার অধিকারে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তিনি সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, গৌরবান্বিত পেশবা-পদ অধিকার করিতেও অসমর্থ হইবেন না। মন্ত্রিবর আজিমউল্লা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতাহ্রাস হইতেছে, এখন তিনি দেখিলেন যে, ভারতবর্ষেও ইঙ্গরেজেরা ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। যে যে স্থলে সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছে সেই সেই স্থলেই তাঁহাদের সৈনিকদলের অল্পতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তাঁহারা সিপাহীদিগের ভয়ে চারি দিকে পলায়ন করিতেছেন। ইহাতে নানা সাহেবের আশা বলবতী হইল। তিনি আজিম উল্লার মন্ত্রণায় বিমুগ্ধ হইয়া, সম্মুখে আত্মসৌভাগ্যের হৃদয়রঞ্জক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির দোষে তিনি যে, ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক ছিল। তিনি ইঙ্গরেজের প্রতি সমুচিত সৌজন্য দেখা-ইলেও ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে তিনি ন্যায়পর ও সমদর্শী বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হওয়া বিচিত্র নহে। বিঠুরের লোক ও উত্তেজিত সিপাহীরা, আপনাদের মধ্যে যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবধারিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সাধারণতঃ উক্তরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইংরেজের লিখিত ইতিহাসেও ঐরূপ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু নানা সাহেবের বাল্যকালের

সহচর তাঁতিয়া তোপী এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিপাহীরা নানা সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের অভিমত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,"দুই দিন পরে তিন দল পদাতি ও দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল ধনাগারে আসিয়া, নানা সাহেব ও আমাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করে এবং ধনাগার ও অস্ত্রাগারের যাবতীয় দ্রব্য লুঠিয়া লয়। সিপাহীরা দুই লক্ষ এগার হাজার টাকা নানা সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিয়া, আপনাদের লোককে উক্ত ধনাগার রক্ষায় নিযুক্ত করে। নানা সাহেব এই সকল সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক হয়েন। আমাদিগের নিকট যে সকল সিপাহী ছিল, তাহারা আগন্তুক সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহার পর সিপাহীরা আমাকে, নানা সাহেবকে ও আমাদের সমস্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে। কাণপুর হইতে তিন ক্রোশ গেলে নানা সাহেব সিপাহীদিগকে কহেন, 'অদ্য দিবস প্রায় শেষ হইয়াছে, অতএব অদ্য এই স্থানেই অবস্থিতি করা যাউক। আগামী কল্য পুনর্ব্বার যাত্রা করা যাইবে।' সিপাহীরা ইহাতে সম্মত হয়, পর দিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা নানা সাহেবকে তাহাদের সহিত দিল্লীতে যাইতে কহে। নানা সাহেব অসম্মত হয়েন। ইহাতে সিপাহীরা কহে, "আমাদের সহিত কাণপুরে আসিয়া যুদ্ধ করুন।" নানা সাহেব এ প্রস্তাবেও আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু সিপাহীরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করে, এবং কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে উদ্যত হয়*" তাঁতিয়া তোপীর এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নানা সাহেব সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে সম্মতিপ্রকাশ করেন নাই। সিপাহীরা এই জন্যই তাঁহাকে বন্দী করিয়া, কাণপুরে উপস্থিত হয়। নানা সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি যে, অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিপোষক হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত উভয় বিবরণেই প্রতিপন্ন হইতেছে। আজিম উল্লা তাঁহাকে পরামর্শ না দিলে উত্তেজিত সিপাহীরা হয়ত দিল্লীর অভিমুখে গমন করিত

* *Kaye, Sepoy War. Vol II., 310, note.*

কাণপুরের ইউরোপীয়েরাও নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিতেন। আর তাঁতিয়া তোপী যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে সিপাহীরা নানা সাহেবকে বন্দী না করিলে নানা সাহেব কখনও তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেন না। সুতরাং উভয় দিকেই নানা সাহেবকে বলপূর্ব্বক ব্রিটীশ গবর্মেণ্টের বিপক্ষে টানিয়া আনা হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া, নানা সাহেব নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

আজিম উল্লার মন্ত্রণায় ও সিপাহীদিগের উত্তেজনায় নানা সাহেব, তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্টকে সঙ্গে লইয়া, সিপাহীদিগের পক্ষাবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া সম্মানিত করিল। কথিত আছে, রাজা সিপাহীদিগকে একএকটি সোণার তাগা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এখন এই রাজার নামেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের এই রাজার নামে ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। রাজার নামে ভিন্ন দলের অধিনায়কগণ নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং তাঁহারা এই রাজার নামেই স্ব স্ব দলের পরিচালনে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন। সুবাদার টীকা সিংহ পূর্ব্বাবধি উত্তেজিত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি সেনাপতি হইয়া, অশ্বারোহিদলের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। জমাদার দোলরঞ্জন সিংহ ও সুবাদার গঙ্গাদীন যথাক্রমে ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্পঞ্চাশ পদাতিদলের অধিনায়ক হইলেন। যে তিন জন অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু, এজন্য কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধারম্ভে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে হিন্দুগণই অধিকতর বিদ্বেষবুদ্ধি ও শত্রুতার পরিচয় দিয়াছিল, মুসলমানগণ নহে*। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই ধারতা অনুহিত হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত লোকে হিন্দুর আরাধ্য গাভী ও মুসলমানের অস্পৃশ্য

* *Trevelyan, Cawnpur, p.* 107 *Comp Kaye, Sepoy war. Vol. II. p.* 315. *note.*

শূকরের উল্লেখ করিয়া, উভয়কেই সমভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। কাণপুরের অশ্বারোহিদল সর্ব্বপ্রথম ইঙ্গরেজের বিপক্ষে সমুত্থিত হয়। ইহারা প্রধানতঃ মুসলমান। যাহা হউক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে সেনানায়কগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, নানা সাহেবের প্রীতির জন্য হিন্দুদিগের হস্তে অগ্রাঙ্কতা সমর্পিত হইয়াছিল।

৬ই জুন শনিবার প্রাতঃকালে নানা সাহেবের নামে সেনাপতি হুইলরের নিকট পত্র আসিল *। উহাতে লিখিত ছিল, নানা সাহেব শীঘ্রই তাঁহাদের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণ করিবেন। উত্তেজিত সিপাহীরা যখন দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে, তখন সেনাপতি ও তদীয় সহযোগিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবেন। কিন্তু এখন তাঁহাদের যে আশা অন্তর্হিত হইল। উন্মত্ত সিপাহীদল কাণপুরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। তাহাদের অভিনব অধিনায়কেরা তাহাদিগকে ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী এক উদ্দেশ্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, প্রবলবেগে ইঙ্গরেজদিগের আত্মরক্ষার স্থানের দিকে আসিতে লাগিল। সহসা এইরূপ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হওয়াতে বৃদ্ধ সেনাপতি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সিবিল কর্ম্মচারী ও সৈনিকদলের অধিনায়কেরাও এই আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত হইলেন। এখন আর বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। অধিনায়কদিগের অনেকে সিপাহীদিগের আবাসস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, রাত্রিতেও সেই স্থলে শয়ন করিয়া থাকিতেন। শেষে তাঁহারা আপনাদের বাঙ্গলায় গিয়াছিলেন। সেনাপতির আদেশে এই সকল অধিনায়ক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের আত্মরক্ষার স্থান সামান্য মৃৎপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উহার নিকটে

* মোব্রে টমসন সাহেব লিখিয়াছেন ৭ই জুন রবিবার সিপাহীরা ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করে—*Story of Cawnpur, p. 61* কিন্তু কর্ণেল উইলিয়মসের সংগৃহীত বিবরণে প্রমাণ হইয়াছে সিপাহীরা ৬ই জুন কাণপুরে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ঐ দিনই তাহারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান আক্রমণ করে।—*Kaye, p. 313, note Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 114.*

অস্ত্রাগার ছিল না। কারাগার ও ধনাগার দূরবর্ত্তী ছিল। গঙ্গাও দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সমতলক্ষেত্রে যে মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দুর্ভেদ্য ছিল না। এসম্বন্ধে নানক চাঁদ উল্লেখ করিয়াছেন, সাহেবেরা অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নগরের বহির্ভাগে সমতল ক্ষেত্রে প্রাচীর নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। যদি সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহারা যে, সহজে প্রাচীরের চারি দিক বেষ্টিত করিতে পারিবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে, সিপাহীগণ কামান ও টাকার সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। যেরূপ প্রবাদ আছে, সাহেবেরাও সেইরূপ শত্রুর হস্তে তরবারি দিয়া আপনাদের মাথা বাড়াইতে দিয়াছিলেন *। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা এখন এইরূপ আশ্রয়স্থানরক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যভার সমর্পিত হইল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল।

ইউরোপীয়েরা যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সিপাহীরা দলে দলে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। অস্ত্রাগারের কামান সকলও তাহাদিগকে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা পথে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকে নিহত করিয়া, ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণে উদ্যত হইল। নানা সাহেবের পত্র বৃদ্ধ ইঙ্গরেজ সেনাপতির হস্তগত হইলে, ইউরোপীয়েরা প্রতি মুহূর্ত্তে আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশঙ্কায় ও উদ্বেগে প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইল। দিনমণি ক্রমে পূর্ব্বদিক পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখনও আক্রমণের লক্ষণ গোচর হইল না। অবশেষে মধ্যাহ্নে কামানের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ইউরোপীয়েরা তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ

* *Trevelyan, Cawnpur, p. 106-107.*

আপনাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। অবিলম্বে বংশীধ্বনি হইল। ধ্বনি শুনিবা মাত্র সকলে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে দাঁড়াইল। এদিকে বিপক্ষগণ হইতে মুহুর্মুহুঃ কামানের গোলা আসিয়া ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থানে পড়িতে লাগিল। বিপন্ন ইউরোপীয় মহিলা ও নিরীহ বালকবালিকারা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ইঙ্গরেজ এখন এই অসহায় জীবগণের রক্ষার জন্য আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও আপনাদের স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহাদের সাহস ও একাগ্রতা বর্দ্ধিত হইল, তাঁহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই সময়ে কিরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, আপনাদের বালকবালিকা ও মহিলাকুলের কাতরতায় প্রতিক্ষণে কিরূপ গভীর বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং আপনাদের ক্ষুদ্র দলের অনেককে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়া, বিষম অন্তর্দ্দাহে কিরূপ নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী বিবরণে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই বিবরণের প্রতিস্থলেই করুণার কাতরতা, বিষাদের মলিনতা ও বীরত্বের একাগ্রতার সমাবেশ রহিয়াছে।

উত্তেজিত সিপাহীগণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে এই হইতে ২৬শে জুন পর্য্যন্ত উদ্যম ও উৎসাহসহকারে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করে। ইহাদের আক্রমণে ইঙ্গরেজদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। ইঙ্গরেজরা যেরূপ অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন সমর-ভূমিতে কোন আক্রান্ত সৈনিকদল, বোধ হয় সেরূপ কষ্টভোগ করে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন যেন তাঁহাদের মস্তকের উপর অনলময় চণ্ডাতপ বিস্তার করিয়াছিল। নিদারুণ বায়ুপ্রবাহ যেন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে প্রজ্বলিত চুল্লীর উত্তাপে বিদগ্ধ করিতেছিল। বন্দুক ও কামান যেন স্পর্শে স্পর্শে অগ্নিতপ্ত লৌহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এদেশে যে সময়ে ইঙ্গরেজদিগের অবসাদ উপস্থিত হয়, উদ্যম ও উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে, সামরিক কার্য্যে ঔদাসীন্য জন্মে; যে সময়ে তাঁহাদের মহিলা ও বালকবালিকারা সুচ্ছায়তরুরাজিপরিবৃত শীতল স্থানে বা সুস্নিগ্ধ

পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করে, এবং তাঁহারা নিজেও উক্ত সময়ে ঐরূপ স্থানে বিবিধ. আমোদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর শক্রর সম্মুখে থাকিয়া, দুঃসাধ্য কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের কষ্টের অবধি ছিল না। মহিলারা এসময়ে প্রাতঃকালে ও বৈকালে গাত্রমার্জ্জন ও সর্ব্বদা পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন করিতেন। ভৃত্যেরা সর্ব্বদা তাঁহাদের কষ্টশান্তির জন্য. বাতাস দিতে বা শীতল দ্রব্যাদি-সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত। এখন তাঁহাদের তৃপ্তিকর উক্তরূপ কার্য্য বন্ধ হইল। তাঁহারা অস্নাত অবস্থায় এক পরিচ্ছদে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শিশুসন্তানগুলি পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে শত্রু পক্ষ হইতে গোলার পর গোলা আসিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। আহতদিগের নিদারুণ আর্ত্তনাদে, নিহতগণের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে, প্রতিদিনই তাঁহারা অবসন্ন ও হতাশ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের রক্ষার আর কোনরূপ উপায় রহিল না। প্রাণের দায়ে ও প্রাণাধিক সন্তানগুলির শোচনীয়ভাবে, তাঁহারা কামিনীজনোচিত কমনীয়তা ও শালীনতা হইতে বিচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের বেশপারিপাট্য অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা ভয়ে অভিভূত হইয়া, অনেক সময়ে অনাবৃতদেহে সেই ভীষণ স্থলে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আক্রান্ত ইঙ্গরেজগণ প্রতিদিনই আপনাদের মহিলাদের ও বালক-বালিকাগণের উক্তরূপ শোচনীয় দশা দেখিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিনই ঐরূপ শোচনীয় দৃশ্যের মধ্যে বহুসংখ্য আক্রমণকারীর সম্মুখে আত্ম-রক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃৎপ্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি কামানের পনর পদ অন্তরে পদাতিগণ দণ্ডায়মান ছিল। যাহারা সৈনিকদল ভুক্ত নয়, তাহারাও পদাতিশ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সেনাপতি হুইলরের আদেশে সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। প্রত্যেক পদাতির পার্শ্বে গুলিভরা ও সঙ্গীনযুক্ত তিনটি করিয়া বন্দুক ছিল। শিক্ষিত

সৈনিক পুরুষেরা প্রত্যেকে সাত আটটি বন্দুক লইয়াছিল। কামান সকল অনাবৃত স্থানে থাকাতে গোলন্দাজ সৈনিক পুরুষদিগকে সর্ব্বক্ষণ শত্রুপক্ষের বন্দুকের সম্মুখে থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বালক-বালিকা ব্যতীত অনেকেই পীড়িত অবস্থায় ছিল। ইহাদেরও নিয়মিতরূপে শুশ্রূষার উপায় ছিল না। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে সিপাহীদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি আত্ম-রক্ষাকারীদিগকে যে যে স্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিনানু-মতিতে কেহই সেই সেই স্থল পরিত্যাগ করিতে পারিত না। কাণপুরের উপস্থিত ঘটনার বিবরণলেখক মৌব্রে টম্সন্ সাহেব নিদারুণ গ্রীষ্মে নিপীড়িত হইয়া ব্রিগেডিয়ার জাকের নিকট কাফিপানের জন্য মুহূর্ত্তকাল স্থানান্তরে যাই-বার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতির আদেশানুসারে ব্রিগেডিয়ার তাঁহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হয়েন নাই। এইরূপে নিরন্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়গণ বিপক্ষের প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টির মধ্যে আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থানরক্ষা করিতে লাগিল। কামানের ভয়ঙ্কর শব্দে, সিদ্ধিপান-প্রমত্ত সিপাহীদিগের ভৈরব নিনাদে, প্রথম দিন প্রাচীরের মধ্যস্থিত কুলকামিনী ও বালকবালিকারা করুণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। শেষে প্রতিদিনই ঐরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে শুনিতে ও বিকট দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, তাহারা উহাতে অভ্যস্ত হইয়া রোদনসংবরণ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের যাতনার নিবৃত্তি হইল না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিনই নূতন নূতন কষ্ট আসিয়া তাহাদিগকে উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিতে লাগিল।

এ দিকে সিপাহীদিগের অধিনায়কগণ, আপনাদের কার্য্যে উদাসীন ছিলেন না। টীকা সিংহ শনিবার সমস্তদিন অস্ত্রাগার হইতে, কামান সকল যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন। এক একটি কামান যেমন উপস্থিত হয়, অমনি উহা ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের পুরোভাগে স্থাপিত হইতে থাকে। রবিবার প্রাতঃকালে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। উহা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। ঐ ঘোষণাপত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে, আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ

করা হয়। দুরদর্শী হিন্দু ও মুসলমান, ঐ ঘোষণাপত্রে বিচলিত না হইলেও, নগরের অনভিজ্ঞ ও উত্তেজিত জনসাধারণ ইঙ্গরেজের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায়, সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। এই বিপ্লবে প্রধানতঃ জনসাধারণই সিপাহীদিগের দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল। অধিকন্তু, যে সকল ভূস্বামী আপনাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিপ্লবের গতিবিস্তার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। যদি কেবল সিপাহীগণ হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ সহজে উহার গতিরোধে সমর্থ হইতেন। যে হেতু, অনেক সিপাহী আপনাদের রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইঙ্গরেজ সেনাপতি অনেক সময়ে তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন না করিলেও তাহারা প্রাণপণে আপনাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল কিন্তু ভারতের অধিকারভ্রষ্ট ভূস্বামী ও জনসাধারণের উপর প্রভুত্বস্থাপন ইঙ্গরেজের সুসাধ্য ছিল না। ইহারা যখন দলে দলে উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিতে লাগিল, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, যখন ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলভাবের পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ যখন ইহাদের আক্রমণে দেহত্যাগ করিতে লাগিল, তখন সকল স্থানে এক সময়ে শান্তিস্থাপন একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অধিকারচ্যুত ভূস্বামী ও জনসাধারণ উত্তেজিত না হইলে এই বিপ্লব তাড়িতবেগে সর্ব্বস্থানে প্রসারিত হইত না, এবং সিপাহীদিগের সহিত ঐ সকল ব্যক্তির সম্মিলন না হইলে, উহা অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত না। ফলতঃ, এইরূপ গভীর উত্তেজনাপ্রযুক্তই সিপাহীদিগের ইঙ্গরেজের সর্ব্বনাশ ও প্রাণান্ত ঘটিয়াছে *।

ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে উত্তেজিত মুসলমানেরা ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। পরদিন অর্থাৎ ৮ই জুন সোমবার গঙ্গার

* কেহ কেহ যেমন মনে করিয়া থাকেন উপস্থিত বিপ্লব যদি সেইরূপ কেবল সৈনিকদিগের সমুত্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, অধিকারচ্যুত রাজারা এবং দেশের কৃষিজীবী, পল্লীবাসী রাইয়তগণ যদি সিপাহীদিগের সহিত এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়া না উঠিত, তাহা হইলে সিপাহীদিগের অতি অল্প সংখ্যকই ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিত।—*Red Pamphlet Comp Kaye Vol, II., p, 290, note Indian Empire, II, p, 240.*

খালের দক্ষিণে মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা উড্ডীন হইল। মুসলমানের সম্মানিত পুরোহিত ঐ পতাকার নিম্নভাগে উপবিষ্ট হইয়া, বিধর্ম্মীর পরাক্রমনাশের জন্য, বিজয়িনী শক্তির উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের প্রণয়িনী আজিজন যুদ্ধ-বেশে বিভূষিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে লইয়া, উক্ত আরাধনাস্থলে যাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই *।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে অল্পমাত্র সৈনিকপুরুষ ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকপুরুষের সংখ্যাও অধিক ছিল না। এতদ্ব্যতীত অনেক কুলকামিনী ও বালকবালিকা ঐ স্থানে অবস্থিত করিতেছিল। পক্ষান্তরে বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক ছিল †।

Trevelyan, Caunpur, p, 137. আজিজন মুসলমান বারবিলাসিনী, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের মুসলমান সিপাহীদিগের পরমপ্রিয়পাত্রী বলিয়া কথিত ছিল। পূর্ব্বে এবিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে।

† প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ২১০টি ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক শত অফিসর ছিলেন। বাণিজ্যব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক লইয়া সর্ব্বসমেত ৪৫০ জন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বালকবালিকা ও কুলকামিনীর সংখ্যা ৩৩০ ছিল। —*Mutiny of the Bengal Army, By one who has served under Sir Charles Napier, p 130* রসদবিভাগের কর্ম্মচারী সেফার্ড সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ		...	২১০
এতদ্দেশীয় সৈনিক দলের এতদ্দেশীয় বাদ্যকারক	...	...	৪৪
অধিনায়ক প্রায়	...	..	১০০
সৈনিক দলের বহির্ভূত লোক প্রায়		...	১০১
স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তান প্রায়	...	...	৫৪৬
			১০০০

এতদ্ব্যতীত ২৫।৩০ জন এতদ্দেশীয় ভৃত্য ও কতিপয় প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সিপাহী ও আফিসর ছিল।—*Shepherd, Cawnpur, massacre, p. 26-27.* হলমেস সাহেব ভৃত্যের সংখ্যা ৪০ এবং বিশ্বস্ত সিপাহী ও আফিসরের সংখ্যা ২০ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—*Holmes, Indian Mutiny, p. 236, note* টি বিলিয়াম সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন সর্ব্বসমেত ১০০০ লোক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ছিল।—*Trevelyan., Caunpur' p. 118*

বিপক্ষ সিপাহীদিগের সংখ্যা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই। এক দল অশ্বারোহী ও দুই দল পদাতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরে অন্য পদাতিদলের (৫৩ গণিত দলের) কেহ

উত্তেজিত জনসাধারণও এসময়ে তাহাদের দলে মিশিয়া আক্রান্ত ইউ-রোপীয়দিগকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সিপাহীরা পর্য্যায়ক্রমে বিশ্রাম ও গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু আত্মরক্ষাকারীদিগের বিশ্রাম করিবার সময় রহিল না। আক্রান্ত ইউরোপীয় সৈন্য কামানের পার্শ্বে থাকিয়া বা বন্দুক হস্তে করিয়া, সিপাহীদিগের গোলার আঘাতে যখন একে একে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল, তখন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ইহারা আপনাদের সম্মান, আপনাদের জীবন ও জীবনাধিক শিশুসন্তানদিগের রক্ষার জন্য বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে কাতর হইল না। এ সময়ে ইঙ্গরেজ বীরপুরুষগণ যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া, যেরূপ দুঃসাধ্যকার্য্যসাধনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এবং অবিশ্রাম গোলাবৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও শিশুসন্তান ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের

কেহ ইহাদের সহিত মিলিত হয়। ইহাদের অধিকাংশ আফিসর (সুবাদার বা জমাদার) ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিলেন। অশ্বারোহিদল (রেজিমেণ্ট) ছয় ভাগে (ট্রুপে) এখন ৮ ভাগে) বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে এতদ্দেশীয় লোক আছে :—

আফিসর		১৩
অধস্তন আফিসর	...	৫৪
ভিস্তি	...	৬
ভেরীবাদক	...	৬
সৈনিকপুরুষ	.. ...	৫০৪

পদাতিদল (রেজিমেণ্ট) ৮ ভাগে (কোম্পানিতে) বিভক্ত। সমগ্র দলে এই সকল লোক আছে :—

সুবাদার	...	...	১×৮=৮
জমাদার	..	...	১×৮=৮
হাবিলদার	...	...	৬×৮ ৪৮
নায়ক	...	...	৬×৮=৪৮
ভেরীবাদক		...	১×৮=৮
সৈনিকপুরুষ	..		৮০×৮=৬৪০

(১ম ভাগ জন্মভূমিতে প্রকাশিত "আমার জীবনচরিত" হইতে উদ্ধৃত। জন্মভূমি, ৫৬৭ ও ৫৭২ পৃষ্ঠা।)

উল্লিখিত হিসাবে বিপক্ষ সিপাহীদিগের সংখ্যা কিয়দংশ অনুমিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নানা সাহেবের অনুচর, কাণপুর ও অযোধ্যার অনেক লোক সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

শুশ্রূষায় যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আক্রমণকারী সিপাহীরা প্রতিদিন উত্তম ও উৎসাহসহকারে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্তগণ অধিকতর নিপীড়িত হইতে লাগিল। সিপাহীরা দিবসে অবিশ্রান্তভাবে কামানের গোলাবৃষ্টি করিত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত সকল সময়েই প্রজ্বলিত পিণ্ডসকল প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে নিপতিত হইত। উহার প্রচণ্ড আঘাতে প্রতিদিনই কেহ নিহত কেহ বা সাংঘাতিকরূপে আহত হইত, এবং উহার জ্বালাময়ী শিখায় আক্রান্তদিগের অধ্যুষিত স্থানের কোন কোন অংশ দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। রাত্রিকালে আক্রমণকারিগণ অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে আসিত এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলিবৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয়দিগকে নিপীড়িত করিত। সুতরাং ইউরোপীয়েরা দিবসে ও রাত্রিতে, সকল সময়েই আত্মরক্ষায় প্রস্তুত থাকিত। একদা কামানের প্রজ্বলিত গোলায় বারুদ রাখিবার একখানি গাড়ির ছাদ উড়িয়া গেল এবং বারুদ ইত্যাদি রাখিবার স্থানের নিকটে গাড়ির কাঠে আগুন ধরিল। ডিলাফোসীনামক একজন তরুণবয়স্ক সৈনিক পুরুষ ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। অচিরাৎ অগ্নিনির্ব্বাণ না হইলে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং বীরযুবক মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রজ্বলিত গাড়ির নিকটে গেল যে কাঠে আগুন ধরিয়াছিল তাহা নিজ হাতে টানিয়া ফেলিয়া দি এবং জলের অভাবে কঠিন মৃত্তিকা বহ্নিশিখার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

শিক্ষিত সৈনিকদলের মধ্যেই কেবল এইরূপ সাহস ও বীরত্বের নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই যাহারা ইতঃপূর্ব্বে সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হয়েন নাই, যথানিয়মে সামরিক কার্য্য শিক্ষা করেন নাই, রণস্থলের করাল দৃশ্য ও কঠোর নিয়মের সহিত পরিচিত হইয়া উঠেন নাই, তাঁহারাও এ সময়ে অবিচলিতভাবে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষ ব্যতীত অন্যব্যবসায়ী ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষার স্থান আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রেলওয়ের কতিপয় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, ইঁহারা বন্দুক হস্তে করিয়া, অটলসাহসে বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বিপক্ষের গুলির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন। গুলি মুখে লাগাতে তিনি মুখ তুলিতে পারিতেন না। ইঁহাকে দুঃসহ যাতনায় নিরন্তর অধোমুখে থাকিতে হইত। শেষে এই আঘাতেই ইঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। ধর্ম্মপ্রচারকও এসময়ে উদাসীন রহিলেন না। তিনি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন না, বা শত্রুর পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সাহসের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন না। অন্য কার্য্যে তাঁহার একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, পীড়িতদিগকে ধর্ম্মোপদেশে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন এবং অবসন্ন আত্মরক্ষাকারিগণ ও ভয়ব্যাকুলা কুল-কামিনীদিগের সমক্ষে ঈশ্বরের মহিমাকীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদের হৃদয় শান্ত, কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্দীপ্ত ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

যখন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয়, জীবন ও সম্পত্তি যখন প্রতিমুহূর্ত্তেই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে, স্বাধীনতা ও স্বজনের আধিপত্য যখন সংশয়দোলায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন বীরত্বপ্রসিদ্ধ জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যেই একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। কার্থেজের বীরজননী রমণীগণ এক সময়ে স্বদেশের জন্য আপনাদের সৌন্দর্য্যের প্রধান অঙ্গ কেশসমূহের ছেদন করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় ভারতের মহিলাকুলও পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষা করিতে অবলীলায় বহুমূল্য আভরণরাশি যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন*। কাণপুরের অবরুদ্ধ ইউরোপীয় কামিনীরাও এসময়ে

* রোমীয়েরা কার্থেজ আক্রমণে উদ্যত হইলে ধনুর ছিলা প্রস্তুত করিবার জন্য কার্থেজ বীররমণীরা আপনাদের কেশচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সুলতান মহমুদ চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোরের ভূপতি অনঙ্গপাল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। এই সময়ে হিন্দু মহিলারা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য আপনাদের অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পরাক্রান্ত ও সহায়সম্পন্ন শত্রুর সম্মুখে আত্মবলবৃদ্ধির উপায়বিধানে উদাসীন থাকেন নাই। প্রতিদিন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, তাঁহাদের সাহসবৃদ্ধি হইয়াছিল। আত্মপক্ষের ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন বীরত্বের পরিচয়সূচক দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনে উদ্যত দেখাতে, তাঁহাদেরও তেজস্বিতার বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায়, ভয়ে সর্ব্বদা অভিভূত থাকেন নাই, এবং পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চারদিক অন্ধকারময় বোধ করেন নাই। কিরূপে শত্রু পরাজিত হইবে, কিরূপে প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে, কিরূপে আপনারা নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন, এখন তাঁহারা ইহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। সিপাহীদিগের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে, কামানে ছিদ্র হওয়াতে বড় অসুবিধা ঘটিয়াছিল। বারাঙ্গনারা এজন্য আপনাদের পায়ের মোজা সকল অকাতরে দিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের অঙ্গচ্ছদ অধিক ছিল না, তথাপি তাঁহারা আপনাদের চিরব্যবহার্য্য ও লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষার চিরাবলম্বন দ্রব্যগুলি দিতে বিমুখ হইলেন না। তাঁহাদের প্রদত্ত মোজায় ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আবার ঐ সকল কামান হইতে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী পাচীরবেষ্টিত স্থানে অবরুদ্ধ ছিল*। একটি সৈনিক পুরুষের স্ত্রী সাহসসহকারে নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া, তাহাদের পাহারা দিতে লাগিলেন। যাবৎ এই মহিলা সম্মুখে ছিলেন, তাবৎ অবরুদ্ধগণ পলাইতে সমর্থ হয় নাই। শেষে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাদের পাহারার ভার গ্রহণ করিলে তাহারা কোন সুযোগে পলায়ন করে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিলেও মহিলাদিগের যাতনার পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদের

* খাঁ মহম্মদ নামক যে সিপাহী সহযোগীদিগকে উত্তেজিত করিবার অপরাধে অবরুদ্ধ হয়, সে ইহাদের মধ্যে ছিল।

কেহ কেহ আসন্ন-প্রসবা ছিলেন। তাঁহারা অবরোধের সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সেই কোলাহলময় বিপত্তিপূর্ণ স্থানে সন্তান প্রসব করিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের শুশ্রূষার লোক ছিল না। তাঁহারা প্রসব যাতনায় যেরূপ কাতর হইলেন, নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশ্বপালক ভগবান ব্যতীত এসময়ে তাঁহাদের আর কোন রক্ষক ছিলেন না। তাঁহারা নীরবে ও কাতরনয়নে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। অনেকে আপনাদের শিশুসন্তানগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া দিনে দিনে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরম আদরে যাহাদের লালন পালন করিতেছিলেন, স্তন্য দিয়া যাহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিলেন, এবং যাহাদের সহাস্য বদনে আধ আধ কথা শুনিয়া, আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতেছিলেন, সেই বাৎসল্যের ধন, প্রীতির পুত্তলী, স্নেহের অবলম্বন সন্তানরত্ন সকল তাঁহাদের বক্ষঃস্থল হইতে অপহৃত হইতে লাগিল। কোন সৈনিক পুরুষের স্ত্রী দুইটি সন্তান দুই বাহুতে লইয়া স্বামীর সহিত বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটি গুলি আসিয়া, তাহার স্বামীর দেহভেদ পূর্ব্বক তদীয় বাহুযুগল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। স্বামী তৎক্ষণাৎ ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। তাঁহার প্রিয়তমা বনিতাও মৃতস্বামীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। সন্তানদ্বয়ের একটি সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। অভাগিনী বিধবা অতঃপর গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং শিশু দুইটিকে কোলে লইবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি যাতনায় কাতর হইয়া শয্যায় শুইয়া রহিলেন। শিশু দুইটি তাঁহার বুকের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া, স্তন্যপান করিতে লাগিল; কিন্তু মাতার হাত তুলিবার শক্তি রহিল না। কল্পনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য অঙ্কিত হইতে পারে না, উদ্ভাবনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর করুণ-রসোদ্দীপক চিত্র উদ্ভূত হইতে পারে না। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল। একদা অপর এক জন সৈনিকের স্ত্রীর হাতের কনুইতে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইল। সৈনিক পুরুষ ইতঃপূর্ব্বেই নিহত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে সাংঘাতিক

আঘাতজনিত প্রচণ্ড জ্বরে তাঁহার স্ত্রীও লোকান্তরিত হইলেন। এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই অবলাগণের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। যে সকল শিশু হাঁটিতে পারিত, বালসুলভ চাপল্য প্রযুক্ত তাহারা এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা কিরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিত না। গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই যে, তাহাদের প্রাণ যাইবে, তাহাও তাহারা জানিত না। অবোধ শিশুগণ এ দুঃসময়েও পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ-সহকারে খেলার জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিত। তাহারা খেলা করিতে সহসা প্রাঙ্গণে আসিলেই নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। এইরূপে নিরীহস্বভাব, সদানন্দময় শিশুগুলিও অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল।

এদিকে সেনাপতি হুইলর প্রতি মুহূর্ত্তেই স্থানান্তর হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্স সৈন্য পাঠাইবেন। এলাহাবাদ হইতে সেনাপতি নীল তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবেন। লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেনরি লরেন্সও তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এসময়ে কোন স্থান হইতেই সাহায্যকারী সৈনিক পুরুষের সমাগম হইল না। পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্সের পত্র আসিল। তিনি লিখিলেন, "পঞ্জাবরক্ষার জন্য সৈন্যসংখ্যাই পর্য্যাপ্ত নহে, সুতরাং তিনি কাহাকেও এসময়ে পাঠাইতে পারেন না।" বৃদ্ধ সেনাপতির আশা ছিল, সেনাপতি নীল ১৪ই জুন কাণপুরে উপস্থিত হইবেন, কিন্তু ১৪ই জুন ধীরে ধীরে অতীত হইতে লাগিল, সেনাপতি হতাশ্বাস হইয়া, সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে বিচারপতি গাবিন্স্ সাহেবের নিকট পত্র পাঠাইলেন। পত্রের শেষাংশে লিখিত হইল,—"নগরের সমগ্র খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আমাদের নিকটে রহিয়াছে। মহত্ত্বসহকারে ও আশ্চর্য্যরূপে আমাদের আত্মরক্ষা হইতেছে। আমরা সাহায্য, সাহায্য, সাহায্যের ভিখারী। এখন যদি সাহায্যকারী দুই শত লোক প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদেরও সাহায্য করিতে পারি।" কিন্তু এই দুই শত লোকও লক্ষ্ণৌ হইতে আসিল না। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি বীরভাবে অদৃষ্টের নিকট অবনতমস্তক হইলেন। তাঁহার সহযোগীরাও বীরভাবে আপনাদের দশাবিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। একে একে

তাঁহাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইল। সুতরাং তাঁহারা শেষে আপনাদের সাহস, পরাক্রম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, সর্ব্বোপরি আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করিলেন। তাঁহাদের উত্তম, উৎসাহ এখন পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য ধীরভাবে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইল, এক সপ্তাহ কাল ইউরোপীয়েরা প্রবল শক্রর সম্মুখে, অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টির মধ্যে, আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান রক্ষা করিল। সপ্তাহান্তে আক্রান্তগণ আর এক ঘোরতর বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের দুইটি বড় গৃহে একটিতে খড়ের চাল ছিল। দুইটি গৃহই রুগ্ন, অসমর্থ, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণে পরিপূর্ণ ছিল। খড়ের চাল টালি বা ইট দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে চাল সর্ব্বাংশে আচ্ছাদিত হয় নাই। এক দিন অপরাহ্নে সহসা খড়ের চাল জ্বলিয়া উঠিল। অসমর্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে তাহারা সাতিশয় বিপদাপন্ন হইল। এদিকে আক্রমণকারিগণ ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ, প্রচণ্ড অনলের জ্বালাময়ী শিখায় পরিব্যাপ্ত দেখিয়া, অধিকতর উৎসাহসহকারে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্করী রাত্রিতে অনলস্তূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া, আক্রান্ত ক্ষুদ্র সৈনিক দলকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। আহত ও রুগ্নগণের আত্মরক্ষার কোন সামর্থ্য ছিল না। ইউরোপীয়েরা এখন এই সকল অসমর্থ জীবের রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা বিপদে দিশাহারা না হইয়া, প্রাণপণে উহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। এদিকে খড়ের চাল দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল। দুইটি গোলন্দাজ সৈনিক পুরুষ প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে দেহত্যাগ করিল। কিন্তু আক্রান্তগণ গৃহদাহে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের আর আশ্রয়স্থান রহিল না। তাহারা এখন গৃহশূন্য হইয়া, অনাবৃতস্থানে, অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কানবিশ ও মদের বাক্সের আচ্ছাদন চট মাত্র, এখন তাহাদের দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম হইতে

রক্ষায় প্রধান সম্বল হইল। কিন্তু বিপক্ষের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে ঐ আচ্ছাদনও অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। গৃহদাহে কেবল বালকবালিকা ও রোগার্ত্তেরা আশ্রয়শূন্য হইল না। আহত ও পীড়িতদিগের যাতনাশান্তির উপকরণগুলিও ভস্মীভূত হইয়া গেল। ঔষধাদি, অস্ত্রচিকিৎসার যন্ত্রাদি কিছুই রক্ষা পাইল না। যাহারা আহত হইতে লাগিল, অস্ত্রাভাবে তাহাদের ক্ষত স্থান হইতে গুলি বহিষ্কৃত করিবার উপায় রহিল না। যাহারা রোগে শয্যা-শায়ী হইল, ঔষধাদির অভাবে, তাহাদের রোগশান্তির সুবিধা ঘটিল না। অসহনীয় যাতনা, অকালমৃত্যু, প্রতিদিনই এই সকল অসহায় জীবের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহারা যাতনার কঠোরতা হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকেই পরম সুহৃদ্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

গৃহদাহে যাহারা আশ্রয়শূন্য হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের কতিপয় সিপাহী ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের সুবাদার ভবানীসিংহ আপনার অধীন সৈনিকদলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উক্ত সৈনিকদল ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। এজন্য বৃদ্ধ সুবাদার উত্তেজিত অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ভবানীসিংহ আহত হইয়াও আপনার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সেই ভয়-ঙ্কর সময়ে, বিপদাপন্ন স্থানে প্রভুর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অব-রোধের প্রথমাবস্থায় বিপক্ষের কামানের গোলার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপে প্রভুভক্ত বর্ষীয়ান বীরপুরুষ প্রভুর কার্য্যসাধন জন্য প্রভুর নিকটেই প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিদলের প্রভুভক্ত সিপাহীরা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহারাও এতদিন স্বশ্রেণীর ও স্বধর্ম্মের লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ইঙ্গরেজের পক্ষ সমর্থন করিতে ছিল। শেষে গৃহদাহ হইলে সেনাপতি ইহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দেন। যেহেতু, ইহাদের আশ্রয়স্থান ছিল না। খাদ্য-সামগ্রীরও অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলের ভোলাখাঁ নামক সিপাহী এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছে, "আমরা ৫ই হইতে ৯ই কি ১০ই জুন

পর্য্যন্ত, আমাদের গৃহরক্ষা করি। বিপক্ষের গোলার আগুনে উহা দগ্ধ হইলে আমাদিগকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধ হয়, গোলায় কোন দাহ্য পদার্থ জড়ান ছিল, ঐ পদার্থের সহিত খড়ের চালের সংযোগ হওয়াতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়।” রামবক্স্ নামক উক্ত দলের আর একব্যক্তিও এসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করে। ইহার মতে ৯ই কি ১০ই জুন অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে ঘরে আগুন লাগে *। যাহা হউক অনুমান ৮০ কি ১০০ জন সিপাহী ছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাদের সহিত জন এতদ্দেশীয় অধিনায়ক অবস্থিতি করিতেছিলেন †। ইহারা সকলেই অবরোধের স্থান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলেন। আফিসরেরা বিষণ্ণবদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সিপাহীরা কাতরভাবে স্থানান্তরে যাইতে প্রস্তুত হইল। মেজর হিলর্সডন্ সাহেব (কলেক্টর হিলর্সডন্ সাহেবের ভ্রাতা) সকলকেই কয়েকটি টাকা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শনজ্ঞাপক এক খানি প্রশংসাপত্র দিলেন। সিপাহীরা উহা লইয়া আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ পথে বিনষ্ট হইল। কেহ কেহ অক্ষতশরীরে আবাসপল্লীতে গমন করিল। ইহাদের কেহই কখনও প্রভুভক্তি হইতে স্খলিত হয় নাই। কেহই উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে, অস্ত্রপরিগ্রহ করে নাই। ইহারা বিদেশীয় ও বিজাতি প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য স্বদেশীয় ও সজাতীয়দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, প্রভুর আদেশে ঘোরতর বিপত্তিকালেও স্বদেশীয়গণের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, স্থানান্তরে গিয়াছিল, এবং আত্মীয়স্বজনশূন্য হইয়া পথে অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি আপনাদিগকে “নিমকহারাম” বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্যত হয় নাই। কাণপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি যদি ইহাদিগকে কোনরূপে আপনার নিকটে রাখিতেন, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা সমূহ উপকার হইত। ইহারা স্বার্থত্যাগে কাতর ছিল না, অসহনীয় কষ্টস্বীকারেও পরাঙ্মুখ ছিল না, অসময়ে প্রভুর পক্ষ

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II p. 325. note,*

† *I bid,*

সমর্থনেও অনিচ্ছু ছিল না। ইহাদের সাহস, পরাক্রম ও আত্মত্যাগ, ইহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ বিপদে অনমনীয়, যাতনায় অটল ও দুর্দ্দশায় অবিচালিত রাখিয়াছিল। ইহারা উপস্থিত সময়ে, ইঙ্গরেজের পার্শ্বে থাকিলে নিঃসন্দেহ তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইত।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্ত সৈনিকদলের বলহ্রাস ও আক্রমণকারী সিপাহীদিগের গোলাবৃষ্টি অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইউরোপীয়েরা কিরূপ অম্লানভাবে দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় কুলকামিনীরা বিপদে কিরূপ অবসন্ন হইয়াছিলেন, ইউরোপীয় বালকবালিকারা কিরূপ যাতনায় ঈষচ্ছিন্ন, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় পবিম্লান হইয়াছিল, তাহার করুণ-রসাত্মক মর্ম্মস্পর্শী বিবরণ হতাবশিষ্টদিগের মধ্যে এক জন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন *। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জেলার যে রাজপুরুষের আদেশে সকলে মস্তক অবনত করিত, যে সেনাপতির ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র সৈনিকপুরুষ পরিচালিত হইত, যে ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর প্রভুত্বে ভৃত্যগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত, এখন সিপাহীদিগের গোলার আঘাতে তাঁহাদের কাহারও হস্তদ্বয় ভগ্ন হইল, কাহারও পদদ্বয় বিকল হইয়া পড়িল, কাহারও বা মুখ বিকৃতভাব ধারণ করিল। একে একে অনেকেই ক্রমে ক্ষমতাশূন্য হইতে লাগি-লেন। একে একে অনেকেরই প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্ত্তী বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা বড় সাহেবকে এইরূপে নিগৃহীত ও নিপীড়িত দেখিয়া, বিস্ময়সহকারে আপনাদের মধ্যে ঐ বিষয় লইয়া আলাপ করিতে লাগিল। অমনি তাহাদের সম্মানিত আর একজন সাহেব আহত হওয়াতে তাহাদের আলাপ বন্ধ হইল; পর মুহূর্ত্তে আবার তাহারা, সবিস্ময়ে আর একজন সাহেবকে গুলির আঘাতে ভূপতিত দেখিল। প্রতিক্ষণেই এইরূপ ঘটনার আবির্ভাব হইতে লাগিল। মৃত্যু যেন সুপরিচিত বান্ধবের ন্যায় প্রতিক্ষণেই যাতনার শান্তির জন্য সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কলেক্টর হিলর্সডন্ সাহেব গৃহের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া নানা সাহেবের

* *Capt-Mowbray Thomson, Story of Cawnpur.*

সহিত বুদ্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার যুবতী ভার্য্যা তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। অমনি কলেক্টর সাহেব গোলার আঘাতে প্রিয়তমার পদতলে পতিত ও গতাসু হইলেন। কয়েক দিন পরে গোলার আঘাতে দেয়ালের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া হিলর্সডন্ সাহেবের পত্নীর মাথায় পড়িল। ঐ আঘাতে হতভাগিনী বিধবারও সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হইল। সেনাপতি স্যার হিউ হুইলরের পুত্র লেপ্‌টেনান্ট হুইলর আহত হইয়া একটি গৃহে শয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতা, মাতা, ভগিনীগণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একটি ভগিনী পদপ্রান্তে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। সহসা কামানের গোলা সেই স্থলে পতিত হওয়াতে সেনাপতির আহত পুত্রের মাথা উড়িয়া গেল। পুত্রবৎসল বর্ষীয়ান্ পিতা, স্নেহময়ী বর্ষীয়সী জননী, ও প্রীতিময়ী ভগিনী বাষ্পাকুল-নেত্রে এই শোচনীয় ঘটনা চাহিয়া দেখিলেন। লিণ্ডসে নামক একটি সৈনিক পুরুষের মুখ গোলার আঘাতে বিকৃত হইল। নেত্রদ্বয় নষ্ট হইয়া গেল। হতভাগ্য সৈনিক পুরুষ অন্ধ হইয়া কিয়ৎকাল জীবিত রহিল, পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার কষ্টের পরিসমাপ্তি করিল। আর এক জন সৈনিকের গুলির আঘাতজনিত ক্ষত স্থান মারাত্মক হইয়া উঠিল। শেষে সন্ন্যাসরোগে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার স্ত্রী ও কন্যাগুলি অসহায় অবস্থায় সেই ভয়ঙ্কর স্থানে পড়িয়া রহিল। কিয়দ্দিনের মধ্যে গুলির আঘাতে অভাগিনী বিধবার মৃত্যু হইল। তাহার একটি কন্যাও আহত হইল। কাপ্তেন হালিডেনামক আর এক সৈনিক পুরুষ তাঁহার নির্জীব ও ক্ষুধার্ত্ত স্ত্রীর জন্য একবাটি ঘোড়ার মাংসের ঝোল লইয়া যাইতেছিলেন। সহসা গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে অবরুদ্ধ সৈনিকেরা বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে কিরূপে নিপীড়িত হইয়াছিল, কাপ্তেন টমসন্ সাহেব তাহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন, "একজন সৈনিক আর এক জন আহত সৈনিককে দেখিতে গিয়াছিল, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিল, তখন উরুদেশে আহত হইয়া ভূপতিত হইল। আমি তাহার কাঁধে হাত দিয়া কোমর ধরিয়া তুলিলাম। যখন এইরূপ অবস্থায় অনাবৃত স্থল দিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার দক্ষিণ

স্কন্ধে একটি গুলি লাগাতে আমরা উভয়েই ভূতলশায়ী হইলাম। অপর দুই ব্যক্তি আসিয়া, আমাদিগকে টানিয়া ঘরে লইয়া গেল। আমি যখন গুলির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তখন এক জন সৈনিক আমার শুশ্রূষার জন্য সেই স্থানে আসিল। সহসা একটি গুলি তাহার স্কন্ধ ভেদ করিল। সেই আঘাতেই হতভাগ্যের মৃত্যু হইল*।" এক দলের তিন জন অফিসর এক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উপর্য্যপরি গোলার আঘাতে তিন জনেরই মাথা উড়িয়া গেল। আর এক ব্যক্তি গুলির বৃষ্টির মধ্যে অনাবৃত স্থল দিয়া যাইতেছিল, অমনি গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতির সহযোগিগণ এইরূপে প্রতিদিনই অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। সেনাপতি আপনার বলক্ষয়ে সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কেহ কেহ অধ্যুষিত স্থান রক্ষার সময়ে নিহত হইল। কেহ কেহ পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে যাইয়া চিরনিদ্রিত হইল। কেহ কেহ বা তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় ও ক্ষুধার্ত্তকে আহার্য্য দিবার সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। পাচীরের বহির্ভাগে একটি কূপ ছিল। শবরাশি ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। প্রতিরাত্রিতেই বিপক্ষের আক্রমণভয়ে এইরূপে তাড়াতাড়ি সমাধি হইতে লাগিল। অবরুদ্ধদিগের অন্তর্দাহের বিরাম ছিল না। দিবসে তাহাদের মস্তকের উপর, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিরন্তর অনলকণা বিকীর্ণ করিত। রাত্রিতেও শত্রুর নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিময় পিণ্ডসকল আসিয়া তাহাদিগকে বিদগ্ধ করিয়া তুলিত। তাহাদের জীবনাধিক সন্তান, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রীতিভাজন আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ প্রতিদিন একটি বিশুষ্ক কূপে নিক্ষিপ্ত হইত। তাহারা এইরূপ শোচনীয় অবস্থায়, এইরূপ শোচনীয় দুঃখে দিন দিন বিশীর্ণ ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল।

এদিকে ইউরোপীয়দিগের কামানের গোলায় আক্রমণকারীদিগের অনেকে নিহত হইলেও তাহাদের একেবারে বলহ্রাস হয় নাই। স্থানান্তর হইতে অনেকে আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে থাকে। আজিমগড়ের সপ্তদশ পদাতিদলের সিপাহীরা তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কাণ-

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 106-107*

পুরের অনতিদূরে চৌবেপুর নামক পল্লীতে লক্ষ্ণৌর সিপাহীদলস্থিত কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতি অবস্থিতি করিতেছিল। কথিত আছে, ইহারাও কাণপুরের সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বারাণসী ও এলাহাবাদের সিপাহীদিগেরও অনেকে কাণপুরে আইসে। মির নবাব-নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূস্বামী দুইদল সৈন্যের সহিত নানা সাহেবের সাহায্যার্থ সমাগত হয়েন। লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্যাধিকারের সময়ে তিনি এই সৈন্যসংগ্রহ করেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার হৃদয়গর্ত্ত বিদ্বেষানলের বিকাশ হয় নাই। এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি ডালহৌসীর কার্য্যের প্রতিশোধ দিতে উদ্যত হয়েন। এইরূপে অনেক স্থান হইতে অনেকে আসিয়া আক্রমণকারীদিগের দলবৃদ্ধি করে।

আক্রমণকারিগণ যত্নপূর্ব্বক আপনাদের ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মৃৎ প্রাচীরের উত্তরদিকে ইঙ্গরেজদিগের ক্রীড়াগৃহের নিকটে কামান স্থাপিত হইয়াছিল। ননী নবাব-নামক একজন ধনী মুসলমান এই স্থানের অধ্যক্ষতাগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু সিপাহীরা ইঁহার ও বাকর আলী-নামক আর একজন মুসলমানের গৃহ বিলুণ্ঠিত করে। ননী নবাব ও বাকর আলী উভয়েই কারারুদ্ধ হয়েন। মুসলমান সিপাহীরা এজন্য বিরক্ত হওয়াতে উভয়েই মুক্তিলাভপূর্ব্বক নানাসাহেবের সমান সম্মানলাভ করেন। এই অবধি ইঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিপোষক হয়েন। কথিত আছে, আজিজন অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বারোহীদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। প্রাচীরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে মীর নবাব আপনার কামান স্থাপিত করিয়া, নিরন্তর গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিকে বাকর আলী সন্নিবেশিত কামানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। ইঙ্গরেজেরা উহা "সাবেডার হাউস" নামে অভিহিত করিতেন। ক্রমে সাধারণের মধ্যে উহা "সবেদা কুঠী" নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইঙ্গরেজের ক্রীড়াগৃহের দিকে যেমন মুসলমানেরা প্রবল ছিল। সবেদা কুঠীর দিকে সেইরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। এই কুঠীতে নানাসাহেব পারিষদবর্গসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেনাপতি টীকাসিংহের শিবির এই স্থানে ছিল। সেনাপতি এই স্থানের কামান-

সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁতীয়া তোপী প্রভৃতি এই স্থানে ফিরিঙ্গীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য আপনাদের কূটমন্ত্রণাজাল বিস্তার করিতেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া ইঙ্গরেজের আত্মরক্ষার স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিল। নানা সাহেব ইহাদের ভয়েই ইহাদের পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক নামেমাত্র সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন।

শান্তিরক্ষণ ও বিচারকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নানা সাহেবের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। হুলাস সিংহনামক এক ব্যক্তি প্রধান শান্তিরক্ষক হইয়াছিলেন। বাবাভট্ট প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদ প্রভৃতিও প্রাড় বিবাকের কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু ইঁহারা উত্তেজিত জনসাধারণ বা উদ্ধত সিপাহীদিগের উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণে সমর্থ হয়েন নাই। ইহাদের মতের বিরুদ্ধে নানা সাহেবের কিছুই করিবার সামর্থ্য ছিল না। ইঁহারা নানা সাহেবের নামে যথেচ্ছভাবে সমুদয় কার্য্য করিতেছিলেন।

২১শে জুন অযোধ্যার উত্তেজিত অধিবাসিগণ আক্রমণকারীদের নিকটে উপস্থিত হওয়াতে তাহারা ঐ দিন বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করে। ২৩শে জুন আক্রমণকারিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহসহকারে যুদ্ধের আয়োজন করে। একশতাব্দ পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইব এই সময়ে পলাশীর আমকাননে আপনাদের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শত বৎসর পরে সিপাহীরা সেই আধিপত্য-ভিত্তি বিপর্য্যস্ত করিবার মানসে বদ্ধপরিকর হইল। লর্ড ক্লাইব যেরূপে বাঙ্গালার নবাবকে পদানত করিয়াছিলেন, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকেও সেইরূপে আপনাদের পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অশ্বারোহী ও পদাতিরা দলবদ্ধ হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা সম্মুখভাগে কার্পাসের বড় বড় বস্তা সকল গড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজদিগের গির্জ্জা তাহাদের এক পার্শ্বে ছিল। অপর পার্শ্বে অসম্পূর্ণ নূতন সৈনিকালয় রহিয়াছিল। উত্তর দিকে এইরূপ গৃহ থাকাতে তাহাদের আক্রমণের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল। তথাপি তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তাহারা প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের

সহযোগিগণ সাধারণতঃ রণপারদর্শী ছিল না। তাহারা সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয় নাই। অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়া উঠে নাই, বা রণকৌশলেও অভিজ্ঞতালাভ করে নাই। সুতরাং তাহারা সহজেই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দলভঙ্গ হওয়াতে সিপাহীরাও হটিয়া গেল। ইঙ্গরেজ আপনাদের অধ্যুষিত স্থানরক্ষা করিলেন, কিন্তু আর এক বিপদে তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিপীড়িত ও অধিকতর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে অবরুদ্ধগণ দুই তিন বার সাহায্যলাভের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৪শে জুন একজন ফিরিঙ্গী সৈনিক ছদ্মবেশে, এলাহাবাদ হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রত্যাশায়, প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিত্যাগ করে। শেষে অকৃতকার্য্য হইয়া, ফিরিয়া আইসে। ঐ দিন রসদবিভাগের সেফার্ড সাহেব বদলু নামধারণ-পূর্ব্বক বাবুর্চ্চির বেশে যাত্রা করেন। সিপাহীরা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করে। হতভাগ্য বদলুর প্রতি তিন বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হয়*। এইরূপে হতভাগ্য অবরুদ্ধগণ আপনাদের প্রতি চেষ্টাতেই হতাশ হইয়া পড়ে। মানুষ বিপত্তিকালে বারংবার হতাশ হইলেও তাহার আশার বিরাম হয় না। মরুভূ-বিহারী, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক প্রতিমুহূর্ত্তে মায়াবিনী মরীচিকায় উদ্ভ্রান্ত হইলেও আবার দূরে শ্যামল-তৃণ-সমাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী জলাশয় তাহার দৃষ্টি-পথবর্ত্তী হয়। পথিক আবার আশ্বস্ত-হৃদয়ে সেই জলাশয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। সে যতই অগ্রসর হয়, জলাশয় তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্যই যেন দূরে—অতিদূরে সরিয়া যাইতে থাকে। তথাপি হতভাগ্যের আশার নিবৃত্তি হয় না। হতভাগ্য অবরুদ্ধগণও বারংবার এলাহাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু এলাহাবাদ হইতে কেহই আসিল না; হতভাগ্যেরা একবার হতাশ হইয়াও আবার আশান্বিতহৃদয়ে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। এদিকে

* জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক কাণপুরে আসিলে সেফার্ড সাহেব মুক্তিলাভ করেন। ষট্পঞ্চাশ পদাতিদলের খোদাবক্স নামক একজন জমাদার ইঙ্গরেজের পক্ষে ছিলেন তিনিও বিপক্ষকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। হাবেলকের আগমনে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। খোদাবক্স শেষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন।

তাহাদের খাদ্যসামগ্রী অল্প হইয়া আসিল। এতদ্দেশীয়গণ তাহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী দিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিল। অবরোধকারী সিপাহীদিগের জন্য তাহাদের চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল হয় নাই। একজন রুটী-ওয়ালা একঝুড়ি রুটী লইয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে যাইতেছিল। পথে সিপাহীগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া অবরুদ্ধ করিল। জহুরীনামক আব-কারী বিভাগের একজন কর্ম্মচারী সুযোগক্রমে রুটী, ডিম দুগ্ধ ও ঘৃত পাঠাইয়া দিতেছিল। ১৪ই জুন রাত্রিতে দ্রব্যবাহক পনর ব্যক্তি ধৃত হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল। হতভাগ্যেরা সিপাহীদিগের কামানের মুখে আত্মবিসর্জ্জন করিল, তথাপি জহুরীর নাম প্রকাশ করিল না *। বিশ্বস্ত এতদ্দেশীয়গণ পরের জন্য এইরূপ অম্লানভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা এই দুঃসময়ে আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়দিগের পার্শ্বে থাকিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইহাদের অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। একদা একটী গোলায় তিন জন জীবনবিসর্জ্জন করে। আর একজন প্রভুর জন্য গৃহান্তরে খাদ্য সামগ্রী লইয়া যাইতেছিল, সহসা গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়†। একটি আয়া শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছিল, সহসা কামানের গোলায় তাহার পদদ্বয় ভগ্ন হইয়া যায়। এইরূপ বিপদের সময়েও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ আপনাদের প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। অবরুদ্ধগণ এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যেও যখন খাদ্য দ্রব্য পাইল না, তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষে তাহাদের যাতনার একশেষ হইতে লাগিল। এ সময়ে যে কোন জীব তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহারা তাহারই মাংসে জঠরানল শান্তি করিতে সচেষ্ট হইত। একদা, গ্রামের একটি কুক্কুর তাহাদের সম্মুখে আসিল, তাহারা অমনি উহা বধ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করিল। এই অপূর্ব্ব ঝোল তাহারা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। অশ্বারোহীদলের একটি বৃদ্ধ অশ্ব অন্য সময়ে

* Trevilyan Cownpur, p. 173

† Thomson Story of Cawnpur, p. 111.

তাহাদের খাদ্যের জন্য সমানীত হইল। একদা একটি ধর্ম্মের ষাঁড় চরিতে চরিতে তাহাদের প্রাচীরের নিকট আসিল। তাহারা নিদারুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উহার পবিত্রতার মর্য্যাদারক্ষা করিল না। অবধ্য ষাঁড় তাহাদের গুলিতে গতাসু হইল। তাহারা আপনাদের ঐ আদরণীয় খাদ্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে আনিতে যত্নশীল হইল। আট দশজন দড়ী লইয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিল এবং ষাঁড়ের শৃঙ্গে ও পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ে রজ্জুবদ্ধ করিয়া প্রাচীরের অভ্যন্তরে টানিয়া আনিল। সিপাহীদিগের গুলিতে কেহ কেহ আহত হইল, তথাপি কেহই পরম প্রীতিকর খাদ্য হস্তচ্যুত করিল না। অবরুদ্ধগণ এইরূপে যাহা নিকটে পাইতে লাগিল, তাহাই উদরসাৎ করিতে লাগিল। শেষে এইরূপ পশুও আর তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল না। তাহারা প্রতিদিন যে পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী পাইত, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতিদিন তাহার অর্দ্ধাংশ করিয়া পাইতে লাগিল*। খাদ্যের অভাব অপেক্ষা জলের অভাবই তাহাদের নিরতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে একটি মাত্র কূপ ছিল। কূপের ৬০।৭০ ফীট নীচে জল পাওয়া যাইত। এই কূপও আক্রমণকারী সিপাহীদিগের লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল না। নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে কূপের দেয়াল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জল তুলিতে যাইত, সিপাহীরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি করিত। এইরূপে ভিস্তিগণ জীবনবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের নিদারুণ উত্তাপে জলের অভাবে সকলের অসহনীয় কষ্ট উপস্থিত হইল। অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিগণ নীরবে যাতনাভোগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক, শিশু সন্তান ও পীড়িতগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের হৃদয়বিদারক কাতরস্বরে সমগ্র সৈনিকনিবাস পরিপূর্ণ হইল। অনেকে মর্ম্মান্তিক যাতনায় উন্মত্ত হইল। একটি মহিলা অনশনে ও পিপাসায় নিপীড়িত হইয়া আপনার দুইটি শিশু সন্তান দুই বাহুতে লইয়া, যে স্থানে নিরন্তর গুলিবৃষ্টি

* যখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাব চলিতেছিল, তখন প্রতিদিন এইরূপ আধপেটা করিয়া খাইলেও খাদ্যদ্রব্য চারি দিনের অধিক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না।—*Story of Cawnpur p. 134.*

হইতেছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইল। অভাগিনী অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্ত গুলির আঘাতে শিশু সন্তানের সহিত আত্মবিসর্জ্জনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, কিন্তু একজন সৈনিক অভাগিনীকে আত্মহত্যা করিতে দিল না। অভাগিনী তীব্র যাতনানলে নিরন্তর বিদগ্ধ হইয়া জীবনপরিত্যাগের জন্য সেই স্থান হইতে অপসারিত হইল*। রাত্রিতেও কূপ হইতে জল তুলিবার সুবিধা ছিল না। জল তোলার শব্দ শুনিলেই আক্রমণকারিগণ সেই দিকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিত। ভিস্তিগণ যখন নিহত হইল, তখন জন্ ম্যাক্‌ফিলপ্-নামক একজন, সিবিল কর্ম্মচারী জল তুলিবার ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে গুলির আঘাতে হতভাগ্য কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইল। তিনি বহুমূল্য পানীয় একজন মহিলাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আসন্নকালেও প্রতিশ্রুতি-পালনে তাঁহার ঔদাসীন্য রহিল না। তিনি কাতরস্বরে সেই তৃষ্ণার্ত্তমহিলার জীবনরক্ষার জন্য সেই অমূল্য পানীয় দিতে বলিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইরূপে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। শিশুসন্তানগুলি বিশুষ্ক-মুখে জলের পুরাতন থলিয়া, আর্দ্র কান্‌বিশ্ বা চর্ম্ম চুষিতে লাগিল। একবিন্দু জলে বিশুষ্ক ওষ্ঠ আর্দ্র করিবার জন্য উহারা ঐ সকল দ্রব্য মুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত করিল না। আত্মরক্ষাকারিগণ ঈদৃশ শোচনীয় দৃশ্যে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। অনশনে, অনিদ্রায়, পানীয়ের অভাবে, শত্রুর নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতেও তাঁহারা ধীরতারক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু প্রাণসমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা জামা ও মোজার অধিকাংশই আহতদিগের ক্ষতস্থান বান্ধিবার জন্য দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের গাত্রচ্ছদ বা পদাবরণ অধিক ছিল না। এদিকে জলের অভাবে শিশুদিগের গাত্র মার্জ্জিত হইত না। মহিলাদিগের পরিচ্ছদও পরিষ্কৃত করিবার সুবিধা ছিল না। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে যেরূপ সকলে বিশুষ্ক ও কঙ্কালমাত্রে

* *Martin, Indian Empire Vol, II p. 257*

পর্য্যবসিত হইতে লাগিল, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদের অভাবে সেইরূপ সকলে পঙ্কিলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য সমস্তই অন্তর্হিত হইল। বিপক্ষেরা যখন সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের এইরূপ অভাবের বিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আশার সঞ্চার হইল। তাহারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হইয়া, সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তিন সপ্তাহ এইরূপে অতিবাহিত হইল। তিন সপ্তাহের মধ্যে অবরুদ্ধগণ আত্মপক্ষের আড়াইশত ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত কূপে সমাহিত করিলেন*। তিন সপ্তাহকাল তাঁহারা অসহনীয় কষ্ট অশ্রুতপূর্ব্ব যাতনাভোগ করিলেন। কোন স্থান হইতে তাঁহাদের সাহায্যজন্য সৈন্য আসিল না। এদিকে শত্রুর গোলাবৃষ্টিতে ও অতিসারপ্রভৃতি রোগে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হইল। তাঁহাদের কামান সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। তাঁহাদের বারুদ, গোলা প্রভৃতি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব উপস্থিত হইল। অনশনে অধ্যুষিত স্থান রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছিল। স্ত্রীলোক, বালকবালিকা ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়া, শত্রুর ব্যূহভেদ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমনেরও সুবিধা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাংশে হতাশ হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা বিষণ্ণভাবে ও কাতরনয়নে আপনাদের অবস্থায় পরিতপ্ত হইতেছিলেন, তখন সহসা একটি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলা মৃৎপ্রাচীরের সমীপবর্ত্তিনী হইল। একজন ইউরোপীয় শান্ত্রী গুপ্তচর ভাবিয়া তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। অমনি কাপ্তেন টমসন তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। মহিলা নানা সাহেবের শিবির হইতে একখানি পত্র লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল †। পত্রে এই কয়েকটি কথা

* সিপাহীদিগের কত ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই। কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে গমন করেন, তখন একজন বিপক্ষ সিপাহীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সিপাহী পূর্ব্বে তাঁহাদের দলে ছিল। কাপ্তেনের জিজ্ঞাসায় সিপাহী কহিয়াছিল, তাহাদের ৮০০ হইতে ১০০০ লোক নিহত হইয়াছিল।—*Thomson Story of Cawnpur, p.* 104.

† কেহ কেহ এই মহিলাকে গ্রিনওয়ে নামক কাণপুরের একজন ধনী সাহেবের পত্নী বিবি গ্রিনওয়ে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা ঘড়ীওয়ালা জেকবি সাহেবের

লিখিত ছিল, "মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজাগণ-সমীপে,—লর্ড ডালহৌসীর কার্য্যের সহিত যাহাদের কোন অংশে কোনরূপ সংস্রব নাই এবং যাহাদের অস্ত্রাদিপরিত্যাগের ইচ্ছা আছে, তাহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবে।" পত্রখানি আজিম উল্লার হস্তলিখিত। উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না, বৃদ্ধ সেনাপতি পত্র পাইয়া, আত্মসমর্থনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নানা সাহেব বা তদীয় মন্ত্রী আজিম উল্লার উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তিনি অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগকে লইয়া বিপক্ষের নিকটে উপনীত হইতে সম্মত হইলেন না। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অফিসরেরাও অন্তিমকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি, কাপ্তেন মুর ও হুইটিং নামক দুইজন সহযোগীর সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই কহিলেন, যদি স্ত্রীলোক, শিশুসন্তান ও বহুসংখ্যক পীড়িত ব্যক্তি নিকটে না থাকিত তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর ছিল। কিন্তু যখন এই সকল অসহায় জীবের রক্ষার কোন উপায়ই নাই, তখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই ⁎ উচিত। সুতরাং নানা সাহেবের নামে আজিম উল্লার হস্তে লিখিত যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইল না। আগন্তুক মহিলা নানা সাহেবের শিবিরে উপনীত হইয়া, প্রকাশ করিল যে, সেনাপতি হুইলর ও তাঁহার প্রধান অফিসরেরা উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন। এই সংবাদে সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের প্রতি গোলানিক্ষেপে নিরস্ত থাকিল। পরদিন (২৬শে) প্রাতঃকালে আজিম উল্লা ও নানা সাহেবের অশ্বারোহিদলের অধ্যক্ষ জোয়ালাপ্রসাদ ইউরোপীয়-দিগের মৃৎপ্রাচীরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। কাপ্তেন মুর, হুইটিং ও ডাকঘরের কর্ম্মচারী রোডে সাহেব সমাগত দূতদ্বয়ের সহিত সমস্ত বিষয় ঠিক করিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অবধারিত হইল যে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান, তাঁহাদের কামান ⁎

পত্নী বলিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিলেন। বিবি জেকবি পাল্কীতে আসিয়াছিলেন।—*Trevilian Cawnpur, p 217.*

তাঁহাদের টাকাকড়ি, পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আপনাদের বন্দুক ও অস্ত্র এবং প্রত্যেকে ষাটিবার গুলিনিক্ষেপের উপযোগী বারুদ ও টোটা লইয়া যাইতে পারিবেন। নানা সাহেব তাঁহাদিগকে নিরাপদে নদীতটে লইয়া যাইবেন বটে তাঁহাদের জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকিবে এবং তাঁহাদের আহারের জন্য পর্য্যাপ্তপরিমাণে আটা দেওয়া হইবে। এই সময়ে, আজিম উল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদের সঙ্গীদিগের কেহ কেহ কহিল, "আমরা পাঁঠা ও ভেড়াও দিব।" এই সকল প্রস্তাব কাগজে লিখিত ও আজিম উল্লার হস্তে সমর্পিত হইল। আজিমউল্লা উহা নানা সাহেবের নিকটে লইয়া গেলেন। অপরাহ্নে একজন সওয়ার ইঙ্গরেজদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ নানা সাহেব সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার আদেশে অদ্য রাত্রিতেই সকলকে পাচীরবেষ্টিত স্থানপরিত্যাগ করিতে হইবে।"

বৃদ্ধ সেনাপতি আবার আপত্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে যাত্রা করা অসম্ভব বলিয়া, তিনি সন্ধিপত্র ফিরাইয়া দিলেন, এবং কহিলেন যে পরদিন প্রাতঃকাল ভিন্ন তাঁহারা কোন ক্রমে আপনাদের স্থানপরিত্যাগ করিতে পারেন না। সওয়ার চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "ইঙ্গরেজদিগের বর্ত্তমান অবস্থা মহারাজ ধুন্দুপন্থ নানা সাহেবের অবিদিত নাই। মহারাজ যদি আবার গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।" কিন্তু ইঙ্গরেজেরা এই ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত অশ্বারোহীকে কহিলেন, "আমরা অটলভাবে বীরশয্যায় শয়ন করিব, তথাপি এই রাত্রিতে স্থানপরিত্যাগ করিব না।" অশ্বারোহী প্রতিগমন করিল। কিয়ৎকাল পরে আবার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কহিল, "নানা সাহেব তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।" বিপক্ষের শিবির হইতে তিন ব্যক্তি আসিয়া প্রতিভূস্বরূপ সেই রাত্রিতে ইঙ্গরেজদের নিকটে রহিল। ইহাদের মধ্যে জোয়ালাপ্রসাদ ছিলেন। তিনি মুখে বৃদ্ধ সেনাপতির নিকটে বিশিষ্ট সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। দীর্ঘকাল সিপাহীদিগের মধ্যে

থাকিয়াও যে, সেনাপতিকে শেষ দশায় সেই অধীন সিপাহীদিগেরই হস্তে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইতে হইল, এজন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করিতেও বিমুখ হইলেন না। সূর্য্য অস্তগত হইবার প্রাক্কালে ইঙ্গরেজেরা আপনাদের কামানসমূহ বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিপক্ষের কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক সমস্ত রাত্রি সেই কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। নৌকা সকল প্রস্তুত রহিয়াছে কি না, দেখিবার জন্য ইঙ্গরেজপক্ষের তিনটি সৈনিক পুরুষ হাতীতে চড়িয়া গঙ্গার ঘাটে গমন করিলেন। কতিপয় সওয়ার তাঁহাদিগকে ঘাটে লইয়া গেল। তাঁহারা ঘাটে গিয়া, প্রায় চল্লিশখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন। কোন কোন নৌকার ছই প্রস্তুত ছিল। কোন খানির ছই প্রস্তুত হইতেছিল। খাদ্যদ্রব্যসংগ্রহেরও আয়োজন হইতেছিল। ইহা দেখিয়া সৈনিক পুরুষত্রয়ের মনে কোনরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইল না*। সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীরাও তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট করিল না। তাঁহারা অক্ষতশরীরে ও অসন্দিগ্ধভাবে আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। টড্ নামক একজন ইঙ্গরেজ নানা সাহেবকে ইঙ্গরেজীশিক্ষা দিতেন। তিনি সন্ধিপত্র লইয়া নানার স্বাক্ষরের জন্য সবেদা কুটীতে গেলেন। নানা আপনার শিক্ষাগুরুর যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সৌজন্যের কোনও ত্রুটি লক্ষিত হইল না। তিনি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া শিক্ষাগুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

* ইঁহারা যখন ঘাটে উপনীত হয়েন, তখন ইঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। বহ্ণিকাশ পদাতিদলের অধিনায়ক কর্ণেল উইলিয়মসের ভৃত্য কয়েকটি আঙ্গুর লইয়া ইঁহাদের নিকট উপনীত হয় এবং আগ্রহসহকারে প্রভুর কুশল জিজ্ঞাসা করে। অধিনায়কের মৃত্যু হইয়াছিল। তদীয় পত্নী জীবিত ছিলেন। ২৭শে জুন যখন ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদ যাইবার জন্য গঙ্গার ঘাটে উপনীত হয়েন, তখন এই বিশ্বস্ত ভৃত্য আপনাকে প্রভুপত্নীর নিকটে লইয়া যাইবার জন্য বহ্ণিকাশ দলের হাবিলদার আনন্দদীনকে অনুরোধ করে। আনন্দদীন ইঙ্গরেজের বিপক্ষদলে মিশিয়াছিল; এজন্য ভৃত্যকে কহিল, সে আর অধিনায়কের পত্নীর মুখ দেখাইতে পারে না; ইহা কহিয়া চারি জন সিপাহী দ্বারা ভৃত্যকে তাহার প্রভুপত্নীর নিকটে পাঠাইয়া দিল। ভৃত্যেরা অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া, প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিলেও প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই।—*Trevelyan, Cawnpur. p. 237-238.*

টড্ সাহেব নানার শিষ্টতায় পরিতুষ্ট হইয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২৭ শে জুন প্রত্যূষে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আপনারা অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিবেন ভাবিয়া, সকলেই আশ্বস্তহৃদয়ে দ্রব্যাদির সংগ্রহে তৎপর হইলেন। কেহ কেহ মূল্যবান্ অলঙ্কারের বাক্স গোপনীয় স্থান হইতে বাহির করিলেন। কেহ কেহ শান্তিদায়ক ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। কেহ কেহ আপনাদের চিরসহচর পিস্তল ও বন্দুক লইয়া, বাহিরে আসিলেন। ইঁহাদের বিষাদ-মলিন মুখমণ্ডল আবার অভিনব আশায় প্রফুল্ল হইল। ইঁহারা ধীরে ধীরে একে একে আপনাদের দুঃসহ দুঃখের সাক্ষীভূত ও আপনাদের শোচনীয় অবস্থার নিদর্শনজ্ঞাপক স্থানের নিকটে বিদায়গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা যাতনায় অবসন্ন, অনাহারে শীর্ণ ও দুশ্চিন্তায় মলিন হইয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য-শালিনী মহিলাদিগের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছিল। যুবতীর যৌবনদশা অন্তর্হিত হইয়াছিল। বালকবালিকার কুসুম-কোমল কলেবর কঙ্কাল-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। সকলের ললাটে গভীর বিষাদের রেখাপাত হইয়াছিল। সকলের মুখমণ্ডলই বিষম অন্তর্দ্দাহে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, এবং সকলের অপরিষ্কৃত ও ছিন্ন পরিচ্ছদই নিরতিশয় শোচনীয় দশার পরিচয় দিতেছিল। ইঁহাদিগকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার জন্য হাতী ও পাল্কী প্রস্তুত ছিল। মহিলাগণ ও বালকবালিকাদিগের অনেককে গরুর গাড়ী বা হাতীতে এবং রুগ্ন ও আহতদিগকে পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। সমর্থ ইউরোপীয়গণ কটিদেশে পিস্তল ও স্কন্ধদেশে বন্দুক লইয়া বীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে একে একে এইরূপে সর্ব্বসমেত প্রায় ৪৫০ জন ইউরোপীয় তীরাভিমুখে গমন করিলেন *। নগরের অধিবাসীরা ইঁহাদিগকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ইঁহাদের বিশীর্ণ দেহ, ইঁহাদের মলিন পরিচ্ছদ, ও ইঁহাদের বিষণ্ণভাব দেখিয়া, তাহাদের অনেকে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকে বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং

* *Trotter, British Empire in India, Vol II. p 142*

অনেকে আপনাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ভাবের পরিচয় দিবার সুযোগপ্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত পদব্রজে নদীতটে উপনীত হইলেন*।

গঙ্গার সতীচৌর ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। এই ঘাট ইঙ্গরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের এক মাইল দূরবর্ত্তী ও উত্তরপশ্চিম দিকে অবস্থিত। ঘাটের নিকটে হরদেবের একটি মন্দির ছিল। নিকটবর্ত্তী সতীচৌর পল্লীর নামানুসারে ঘাট উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ঘাটে যাইবার পথে একটি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠময় সেতু ছিল। ইঙ্গরেজেরা এই সেতু দিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিপাহীরা নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা এক সময়ে যে সকল অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হইত, তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিল না। কথিত আছে, একজন আহত সেনানায়ক সকলের শেষে পাল্কীতে যাইতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা বনিতা পদব্রজে তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতেছিলেন। কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাদিগকে এইরূপ অসহায় দেখিয়া পাল্কীবাহকদিগের গতিরোধ করিল। বাহকেরা তাহাদের কথায় পাল্কী নামাইল। অমনি তাহারা আপনাদের অধিনায়কের নিহত করিল। কর্ণেলের বনিতাও তাহাদের অস্ত্রাঘাতে মৃত স্বামীর পার্শ্বে দেহত্যাগ করিলেন।

* কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, সেনাপতি আত্মপরিবারবর্গের সহিত পদব্রজে গিয়াছিলেন (*Thomson, Story of Cawnpur p.* [illegible]) অন্যমতানুসারে সেনাপতির স্ত্রী ও দুহিতারা নানাসাহেবের হাতীতে (নানা, বৃদ্ধ সেনাপতিকে সম্মান দেখাইবার জন্য এই হাতী পাঠাইয়াছিলেন) গিয়াছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং পাল্কীতে নদীতটে উপনীত হইয়াছিলেন। জলের ধারে আসিয়া সেনাপতি বেহারাদিগকে কহিলেন 'আমাকে নৌকার দিকে আর একটু দূর লইয়া যাও।' একজন সোয়ার তাঁহাকে বলিল 'না'। 'এখানে পাল্কী হইতে বাহির হও।' সেনাপতি যেমন বাহির হইলেন, অমনি সোয়ার তাঁহার গলদেশে অসির আঘাত করিল। সেনাপতি জলে পতিত হইলেন (*Trevelyan, Cawnpore p. 247*) এরূপ পরস্পরবিরোধী কথা হইতে সত্যের নির্দ্ধারণ বড় সহজ নহে।—*Kaye Sepy War Vol II 357, note.*

উপস্থিত সময়ে ভাগীরথী অতি সঙ্কীর্ণা ছিল। বর্ষার জল না হওয়াতে স্থানে স্থানে চড়া জাগিয়াছিল। এদিকে নৌকায় উঠিবার সিঁড়ী ছিল না। চড়ার জন্য নৌকাও তটদেশের সহিত সংলগ্ন ছিল না। জলবৃদ্ধি না হওয়াতে তটভূমিও অতি উচ্চ ছিল। ইউরোপীয়েরা হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া মহিলা, বালকবালিকা, রোগাতুর ও আহতদিগকে নৌকায় তুলিতে লাগিলেন। বেলা নয়টার মধ্যে প্রায় সকলেই নৌকায় উঠিল। তটদেশে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। তাঁতিয়া তোপী তটদেশবর্ত্তী দেবমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আজিম উল্লা টীকাসিংহ প্রভৃতিও ঐ স্থানে ছিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকেরা তটদেশে আপনাদের অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈনিকেরাও ঐ স্থানে রহিয়াছিল। ইহারা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিল না। ভেরী বাজিয়া উঠিল। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতে অবিলম্বে ভীষণ সংহারকার্য্যের অনুষ্ঠান হইল।

নৌকারূঢ় ইউরোপীয়েরা ভেরীধ্বনিতে চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এ দিকে ভেরী বাজিয়া উঠিলেই, নৌকার মাঝি মাল্লারা নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে তীরাভিমুখে ধাবিত হইল। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে তাহাদের কেহ কেহ প্রজ্বলিত অঙ্গার নৌকার তৃণাচ্ছাদিত ছইয়ের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে ত্রুটি করিল না। অবিলম্বে নৌকার ছই জ্বলিয়া উঠিল। কথিত আছে, তাঁতিয়া তোপীর আদেশে কয়েকটি কামান নদীতটে আনীত হইয়াছিল। এখন ঐ সকল কামান হইতে গোলার পর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। রুগ্ন ও আহত ব্যক্তি এবং বালকবালিকাগণের অনেকে প্রজ্বলিত অনলে বিদগ্ধ হইল। মহিলারা প্রাণাধিক সন্তান গুলিকে বকে লইয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু অভাগিনীরা পরিত্রাণ পাইল না। অশ্বারোহিগণ জলমধ্যে অশ্ব পরিচালিত করিয়া তাহাদের অনেককে নিহত করিল। জাহ্নবীর পবিত্র জল নিঃসহায় নির্দ্দোষ ও নিরীহ জীবের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যাহারা দৌড়িয়া তটদেশে উপনীত হইল, তাহাদের কেহ কেহ পদাতির সঙ্গীনে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ অবরুদ্ধ হইল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত

সিপাহীদিগের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। অশীতিপর সেনাপতিকে দেখিয়া তাহারা বিচলিত হইল না। অসহায় মহিলাদিগের দুর্দ্দশায় তাহারা কাতর হইয়া পড়িল না, বা মাতার বক্ষঃস্থলস্থিত নিরীহ শিশুর বিষণ্ণ ভাবেও তাহারা কৃপাপ্রকাশ করিল না। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় শান্তিদায়িনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে অবাধে কোমলাঙ্গী কামিনীর ও কোমলপ্রাণ শিশুদিগের শোণিতপাত হইল। হিতৈষিণী অবলা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কাতর হইল না। একটি নীচজাতীয়া দরিদ্রা হিন্দু-রমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গী সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের মাতা পিতা, উভয়েই অবরোধের সময়ে নিহত হইয়াছিল, কেবল এই দরিদ্রা স্ত্রীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল; দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটির জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল সুতরাং তাহাকে সে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃহীন ও মাতৃহীন দুঃখী সন্তান, কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রী শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশ বৎসরবয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। সে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সন্তানটিকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিয়া, পুত্রের সহিত নৌকা হইতে নামিল এবং সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামানধ্বনি ও কৃতাস্ত্রসহচর সিপাহীদিগের কলরবমধ্যে অসহায় রমণী দুইটি সন্তান লইয়া প্রাণভয়ে তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহীগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের একজন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া, ফিরিঙ্গীসন্তানকে ধরিবার জন্য বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না, নিজের অঙ্গাচ্ছাদন দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া, বাহু-দেশমধ্যে চাপিয়া রাখিল।

সিপাহী অসির আস্ফালন করিয়া, তীব্রভাবে কহিল, "বালকটিকে হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

তেজস্বিনী ধাত্রী গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, "আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর।"

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই।" সিপাহী সরোষে ইহা কহিয়া, পুনরায় হস্তপ্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতরস্বরে কহিল, "মা! শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণরক্ষা কর।"

পুত্রের কাতর প্রার্থনায় দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না; নির্ভয়ে অটলসাহসে উত্তর করিল, "না, তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল, দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল। আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা অনাথ শিশুর জন্য নীরবে, ধীরভাবে প্রাণবিসর্জ্জন করিল।

সিপাহী ফিরিঙ্গীশিশুটিকে বধ করিল। এক মাত্র ধাত্রীপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহী তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর কথা উত্থাপিত হইলে, সে কহিত, "মা আমার কথা শুনিলে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গীশিশুকে বাঁচাইতে যাইয়া, উভয়েই হত হইলেন।"

কথিত আছে, ইঙ্গরেজেরা আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ করিলে কতকগুলি লোক মূল্যবান দ্রব্যাদি পাইবার আশায় ঐ স্থানে গমন করে। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হয় নাই। একজন উষ্ট্রপরিচালক সর্ব্বপ্রথম যাইয়া তিনটি অকর্ম্মণ্য পিত্তলের কামান, দুইটি ঘৃতের বোতল ও কিছু ময়দা দেখিতে পায়। এতদ্ব্যতীত এগার জন লোক তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়। হতভাগ্যেরা লেপের উপর শয়ান ছিল। অনেকের তখনও নিশ্বাস বহিতেছিল।

কিন্তু কাহারও বাঁচিবার আশা ছিল না। ইউরোপীয়েরা ইহাদের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই।

নদীতটে যখন ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন সৈনিক নিবাসের প্রশস্ত ক্ষেত্রাস্থিত পটবাসে নানা সাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি দূরে কামান ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার পারিষদবর্গ আবার ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হইল। তিনি চিন্তাকুলহৃদয়ে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন সওয়ার তীরবেগে আসিয়া সতীচৌরা ঘাটের সংবাদ দিল। নানা সাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নবলাবীর হত্যার সংবাদে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইল। মনোযাতনাব্যঞ্জক বিষণ্ণ ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তিনি ভাবিলেন, হতভাগ্যেরা জীবিত থাকিলে তাঁহার পক্ষে বিস্তর সুবিধা হইত। যাহা হউক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি সমাগত সংবাদবাহক দ্বারা ঘটনাস্থলে এই আদেশ পাঠাইলেন যে অবিলম্বে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিয়া হতাবশিষ্টদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। আদেশ প্রতিপালিত হইল। অনুমান ১২৫ জন অবরুদ্ধ হইয়া, যে পথে নদীতটে আসিয়াছিল আবার সেই পথেই নগরে চলিয়া গেল। ইহাদের অনেক আহত হইয়াছিল। জলমগ্ন হওয়াতে অনেকের বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল অনেকের দেহ নদীকর্দ্দমে অবলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যখন কাণপুরের কারাগারে যাইতেছিল তখন বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র নিহত সহযাত্রীদিগের অনুগামী হইল না বলিয়া, আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেছিল।

তাঁতিয়া তোপী ইংরেজদিগের আত্মসমর্পণ ও হত্যার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—'ইতঃপূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোক নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিল। নানা সাহেব ইহার দ্বারা সেনাপতি হুইলারের নিকটে এই বলিয়া এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, সিপাহীরা তাঁহার আদেশপালন করে না। সেনাপতি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাকে ও প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়দিগকে নৌকায় এলাহাবাদে পাঠাইতে পারেন।

সেনাপতি ইহাতে সম্মত হয়েন, এবং সেই দিন অপরাহ্ণে নানা সাহেবের নিকটে রাখিবার জন্য এক লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন। পর দিন আমি চল্লিশ খানি নৌকা সংগ্রহ করি, এবং সাহেব, বিবি ও শিশু সন্তানগুলিকে নৌকায় তুলিয়া, সকলকে এলাহাবাদে রওনা করিয়া দিই। এই সময়ে সমগ্র অশ্বারোহী, পদাতি ও গোলন্দাজসৈন্য নদীতটে উপনীত হয়। সিপাহীরা লম্ফ দিয়া জলে নামিয়া, সাহেব বিবি, বালকবালিকা, সকলকেই বধ করিতে থাকে। তাহারা আগুন লাগাইয়া উনচল্লিশখানি নৌকা নষ্ট করে। একখানি মাত্র রক্ষা পাইয়া কালোকাঁকুড় পর্য্যন্ত যায়। শেষে ঐ নৌকাও কাণপুরে ফিরাইয়া আনা হয়। ঐ নৌকার আরোহীরা মৃত্যুমুখে পাতিত হয়। ইহার চারি দিন পরে নানা সাহেব মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিঠুরে গমন করেন।" উপস্থিত বিষয়ের সত্যতানিরূপণ জন্য অনেকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। একজন কহে, "তাঁতিয়া তোপী আমার সাক্ষাতে সকলের হত্যার জন্য সেনাপতি টীকা সিংহকে আদেশ করেন।" আর একজন বলে, "আমি তাঁতিয়া তোপীর নিকটে লুক্কায়িত ছিলাম। তাঁতিয়া তোপী ইউরোপীয়দিগের হত্যার জন্য সওয়ার পাঠাইতে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের সুবেদার সেনাপতি টীকা সিংহের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন।" তৃতীয় ব্যক্তি নির্দ্দেশ করে "নানা সাহেবের আদেশে তাঁতিয়া তোপী হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন।" এই সকল কথায় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসলেখক কে সাহেব তাঁতিয়া তোপীকেই দোষী স্থির করিয়াছেন*। তাঁতিয়া তোপী দোষী হইতে পারেন, আজিম উল্লা বা টীকা সিংহ এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারেন। ইঁহারা নানা সাহেবের নামেই সমস্ত কার্য্য করিতেছিলেন। যে হেতু, তখন সকল বিষয়ই নানা সাহেবের আদেশে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া প্রচারিত হইত। নানা সাহেব যে, তখন সিপাহীদিগের আয়ত্ত ছিলেন, তাহা তাঁতিয়া তোপীর কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এ দিকে ঘটনাক্রমে একখানি নৌকায় আগুন লাগে নাই। ঐ নৌকাও

* *Kaye, Sepy War. Vol. II, p. 340-341, note.*

তত ভারী ছিল না। সুতরাং উহা চড়ায় লাগিলে আরোহীরা প্রাণপণে কাঁধ দিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ নৌকায় কাপ্তেন টম্‌সন্, মূর, ডিলাফোসি প্রভৃতি বীর পুরুষেরা ছিলেন। ইঁহারা প্রাচীর বেষ্টিত স্থানরক্ষার জন্য যথোচিত সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন এখন আপনাদের অধিষ্ঠিত তরী রক্ষা করিতেও সেইরূপ সাহস ও পরাক্রম দেখাইতে উদ্যত হইলেন। সিপাহীরা তটদেশ হইতে অবিশ্রান্তভাবে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কাপ্তেন মূর ও তৎসহযাত্রীদিগের কেহ কেহ গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেকে আহত হইল। নিহত ও আহতগণ নৌকার তলদেশে পড়িয়া রহিল। আরোহীরা শবরাশি টানিয়া বাহির করিতে লাগিল, এদিকে নৌকায় কোন খাদ্য দ্রব্য ছিল না। এ সময়ে গঙ্গার জলমাত্র তাঁহাদের উদরপূর্তি ও তৃষ্ণানিবারণের অদ্বিতীয় অবলম্ব হইল। ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল। পশ্চাদ্ধাবিত আক্রমণকারীরাও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু ইহাতেও আরোহীদিগের কষ্ট বা বিপদের অবসান হইল না। নৌকার হাল বা দাঁড় ছিল না। মাঝি বা মাল্লারা উপস্থিত ছিল না। কর্ণধার ও ক্ষেপণীক্ষেপকের অভাবে, নৌকা কখন কখন স্রোতো-বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখন কখন চড়ায় লাগিয়া রহিল। যে স্থানে চড়ায় আবদ্ধ হইতে লাগিল, সেই স্থানেই আরোহীরা আবার উহা ভাসাইয়া দিতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। মানুষ চিরদিনই অবস্থার দাস; সে যখন যে অবস্থায় পতিত হয়, তখন আপনাদের মঙ্গলের জন্য সেই অবস্থানুরূপ বিষয়েরই কামনা করিয়া থাকে। আরোহীরা যখন কাণপুরের মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল, তখন তাহারা তপনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধীভূত হইলেও বৃষ্টির কামনা করে নাই। যে হেতু, বৃষ্টি হইলেই তাহাদের আত্মরক্ষার অবলম্বন মৃৎপ্রাচীর প্রক্ষালিত হইয়া যাইত। অবরোধকারীরা ঐ সুযোগে তাহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিত। কিন্তু এখন তাহারা নৌকায় থাকিয়া প্রতিদিনই বৃষ্টির কামনা করিতে লাগিল। যে সকল চড়া তাহা-দিগকে নিরন্তর কষ্ট দিতেছিল, নিরন্তর তাহাদের নৌকা আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল, বৃষ্টি হইলে সেই সকল চড়া ডুবিয়া যাইত। গঙ্গার স্রোতও অপেক্ষাকৃত প্রবল হইত এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত তরী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর

প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে থাকিত। কিন্তু প্রথম দিন হতভাগ্য আরোহী-দিগের কামনা পূর্ণ হইল না। তাহাদিগকে চড়া ঠেলিয়াই যাইতে হইল। এদিকে নবাব উভয় তটে উত্তেজিত জনসাধারণ তাহাদের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৮শে জুন কাণপুরের নিকটবর্ত্তী নজফগড় নামক স্থানে আরোহীদিগের নৌকা আবার চড়ায় লাগিয়া গেল। আবার আরোহীদিগের প্রতি গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। একটি কামান নদীতটে স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে এরূপ প্রবল বেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, বিপক্ষেরা গোলাবৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। সূর্য্যাস্ত সময়ে কাণপুর হইতে ৫০।৬০ জন সশস্ত্র সিপাহী একখানি নৌকায় চড়িয়া নৌকারোহী ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। ঘটনাক্রমে তাহাদের নৌকাও চড়ায় লাগিয়া গেল। এই সুযোগে ইউরোপীয়দিগের ১৮।১৯ জন উৎসাহিত হইয়া গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে আক্রান্তগণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। তাহাদের অতি অল্প লোকই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। আরোহীরা বিপক্ষদিগের নৌকা অধিকার করিল। উহাতে বারুদ টোটা প্রভৃতি পর্য্যাপ্তপরিমাণে ছিল, কিন্তু খাদ্য সামগ্রী অধিক ছিল না। জয়শ্রীর অধিকারী হইলেও ইউরোপীয়দিগের বিষণ্ণতা অন্তর্হিত হইল না। নিদারুণ জঠরানল তাঁহা-দিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিদগ্ধ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। আরোহীরা ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া, নিদ্রাভিভূত হইল। এই সময়ে সহসা ঝটিকার আবির্ভাব হইল, নৌকা ঝটিকা-বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল; চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং নৌকা কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে আরোহীরা বুঝিতে পারিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা দেখিল, তাহাদের আশ্রয়তরী আবার নদীতটে সংলগ্ন হইয়াছে। এই সময়ে অনেক স্থানই উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীদিগের দেখাদেখি ইহারাও উত্তেজিত হইয়া, ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। ইহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইয়াছে। সুতরাং, ইহারা কোম্পানির বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের সৌভাগ্য-

বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। পলায়িতদিগের নৌকা যখন তীরে লাগিল, তখন পশ্চাদ্ধাবমানকারী বিপক্ষগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ উদ্ধত ও উত্তেজিত লোকে আক্রান্ত হইয়া পলায়িতেরা আবার আত্মরক্ষায় উদ্যত হইল। তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। আহারের অভাবে তাহাদের দেহ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সময়োচিত বিশ্রামের অভাবে তাহাদের দেহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল; পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাতে তাহাদের তেজস্বিতার হ্রাস হইয়াছিল, তথাপি তাহারা নিরস্ত হইল না। কাপ্তেন টমসন্ কতিপয় সৈনিক পুরুষকে সঙ্গে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া, আক্রমণকারীদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন তীরে সশস্ত্র সিপাহীর সহিত নিরস্ত্র লোকও উপস্থিত ছিল। চৌদ্দজন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ সেই ঘোরতর বিপত্তিকালে বন্দুক ও সঙ্গীন লইয়া তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। এদিকে তাহাদের বিপন্ন সহযাত্রিগণ নৌকায় রহিল।

কাপ্তেন টমসন্ সহযোগীদিগের সহিত যখন নদী হইতে অগ্রসর হইয়া সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহাদের নৌকা আবার ভাসিতে ভাসিতে দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইল। অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টিতে আক্রমণকারী সিপাহীরা হটিয়া গেল। টমসন্ সহযোগিবর্গের সহিত তীরে আসিয়া দেখিলেন, নৌকা অন্তর্হিত হইয়াছে, হতভাগ্য আরোহীদিগের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহারা আর জানিতে পারিলেন না। এদিকে তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে স্থানের ভূস্বামী বাবুরাম বক্স তাঁহাদের বিপক্ষ ছিলেন। বাবুরাম বক্সের আদেশে সশস্ত্র লোকে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমন করিতে লাগিল। তাঁহারা আহত হইয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিন মাইল যাইয়া, তাঁহারা সম্মুখে একটি দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হতভাগ্য পলাতকেরা ঐ মন্দিরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মন্দিরে শীতল পানীয় জল ছিল। উহাতে হতভাগ্যদিগের তৃষ্ণাশান্তি ও কথঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি হইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্ধাবমানকারীরা মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া পলায়িতদিগকে আক্রমণ করিল। পলাতকদিগের চারি জন দ্বারদেশে থাকিয়া সঙ্গীন দ্বারা আক্রমণ

কারীদিগকে বাধা দিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের গুলিতে আক্রমণকারীদের কেহ কেহ গতাসু হইল। এইরূপে বাতায়নহীন সঙ্কীর্ণ মন্দিরে থাকিয়া হতভাগ্য ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোকে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি মন্দিরের প্রবেশপথে সজ্জিত করিল এবং উহাতে আগুন দিয়া, আপনারা সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ভাবিয়া ছিল, ধূমস্তূপে আত্মরক্ষাকারীদিগের নিশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এসময়ে পবনদেব হতভাগ্যদিগের সহায় হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুবেগে ধূমরাশি মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া অন্যত্র ধাবিত হইল। প্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া, আক্রমণকারিগণ অতঃপর বারুদের থলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতরাং পলায়িতেরা আর মন্দিরে থাকিতে পারিল না। তাহারা উন্মত্তভাবে ও অসমসাহসে আক্রমণকারীদিগের ব্যূহভেদ করিয়া নদীতটাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। চৌদ্দ জনের মধ্যে সাত জন প্রাণ লইয়া নদীতটে উপনীত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাদের অস্ত্রাদি ফেলিয়া জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিল। এই সাত জনের মধ্যে তিন জন, তটবর্ত্তী লোকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সন্তরণপটু ছিল বলিয়া, অবশিষ্ট চারি জন আত্মজীবনরক্ষা করিল। ইহারা যখন জাহ্নবীজলপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তীরবর্ত্তী কতিপয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে কহিল, "সাহেব! সাহেব! কেন তোমরা সাঁতার দিতেছ। আমরা বন্ধুভাবে আসিয়াছি।" সন্তরণকারিগণ সহসা তাহাদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিল না। কিন্তু যখন তাহাদের প্রস্তাবক্রমে তীরবর্ত্তী লোকে আপনাদের অস্ত্রাদি জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল তখন সন্তরণকারীরা ধীরে ধীরে তীরে আসিতে লাগিল। তীরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অযোধ্যার অন্তঃপাতী মোরারমৌ নামক স্থানের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভূস্বামী রাজা দিগ্বিজয় সিংহের প্রজা। ইহারা অবসন্ন সন্তরণকারীদিগকে ধরিয়া তীরে উঠাইল। এই চারিজনের মধ্যে কাপ্তেন টমসন্ ছিলেন।

রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত ও নিরতিশয় দয়াশীল ছিলেন। তিনি পলায়িতদিগকে আনিবার জন্য হাতি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পলায়িতেরা তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলে তিনি তাহাদের যথোচিত আদর

ও অভ্যর্থনা করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাহাদের সাহস ও বীরত্বের নিরতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে বিপন্ন অতিথিদিগের বাসজন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, দরজী অতিথিদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিল, চিকিৎসক আহতদিগের ক্ষতস্থানের চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতি পলায়িতগণ তিন সপ্তাহকাল রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে অসুবিধাভোগ করেন নাই। তাঁহাদের আহারের জন্য প্রতিদিন তিন বার করিয়া খাদ্যসামগ্রী আসিত। রাজা ও রাণী, উভয়েই প্রতিদিন তাঁহাদের কুশলজিজ্ঞাসা করিতেন। দিগ্বিজয় সিংহ পরম হিন্দু ছিলেন। স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়াকলাপে তাঁহার যেরূপ বলবতী নিষ্ঠা, সেইরূপ মহীয়সী শ্রদ্ধা ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই বিভিন্নরূপ উপাসনায় যদি উপাসকের চিত্তসংযম ও শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার অকপট ঈশ্বরভক্তিদর্শনে উদারপ্রকৃতি ভিন্নজাতীয় দর্শকের হৃদয়ও ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আর্দ্র হইয়া থাকে। কিন্তু যে রাজার অবিচ্ছিন্ন দয়ায় এবং রাজার অপরিসীম অনুগ্রহে কাপ্তেন টমসন প্রভৃতি নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই দয়াশীল সৌম্যমূর্ত্তি ও বর্ষীয়ান মহাত্মা যখন প্রতিদিন আপনাদের চিরপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অদূরবর্ত্তী দেবমন্দিরে যাইয়া ভক্তিচিত্তে বরণীয় দেবতার আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন, তখন উক্ত আরাধনাপদ্ধতি আশ্রিত ইউরোপীয়দিগের কেবল আমোদের বিষয়ীভূত হইত*। এ সময়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইত না, একজনের অপূর্ব্ব ঈশ্বরভক্তি দেখিয়াও তাঁহারা ঐশ্বরিক তত্ত্বে আকৃষ্ট বা উদারতায় আনত হইতেন না। বালক ক্রীড়নক দেখিয়া যেরূপ আমোদিত হয়, বৃদ্ধ রাজার উপাসনাপদ্ধতি দর্শনে তাঁহাদের সেইরূপ আমোদলাভ হইত। তাঁহারা সাহসে ও বীরত্বে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু উদারতা,

* *Thomson Story of Cawnpur, p. 196 Comp Trevelyan, Cawnpur, p. 208*

শিষ্টতা, গাম্ভীর্য্য এবং জীবনরক্ষাকারী মহাপুরুষের প্রতি হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাবে সহৃদয়সমাজে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইবেন না।

পলায়িতেরা যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন রাজার আদেশে দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না। যেহেতু চারিদিকে উত্তেজিত জনসাধারণ ফিরিঙ্গীদিগের শোণিতপাতের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরাও নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে অবস্থিতি করিতেছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গের বহির্ভাগে গেলেই ঐ সকল উত্তেজিত লোকের আক্রমণে নিঃসন্দেহে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহারা দুর্গমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজার সশস্ত্র অনুচরগণ তাঁহাদের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। কাণপুরের বিপক্ষগণ পলায়িতদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য রাজা দিগ্বিজয় সিংহকে অনুরোধ করিয়াছিল কিন্তু শরণাগতপালক বর্ষীয়ান্ রাজপুত বীর সেই অনুরোধ-রক্ষায় সম্মত হয়েন নাই। তিনি তেজস্বিতাসহকারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহার উপর কাণপুরের কাহারও কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব নাই। তিনি অযোধ্যার অধিপতির করদ, সুতরাং নানাসাহেব বা কাণপুরের কাহারও কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন। বৃদ্ধ বীরপুরুষের এইরূপ আশ্রিত-বৎসলতা, এইরূপ হিতৈষিতা ও এইরূপ পরার্থপরতার মহিমায় নিঃসহায় নিরবলম্ব ও নিপীড়িত ইউরোপীয়েরা বিপত্তিকালেও জীবিত ছিলেন।

পলায়িতদিগকে হস্তগত করিতে না পারিয়া, সময় সময়ে বিপক্ষ সিপাহীরা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। এই সকল সিপাহীর মধ্যে কাপ্তেন টমসনের দলভুক্ত কতিপয় সিপাহীও ছিল। ইহারা কাপ্তেনকে বলিত "কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে" কাপ্তেন বলিতেন, কখনও হইবে না। ৭০।৮০ হাজার বিটিশ সৈন্য শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, ইহাদের আক্রমণে শীঘ্রই তোমাদের বিজয়গৌরব অন্তর্হিত হইবে। সিপাহী কহিত, না না। নানাসাহেব সাহায্যের জন্য কবিয়ায় সোওয়ার পাঠাইয়াছেন। ঐ সোওয়ার উষ্ট্রারোহণে গমন করিয়াছে। নানা সাহেব তোমাদের সকলকেই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। সে স্থান হইতে তোমরা স্বদেশে যাইতে পারিবে। ইহার পর নানা সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইঙ্গলণ্ডজয়ের জন্য জাহাজে গমন করিবেন। কৌতূহলপর সিপাহীরা প্রায়ই এইরূপ কথায় তাহাদের কাপ্তেনের আমোদ জন্মাইত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, রুষিয়ার সম্রাট ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ফিরিঙ্গীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবেন। ফিরিঙ্গীরা সকলের ধর্ম্মনাশের জন্য ময়দার সহিত শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিতেছে। অধিকন্তু সিপাহীরা সর্ব্বদাই বলিত, অযোধ্যা অধিকার করাতেই কোম্পানির রাজত্বশেষ হইবে। কেবল এই একটি কার্য্যেই যে, কোম্পানিকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছে, সিপাহীরা কথোপকথনসময়ে সর্ব্বদা তাহার উল্লেখ করিত। সুচতুর আজিমুল্লার কথায় অদূরদর্শী সিপাহীরা কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রুষদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানা সাহেবের এই মুসলমান সচিব উত্তেজিত সিপাহীদিগকে রুষিয়ার কিরূপ পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর লর্ড ডালহৌসী, অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া আপনাকে ওয়াটর্লুজয়ী বলিয়া যে গৌরবপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই আত্মগৌরব প্রকাশক কার্য্য হইতে পরিণামে কিরূপ ঘোরতর বিপদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এই সকল অনভিজ্ঞ ও নিত্যসন্দিগ্ধ সিপাহীদিগের কথাতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিপক্ষ সিপাহীরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিলেও তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই। টমসন্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন নিরাপদে ও নিশ্চিন্তমনে কালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার পর আশ্রয়দাতা তাঁহাদিগকে স্বপক্ষের অন্য এক ভূস্বামীর নিকটে পাঠাইয়া দেন। এই ভূস্বামীও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্যপ্রকাশে বিমুখ হয়েন নাই। এই স্থান হইতে তাঁহারা নিরাপদে সেনাপতি হাবেলকের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হয়েন। এইরূপে এতদ্দেশীয়দিগের অসামান্য করুণায় চারি জন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষের জীবন রক্ষা হয়। এই দুঃসময়ে অনেকে আপনাদের দয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছিল। মযুর তেওয়ারি নামক একজন সিপাহী ডনকাননামক একজন সাহেবের প্রাণরক্ষা করে। কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও দুইটি কুমারীকে আসন্ন বিপদ্

হইতে বিমুক্ত করে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে এইরূপ এক স্থলে যেমন রৌদ্রভাবের বিবরণ আছে, সেইরূপ স্থানান্তরে করুণায় প্রশান্তভাবের বিকাশ রহিয়াছে। নরশোণিতলোলুপ ঘাতকের হস্তে যেমন অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছে, পরহিতৈষী ও পরদুঃখকাতর এতদ্দেশীয়গণও সেইরূপ অনেকের জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে, এবং কোন কোন স্থলে এই উদ্দেশ্যে অকাতরে ও ধীরভাবে আত্মজীবনও উৎসর্গ করিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয়েরা সহায় না হইলে ইংরেজ এই ভয়ঙ্কর বিপদ্ হইতে সর্ব্বাংশে মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেন না।

নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, চারি জন সাহসী পুরুষ যেরূপে আপনাদের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল। নৌকায় তাঁহাদের যে সকল সহযোগী ছিলেন, তাহারা এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের নৌকা শীঘ্রই ধৃত ও অবরুদ্ধ হইল। নৌকায় প্রায় ৮০ জন আরোহী ছিলেন সকলেই বন্দিভাবে তীরে উঠিলেন এবং পুনরায় বন্দিভাবে গরুর গাড়ীতে উঠিয়া কাণপুরে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষেরা এইরূপে ৬০ জন ৮০ জন ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করিয়া কাণপুরে আনিল*। তাহারা এক স্থানে পুরুষদিগকে মহিলাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। পুরুষেরা সকলেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বিবেচিত হইলেন। কিন্তু সিপাহীদিগের অনেকে ইঁহাদিগের হত্যায় অসম্মতি প্রকাশ করিল†। কথিত আছে, অযোধ্যার সিপাহীরা ইঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেও সম্মত হইল না। ইঁহাদের

* *Kaye Sepoy War, Vol. p. 358, note.*

† কথিত আছে, সেনাপতি হুইলার ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। প্রথম পদাতিদলের সিপাহীরা ইঁহাকে গুলি করিতে আদিষ্ট হইলে, তাহারা ঐ আদেশপালনে সম্মত হয় নাই। যে হেতু বৃদ্ধ সেনাপতি তাহাদের দলের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে অন্যদলের সিপাহীরা তাঁহাদিগকে গুলি করে।—*Trevelyan Cawnpur, p. 278, Comp, Martin, Indian Empire, Vol II* . কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি যে, নদীতটে নিহত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কথিত আছে, বৃদ্ধ সেনাপতির কনিষ্ঠা কন্যা একজন সওয়ারের হস্তগত হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত কন্যা স্বহস্তে সওয়ার ও তৎপরিবারবর্গের শিরশ্ছেদ করিয়া কূপে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরিপোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ফলকথা, সেনাপতির কন্যা সওয়ারের সহিত অনেক দিন ছিল। পরিশেষে তাহার কি দশা

হস্ত পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইঁহারা এই অবস্থায় বিপক্ষের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। একটি পতিপরায়ণা অবলা কিছুতেই প্রাণাধিক পতিকে ছাড়িয়া দিল না। মৃত্যুসময়েও অবলা আপনার প্রাণের অধিক ধনকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। সেই অবস্থায় গুলির আঘাতে উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল। অবশিষ্ট মহিলা ও বালকবালিকারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হতাবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানকে সবেদা কুঠীতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহারাও সেই স্থানে যাইয়া তাহাদের দলপুষ্ট করিল।

এ দিকে ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব বিঠুরে যাইয়া ১লা জুলাই পেশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই উপলক্ষে মহাসমারোহে বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইল। কামানের ধ্বনিতে চারি দিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নানা সাহেব এইরূপ মহোৎসবসহকারে পুরোহিতের মন্ত্রপূত সলিলে অভিষিক্ত হইয়া ললাটদেশে যথানিয়মে রাজতিলকধারণ করিলেন। রাত্রিকালে কাণপুর আলোকমালায় সজ্জিত হইল। সুদূর গগনতলে বিবিধ বাজী বিভিন্ন বহ্নিকণা প্রকাশপূর্বক দর্শকবৃন্দকে পরিমহান্তে চমৎকৃত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়োৎসবেও অভিনব পেশবার মনে শান্তির আবির্ভাব হইল না। বিঠুরের কামানধ্বনিতে যাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইল, পুরোহিত যাঁহার অভিষেকের জন্য সংযতচিত্তে মন্ত্রপাঠ করিলেন, অনুচরেরা যাঁহাকে পেশবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কোম্পানির মুকুট নষ্ট হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তিনি সর্বাংশে অপরের ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ ছিলেন। আজিমুল্লা খাঁ তাঁহাকে যে পথপ্রদর্শন করাইতেন, তিনি সেই পথেই চলিতেন। তাঁহার প্রাধান্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল অদ্ভুত ঘটনা উল্লিখিত হইত, তিনি তৎসমুদয়েই বিশ্বাসস্থাপনে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার নামে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও কোন বিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব ছিল না। দুরাচার মন্ত্রিগণ তাঁহার নামে অসঙ্কুচিতচিত্তে ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। কথিত আছে,

ঘটিয়াছিল, জানা যায় না। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, নেপালের প্রান্তে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল।— *Martin Indian Empire, Vol II p 202-203 Trevelyan Cawnpur. p. 254-255*

২৮ শে জুন নানা সাহেব কাণপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপনীত হয়েন, সিপাহীরা জয়োল্লাসে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাঁহার ও তদীয় সেনাপতিবর্গের সম্মান জন্য মুহুর্মুহুঃ কামানধ্বনি হইতে থাকে। তিনি সিপাহী-দিগকে পারিতোষিক স্বরূপ এক লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। সিপাহীরা ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হইয়া বারংবার কামানধ্বনি করিতে থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলেও নানা সাহেবের কর্তৃত্ব ছিল না। তাঁহাকে অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়াই, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছিল। সিপাহীরা পরিতুষ্ট না থাকিলে পারিষদবর্গের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য না হইলে তাহার জীবন ও সম্পত্তি কিছুই নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যখন বিঠুরে পেশবাপদগ্রহণের আমোদ করিতেছিলেন, তখন কাণপুরে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হয় এবং মুসলমানেরা স্বপ্রধান হইয়া উঠে। নন্নী নবাব কাণপুরের শাসনকর্তার পদগ্রহণ করেন। ইনি ক্ষমতায় ও প্রাধান্যে পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা ইঁহার সম্মান করিত। ইঁহার বহুসংখ্যক অনুচর ছিল সকল অনুচরই ইঁহার আদেশপালনে প্রস্তুত থাকিত।

এইরূপে মুসলমানদিগের বাসনা পূর্ণ হইল। তাহাদের প্রধান ব্যক্তি একটি প্রধান কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে মুসলমানেরা কোন অংশে বিরক্ত বা কোন বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইলে, বিপদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং তাহাদের বলহ্রাস ও ইঙ্গরেজের বলবৃদ্ধি হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নানা সাহেব পেশবা বলিয়া সম্মানিত হইলেও কোন বিষয়ে কর্তৃত্বপ্রকাশে সমর্থ ছিলেন না। ইঙ্গরেজদিগের অনেকে নিহত হইয়াছিলেন, অনেকে স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কাণপুরে তাঁহাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। নানা সাহেব পেশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইল। তিনি মুসলমান দিগের প্রাধান্যসঙ্কোচে সমর্থ হইলেন না। আজিম উল্লার মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে সাহস পাইলেন না, বা তাঁহার ভ্রাতা ও

পারিষদগণের সম্মুখে কোন বিষয়ে প্রাধান্যস্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি কাণপুরের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও মহিমান্বিত পেশবা হইলেও শীতসঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতেই আপনি সঙ্কুচিত হইলেন। এখন পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার নামেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এসময়ে ইঙ্গরেজ সৈন্যের আগমন সংবাদে অনেকেই ভীত হইয়াছিল, অনেকেই আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। জুন মাসে ভারতবাসী দিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত দিল্লী হইতে যেরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, জুলাই মাসে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কাণপুর হইতে পেশবার নামে সেইরূপ ঘোষণাপত্রসমূহ প্রচারিত হইল*। উপযুক্ত পারিতোষিক না দেওয়াতে সিপাহীরা, উচ্ছৃঙ্খল ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য, অভিনব পেশবা পারিতোষিক দিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

কাণপুরের একজন ধনী মুসলমানের নির্ম্মিত একটি হোটেল ছিল। নানা সাহেব এই বিস্তৃত প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন। প্রাসাদের প্রবেশ পথে দুইটি কামান স্থাপিত হয়, এবং উহার দ্বারদেশে সশস্ত্র সান্ত্রিগণ দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে। অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া, নানা সাহেব ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এখন ইঙ্গরেজের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধের যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইলেন। তিনি যখন আজিমউল্লার পরামর্শে ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন আত্মরক্ষার জন্য ইঙ্গরেজের আক্রমণনিবারণ করা ভিন্ন তাঁহার আর কোন উপায় ছিল না। অভিনব পেশবা ইঙ্গরেজ সৈন্যের আগমন সংবাদ শুনিয়া, এখন এই উপায়ের অবলম্বনেই কৃতনিশ্চয় হইলেন।

নানা সাহেব যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার অদূরে গঙ্গার খালের উত্তরদিকে একটি সঙ্কীর্ণ গৃহ ছিল। একজন ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী আপনার রক্ষিতা প্রণয়িনীর জন্য উক্ত গৃহ নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এজন্য,

* পরিশিষ্টে কতিপয় ঘোষণাপত্রের অনুবাদ দেওয়া হইল।

উহা বিবিঘরনামে পসিদ্ধ হয়। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বিবিঘরে একজন সামান্য অবস্থাপন্ন ফিরিঙ্গী কেরাণী বাস করিত। বিবিঘরে বাস করিবার জন্য ২০ ফিট লম্বা, ১০ ফিট্ পশস্ত দুইটি মাত্র পধান গৃহ ছিল। প্রাঙ্গন ভূমির পরিমাণ এক এক দিকে ১৫ হস্তের অধিক ছিল না। যে সকল ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকা সর্বদা কুঠীতে অবরুদ্ধ ছিল তাহারা জুলাই মাসের প্রারম্ভ, এই সঙ্কীর্ণ বিবিঘরে আনীত হইল। ইহাদের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক ছিল। ইহারা এই সঙ্কীর্ণ গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া, কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে লাগিল, এদিকে আবার ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইল। কাণপুরের ইউরোপীয়েরা যখন পাচীরবেষ্টিত স্থানে থাকিয়া প্রতিদিনই দুঃসহ যাতনায় অবসন্ন হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অনতিদূরবর্ত্তী একটি স্থানের ইউরোপীয়েরাও তাঁহাদের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েন। এই স্থানের নাম ফতেগড। ইহা ফরক্কাবাদ বিভাগের অন্তর্গত এবং কাণপুরের ৮০ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। ফতেগড়ের কথা উপস্থিত ইতিহাসের স্থানান্তরে লিখিত হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে নিরতিশয় বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন তাঁহারা অধিক দিন ঐ স্থানে অবস্থিত না করিয়া, অনেকে নৌকারোহণে কাণপুরের অভিমুখে আসিতে থাকেন। এ সময়ে কাণপুরের অবস্থা তাঁহাদের বিদিত ছিল না। তাঁহাদের কাণপুরবাসী সমধর্ম্মা কিরূপ শোচনীয়ভাবে কালাতিবাহিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের জীবন প্রতিমুহূর্ত্তেই কিরূপ সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইতেছিল, উত্তেজিত সিপাহীদিগের আক্রমণে প্রতিদিনই তাঁহারা কিরূপে আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইতেছিলেন, ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা ইহার কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ আশ্বস্তহৃদয়ে আশ্রয় পাইবার জন্য একখানি নৌকায় কাণপুরে আসিতে লাগিলেন। নবাবগঞ্জের নিকটে তাঁহাদের নৌকা অবরুদ্ধ হইল। তাঁহারা বন্দিভাবে কাণপুরে নানা সাহেবের শিবিরে আনীত হইলেন। তাহাদের দুইটি আত্মা প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া, এ সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল। আর অবরুদ্ধদিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। পুরুষেরা তিন

শান্ত জীবেরা তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণে নিঃসন্দেহ নিরস্ত থাকিত। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, হোসেনি খানমনামে একটি মুসলমান পরিচারিকা কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধানকার্য্যে নিয়োজিতা ছিল। এই পরিচারিকা সচরাচর বেগম নামে অভিহিত হইত। হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের প্রতি পরিচারিকার তাদৃশ যত্ন বা সৌজন্য ছিল না। কথিত আছে, বেগম ঝাড়ুদার দ্বারা তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিত। তাহার আদেশে অবরুদ্ধা মহিলারা সময়ে সময়ে নানার পরিবারবর্গের জন্য যব ভানিত। তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ নিস্তুষ যবের কিয়দংশ দেওয়া হইত। এই রূপ শোচনীয় অবস্থায় এইরূপ শোচনীয় নিকৃষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে, তাহাদের কষ্টের অবধি ছিল না। এদিকে অপকৃষ্ট খাদ্যভোজন ও অপকৃষ্ট সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থানপ্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে অতিসার রোগের আবির্ভাব হইল। অনেকে ঐ রোগে প্রাণত্যাগ করিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারাও ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়স্কর মনে করিতে লাগিল।

নানা সাহেব পারিষদবর্গের সহিত যখন বিস্তৃত প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাহার সম্মুখে অসহায় কুলকামিনী ও শিশু সন্তানেরা অনির্ব্বচনীয় কষ্টে প্রতিদিনই নিপীড়িত হইতেছিল। মাদ্রগণের ভয়েই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, নানা সাহেব ইহাদের কষ্টমোচনে উদ্যত হয়েন নাই। অভিনব পেশবার অমাত্যেরা যখন এই সকল নিঃসহায় নির্দ্দোষ ও নিরীহ জীবের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়া, ফিরিঙ্গীর ক্ষমতানাশ হইল বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন, তখন স্থানান্তর হইতে তাঁহাদের ক্ষমতা ও গৌরবনাশের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য আসিতেছিল। অনতিবিলম্বে এক জন ব্রিটিশ বীরপুরুষ বিপুলোৎসাহে ও অদম্যতেজস্বিতাসহকারে বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন জন্য অভিনব পেশবার সৈনিকদলের সম্মুখে উপনীত হইলেন

পঞ্চম অধ্যায়।

সেনাপতি হাবেলকের কাণপুরে যাত্রা—সেনানায়ক রেণডের সহিত হাবেলকের সম্মিলন—ফতেহপুরের যুদ্ধ—ফতেহপুরের অধিবাসীদিগের উত্তেজনা—ইঙ্গরেজসৈন্যের প্রতিহিংসা—আওঙ্গগামের যুদ্ধ—বিবিঘরে হত্যা—কাণপুরের যুদ্ধ—কাণপুরে হাবেলকের আগমন—নানা সাহেবের পলায়ন—ইঙ্গরেজ সৈন্যের অসদাচার—বিঠুরে নানা সাহেবের প্রাসাদধ্বংস—সেনাপতি নীলের কাণপুরে উপস্থিতি—নীলের প্রতিহিংসা—কাণপুররক্ষার উপায়বিধান—হাবেলকের লক্ষ্ণৌযাত্রা।

কাণপুরের পতন ও তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের নিধনের সংবাদ পাইয়া, সেনাপতি হাবেলক, অগ্রগামী সৈনিকদলের অধ্যক্ষ রেণডকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদনুসারে রেণড, লোহঙ্গনামক স্থানে অবস্থিতি করেন। এদিকে হাবেলক রেণডের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সত্বরতাসহকারে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রধান সেনাপতির নিকটে তারে এই সংবাদ পাঠাইলেন, "কাণপুর আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, কেবল ঐ স্থান হইতেই লক্ষ্ণৌরক্ষা করা যাইতে পারে * * জন্য আমি ঐ স্থান হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছি, * ১,০০০ ব্রিটিশ পদাতিক ও ৬টি কামান সংগৃহীত হইলেই, আমি বড় রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইব। আর একদল সৈন্য সংগৃহীত হইলেই, কর্ণেল নীল আমার অনুগমন করিবেন। এলাহাবাদের দুর্গ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।" সেনাপতি হাবেলক এইরূপ সংবাদ পাঠাইয়া কাণপুরে যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি ৪ঠা জুলাই যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রব্যাদি সংগৃহীত না হওয়াতে ঐ দিন যাত্রা করিতে পারিলেন না। যে সকল অন্তরায়প্রযুক্ত সেনানায়ক রেণড শীঘ্র শীঘ্র এলাহাবাদপরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেনাপতি হাবেলকের সম্মুখেও সেই সকল অন্তরায় উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত অভিযানের উপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহে আরও কয়েকদিন বিলম্ব

ঘটিল। অনন্তর ৭ই জুলাই অপরাহ্নে অভিযানের সঙ্কেত হইল। সেনাপতি হাবেলক ১০০০ ইউরোপীয় পদাতিক, ১৩০ জন শিখ, কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক ও ৬টি কামান লইয়া, এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। যে সকল আফিসরের সৈনিকদল তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই সকল আফিসর এই 'কাণপরগাম' সৈন্যদলে ছিলেন। যে সকল সিবিল কর্ম্মচারীর কাছারি বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহারাও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়া, হাবেলকের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হাবেলক কাণপুরের উদ্ধার ও লক্ষ্ণৌ রক্ষার জন্য, এই সৈনিকদলের উপর নির্ভর করিয়া, এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

সেনাপতি যখন কাণপুরে যাত্রা করেন, তখন আকাশমণ্ডল মেঘে আছন্ন ছিল। অবিলম্বে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই জন্য সে দিন বা তৎপর দিন হাবেলকের সৈনিকদল অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। অনেকে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। অবিরাম গতিতে অনেকের পদদেশ স্ফীত ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। হাবেলক এজন্য চিন্তিত হইলেন, কিন্তু এখন দুশ্চিন্তায় অভিযান বন্ধ রাখিবার সময় ছিল না। হাবেলক কোনরূপ বাধা না মানিয়া, কাণপুরের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ১০ই জুলাই সংবাদ পাইলেন, বহুসংখ্য বিপক্ষসৈন্য তাহার অভিমুখে আসিতেছে। কাণপুরের পতনসংবাদে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এখন বিপক্ষদিগের আগমনসংবাদে সেই বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল।

এদিকে ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য, নানা সাহেব মন্ত্রিগণের পরামর্শে সমস্ত বিষয়ের আয়োজনে তৎপর হইয়াছিলেন। সেনাপতি টীকাসিংহ সিপাহীসৈন্য সজ্জিত করিতেছিলেন। বাবাভট্ খাদ্যদ্রব্য ও বারুদ প্রভৃতি লইয়া যাইবার জন্য গাড়িসংগ্রহ করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। বণিকদিগের প্রতি তাম্বু ও জলনিবারক পরিচ্ছদসংগ্রহের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপে সমুদয় সংগৃহীত হইলে, জোয়ালা প্রসাদ ৯ই জুলাই ১,৫০০ পদাতি ও গোলন্দাজ, ৫০০ অশ্বারোহী, ১,১০০ সশস্ত্র সাধারণলোক সহ এলাহাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাদের সহিত ১২টি কামান

ছিল। টীকাসিংহও সৈনিকদলের পরিচালনভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজসৈন্য কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে শুনিয়া, জোয়ালাপ্রসাদ সত্বর ফতেহপুর নগরে যাইয়া শিবরসন্নিবেশ করিলেন

সেনাপতি নীল কাণপুরের পতনসংবাদে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া, রেণড্কে সৈনিকদলসহ অগ্রসর হইতে আদেশ দিবার জন্য প্রধান সেনাপতিকে তারে জানাইয়াছিলেন। সেনানায়ক রেণড এজন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে হাবেলক রেণডের সহিত সম্মিলিত হইতে যার পর নাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রেণড একাকী অগ্রসর হইলে, তদীয় সৈন্য বিপক্ষের আক্রমণে নির্ম্মূল হইবে। এজন্য তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইল তিনি কোন বিষয়ে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না। রেণডের সহিত মিলিত হইবার জন্য অবিশ্রান্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর ১১ই জুলাই নিশীথকালে হাবেলকের সৈনিকদলের সহিত রেণডের দলের সাক্ষাৎ হইল এই সময়ে আকাশ মেঘশূন্য ছিল। চন্দ্রালোক চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই নির্ম্মল আকাশতলে চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণজালের মধ্যে উভয় দল আনন্দধ্বনি করিতে করিতে উভয়ের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। পরদিবস প্রত্যুষের পূর্ব্বেই সকলে একত্র হইল, এবং সকলেই বাদ্যকারের আনন্দজনক বাদ্য-ধ্বনিতে প্রফুল্ল হইয়া, অগ্রসর হইতে লাগিল। হাবেলক এই সম্মিলিত ও উৎসাহিত সৈনিকদলসহ, ১২ই জুলাই বেলা ৭ ঘটিকার সময়ে, ফতেহপুরের ৪ মাইল দূরে বেলিন্দানামক স্থানে উপনীত হইলেন। যদি সেনাপতি হাবেলক ত্বরিতগতিতে অগ্রগামী সৈনিকদলের সহিত মিলিত না হইতেন, তাহা হইলে নানা সাহেবের পরিবৃত সৈন্যের সম্মুখে ঐ সৈনিক-দল আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। সেনানায়ক রেণড হাবেলকের উপস্থিতির পূর্ব্বেই, ফতেহপুর অধিকার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফতেহপুরে অতি অল্পমাত্র বন্দুকধারী লোক রহিয়াছে। কিন্তু ইহার পরেই অভিনব পেশবার বহুসংখ্য সৈন্য ঐ স্থানে আসিতে থাকে। যদি রেণড অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে, তদীয় সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইত। সাংঘাতিক সংবাদ জানাইবার জন্য কোন

ব্যক্তি জীবিত থাকিত না*। কেবল সেনাপতি হাবেলকের সূক্ষ্মদর্শিতায় ও অপরিসীম চেষ্টায়, এই বিপদের গতিরোধ হয়। রেণডের সহিত হাবেলকের সৈন্য সম্মিলিত হইলে ইঙ্গরেজপক্ষে ১,৪০০ ব্রিটিশ সৈন্য ৩০০ এতদ্দেশীয় সহকারী সৈনিকপুরুষ ও ৮টি কামান হয়। এই সৈনিকদলকে একান্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া হাবেলক তাহাদিগকে বিশ্রাম ও ভোজন করিবার আদেশ দিলেন। সেনাপতির আদেশে সৈনিকেরা অস্ত্রসমূহ এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া, আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা কামানের দুইটি গোলা সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এদিকে গুপ্তচরেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, উত্তেজিত সিপাহীসৈন্য ফতেহপুরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং হাবেলকের সৈন্যের আর ভোজনের সুবিধা ঘটিল না। তাহারা ভোজ্যসামগ্রীপরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। এইরূপে ১২ই জুলাই ফতেহপুরে হাবেলক, জোয়ালা প্রসাদের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। কাণপুরের সিপাহীরা ভাবিয়াছিল যে, কেবল সেনানায়ক রেণডের পরিচালিত সৈনিকদলই তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই যুদ্ধে তাহাদের নিশ্চিতই জয় হইবে। তাহাদের বলাধিক্যে রেণডের সৈন্য নিঃসন্দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই আশায় তাহারা উৎসাহসহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হইল কিন্তু রেণডের সহিত হাবেলকের সৈন্য সম্মিলিত হইয়াছে, এই বিষয় যখন তাহাদের গোচর হইল, তখন তাহারা চিন্তিত ও কিয়দংশে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে তাহারা সাময়িক ধৈর্য্য জলাঞ্জলি দিল না। অবিলম্বে তাহাদের কামান হইতে গোলার পর গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এ যুদ্ধ পিস্তলে পিস্তলে বা সঙ্গীনে সঙ্গীনে হইল না। রাইফল বন্দুকে ও কামানে ইহার প্রারম্ভ এবং রাইফল বন্দুকে ও কামানেই ইহার পরিসমাপ্ত হইল। ইঙ্গরেজের রাইফল বন্দুকের গুলি ৩০০ গজ দূর হইতে বিপক্ষদলে আসিয়া পড়িতে লাগিল কিন্তু কাণপুরের সিপাহীদিগের একরূপ উৎকৃষ্ট বন্দুক ছিল না। সুতরাং জোয়ালা প্রসাদের সৈনিকদল ব্রিটিশ বন্দুক ও কামানের

* *Havelock's Indian Campaign, Calcutta Review, Vol. XXXII. p. 27*

সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের কামান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাবৃষ্টি হইলেও এ সময়ে ইঙ্গরেজপক্ষের কামানই অধিকতর কার্য্যকর হইয়া উঠিল। জোয়ালাপ্রসাদের অশ্বারোহীরা সবেগে অগ্রসর হইল। উপস্থিত যুদ্ধে এই অশ্বারোহী সৈনিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের একদল, সেনাপতি হাবেলকের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। এই সময়ে সেনাপতি আপনার অশ্বারোহীদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সেনানায়ক পালিসর অশ্বারোহীদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে কহিয়া, সবেগে স্বীয় অধিষ্ঠিত অশ্ব বিপক্ষের দিকে পরিচালিত করিলেন। তিন জন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিকদলের অশ্বারোহী ও প্রায় ১২জন সওয়ার (প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় আফিসর) তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। কিন্তু অবশিষ্ট সওয়ারেরা ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। ইহাতে ইঙ্গরেজদিগের বোধ হইল, এই সকল সওয়ার বিপক্ষদিগের সহিত মিলিত হইবে। সেনানায়ক পলিসর সহসা অশ্ব হইতে পতনোন্মুখ হইলেন। অমনি একদল বিপক্ষ অশ্বারোহী তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল এতদ্দেশীয় আফিসরেরা অধিনায়কের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, পরাক্রম ও বিশ্বস্ততাসহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কাণপুরের অশ্বারোহীদিগের প্রধান দল আপনাদের অগ্রবর্ত্তী দলের সাহায্যার্থ ধাবিত হইল। এজন্য ইঙ্গরেজের অশ্বারোহী সৈন্য তীব্রবেগে হঠিয়া গেল। যুদ্ধে নজীব খাঁ নামক একজন রেসেলদার অপর ছয় জন সওয়ারের সহিত দেহত্যাগ করিলেন, তথাপি ইঙ্গরেজের বিপক্ষ স্বদেশবাসী অশ্বারোহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন না। কিন্তু অশ্বারোহীদিগের এরূপ পরাক্রমেও জোয়ালাপ্রসাদ বিজয়ী হইতে পারিলেন না। কথিত আছে, এলাহাবাদের মৌলবী লিয়াকৎ আলি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার উপস্থিতিতে বা তদীয় উৎসাহবাক্যে, মুসলমান সৈনিক পুরুষেরা, রণস্থলে অধিকক্ষণ আপনাদের রণকৌশল প্রদর্শনে সমর্থ হইল না। ইঙ্গরেজের কামানের গোলার সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, কাণপুরের সৈন্য আপনাদের কামান ফেলিয়া, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল। তাহাদের প্রায় ১৫০ জন হত ও আহত হইল। সেনাপতি হাবেলক ফতেহপুরের যুদ্ধে জয়শ্রীর অধিকারী হইলেন। তাঁহার দলের এতদ্দেশীয় অশ্বারোহীরা

কাণপুরের অশ্বারোহাদিগের সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করিয়াছিল, এই সন্দেহে ১৫ জুলাই তাহারা নিরস্ত্রীকৃত ও তাহাদের অশ্ব অধিকৃত হইল*।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, ফতেহপুরে ইঙ্গরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। ফতেহপুর কাণপুরের ৭০ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং কাণপুর ও এলাহাবাদের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইঙ্গরেজেরা ১৮০১ খৃঃ অব্দে এই বিভাগ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। উপস্থিত সময়ে ফতেহপুর নগরে ১৫।১৬ হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান। এই বিভাগের অনেকে অশ্বারোহী সৈনিক দলভুক্ত ছিল। শাসনসংক্রান্ত কর্মচারীর মধ্যে ফতেহপুর নগরে একজন জজ, একজন মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টর ও একজন সহকারী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত একজন মুসলমান ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ এইস্থানের রাজকার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। ইহার নাম হিকমৎ উল্লা খাঁ। স্বধর্ম্মে হিকমৎ উল্লার যার পর নাই আস্থা ছিল। ফতেহপুরে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকদিগের কার্য্যালয় ছিল। প্রচারকেরা পল্লীবাসীদিগের অনেককে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। হিকমৎ উল্লা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। স্বধর্ম্মে ফতেহপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের যেরূপ আস্থা ছিল, ফতেহপুরের জজও সেইরূপ আপনার ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন। বারাণসীর কমিসনর হেন্রি টুকর সাহেবের ভ্রাতা, টিউডর টুকর সাহেব এই সময়ে, ফতেহপুরের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফতেহপুরের প্রবেশপথে চারিটি প্রস্তরস্তম্ভস্থাপন করিয়াছিলেন। দুইটিতে পারসী ও হিন্দীভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দশবিধ অনুশাসন অঙ্কিত ছিল। অবশিষ্ট দুইটিতে উক্ত দুই ভাষায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে, ধর্ম্মতত্ত্ব সকল বিবৃত করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বধর্ম্মে আস্থাবান হইলেও টুকর সাহেব কাহাকেও বলপূর্ব্বক, আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই। তিনি উদারহৃদয়, দয়াশীল ও পরোপকারপরায়ণ ছিলেন। যে স্থানে দুঃখী ও নিরন্নলোক তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইত, সেই স্থানেই তিনি তাহাদের অভাবমোচনে অগ্রসর হইতেন। প্রগাঢ় ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত দয়া ও দানশীলতার সংযোগ হওয়াতে, তিনি সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বশ্রেণীরই আধগম্য ছিলেন। রোগার্ত্ত ও দুঃখার্ত্ত লোকে

* *Havelock's Indian Campaign · Calcutta Review Vol. XXXII p. 29.*

তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিল, এজন্য অনেকেই ফতেহপুরের টুকরের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন করিত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিস্তারে যত্নশীল হইলেও টুকর অনেকেরই যথোচিত সম্মানের পাত্র ছিলেন।

এলাহাবাদে ষষ্ঠ পদাতিদলের প্রায় ৭০ জন সিপাহী ফতেহপুরের ধনাগার-রক্ষা করিতেছিল। মে মাসের শেষভাগে ষট্পঞ্চাশ পদাতিদলের কতক-গুলি সিপাহী ও দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের কতিপয় সওয়ার কোম্পানির টাকা লইয়া ফতেহপুরে উপস্থিত হয়। এই দুই দলের লোক শেষে কাণপুরে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইহাদের সহিত ফতেহপুরবাসী ষষ্ঠ দলের সিপাহীদিগের কোনরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল কিনা, জানা যায় নাই। যাহা হউক, ইহারা কোম্পানির টাকা লইয়া বিনা উত্তেজনায় এলাহাবাদে চলিয়া যায়। এই সময়ে ফতেহপুরের অধিবাসীরা নানাবিধ জনশ্রুতিতে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয় যে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা নগরের সমগ্র অধিবাসীর ধর্ম্মনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, গাড়ি বোঝাই শূকর ও গাভীর অস্থি আনিয়া, সমুদয় কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। কতিপয় রাজকীয় কর্ম্মচারী এই জনরবের বিষয় ম্যাজিষ্ট্রেটের গোচর করেন ম্যাজিষ্ট্রেট্ উহাতে উপহাস করিয়া কহেন, খ্রীষ্টধর্ম্মে কাহাকেও বলপূর্ব্বক দীক্ষিত করিবার উপদেশ নাই। সুতরাং উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীরা এ বিষয়ে অপরাধী হইতে পারে না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ কথায় উত্তেজনার গতি নিরুদ্ধ হইল না। মিরাটের সংবাদ পাইয়া, ফতেহপুরবাসীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এজন্য ফতেহপুরের ইঙ্গরেজেরা শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের পরিবারবর্গকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরিবারবর্গকেও কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিতে বলা হইল। ফতেহপুরের ইউরোপীয়েরা ৫ই জুন কাণপুরের দিকে কামানের শব্দ শুনিয়া, ভীত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, সকলে ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। যেহেতু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদল ও ষট্পঞ্চাশদলের কতকগুলি সিপাহী এলাহাবাদ হইতে কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে। ইহারা ফতেহপুরে আসিয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। ঐ সকল

সিপাহী ফতেহপুরে আসিয়া, ধনাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা করিল, কিন্তু ধনাগার রক্ষক ৬ষ্ঠ দলের সিপাহীরা এ পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ছিল, তাহারা আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিল। ৭ই জুন এলাহাবাদের সংবাদ ফতেহপুরে উপস্থিত হইল। এই সংবাদে ধনাগাররক্ষক সিপাহীরা আর ফতেহপুরে থাকিল না। তাহারা যখন শুনিল, তাহাদের এলাহাবাদস্থিত দলের লোক কোম্পানির বিপক্ষ হইয়াছে, তখন তাহারা বিশিষ্ট শৃঙ্খলার সহিত কাণপুরের দিকে চলিয়া গেল। এ সময়ে ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে তাহাদের আগ্রহ হইল না। ফিরিঙ্গীর সম্মুখে কালান্তকের ন্যায় বিকটভাবে দণ্ডায়মান হইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল না। তাহারা ফতেহপুরবাসী ইউরোপীয়দিগের কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া, ধনাগার পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর ৯ই জুন সহসা প্রবল ঝটিকার আরম্ভ হইল। এক দিকে এলাহাবাদ অপরদিকে কাণপুর, দুই দিকের ভীষণ বিপ্লবসাগরের দুইটি প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া ফতেহপুর ভাসাইয়া দিল। ফতেহপুরের হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনেকে, উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত মিশিল। মুসলমানেরা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রচারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা এখন সুযোগ বুঝিয়া, দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে আসিতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীরা কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করিল। কয়েদীরা চারি দিকে যাইয়া, অরাজকতার বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল। কাছারিগৃহ সমুদয় কাগজপত্রের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যালয় আক্রান্ত হইল। ইউরোপীয়েরা যখন দেখিলেন, যে তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে নগরের উন্মত্ত লোকে প্রতিমুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধনের নিমিত্ত দলবদ্ধ হইতেছে, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া, আত্মরক্ষার জন্য, স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে ফতেহপুরে ১০ জন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের নয় জন ৯ই জুন অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে ফতেহপুর হইতে যাত্রা করিলেন। চারি জন বিশ্বস্ত সওয়ার ইঁহাদের সঙ্গী হইল। ইঁহারা বাঁদা, কালিঞ্জর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিয়া বাইশ দিনে এলাহাবাদে উপনীত হইলেন।

কেবল এক জন মাত্র ইঙ্গরেজ রাজপুরুষ আপনার স্থানে অটল রহিলেন

এক জন ইংরেজ রাজপুরুষ আপনার রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। বিচারপতি রবর্ট টুকর প্রাণপণে ফতেহপুররক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং কতিপয় পুলিসসৈন্য সঙ্গে লইয়া উত্তেজিত লোকদিগকে নিবারিত করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সাহস, উদ্যম, সর্বোপরি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কিছুতেই দূরীভূত হইল না। তিনি সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত না থাকিলেও, অস্ত্রপরিগ্রহপূর্ব্বক, সুদৃবীর সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পরাক্রমে কতিপয় বিপক্ষ নিহত হইল, তিনি নিজেও আহত হইলেন। তাঁহার সহযোগীরা যখন ফতেহপুর হইতে যাত্রা করেন, তখন তিনি কাছারিগৃহে ছিলেন। তিনি এইস্থানে থাকিয়াই উত্তেজনার গতিরোধ অথবা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসাধন জন্য দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন

কিন্তু তেজস্বী বিচারপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। রবর্ট টুকর যে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, সেই গবর্ণমেণ্টের জন্যই অম্লানভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। তিনি কিরূপে দেহত্যাগ করেন, তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফতেহপুরের মাজিষ্ট্রেট্ সেরার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, হিকমৎ উল্লার আদেশে বিচারপতি টুকরকে গুলিকরা হয়। ঐ সময়ে হিকমৎ উল্লা সেই স্থলে কোরাণপাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিচারপতি টুকর মুসলমান ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্‌কে আপনার নিকট আসিতে আদেশ করেন। হিকমৎ উল্লা মুসলমানদিগের সবুজ বর্ণের পতাকা উড়াইয়া, পুলিসসৈন্য সমভিব্যাহারে কাছারিগৃহে উপনীত হয়েন। মুসলমানেরা বিচারপতিকে আপনাদের ধর্ম্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। বিচারপতি অসম্মত হয়েন। এজন্য উত্তেজিত মুসলমানগণ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। অন্য মতানুসারে ১০ই জুলাই বেলা ৯ ঘটিকার সময়ে ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়, অপরাহ্ণে সৈয়দ মহম্মদ হোসেননামক এক ব্যক্তি এক দল উত্তেজিত মুসলমানের অধিনায়ক হইয়া, টুকর সাহেবকে আক্রমণ করে। টুকর কাছারির ছাদে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ আত্মরক্ষা করেন।

শেষে আক্রমণকারীরা তাঁহার আশ্রয়গৃহে আগুন দেয়। দেখিতে দেখিতে ধূমরাশিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত হয়। তাহারা, ধূমের সাহায্যে আত্মগোপন-পূর্ব্বক ছাদে উঠিয়া, বিচারপতিকে নিহত করে। উপস্থিত বিষয়ে বিভিন্ন জনে এইরূপ বিভিন্ন কথার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, বিচারপতি টুকর যে, কাছারিগৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, মতদ্বৈধ নাই তিনি সাহস ও পরাক্রমসহকারে ঐ স্থলে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে পতিত ও গতাসু না হওয়া পর্য্যন্ত, তিনি একাকী বিপক্ষের সম্মুখে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, বন্দুক ভরিতেছিলেন ও ছুড়িতেছিলেন। শেষে তাঁহার ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়। বহুসংখ্য মুসলমানের আক্রমণে তিনি সেই কাছারিগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। উত্তেজিত মুসলমানগণ যখন আপনাদের এই কার্য্যে আপনারাই আমোদপ্রকাশ করিতেছিল, তখন দুইজন হিন্দুর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। হিন্দুদ্বয় টুকরের ন্যায়, ন্যায়পর ও দয়াশীল ব্যক্তির হত্যার জন্য অকুতোভয়ে মুসলমানদিগকে তিরস্কার করে। এইরূপ তিরস্কারে উত্তেজিত দলের ক্রোধ বর্দ্ধিত হয়। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, তিরস্কারকারী হিন্দুদ্বয়কে নিহত করে *।

ফতেহপুর পাঁচ সপ্তাহকাল অরাজক অবস্থায় থাকে। লোকে নানা সাহেবের প্রাধান্যস্বীকার করিলেও, যথেচ্ছাচারে নিরস্ত হয় নাই। সকলেই স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে থাকে। হাবেলক ফতেহপুরে উপস্থিত হইলে, অধিবাসীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। এ সময়ে ইঙ্গরেজ প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে বিমুখ হয়েন নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ফতেহপুরের মাজিষ্ট্রেট সেরার সাহেব এলাহাবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ হইতে আবার সেনাপতি হাবেলকের দলে প্রবিষ্ট হয়েন। সেরার সাহেব এ সময়ে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের বিশদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ফতেহপুরে প্রত্যাগমন সময়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই—"আমাদের

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 367.*

পথবর্ত্তী অনেক পল্লীই বিদগ্ধ হইয়াছিল। কোথাও একটি মানুষও পরিদৃষ্ট হয় নাই। * * * কুটীরের পরিবর্ত্তে কেবল কৃষ্ণবর্ণ ভস্মস্তূপ রহিয়াছিল। মানুষের অস্তিত্বজ্ঞাপক কোনরূপ শব্দ কোথাও শ্রুতিগোচর হয় নাই। মানবের কণ্ঠস্বর বা তাহাদের অবলম্বিত বিবিধ কার্য্যের পরিচয়সূচক শব্দের পরিবর্ত্তে সকল স্থল ভেকের ধ্বনিতে, ঝিল্লীরবে ও সহস্র সহস্র উড্ডীয়মান পতঙ্গের শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। * * সময়ে সময়ে বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষশাখা-বিলম্বিত শবসমূহের দুর্গন্ধ অনুভূত হইতেছিল। এই সকল ভীষণ দৃশ্য এবং এইরূপ জনশূন্যতা ও সর্ব্ববিধ্বংস, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, তাঁহারা কখনও উহা ভুলিতে পারিবেন না।” ইঙ্গরেজ প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া, কিরূপ সর্ব্ববিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এই বর্ণনায় পরিস্ফুট হইতেছে *। এখন ফতেহপুর নগর প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে স্থল উত্তেজিত লোকের কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা এখন নীরবে আপনার অপূর্ব্ব প্রশান্তভাবের পরিচয় দিতে-ছিল। রাজপথে কাহাকেও দেখা যাইত না। দোকানে কেহ ক্রয়বিক্রয়ে ব্যাপৃত থাকিত না। অনেক দোকান ও অনেক গৃহ বিবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। অধিস্বামীরা উহা লইয়া যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। সমাগত ইউরোপীয় ও শিখসৈনিকেরা তৎসমুদয় বিলুণ্ঠিত করিল। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তোপে বিধ্বস্ত ও তৃণাচ্ছাদিত গৃহসমূহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল †।

ইঙ্গরেজ যেমন প্রতিহিংসায় পরিচালিত হইয়া, সংহারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকেও সেইরূপ ইঙ্গরেজের প্রতি গভীর বিদ্বেষপ্রযুক্ত, ইঙ্গরেজের অধ্যুষিত বা ইঙ্গরেজের নির্ম্মিত গৃহ ও ইঙ্গরেজের প্রবর্ত্তিত সভ্যতার চিহ্ন বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। হাবেলকের দলভুক্ত আর এক ব্যক্তি এ বিষয়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন-- “তাহারা (এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকে) আমাদের বাঙ্গলা দগ্ধ করিয়াছে, আমাদের ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে। * * যাহা

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p., 368.*

† *Martin, Indian Empire. Vol. II p. 276.*

ইংলণ্ডজাত বা যাহার সহিত ইঙ্গরেজী সভ্যতার সংশ্রব আছে, বিপ্লবকারীরা তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন ও তারের স্তম্ভসমূহ উৎখাত হইয়াছে। বাঙ্গলাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পথের দূরত্বজ্ঞাপক প্রোথিত প্রস্তরকীলক (মাইল ষ্টোন্) যদিও বিপ্লবকারীদিগের নিরতিশয় প্রয়োজনীয়, তথাপি উহা ইঙ্গরেজের প্রবর্ত্তিত বলিয়া, বিনষ্ট হইয়াছে *।" সেরার সাহেব বিদগ্ধ ও পরিত্যক্ত পল্লীসমূহের শোচনীয়ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাবেলকের দলস্থিত এই লেখক, এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকের ফিরিঙ্গীবিদ্বেষের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। জনসাধারণ যখন ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল, তখন স্বদেশ হইতে ইঙ্গরেজের সহিত ইঙ্গরেজের ধর্ম, ইঙ্গরেজের রীতিনীতি ও ইঙ্গরেজের সভ্যতার সমুদয় চিহ্নের বিলোপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। আর ইঙ্গরেজ যখন প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জনসাধারণের সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ই সমূলে, বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভয়াবহ বিপ্লবে দুই দিকেই লোকাকীর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

ফতেহপুরের যুদ্ধের সংবাদ কাণপুরে পঁহুছিল। বালরাও ইঙ্গরেজ সেনাপতির গতিরোধের জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি কাণপুরের বাইশ মাইল দক্ষিণে আওঙ্গনামক পল্লীতে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। ফতেহপুরের যুদ্ধে সেনাপতি হাবেলক বিপক্ষদিগের বারটি কামান হস্তগত করিয়াছিলেন। এখন এই সকল কামান বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। ১৪ই জুলাই অপরাহ্নে ইঙ্গরেজের শিবিরে সংবাদ আসিল যে, বালরাও সৈন্যসহ ছয় মাইল দূরবর্ত্তী আওঙ্গ পল্লীতে রহিয়াছেন। হাবেলক সংবাদ পাইয়া, তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৫ই জুলাই বেলা নয় ঘটিকার সময়ে উভয় দলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজের কামান পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর হইয়া উঠিল। ইঙ্গরেজের রাইফল বন্দুকও বিপক্ষের বন্দুকের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া ফেলিল। বালরাওর অশ্বারোহিদল প্রবলবেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু রাইফল বন্দুকের অবিচ্ছিন্ন

* *Calcutta Review. Vol XXXII, p. 27-28.*

গুলিবৃষ্টিতে তাহাদের গতিরোধ হইয়া গেল। তাহারা ঘুরিয়া ইঙ্গরেজ সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। এস্থানেও তাহাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল হইল না। এই যুদ্ধে বালরাওর সৈনিকদল সাতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। দুই ঘণ্টা কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর ইঙ্গরেজের কামানে ও বন্দুকে তাহাদের পরাজয় হইল *।

আওঙ্গ্ গ্রামের কয়েক মাইল অন্তরে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদী পাণ্ডুনামে কথিত হইয়া থাকে। পার হইবার জন্য নদীর উপর একটি সেতু ছিল। পাণ্ডু নদী যদিও সঙ্কীর্ণা, তথাপি বর্ষার জলে পরিপূর্ণা হওয়াতে ঐ সেতু ভিন্ন পার হইবার অন্য উপায় ছিল না। বালরাও পশ্চাদ্ভাগে গমনপূর্ব্বক নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হইয়া, উক্ত সেতু তোপে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হাবেলক এই সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে দুই ঘণ্টা কাল গমন করিয়া, ইঙ্গরেজসৈন্য সেতুর সম্মুখবর্ত্তী হইল। বালরাও সেতুর নিকটে দুইটি বৃহৎ কামান স্থাপিত করিয়াছিলেন। বিপক্ষ সৈনিকদল তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবামাত্র ঐ কামানদ্বয় হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইঙ্গরেজদিগের কামান বড় ছিল না; সুতরাং উহার দ্বারা দূর হইতে গোলানিক্ষেপের সুবিধা হইল না। এজন্য ইঙ্গরেজসৈন্য প্রবলবেগে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কামান ছুড়িতে লাগিল। সহসা বালরাওর তোপ হইতে গোলানিক্ষেপ বন্ধ হইল। ইঙ্গরেজের তোপে সিপাহীদিগের কামান ভরিবার উপযুক্ত যষ্টিসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহার অভাবে সিপাহীরা আর কামান ভরিতে পারিল না। বিপক্ষদিগের তোপ বন্ধ দেখিয়া, সেনাপতি হাবেলক সেনানায়ক রেণডকে ইউরোপীয় পদাতিদলসহ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। রেণড ভীমবেগে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাঁহাদের কামান বালরাওর অশ্বারোহিদলের গতিরোধ করিল। সেতু ইঙ্গরেজের অধিকৃত হইল। বালরাও স্কন্ধদেশে আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পাঁচটি কামান ইঙ্গরেজসৈন্যের অধিকৃত হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজপক্ষের বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সেনানায়ক রেণড যখন

* *The Mutiny of the Bengal Army p. 150.*

আপনার সৈনিকদল সেতুর সম্মুখে পরিচালিত করিতেছিলেন, তখন উরুদেশে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন। এই আঘাতে দুই দিনের মধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়*। সিপাহীরা পাণ্ডু নদীর তটে ইঙ্গরেজ সৈনিক-দলের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া, অসামান্য তেজস্বিতা ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। উপযুক্ত সেনাপতিকর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা বিপক্ষ-দিগের গতিরোধে অসমর্থ হইত না†। সিপাহীযুদ্ধের সকল স্থলেই এইরূপ উপযুক্ত সেনাপতির একান্ত অভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

বালরাও আহত হইয়া, কাণপুরে গমন করিলেন। ১৫ই জুলাই অপরাহ্লে অভিনব পেশবার সভামণ্ডপে আবার পরাজয়ের সংবাদ প্রচারিত হইল। এই সংবাদে আমোদ ও উৎসবের স্রোত মন্দীভূত হইল। ক্রূরপ্রকৃতি মন্ত্রিগণ এই সংবাদে আরও চিন্তিত হইলেন। বিষাদের কালিমা আবার তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বিকাশ পাইল। কার্য্যপটুতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা থাকিলে, বালরাও, ইঙ্গরেজ সেনাপতির উপস্থিতির পূর্ব্বেই পাণ্ডু নদীর সেতু বিনষ্ট করিতে পারিতেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ঈদৃশী পটুতা বা সমীক্ষ্য-কারিতা পরিদৃষ্ট না হইলেও, তদীয় পৃষ্ঠদেশের ক্ষত স্থান পেশবার পারিষদ-বর্গের নিকটে তাঁহার রণকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক পাণ্ডু নদী উত্তীর্ণ হইয়া, কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছেন, এখন কি কর্ত্তব্য, তাহার নির্দ্ধারণজন্য মন্ত্রিগণ অবিলম্বে সমবেত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না। কেহ বিঠুরে যাইয়া আত্ম-রক্ষার উপায় করিতে বলিলেন, কেহ ফতেগড়ের উত্তেজিত সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পরামর্শ দিলেন, কেহ বা কাণপুরের পথে দণ্ডায়মান হইয়া, বিপক্ষদিগের গতিরোধ করিতে কহিলেন। অনেক বিচারবিতর্কের পর, এই শেষোক্ত মতই পরিগৃহীত হইল। তদনুসারে যুদ্ধের আয়োজন

* কে সাহেব লিখিয়াছেন, মেজর রেণড আওঙ্গ্‌ গ্রামের যুদ্ধে আহত হয়েন—*Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 309.* কিন্তু অন্য মতে সেনানায়ক রেণড পাণ্ডু নদীর সেতু অধিকার করিবার সময়ে আহত হইয়াছিলেন।—*Mutiny of the Bengal Army, p. 150 Martin, Indian Empire. Vol. II. p. 370.*

† *Martin Indian Empire. Vol. II. 376.*

হইতে লাগিল। এই সময়ে কুমন্ত্রী আবার কুমন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে উদ্যত হইলেন। ফিরিঙ্গীবিদ্বেষে তাঁহার হৃদয় কলুষিত হইয়াছিল। দয়াশীলতা, স্নেহপরতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রলয়কালীন কালান্তকের ন্যায় কাণপুরে কেবল সংহার-কার্য্যের অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত ছিলেন; এখন এই শেষ বার সেই ভীষণ কার্য্যের শেষাংশ সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন।

ক্রূরপ্রকৃতি মুসলমান সচিব আজিমুল্লা বিবিঘরের হতভাগ্য কয়েদী-দিগের সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি নানা সাহেবকে কহিলেন, ইঙ্গরেজ সেনাপতি তাঁহাদের কুলকামিনী ও বালকবালিকাদিগের বিমুক্তির জন্য আসিতেছেন, যদি এই সময়ে উহাদের হত্যা করা হয়, তাহা হইলে সেনাপতি বিফলমনোরথ হইয়া, সৈন্যসহ আপনা হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। ব্রিটিশসৈন্য ক্রমে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে *। নানা সাহেব নামে মহাপরাক্রান্ত ও মহামহিমান্বিত পেশবা ছিলেন, কিন্তু কার্য্যে আজিমুল্লাই সর্ব্বাধিপতি ও সর্ব্বময় প্রভু হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। কথিত আছে, পুনঃ পুনঃ নরনারী ও শিশুসন্তানের হত্যার সংবাদে নানা সাহেবের মাতৃ-দেবীরা নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, যদি আবার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সন্তানগণের সহিত প্রাসাদের গবাক্ষদেশ হইতে ভূপতিত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন। এই বলিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল আহারপান পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ কাতরতাতেও আজিমউল্লা নিরস্ত হইলেন না। বিবিঘরের হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের অদৃষ্টচক্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিম্নগামী হইল।

এই শোচনীয় ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। অবরুদ্ধদিগের মধ্যে ৪।৫ জন পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে কারাগার হইতে বহির্দ্দেশে আনীত ও নিহত হইলেন। আজিম উল্লা প্রথমতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াও মহিলা ও বালকবালিকাদিগের হত্যার জন্য লোকসংগ্রহ করিতে

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 212-213* *Comp Russell, Diary in India, Vol II, p. 167.*

পারিলেন না*। অশ্বারোহী সিপাহীরা আর আপনাদের হস্ত কলুষিত করিতে সম্মত হইল না। পদাতিরাও অসম্মতি প্রকাশ করিল। অবশেষে কারাগাররক্ষক ৬ষ্ঠ পদাতিদলের সিপাহীরা ভয়ঙ্করকার্য্যসাধনে আদিষ্ট হইল। তাহারা গবাক্ষদেশ দিয়া গুলি করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে তাহাদেরও এই নৃশংস কার্য্যসাধনে প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা নিরস্ত থাকিল। তাহাদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিবার ভয় প্রদর্শিত হইল, তথাপি তাহারা নিরীহ জীবের শোণিতপাতে আর অগ্রসর হইল না†। অনন্তর কারাগারের তত্ত্বাবধায়িকা বেগম, কয়েক জন কসাই ও অন্য নরঘাতক লোক, সর্ব্বসমেত পাঁচ জনকে লইয়া আসিল। ইহারা সন্ধ্যাকালে তরবারির আঘাতে হতভাগ্য জীবদিগের প্রাণসংহার করিতে লাগিল। অনেকে নির্দ্দয় নরঘাতকদিগের অস্ত্রাঘাতে অবিলম্বে দেহত্যাগ করিল। কেহ কেহ অর্দ্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। রাত্রিকালে ভীতিব্যঞ্জক চীৎকারের বিরাম হইল বটে, কিন্তু মর্ম্মান্তিক কাতরতাপ্রকাশক ধ্বনির বিরাম হইল না। ১৬ই জুলাই প্রাতঃকালে নিহত ও আসন্নমৃত্যুদিগের দেহ, নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। কথিত আছে, আহত মহিলাদিগের কাহারও কাহারও কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল। তাহারা কাতরস্বরে আপনাদের যন্ত্রণার অবসান করিবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। কয়েকটি বালক অক্ষতশরীরে ছিল। শরীরের খর্ব্বতা ও ঘনসন্নিবিষ্ট মহিলাদিগের মধ্যে অবস্থিতিপ্রযুক্ত ইহাদের দেহে অস্ত্রস্পর্শ হয় নাই। ইহারা এখন সবিস্ময়ে ও সভয়ে কূপের পার্শ্বে দৌড়িতে লাগিল। ঘটনাস্থলে কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, কিন্তু হতভাগ্য শিশুদিগের প্রাণরক্ষা করিতে কেহই সাহসী হইল না। হত, আহত ও অস্ত্রাঘাতশূন্য, সকলেই সেই কূপে সেই সাধারণ সমাধিতে সমাহিত হইল‡। আজিম উল্লার মন্ত্রণায় ও আজিম উল্লার চেষ্টায়, এইরূপে কাণপুরের শেষ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইল। নিহত ইউরোপীয় কুলকামিনীদিগের কাহারও

* *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 381.*

† *Ibid, pp. 381, 382.*

‡ ষষ্ঠ পদাতিদলে ফিচেট্‌নামে একজন ফিরিঙ্গী বাদ্যকর ছিল। উত্তেজিত মুসলমান সিপাহীরা তাহাকে মুসলমানধর্ম্মপরিগ্রহ করিতে বলে। ফিচেটও তাহাতে সম্মত হয়।

সম্মান বিনষ্ট হয় নাই। কেহই পরপুরুষের সংস্পর্শে কলঙ্কিত হয়েন নাই। কাহারও হৃদয়নিহিত জীবনাধিক অমূল্য রত্ন অপহৃত হয় নাই, বা কেহই বিকৃতদেহ ও গৌরবভ্রষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন নাই *। বিপক্ষেরা, কেবল তাহাদের শোণিতপাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, সুতরাং কেবল শোণিতপাত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিল কিন্তু গভীর উত্তেজনায় অধীর ও ঘোরতর বিদ্বেষে পরিচালিত হইলেও, তাহারা এই সকল নিঃসহায় ও নির্দোষ জীবের শোণিতপাতপূর্ব্বক নিঃসন্দেহ অপকর্ম্মের একশেষ করিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা চিরদিনই অনুদ্ধত, চিরদিনই স্নিগ্ধপ্রকৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। এই শান্ত ও স্নিগ্ধস্বভাব ভারতবর্ষীয়েরাই এক সময়ে উত্তেজনার আবেগে কোমলাঙ্গী মহিলা ও কোমলপ্রাণ শিশুদিগকেও তরবারির আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পৃথিবীর যে যে স্থলে ভীষণ বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই এইরূপ লোমহর্ষণ ঘটনার আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় নিরীহজীবপ্রধান ভূখণ্ডে মহাবিপ্লবে

এজন্য তাহার প্রাণবিনষ্ট হয় নাই। সে কাণপুরের এই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড দর্শন করে। সে স্পষ্ট কহিয়াছে :—"পরদিন (১৬ই জুলাই) বেলা ৮ ঘটিকার সময় ঝাড়ুদারেরা মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষেপ করিতে আদিষ্ট হয়। তাহারা শবগুলি চুল ধরিয়া টানিয়া বাহির করে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত ছিল। * * তিনটি শিশুও জীবিত ছিল। আমি একটি শিশুকে জীবিতাবস্থায় কূপে নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি * * আমার বিশ্বাস, অন্যান্য জীবিত শিশু ও স্ত্রীলোক এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।" *Martin, Indian Empire Vol. II., pp. 362, 382.*

বিবিঘরে ২১০ জন অবরুদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে হত্যার পূর্ব্বে ১২ জনের মৃত্যু হয়। হত্যার সময়ে ১৯৮ জন অবরুদ্ধ ছিল।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II., p. 356, note.*

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II p. 373.* কে সাহেব যখন স্বীয় সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসে উপস্থিত বিষয় লিখেন, তখন আয়র্লণ্ডের অঙ্গচ্ছেদনসংক্রান্ত বিষয় তাঁহার গোচর হয়। কতিপয় উদ্ধতস্বভাব আয়র্লণ্ডবাসী একনার নামক একব্যক্তির গৃহে গমন করে। যাহার উপর উহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাহাকে না পাওয়াতে উহারা একনরের নাসিকাচ্ছেদ করে (*Ibid, p. 374, note*) উদ্ধত ও উত্তেজিত সিপাহীরা এরূপ কার্য্য করে নাই।

টমসন সাহেব লিখিয়াছেন, "যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের অবরোধ কার্য্য শেষ হয়, তখন আমাদের সুন্দরী ও যুবতী কামিনীরা দীর্ঘকাল অনাবৃত স্থানে ও নিরতিশয় দুরবস্থায় থাকাতে এরূপ অপরিষ্কৃত হইয়াছিলেন যে, কোনও সিপাহী তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হইতে ইচ্ছা করে নাই" (*Story of Cawnpur, p. 212*)। কিন্তু বিপক্ষেরা যখন জিঘাংসায় পরিচালিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের মনে অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হওয়া সম্ভবপর নহে।

কোমলতার স্থলে কিরূপ কঠোরতা ও নিরীহভাবের স্থলে কিরূপ জিঘাংসার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত ঘটনাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

নানা সাহেব ১৬ই জুলাই অশ্বারোহী, পদাতি, ও গোলন্দাজে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া, ইঙ্গরেজ সেনাপতির গতিরোধে অগ্রসর হইলেন। তিনি কাণপুরের প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে, অহর্ব্বানামক পল্লীতে উপনীত হইয়া, সেনাসন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। এই স্থানের দুইটি প্রধান পথ দুই দিকে গিয়াছিল। দক্ষিণ দিকে একটি পথ, কাণপুরের সৈনিক নিবাসের দিকে প্রসারিত ছিল। বাম দিকে দিল্লীর দিকে বড় রাস্তা গিয়াছিল। বামে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিল, দক্ষিণে একটি প্রাচীরবেষ্টিত পল্লী ও বিস্তৃত আম্রকানন ছিল। বামে গঙ্গার দিকে ঢালু স্থানে বৃহৎ বৃহৎ কামান স্থাপিত হইল। দক্ষিণে আম্রকানন ও পল্লীর দিকেও কামানসমূহ সন্নিবেশিত হইল। পথের সন্ধিস্থলে ও উহার উভয়পার্শ্বে পদাতিগণ—পদাতিদিগের পশ্চাতে অশ্বারোহিদল অর্দ্ধচন্দ্রাকারে স্থানপরিগ্রহ করিল। উভয় পথের সন্ধিস্থলের দক্ষিণে বহুসংখ্য অশ্বারোহী অবস্থিতি করিতে লাগিল; যে হেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ইঙ্গরেজসেনাপতি দিল্লীগামী প্রশস্ত পথ দিয়াই অগ্রসর হইবেন। নানা সাহেব যে, স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সে সংবাদ ইঙ্গরেজের শিবিরে ১৫ই জুলাই রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছিল। কাণপুর, ইঙ্গরেজসৈনিকদলের আরও ২২ মাইল দূরে ছিল। সেই রাত্রি ও পরদিন প্রাতঃকালে ১৪ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। ইঙ্গরেজ সৈন্য পথবর্ত্তী আম্রকাননে, আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিল। তাহারা আহারপানে শ্রান্তিবিনোদন করিলে বেলা ২ ঘটিকার সময় আবার অভিযানের সঙ্কেত হইল। দুই মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, বিপক্ষসৈন্য তাহাদের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল। সেনাপতি হাবেলক, নানা সাহেবের বলবহুলতা ও সৈন্য-সন্নিবেশপারিপাট্য দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। তিনি সমরনীতিবিশারদ বীর-পুরুষ ছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া, যুদ্ধবিদ্যার আলোচনাতেই কালাতিপাত করিতে-ছিলেন, এখন বিপক্ষের ব্যূহভেদ জন্য তাঁহাকে, অনেক প্রয়াসস্বীকার করিতে হইল। তাঁহার মনোমধ্যে নানা চিন্তা উদিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিপক্ষদিগকে সৈন্যদলসহ একবারে আক্রমণ না করিয়া, অন্যবিধ

সমরচাতুরীর পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ১,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য ও ৩০০ শিখ সৈনিকপুরুষ ছিল। ইহারা একবারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলে সম্ভবতঃ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং সেনাপতি এ প্রণালী পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আদেশে সর্ব্বপ্রথম স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্যদলভুক্ত অশ্বারোহীরা যাইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে কামান পরিচালিত হইল, কামানের পার্শ্বে পার্শ্বে পদাতিরা গমন করিতে লাগিল। তাহাদের মস্তকের উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড নিরন্তর অনলকণা-নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেকে আতপতাপে অবসন্ন ও ভূপতিত হইল, তথাপি হাবেলকের সৈন্যদল নিরস্ত থাকিল না। তাহারা মদিরাপানে প্রমত্ত হইয়া, উৎসাহিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। নানা সাহেবের সৈন্য যখন বিপক্ষের অগ্রগামী অশ্বারোহীদিগকে বৃক্ষতল হইতে নিষ্ক্রান্ত দেখিল, তখনই তাহারা তাহাদের দিকে গোলার পর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু এই গোলা সর্ব্বপ্রথম তাদৃশ কার্য্যকর হইল না। পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈনিকেরা অক্ষত রহিল। হাবেলক দূর হইতে সমভিব্যাহারী সেনানায়কদিগকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মধ্যে আপনার হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বিপক্ষের ব্যূহসন্নিবেশপ্রণালী জানাইয়া দিয়াছিলেন। এখন সেনানায়কেরাও সেনাপতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজ সৈন্য অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইলে কাণপুরের সৈন্য সর্ব্বপ্রথম যে দিকে গোলাবৃষ্টি করিতেছিল, সে দিকের পরিবর্ত্তে বিপক্ষের অন্যদিকে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। হাবেলক এ পর্য্যন্ত আপনাদের কামান সজ্জিত করিয়া গোলানিক্ষেপে উদ্যত হইলেন না। তিনি এ বিষয়ে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যদল কর্ষিত ক্ষেত্র দিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার কামানসমূহও ঐ স্থান দিয়া, অতিকষ্টে পরিচালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে, কাণপুরের সিপাহীরা উপর্য্যুপরি গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। তাহাদের গোলা এরূপ তীব্রবেগে আসিয়া পড়িতে লাগিল যে, ইঙ্গরেজসৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না। আপনাদের কামান দ্বারা, বিপক্ষের কামানের ক্ষমতা যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ তাহারা গমনে নিরস্ত থাকিল।

কিন্তু সিপাহীদিগের তোপ বন্ধ করা ইঙ্গরেজসৈন্যের অসাধ্য হইল। ইঙ্গরেজ, বিপক্ষদিগের তোপের সম্মুখে আপনাদের তোপস্থাপনে সাহসী হইলেন না। এ দিকে সিপাহীদিগের তোপ হইতে পুনঃ পুনঃ গোলাবৃষ্টি হইতেছিল। তাহাদের বাদ্যকরেরা উৎসাহসূচক বাদ্যধ্বনি করিয়া, তাহাদিগকে অধিকতর উৎসাহিত করিতেছিল। বাদ্যকরগণ ইঙ্গরেজের নিকটে যে সমরবাদ্যশিক্ষা করিয়াছিল, এখন তাহারা সেই সমরবাদ্যেই সিপাহীদিগকে ইঙ্গরেজের পরাজয়সাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক অতএব সঙ্গীনের সাহায্যে বিপক্ষের তোপ অধিকার করিতে ইচ্ছা করিয়া, ইউরোপীয় পদাতিদিগকে অগ্রসর হইতে কহিলেন। তাহার স্কট্লণ্ডবাসী পদাতিসৈন্য অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কিছুতেই তাহাদের গতিরোধ হইল না। তাহারা বিপক্ষের প্রায় একশত গজ অন্তরে আসিলে, সেনাপতি আক্রমণের আদেশ দিলেন। অমনি উন্মত্ত পদাতিগণ সঙ্গীন দ্বারা সিপাহীদিগের ব্যূহভেদে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা আর একবারও বন্দুকধ্বনি করিল না। কেবল সঙ্গীনে সঙ্গীনে বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কামান অধিকৃত হইল। সিপাহীরা পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে হটিয়া গেল। তাহারা বামদিকে বিতাড়িত হইলে তাহাদের অশ্বারোহী সহযোগীরা অগ্রসর হইল। তাহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিপক্ষদিগের পার্শ্বদেশ পরিবেষ্টিত করিল। যদি এই সময়ে কোন অভিজ্ঞ বীরপুরুষ তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ইঙ্গরেজসৈন্যের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত *। কিন্তু সুদক্ষ পরিচালকের অভাবে তাহারা ক্রমে স্বীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। যদিও তাহাদের এক দলের পর আর এক দল হটিতে লাগিল, তথাপি তাহারা গুলিবর্ষণে নিরস্ত হইল না। ইঙ্গরেজ সেনানায়কদিগের একজন কোনরূপ অসমীক্ষ্যকারিতা দেখাইলে, অমনি আর একজন

* *Martin, Indian Empire. Vol, II. p. 317*

বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া তাঁহার সহায় ও সৎপথপরিচালক হইতে লাগিলেন *। কিন্তু সিপাহীদিগের মধ্যে এরূপ দূরদর্শী পরামর্শদাতা ছিল না; সুতরাং তাহারা অনেক সময়ে গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল। এদিকে তেজস্বী শিখেরা যুদ্ধস্থলে ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষের ন্যায় পরাক্রমপ্রকাশ করিতে লাগিল। সিপাহীরা পরিচালকবিহীন হইয়া ইহাদের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রমে তাহারা দক্ষিণ দিকের দল হইতেও বিছিন্ন হইতে লাগিল। কামানের পর কামান তাহাদের অধিকারচ্যুত হইল। নানা সাহেব কাণপুরের সৈনিকনিবাসের পথে একটি বৃহৎ কামান স্থাপিত করিয়াছিলেন। শেষে সিপাহীরা এই কামান হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক পদাতিদিগের সঙ্গীনে ঐ কামান ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী অধিকার করিলেন। সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া, নানা সাহেব যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়া সিপাহীরা নানাদিকে ধাবিত হইল। সেনাপতি হাবেলক কাণপুরের যুদ্ধে বিজয়ী হইলেন। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজের পক্ষে ১০৮ জন এবং সিপাহীদিগের ১৫০ জন হত ও আহত হইয়াছিল। সিপাহীরা যুদ্ধে বিলক্ষণ পরাক্রমপ্রকাশ করিয়াছিল। সঙ্গীনে সঙ্গীনে যুদ্ধের সময়ে তাহারা যথোচিত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা কামানের পার্শ্বে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া গোলানিক্ষেপ করিয়াছিল †। এই যুদ্ধে সেনাপতি হাবেলক অশ্বারোহী সৈনিকে বলীয়ান্ ছিলেন না। তাঁহার কামানও এ যুদ্ধে কার্য্যকর হয় নাই। তিনি কেবল পদাতিদিগের সঙ্গীনের বলে এই যুদ্ধে বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পদাতিদল বহুবিস্তৃত স্থানে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি সিপাহীরা শৃঙ্খলাভ্রষ্ট না হইত, তাহা হইলে,

* মেজর ষ্টিফেনসন্ আপনার সৈন্যদল লইয়া বিপক্ষের মধ্যে এরূপ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, একটি গোলাতেই তাঁহার দল নির্ম্মূল হইত। অমনি মেজর নর্থ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে সাবধান করেন। মেজর নর্থের পরামর্শে ষ্টিফেনসন্ সৈনিকদল-সহ অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানে উপনীত হয়েন। *Indian Empire, Vol. II. p. 377.*

† *Mutiny of the Bengal Army. p. 153.*

তাহারা বিপক্ষদিগকে নির্ম্মূল করিতে পারিত *। কিন্তু পরাজিত হইলেও সিপাহীরা, সাহস ও পরাক্রমের জন্য অতীতদর্শী ঐতিহাসিকের নিকটে প্রশংসালাভ করিবে। কাণপুরের যুদ্ধ পঞ্চনদের চিরপ্রসিদ্ধ ফিরোজ-সহরের যুদ্ধের শ্রেণীতে সমাবেশিত হইয়াছে †। সিপাহীরা যাহাদের নিকটে সমরকৌশল অভ্যাস করিয়াছিল, ঘটনাক্রমে উত্তেজিত হইয়া, আপনাদের স্বাধীনতারক্ষার জন্য তাহাদেরই বিধ্বংসে অগ্রসর হয়। তাহাদের প্রভু-ভক্তির অসম্মান হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের পরাক্রম, তাহাদের সাহস ও তাহাদের রণকৌশলের কখনও অনাদর হইবে না।

হাবেলকের সৈন্য ক্ষুৎপিপাসায় নির্বতিশয় কাতর হইয়াছিল। রজনীসমাগমে তাহারা কাণপুরের সৈনিক নিবাসের ২ মাইল অন্তরে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ১৭ই জুলাই প্রাতঃকালে সেনাপতি সৈনিকদলসহ কাণপুর অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি কাণপুরের শোচনীয় ঘটনার বিবরণ জানিতে পারিলেন। চরেরা তাঁহার সৈনিকদলে আসিয়া সংবাদ দিল যে তিনি যাহাদের উদ্ধারের আশায় অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা মানবের সমস্ত ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছে। বিবিঘরের মহিলা ও শিশুসন্তানেরা ঘাতকের হস্তে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। এই শোচনীয় সংবাদ অবিলম্বে সমগ্র সৈনিকদলে প্রচারিত হইল। তাহাদের জয়োল্লাস এই সংবাদে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেনাপতি হাবেলক দুঃখিতহৃদয়ে সৈনিকদলসহ কাণপুরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অগ্রগামী দল যখন সৈনিকনিবাসের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন দূরে ধূমস্তূপদর্শনে তাহাদের বোধ হইল যেন মেঘরাশি ব্যোমযানের আকারে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রচণ্ড শব্দ তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল, তৎসঙ্গে তাহাদের পদতলস্থিত ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, বিপক্ষেরা অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

* *Calcutta Review. Vol. XXXII p. 30*

† *Ibid. p. 30*

ইঙ্গরেজের যে অস্ত্রাগার সিপাহীদিগের বলবৃদ্ধি করিয়াছিল, যাহার বৃহৎ বৃহৎ কামানের গোলায় ইঙ্গরেজ-সৈন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল, তাহা এইরূপে বিধ্বস্ত হইল।

১৭ই জুলাই কাণপুরে আবার ব্রিটিশ-পতাকা উড্ডীন হইল হাবেলক কাণপুর অধিকার করিয়া, উদ্দীপনাময়ী ভাষায় আপনার সৈন্যের রণদক্ষতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করিলেন। তাঁহার সৈনিকদলে অতিসার রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধে অনেকেই আহত হইয়াছিল এখন আবার রোগে অনেকে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে হাবেলক সংবাদ পাইলেন যে নানা সাহেব বিঠুরে সৈন্যসংগ্রহ করিতেছেন। এই সংবাদে তিনি চিন্তিত হইলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার প্রশস্ত ললাটফলক আকুঞ্চিত ও মুখমণ্ডল পরিম্লান হইল। কিন্তু শেষে ইহা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সেনাপতি আশ্বস্ত হইলেন। তদীয় পরাক্রান্ত 'বপক্ষ জয়াশায় বিসর্জ্জন দিয়া', আত্ম গোপন করিলেন।

নানা সাহেব যুদ্ধস্থল হইতে কতিপয় সওয়ারের সহিত বিঠুরে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থলে অনুচরেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রদাতা মুসলমান-সচিব পলায়নে উদ্যত হইলেন। নানা আর বিঠুরের প্রাসাদে থাকিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদিগের সহিত গঙ্গাপার হইয়া, পলায়নের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে সাধারণো প্রচারিত হইয়াছিল যে, নানা সাহেব জাহ্নবীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। বোধ হয়, নানা সাহেব তীরবর্ত্তী উদাসীন গঙ্গাপুত্রদিগকে কহিয়াছিলেন, আমার নৌকা গঙ্গার মধ্যভাগে আসিলে যখন নৌকাস্থিত দীপ নির্ব্বাপিত হইবে, তখনই আমি গঙ্গার গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করিব। এই বলিয়া তিনি নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে, নৌকাস্থিত দীপনির্ব্বাণ হইল। তীরবর্ত্তী লোকে ভাবিল, গঙ্গার গর্ভে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছে। কিন্তু নানা সাহেব অন্ধকারের মধ্যে অপরের অলক্ষিতভাবে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, পলায়ন করিলেন। কাণপুর ইঙ্গরেজের অধিকৃত হইল।

নানা সাহেব বিঠুরের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন *। এখন ইঙ্গরেজের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল।

ব্রিটিশ সৈনিকপুরুষেরা সহিষ্ণুতা ও ধীরতার জন্য প্রসিদ্ধ নহে। যখন তীব্র মদিরা তাহাদের উদরস্থ হয়, ধমনীমধ্যে শোণিতপ্রবাহ উষ্ণ হইয়া উঠে, তখন তাহারা ভীষণ দানবের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে। নিরীহ পথিক তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হয়, নির্দ্দোষ গৃহবাসী তাহাদের আগমনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে। নিঃসহায় প্রাণীরা তাহাদের জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বী বিপক্ষের সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, দানবপ্রকৃতির পরিচয় দিতে বিমুখ হয় না। কেহ আপনার সম্পত্তি, আপনার গৃহ বা আপনার স্বাধীনতারক্ষার জন্য, তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেই তাহারা অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে। তাহারা এ সময়ে দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়। কোনও প্রাণকাতা তাহাদের সমক্ষে অসম্পন্ন থাকে না। স্ত্রী, পুরুষ কেহই তাহাদের নিকট নিস্তারলাভ করে না। সেনাপতি হাবেলকের ইউরোপীয় সৈনিকেরাও ঐরূপ কার্য্যের পাশবপ্রবৃত্তির পরিচালিত হইয়াছিল। এ সময় কাণপুরে তাহাদের গভীর উত্তেজনাজনক বিষয়সমূহ নবীনভাবে রহিয়াছিল। তাহাদের স্বপক্ষীয়দিগের অবরোধস্থানের অগুচ্চ মৃৎপ্রাচীর বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের বিদগ্ধ সৈনিকনিবাসের ভগ্নস্তূপ রহিয়াছিল। তাহাদের ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহপ্রাচীরে প্রচণ্ড গোলার আঘাতচিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। তাহাদের মহিলা ও বালকবালিকাদিগের শোণিতপ্রবাহে বিবিঘরের গৃহতল কর্দ্দমিত হইয়াছিল। উহার স্থানে স্থানে কুলকামিনীদিগের কেশগুচ্ছসমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল, শিশুদিগের খেলনা, জুতা, টুপি প্রভৃতি শোণিতস্রোতে রঞ্জিত ছিল। এক পার্শ্বে প্রাত্যহিক উপাসনার একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের অন্তিমে অন্তর্য্যামী ভগবানের নিকটে কাতরতাপ্রকাশের পরিচয় দিতেছিল। সমাগত সৈনিকেরা অবরোধস্থানে গমন করিল, তথায় তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত ও অনুশোচনায় অধীর হইয়া উঠিল, তাহারা

* কাণপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সেরার সাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। *Kaye, Sepoy-War. Vol. II. p, 390, note.*

বিবিঘরে উপনীত হইল, তথায় তীব্র যাতনানলে তাহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তর দগ্ধীভূত হইল, প্রতি শিরায় শোণিতপ্রবাহ খরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রতিহিংসাবহ্নির জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত হইল। তাহারা একেই মদিরাপানে উন্মত্ত ও বিবেচনাশূন্য ছিল, এখন এইরূপ উত্তেজনাজনক বিষয়ে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কাণপুরে কৃষ্ণবর্ণের অস্তিত্ববিলোপে উদ্যত হইল।

উন্মত্ত ইউরোপীয় সৈনিকগণ এই সময়ে কাণপুরে যেরূপ বিধ্বংসব্যাপার-সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের দল আর কোন স্থলে, কোন সময়ে তাদৃশ ভীষণ কার্য্যসাধন করে নাই। ইতিহাসে তাহাদের যে সমস্ত অমানুষিক কার্য্যের বর্ণনা রহিয়াছে, কাণপুরের ঘটনা তৎসমুদয়কেই অতিক্রম করিয়াছে। এ সময়ে সৈনিকনিবাসে বা সহরে তাহাদের কোনও শত্রু ছিল না। নানা সাহেবের সৈন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা কোন দিকে কোন স্থানে গিয়াছিল, তাহা কেহই জানিত না। কিন্তু নিৰ্দ্দয়প্রকৃতি ইউরোপীয় সৈনিকেরা উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের সকলেই আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে নিবিষ্ট ও ভারতের সমস্ত নগরকেই কাণপুরের ন্যায় আপনাদের স্বদেশীয়দিগের শোণিতে রঞ্জিত মনে করিয়াছিল। তাহারা কাণপুরে বা উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই নানা সাহেবের অনুচর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কোনও বিষয়ের সত্যতানিরূপণে তাহাদের প্রবৃত্তি রহিল না, কাহারও নির্দোষিত্ব বা অপরাধের নির্ণয়ে তাহাদের মনোযোগ থাকিল না। তাহারা যাহাকে দেখিতে পাইল অবলীলাক্রমে তাহারই শোণিতপাত করিতে লাগিল। স্ত্রী পুরুষ, বালকবালিকা, কেহই তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে নিস্কৃতিলাভ করিল না। এই সময়ে বিভিন্ন স্থানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, উত্তেজিত ইউরোপীয় সৈনিকেরা কাণপুরে দশ হাজার অধিবাসিহত্যা করিয়াছিল *। এক জন ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক ইহা অতিশয়োক্তিদূষিত

* *Martin Indian Empire. Vol II p 484*

বলিয়াছেন *। স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা সমেত দশহাজার অধিবাসিহত্যা অতিশয়োক্তিদূষিত হইতে পারে, কিন্তু হাবেলকের প্রমত্তসৈন্য যে, অবাধে সংহারকার্য্যসম্পাদন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে ইঙ্গরেজের শিবিরে কাণপুরের অতি অল্প লোকেই খাদ্য দ্রব্য লইয়া আসিত। অধিকাংশ অধিবাসীই ইঙ্গরেজ সৈনিকদিগের ভয়ে নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে আত্মগোপন করিয়াছিল, অনেকে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, অযোধ্যার দিকে গিয়াছিল। এক জনের অপরাধে তদ্দেশীয় সমুদয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান অবশ্য ন্যায়সঙ্গত নহে। পশু-প্রকৃতির বিনিময়ে, পশু-প্রকৃতির পরিচয় দিলে, মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয় না। ইঙ্গরেজ সৈন্য নিঃসন্দেহ গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল, যে হেতু তাহারা তাহাদের স্বদেশের কুলকামিনী ও শিশু সন্তানগণের শোণিতপ্রবাহ দেখিয়াছিল। তাহারা যাহাদের রক্ষার জন্য, অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোকের হস্তে নিহত হইয়াছিল। যে দেশের লোকের হস্তে তাহাদের নিরীহ কুলকন্যা ও বালকবালিকাদিগের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সেই দেশের সকলেরই শোণিতপাত করা তাহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিল। দয়াধর্ম্মে তাহাদের প্রকৃতি উন্নত হয় নাই। ন্যায়পরতা তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইয়া দেয় নাই। সুতরাং এইরূপ সর্ব্বসংহারকার্য্যে তাহারা লজ্জিত হয় নাই। কিন্তু যে সেনাপতি তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; অধীন সৈনিকদলের ঈদৃশ পাশব ব্যবহার, ইতিহাসে অবশ্য তাঁহার লজ্জার কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি সর্ব্বপ্রথম সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার মর্য্যাদারক্ষার জন্য কঠোর আদেশপ্রচার করিলে, তদীয় সৈন্য উন্মত্তভাবে সকলের প্রাণনাশ করিতে পারিত না। হাবেলক শেষে সৈনিকপুরুষদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সৈনিকেরা সর্ব্ববিধ্বংসের ন্যায় সর্ব্বস্ববিলুণ্ঠন করিতেছিল। কাণপুরে কাহারও জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। যেখানে যাহা পরিদৃষ্ট হইত, উন্মত্ত সৈনিকেরা তাহাই লুঠিয়া লইত। এদিকে তাহারা নিরন্তর মদ্যপানে আসক্ত হইয়াছিল। উগ্র মদিরায় তাহাদের সমস্ত কুপ্রবৃত্তি অধিকতর

* *Kaye, Sepoy War. Vol. II. p. 311, note.*

তেজস্বিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি হাবেলক সৈনিকদিগের পানদোষ-নিবারণ জন্য কাণপুরের সমস্ত মদ্য রসদবিভাগের জন্য ক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। আর তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণ জন্য এক জন সামরিক বিচারক নিযুক্ত করিলেন। বিচারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে, ব্রিটিশ সৈন্যের যে কেহ, লুঠতরাজ করিবে, তাহাকেই সামরিক পরিচ্ছদসহ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দলের সেনানায়কেরাও স্ব স্ব দলের সৈনিকদিগের ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতার নিবারণ জন্য মনোযোগী হইলেন।

সেনাপতি হাবেলক অতঃপর সৈনিকনিবাসের উত্তরপশ্চিমদিকে নবাবগঞ্জের নিকটে, দিল্লীগামী প্রশস্ত রাজপথরক্ষার জন্য একদল সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বিপক্ষেরা দলবদ্ধ হইয়া ঐ পথে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবে, কিন্তু সে সময়ে বিপক্ষসৈন্য উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার সৈন্য স্থানান্তরে অপসারিত হওয়াতে অন্য বিষয়ে সুফল হইয়াছিল। এ স্থান হইতে তাহাদের মদের দোকানে মদ্যপানের সুবিধা ছিল না। এজন্য তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সেনাপতি হাবেলক যখন সৈনিকদলের শৃঙ্খলাবিধান করিতেছিলেন, তখন সেরার সাহেব কাণপুরের মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যভারগ্রহণ-পূর্ব্বক সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষায় মনোযোগী হইলেন। ১৮ই জুলাই মাজিষ্ট্রেট সাহেব কাণপুরে ইঙ্গরেজের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত ও ইঙ্গরেজের আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কোতোয়ালীতে আবার অনেকে মাজিষ্ট্রেট সেরার সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পরদিন বিঠুরে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। হাবেলক ইতঃপূর্ব্বে চরমুখে যে সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অধিক সৈন্য প্রেরণ আবশ্যক বোধ করিলেন না। নানা সাহেব পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরেরা আত্মগোপন করিয়াছিল। কেবল সুবাদার রামচন্দ্রপন্থের পুত্র নানা নারায়ণরাও বিঠুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নানা ধুন্দুপন্থের এই অনুচর স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন না। ধুন্দুপন্থ ইঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষে নানা সাহেব পলায়ন করিলে নানা নারায়ণরাও

ব্রিটিশ সেনাপতির অনেক সাহায্য করেন * হাবেলক, নানা সাহেব ও তদীয় অনুচরবর্গের পলায়নসংবাদ ইঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হয়েন। যাহা হউক, বিঠুরের প্রাসাদ ও নানা সাহেবের ঐশ্বর্য্য এখন ব্রিটিশ সৈন্যের পদানত হইল। সৈনিকেরা বিঠুরের বহুমূল্য সম্পত্তিবিলুণ্ঠন করিল। প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী কূপসমূহে নানা সাহেবের স্বর্ণ বাসন, রৌপ্য ঘড়া প্রভৃতি পাওয়া গেল। শিখেরা পেশবা বাজীরাওর তিন লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তাখচিত তরবারি প্রাপ্ত হইল †। নানা সাহেবের বিস্তৃত প্রাসাদ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এইরূপে কাণপুরের পেশবার প্রাধান্যের পরিসমাপ্তির সহিত তাঁহার সমস্ত আশার অবসান হইল। ইঙ্গরেজ আবার কাণপুরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের হস্তে কাণপুরবাসিগণ দলে দলে নিহত হইল। এই সময়ে আর একজন কঠোরহৃদয় ব্রিটিশ বীরপুরুষ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা দেখাইবার জন্য, ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইলেন।

সেনাপতি নীল হাবেলকের গমনের পর এলাহাবাদরক্ষার বন্দোবস্ত ও কাণপুরে যাইবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বারাণসী হইতে কোনও সেনা প্রাপ্ত হয়েন নাই; যে হেতু তত্রত্য সৈনিক কর্ম্মচারী স্বীয় বলের অল্পতাপ্রযুক্ত, কাহাকেও পাঠাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, নীল এলাহাবাদরক্ষার জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করেন, এবং ঐ উপদেশলিপি, তাহার পরবর্ত্তী পদাধিকারীকে দিবার জন্য কাপ্তেন হে

* নানকচাঁদ নানা নারায়ণরাওকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন নানা নারায়ণ রাও নানা ধুন্দুপন্থকে গঙ্গার অপর তটে লইয়া গিয়াছিলেন। শেষে তিনি বিঠুরে প্রত্যাগত হয়েন। ** লোকে কহিয়াছে, নারায়ণরাও যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে নানা ধুন্দুপন্থকে ধরিতে পারিতেন।' এইরূপ নারায়ণরাওর বিপক্ষে আরও অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নানক চাঁদের কথা সকল স্থলে বিশ্বাসযোগ্য নহে। নানক চাঁদ লিখিয়াছেন, তিনি ১৭ই জুলাই কাণপুরের কোতোয়ালীর নিকটে সেনাপতি হাবেলক ও সেনাপতি নীলকে দেখিয়াছেন। কিন্তু সেনাপতি নীল ইহার তিন দিন পরে কাণপুরে উপনীত হয়েন।—*Kaye, Sepoy War., Vol II, p. ,) note*

† *Martin, Indian Empire Vol II, p, 384.* কথিত আছে, নানা সাহেব আত্মহত্যার জন্য একটী বৃহৎ "রুবি" লইয়া পলায়ন করেন। পরে তিনি উহা দশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন।—*Story of Cawnpur, pp 195.*

সাহেবের নিকটে রাখেন। ১৫ই জুলাই প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকট তারে এইরূপ আদেশ প্রেরণ করেন 'হাবেলকের শরীর তাদৃশ সুস্থ নহে। * * যদি হাবেলক কার্য্যে অসমর্থ হয়েন, তাহা হইলে আপনি ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আপনাকে ঐ স্থলে নিযুক্ত করা হইল। অতএব আপনি আপনার পরবর্ত্তী সৈনিক কর্ম্মচারীর হস্তে এলাহাবাদরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া, অবিলম্বে হাবেলকের সহিত মিলিত হইবেন।" প্রধান সেনাপতির এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, নীল ঐ দিন অপরাহ্নে কাণপুরে যাত্রা করেন। তিনি ২০শে জুলাই প্রাতঃকালে কাণপুরে হাবেলকের সহিত সম্মিলিত হয়েন।

সেনাপতি হাবেলক নীলের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন। এই সময়ে, লক্ষ্ণৌ উত্তেজিত সিপাহীদলে পরিবৃত হইয়াছিল, আগ্রা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, দিল্লী সিপাহীদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। হাবেলক কালবিলম্ব না করিয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি যখন গঙ্গা পার হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন তখন নীল কাণপুরের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

কাণপুরের হত্যাকাণ্ডে অপরাধীদিগের অনুসন্ধান ও তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান এখন নীলের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল। তিনি এলাহা-বাদের অধিবাসীদিগকে কেবল ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিয়াই নিরস্ত হইয়া ছিলেন। কাণপুরে ফাঁসির সহিত আর এক অভিনব কঠোর দণ্ড সংযো-জিত হইল। বিবিঘরের নিকটবর্ত্তী যে কূপে শবরাশি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নীলের আদেশে সৈনিকেরা তাহা মাটিতে পূর্ণ করিয়া, সমাধিস্থানের ন্যায় করিল। কিন্তু নীল বিবিঘর পরিষ্কৃত করিবার আদেশ দিলেন না। বিবিঘরের শোণিতপরিষ্কারের ভার অপরাধীদিগের প্রতি সমর্পিত হইল। নীল শোণিতময় গৃহতল ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ফাঁসির পূর্ব্বে হতভাগ্য অপরাধীরা নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিষ্কৃত করিতে আদিষ্ট হইল। নীল এবিষয়ে জাতিবর্ণবিচার করিলেন না। সর্ব্বপ্রথম ষষ্ঠ পদাতিদলের একজন স্থূলাবয়ব সুবাদারের হস্তে সম্মার্জ্জনী দেওয়া হইল। সুবাদার উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল; সুতরাং ফিরিঙ্গীর শোণিতপরিষ্কারে

সহজে সম্মত হইল না, অমনি তাহার পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। সুবাদার যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে স্বহস্তে নির্দ্দিষ্ট অংশ পরিষ্কৃত করিল অনন্তর তাহার ফাঁসির পর, তদীয় শব পকাগ্র পথের পার্শ্বে প্রোথিত হইল। কয়েক দিবস পরে আর কতিপয় ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া আনীত হইল। ইহাদের মধ্যে ইঙ্গরেজের দেওয়ানী আদালতের একজন মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল। এ ব্যক্তিও আপত্তি প্রকাশ করিল। পুন: পুনঃ কশাঘাতে শেষে এই হতভাগ্য মুসলমান জিহ্বাদ্বারা নির্দ্দিষ্ট অংশের রক্ত চাটিয়া ফেলিল।

কঠোরহৃদয় ইঙ্গরেজ বীরপুরুষ এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে এই ভাবে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন—"দুই শতের অধিক কুলকন্যা ও শিশুসন্তান এই গৃহে (বিবিঘরে) আনীত হইয়াছিল। অনেকে নৌকায় নিহত হইয়াছিল। অনেকে অবরোধ-সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা জ্বর, আমাশয় ও অতিসার হইতে বিমুক্ত ছিল, তাহারা এই স্থানে নিহত হয়। * * তাহাদিগকে প্রথমে অপকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইত, এবং তাহাদের সহিত নিকৃষ্টভাবে ব্যবহার করা হইত। শেষে তাহাদিগকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ দেওয়া হইত। তাহাদের কার্য্যের জন্য ভৃত্যগণও নিযুক্ত হইয়াছিল। শেষ দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল. পরক্ষণে দুরাচার দানবেরা তাহাদের দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। যাহারা ঐ স্থানে রোগে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের দেহ নিকটবর্ত্তী কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দুরাচারেরা যাহাদের হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের শবও ঐ কূপে নিক্ষেপ করে। আমি এই স্থানে আসিয়াই উক্ত গৃহ দেখিয়াছি। উহার স্থানে স্থানে মহিলা ও বালকবালিকাদিগের শোণিতরঞ্জিত ছিন্ন পরিচ্ছদ ও পাদুকা রহিয়াছে। মস্তকের বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছ সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। যে গৃহে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া, হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার মেজে শোণিতে পরিলিপ্ত হইয়াছে *। ইহাতে কেহই আপনার হৃদয়গত বেদনা সংযত

* সেনাপতি হাবেলকের সমভিব্যাহারী মেজর নর্থও উক্ত স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

করিতে পারে না। যাহারা এরূপ কার্য্য করিয়াছে, কেইবা তাহাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারে? * * যে দণ্ডে ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে নিরতিশয় বেদনা অনুভূত হয়, আমি এই কার্য্যে তাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপ দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করি *। এই দণ্ড হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের আপত্তি-জনক হইলেও বর্ত্তমান বিপদাপন্ন সময়ের সবিশেষ উপযোগী" *।

নীল যখন কাণপুরে উপনীত হয়েন, তখন উত্তেজিত শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিকেরা অবাধে অপরের সম্পত্তিবিলুণ্ঠন করে। তাঁহার কঠোর আদেশে সৈনিকেরা শেষে ইহাতে নিবৃত্ত হয়। তিনি এই সময়ে, বিলুণ্ঠন ও পূর্ব্বোক্ত দণ্ডবিধান সম্বন্ধে তাঁহার একজন আত্মীয়কে লিখিয়াছিলেন, "এই স্থানে যে দিন আসিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমাকে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থাপন জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার উপস্থিতি-সময়ে সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত হইতেছিল, আমি শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া উহা নিবারিত করিয়াছি। * * সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের ভৃত্যেরা সাতিশয় নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল। তাহাদের সকলেই নিম্নজাতির লোক। তাহারা আপনাদের প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তিবিলুণ্ঠন করিয়াছে। যখনই কোন বিদ্রোহী ধৃত হইয়াছে, তখনই তাহার বিচার হইয়াছে। সে আত্মরক্ষার জন্য কোন প্রমাণ দিতে না পারিলে অমনি তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। যে গৃহে কুলকামিনী ও শিশুসন্তানেরা নিহত হইয়াছিল, সেই গৃহের রক্ত এখনও দুই ইঞ্চ গভীর রহিয়াছে। আমি এই রক্তময় স্থানের নির্দ্দিষ্ট অংশ প্রধান বিদ্রোহীদিগের দ্বারা পরিষ্কৃত করাইয়াছি। রক্তস্পর্শ করা উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সাতিশয় জুগুপ্সিত কার্য্য। তাহাদের মতে এ কার্য্যে তাহাদের আত্মা অনন্তকাল কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তাহারা যাহাই

তাঁহারা যে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II p. 398, note.*

* *Ibid, p. 398,-399.*

মনে করুক,' একপ অপকার্য্যে এইরূপ শাস্তি দিয়া ঐ বিদ্রোহীদিগকে আশঙ্কাগ্রস্ত করাই আমার উদ্দেশ্য"। * * * *

সেনাপতি নীল এতদ্দেশীয় ভৃত্যদিগের বিশ্বাসঘাতকতাসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, জানা যায় নাই। এই সকল ভৃত্য অবরোধের স্থানে আপনাদের প্রভুদিগের পার্শ্বে থাকিয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিল। তাহারা সেই স্থানে অকাতরে দেহত্যাগ করিয়াছে, তথাপি প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। বিশ্বস্ত আয়ারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও শিশুদিগের পালন জন্য প্রভুপত্নীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারাও ঐ সকল হতভাগ্য নিহত জীবের সহিত পূর্ব্বোক্ত কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে *। ফলতঃ, সেনাপতি নীল সবিশেষ না জানিয়া এই সকল বিশ্বস্ত পরিচারকদিগকে অবিশ্বস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহারা যৎসামান্য বেতনের বিনিময়ে প্রভুর জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হয়, তাহাদের তুল্য হিতৈষী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর নাই। ভারতবর্ষীয় ভৃত্যেরা উপস্থিত সময়ে একপ হিতৈষিতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি এ সময়ে গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিলেন. উত্তেজনার আবেগে তিনি হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই হৃদয়েই নিদারুণ আঘাত দিতেও ত্রুটি করেন নাই। স্বহস্তে বিধর্ম্মীর শোণিতপীঠমার্জ্জন ও শোণিতপরিলেহন নিরতিশয় বীভৎস ব্যাপার। সুসভ্য দেশের সুসভ্য সেনাপতি এই বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নিঃসন্দেহ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মানুগত সংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যাহাদিগকে বিপক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাদের ফাঁসিতেও তাঁহার হৃদয় শান্ত হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে নিরতিশয় নিন্দনীয় কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসার পরিচয় দিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে লোকে জাতিনাশ ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কাতেই বিচলিত হইয়াছিল। সেনাপতি নীল এই আশঙ্কা দূরীভূত না করিয়া বর্দ্ধিত

* Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 385.

করিতেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সবিশেষ বিচারবিতর্ক না করিয়া, তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে উৎসন্ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আপনার এই কার্য্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন সময়ে, তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই। কোনরূপে তাঁহার সঙ্কল্প বিফল হয় নাই, বা কোন অংশে তাহার জিঘাংসা, ন্যায়পরতায় ও ধীরতায় সংযত হইয়া উঠে নাই।

এদিকে নীলের উপস্থিতির পূর্ব্বেই কাণপুরের সৈন্যসন্নিবেশের স্থান সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল। খেয়াঘাটের অনতিদূরে, প্রায় ২০০ গজ দীর্ঘ ও প্রায় ১০০ গজ বিস্তৃত একটি উন্নত ভূখণ্ড মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইতেছিল। সেনাপতি নীল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুসংখ্য শ্রমজীবী প্রাচীর নির্ম্মাণকার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলেই আপনাদের সামর্থ্যানুসারে কার্য্য করিতেছে। হাবেলকের নিরস্ত্রীকৃত অশ্বারোহী সৈনিকেরাও এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। নীল হাবেলকের নির্দ্দিষ্ট স্থান উৎকৃষ্ট ও আত্মরক্ষার সবিশেষ উপযোগী বোধ করিলেন। প্রাচীরনির্ম্মাণে কোনরূপ বিলম্ব ঘটিল না। শ্রমজীবীরা প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে লাগিল। প্রতিদিনই প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইতে লাগিল। ইহারা এইরূপে এক মাসেরও কম সময়ে, সাত ফীট্ উচ্চ, আঠার ফীট্ বেধবিশিষ্ট ও অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত প্রাচীর প্রস্তুত করিল। এই অভিনব প্রাচীরের যথাযোগ্য স্থানে কামানসমূহ স্থাপিত হইল। সেনাপতি হাবেলকের সৈন্য অধিক ছিল না। তিনি কাণপুরের জন্য আপনার দল হইতে কোন সৈনিক পুরুষ রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। শেষে আকস্মিক বিপদের নিবারণের জন্য অনিচ্ছাসহকারে আপন দলের তিন শত সৈন্য রাখিয়া লক্ষ্ণৌর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ইঙ্গরেজের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন ও শোণিতরঞ্জিত কাণপুরের রক্ষার উপায়বিধান হইল। ইঙ্গরেজ দীর্ঘকাল কাণপুরের নামে বিচলিত হইবেন। দীর্ঘকাল কাণপুর ইঙ্গরেজের হৃদয়ে ভয় ও ক্রোধ, অনুশোচনা ও বিদ্বেষের বিকাশ করিবে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল কাণপুরই হত্যাকাণ্ডের জন্য চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিবে না। যাহাদের

স্বদেশীয়েরা কাণপুরে নিহত হইয়াছে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীতে এরূপ ভয়াবহ পাপকার্য্য কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিবে। পূর্ব্বেও অসহায় সৈনিকদল আত্মসমর্পণ করিয়া, বিপক্ষের হস্তে নিহত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকারা পূর্ব্বেও তাহাদের শত্রুগণের তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে*। যেখানে বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই খানেই এইরূপ নিদারুণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। ১৬৪১ খ্রীঃ অব্দে আয়র্লণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্টধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীরা, কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্তে এইরূপ নিহত হইয়াছিল। ফ্রান্সে সেণ্টবার্থলমিউ পর্ব্বে হুগুইনট নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বিপক্ষদিগের হস্তে এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সিসিলির রাজধানীতে সায়ন্তন উপাসনাসময়ে বহুসংখ্য ফরাসী স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকাও উত্তেজিত লোকের তরবারির আঘাতে এইরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল†। মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে এইরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য জাতির ইতিহাসেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে‡। ইঙ্গরেজ যাহাদের

* Russell. Diary in India Vol. II p. 163-164

† খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অনেকে প্রচলিত কাথলিক ধর্ম্মমত পরিত্যাগপূর্ব্বক সংস্কৃতধর্ম্মানুশাসনপরিগ্রহ করিয়া হুগুইনটনামে প্রসিদ্ধ হয়েন। ইঁহারা ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দে আগষ্টমাসে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিনায়ক হেন্‌রির বিবাহ উপলক্ষে ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীতে উপনীত হয়েন। ফ্রান্সের ভূপাত, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার উত্তেজনায় ২৩শে আগষ্ট ইহাদের হত্যায় সম্মতিপ্রকাশ করেন। ২৪শে ও ২৫শে আগষ্ট বহুসংখ্য হুগুইনট নিহত হয়েন। এইরূপে ছয় সপ্তাহে অনুমান ৫০০০ হুগুইনট ফ্রান্সে হত হইয়াছিলেন।

‡ ফ্রান্সের অন্তর্গত আঞ্জোনামক জনপদবাসী চার্লস ১২৬৬ খ্রীঃ অব্দে সিসিলির শাসনভার গ্রহণ করেন। ইঁহার আধিপত্যসময়ে সিসিলির অধিবাসীরা নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হয়। স্পেনের অন্তঃপাতী আরাগণ নামক স্থানবাসী পিদ্রোকে রাজা করিবার জন্য সিসিলির অধিবাসীরা চার্লসের বিপক্ষে ষড়্‌যন্ত্র করে। একদা একজন ফরাসী সৈনিক সিসিলির একটি বধূকে, অপমানিত করাতে অধিবাসীরা প্রকাশ্যভাবে তত্রত্য ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। ১২৮২ অব্দের ৩০শে মার্চ্চ সিসিলির রাজধানী পলর্‌মোতে যখন সায়ন্তন উপাসনার্থ ঘণ্টাধ্বনি হয়, তখন উন্মত্ত সিসিলিবাসীদিগের তরবারির আঘাতে ৮,০০০ ফরাসী স্ত্রীপুরুষ ও বালকবালিকা প্রাণত্যাগ করে।

Russell, Diary in India. Vol. II. p, 164.

উপর আধিপত্যস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারাই ইঙ্গরেজের সর্বনাশে উদ্যত হইয়াছিল। পরাধীন, পরধর্মাক্রান্ত, কৃষ্ণবর্ণ জাতির হস্তে, আপনাদের কুলকন্যা, শিশুসন্তানপ্রভৃতি নিপীড়িত, নিগৃহীত ও নিহত হওয়াতেই ইঙ্গরেজের মর্ম্মান্তিক ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা নিগর বলিয়া যাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, তাহারাই যে, তাঁহাদের স্বদেশীয়-গণের শোণিতপাতে অগ্রসর হইবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু শেষে এই অবজ্ঞার পাত্রেরাই দলে দলে অসি হস্ত করিয়া, তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই অচিন্তনীয় ব্যাপারের জন্য ইঙ্গরেজ কাণপুরকে অসাধারণ ঘটনার রঙ্গভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু এক সময়ে এই নিগরদিগের সাহায্যেই ইঙ্গরেজ ভারতের রত্নসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, তাঁহাদের অবজ্ঞার পাত্র নিগরেরা সহায় না হইলে, তাঁহারা সহজে এই বহুসম্পত্তিপূর্ণ, বহুলোকাকীর্ণ ও বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্ব্বাধিপতি বলিয়া সম্পূজিত হইতে পারিতেন না। যাহারা এইরূপ সর্ব্বাধিপত্যস্থাপনে ইঙ্গরেজের সহায় হইয়াছিল, তাহাদের চিরপ্রচলিত অনুশাসন, চিরন্তন রীতিনীতি ও চিরাগত স্বত্বের মর্য্যাদারক্ষা হইলে ইঙ্গরেজ বোধ হয়, কাণপুরেও অক্ষত-শরীরে থাকিতেন।

আর নানা সাহেব? ইঙ্গরেজ হয়ত চিরকাল নানা সাহেবকে নরাকারে ভীষণ শ্বাপদ বা ক্রূরপ্রকৃতি নরদানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু এই নরশ্বাপদ বা নরদানবই অনেক সময়ে তাঁহাদের স্বদেশীয়দিগের প্রতি যথোচিত সৌজন্য প্রদর্শন ও করুণা প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। আজিম উল্লা প্রভৃতি বিরোধী না হইলে কাণপুরের ইউরোপীয়েরা নিরাপদে ও অক্ষতদেহে এলাহাবাদে যাইতে পারিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা যখন ইউরোপীয় সৈনিকদিগের কোন অনিষ্ট না করিয়া, দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন আজিমউল্লার মন্ত্রণায় তাহারা কাণপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আজিমউল্লা সতীচৌর ঘাটে হত্যার উপায় উদ্ভাবিত করেন*। এ বিষয়ে নানা সাহেবের

* *Trevelian, Cawnpur, p. 226.*

সম্মতি ছিল না। স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল বলিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিমউল্লা প্রভৃতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, বা তাঁহার হৃদয়গত বেদনায় বিচলিত হয়েন নাই *। আজিমুল্লা, কাণপুরের সমুদয় কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। আজিমুল্লার মন্ত্রণায় পবিত্রসলিলা জাহ্নবী ইউরোপীয়দিগের শোণিতে রঞ্জিত এবং বিবিধর অসহায় কুলকামিনী ও শিশুসন্তানের বিচ্ছিন্ন দেহনিঃসৃত রক্তধারায় পরিলিপ্ত হয় †। নানা সাহেব পারিষদবর্গের একান্ত বশীভূত ছিলেন। এক দিকে উত্তেজিত সিপাহীরা, আপনাদের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য না হইলে, তাঁহার শোণিতপাত করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছিল, অপর দিকে পারিষদেরা তাঁহার কোনও কথা না শুনিয়া, তাঁহার নামে আপনারাই ভয়ঙ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। নানা সাহেব, দুই দিকে দুইটি প্রবলদলের মধ্যে পড়িয়া, সর্ব্বাংশে ক্ষমতাশূন্য হইয়াছিলেন। যে স্থানে তিনি কাহারও প্রতি দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হইতেন, সেই স্থানেই তাঁহার কোন পারিষদ আসিয়া বাধা দিতেন। যে স্থানে কেহ কোন ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার শিবিরে লইয়া আসিত, সেই স্থানেই তাঁহার পরিবর্ত্তে, তদীয় কোন সভাসদ আসিয়া, অবরুদ্ধ হতভাগ্যের হত্যার বন্দোবস্ত করিতেন ‡। এইরূপে কাণপুরে

* যখন ঘাটে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তখন নানা সাহেব আপনার শিবিরে ছিলেন। তিনি এই কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই, বরং বলিয়াছিলেন, "আমি ইঙ্গরেজদিগকে নিরাপদে এস্থান হইতে পাঠাইয়া দিতে বস্তুতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সুতরাং তাহাদের হত্যায় কখনও সম্মত হইতে পারি না।" কিন্তু বাল সাহেব, আজিমুল্লা খাঁ ও দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের মুসলমানেরা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করে। তাহারা বলিয়াছিল, "আমরা কোনরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হই নাই, সুতরাং আমাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিব।"—*Shepherd, Cawnpur Massacre, p. 117*

† *Thomson, Story of Cawnpur, p. 213. Comp. Russell, Diary in India Vol. II p. 167*

‡ উপস্থিত গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা দেখ।—২৯ শে জুন প্রাতঃকালে কয়েকটি বালক কাণপুরের গঙ্গার অপর তটে ক্রীড়া করিতেছিল। সহসা তাহারা একটি ইউরোপীয় কর্ম্মচারীকে নিকটবর্ত্তী গর্ত্তে লুক্কায়িত দেখে। বালকেরা তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী পল্লীর কৃষকদিগের নিকটে লইয়া যায়। কৃষকেরা আবার তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের প্রধানের নিকটে গমন করে। তিনি ভারতবর্ষের কোন ভাষা জানিতেন না এজন্য কেবল লক্ষ্ণৌর দিকে অঙ্গুলিপ্রসারণ করিয়া,

ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কথিত আছে, নানা সাহেব কোন কোন সময়ে হত্যাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কোন কোন স্থলে স্বয়ং হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন *। কিন্তু যে স্থলে তাঁহার উপস্থিতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে ঘটনার দর্শক, তাঁহার অনুপস্থিতির উল্লেখ করিয়াছে†। তিনি কোন হত্যাস্থলে উপস্থিত থাকিলে বা কোন সময়ে হত্যার আদেশ দিলেও তাঁহার তদানীন্তন অবস্থার বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষ যখন অবস্থাচক্রের আবর্ত্তনে বিপক্ষের সম্মুখে সর্ব্বাংশে অসহায় ও অরক্ষণীয় হইয়া উঠে এবং যখন বিপক্ষের আক্রমণে তাহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়, তখন সে উত্তেজনায় অধীর ও নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া, বিপক্ষ-সংক্রান্ত সকলকেই সমূলে উৎসন্ন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। হতভাগ্য নানা সাহেবেরও শেষে এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ইতিহাসেও হতাশহৃদয়ের এইরূপ গভীর উত্তেজনার নিদর্শন বিরল নহে। যাহা হউক, নানা সাহেব,

আপনার গন্তব্য স্থান জ্ঞাপন করেন। পল্লীবাসীরা তাঁহাকে চিনা খাইতে দেয়। সাতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হওয়াতে তিনি উহা দুই হাতে ভোজন করেন। সদাশয় কৃষকেরা তাঁহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া, তদীয় জীবনরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানের কতিপয় ভূস্বামীর অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর আসিয়া উক্ত ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করে। তাহারা ইউরোপীয়কে লইয়া কাণপুরে উপস্থিত হয়। তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি নানা সাহেবকে আনিতে গমন করে। কিন্তু নানা সাহেবের পরিবর্ত্তে বাবা ভট্ট আসিয়া নানা সাহেবের নামে ঐ সকল সশস্ত্র ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়ের প্রাণসংহার করিতে বলেন। তাহারা কহে—"এই ব্যক্তির হস্তে অস্ত্রসমর্পণ করুন, এবং ইহাকে আমাদের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে বলুন; তাহা হইলেই আমরা আঘাতের বিনিময়ে ইহাকে আঘাত করিব। এ ভাবে হত্যা করিতে পারিব না।" এই সময়ে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের কতিপয় সিপাহী ঘটনাক্রমে এই স্থলে আসিয়া বাবাভট্টের আদেশপালন করে।—*Trevelyan, Cawnpur p, 276-277.*

* কথিত আছে, নানাসাহেবের বিঠুরের প্রাসাদে বিবি কার্টার নামে একটি গর্ভবতী ইউরোপীয় মহিলা অবরুদ্ধ ছিল। উক্ত মহিলা ঐ স্থানে একটি সন্তান প্রসব করে। পেশবা বাজীরাওর বিধবা পত্নীগণ ইহার সহিত সদয় ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। নানা সাহেব যখন বিঠুর হইতে পলায়ন করেন, তখন এই মহিলা ও তদীয় শিশুসন্তানের প্রাণসংহারের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রাসাদরক্ষকেরা এই আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই।—*Kay Sepoy War. Vol. II. p. 391, note.*

† উপস্থিত গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁহার মুসলমান সচিবের মন্ত্রণায় পরিচালিত ও অনিবার্য্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া আপনাদের পনষ্ট গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায়, ইঙ্গরেজের বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু অপরাধ গুরুতর হইলেও অপরাধীর শাস্তি লঘুতর হয় নাই। হতভাগ্য নানা সাহেব কঠোরতম শাস্তিই ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার বহুমূল্য সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছে, তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদ বিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সম্মান ও ক্ষমতা, এই বিনশ্বর জগতে নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চলভাবের পরিচয় দিয়াছে; আর তিনি সর্ব্বক্ষমতা হইতে পরিভ্রষ্ট, সর্ব্বসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত ও আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, হয় ত, শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে বা বিপত্তিময় দুরারোহ পর্ব্বতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি এখন শান্তিসলিল প্রক্ষিপ্ত হউক, তিনি এখন কঠোরহৃদয় ঐতিহাসিকের কঠোর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করুন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা—তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণামচিন্তাপূর্ব্বক এখন বিরুদ্ধবাদিগণ সমদর্শিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়া সহৃদয়দিগের বরণীয় হউন।

পরিশিষ্ট।

[ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের নামে, ইংরেজদিগের প্রতি জনসাধারণের বিদ্বেষ ও তাঁহাদের সাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য, যে সকল ঘোষণাপত্র ও আদেশপত্র প্রচারিত হয়, নানা নারায়ণ রাও তৎসমুদয় সেনাপতি নীলের হস্তে সমর্পণ করেন। কে সাহেব স্বপ্রণীত ইতিহাসে ঘোষণাপত্র ও আদেশপত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ভাবমাত্র এই স্থলে সঙ্কলিত হইল।]

৬ই জুলাই তারিখের ঘোষণাপত্র।

'কলিকাতা হইতে কাণপুরে এই মাত্র একজন পথিক উপস্থিত হইয়াছে। সে শুনিয়াছে, টোটাবিতরণের পূর্ব্বে হিন্দুস্থানীদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য একটি সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতিতে এই প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, সাত আট হাজার ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা পঞ্চাশ হাজার হিন্দুস্থানী বিনাশ করা হইবে, এবং অবশিষ্ট খৃষ্টীয়ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে। এই প্রস্তাব মহারাণী বিক্টোরিয়ার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। মহারাণীও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। পুনর্ব্বার আর এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। ইঙ্গরেজ বণিকেরা এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। সভায় স্থির হইয়াছে যে, হিন্দুস্থানী ও ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা সমান করিতে হইবে। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিবে না। ইঙ্গলণ্ডের লোকে এই মত জানিয়া, তাড়াতাড়ি ৭৫ হাজার সৈন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদের যাত্রার সংবাদ কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে। এতদ্দেশের সৈনিকদিগকে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, কলিকাতার সাহেবেরা টোটাবিতরণের আদেশ দিয়াছে। সৈনিকগণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, রায়তদিগকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে বিলম্ব হইবে না। ঐ সকল টোটায় শূকর ও গাভীর বসা মিশ্রিত রহিয়াছে। যে কারখানায় উক্ত টোটা প্রস্তুত হয়, তথাকার বাঙ্গালীরা ইহা অবগত আছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা এ বিষয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের এক জনের ফাঁসী হইয়াছে ও অবশিষ্ট কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাহেবেরা এখানকার আয়োজন করিয়াছে। ইউরোপের সংবাদ এই, তুরস্কের দূত লণ্ডন হইতে সুলতানকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক হিন্দুস্থানীদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু-

স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। রুমের সুলতান—ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব অক্ষয় করুন—মিশরের শাহের নিকটে এই মর্ম্মে ফর্ম্মান পাঠাইয়াছেন, "আপনি মহারাণী বিক্টোরিয়ার মিত্র। কিন্তু এখন মিত্রতারক্ষার সময় নহে। আমার দূত লিখিয়াছেন যে, পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য হিন্দুস্থানের রাইয়ত ও সৈনিকদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে। অতএব এ সম্বন্ধে আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহাতে উদাসীন হইলে আমি কি করিয়া, ঈশ্বরকে মুখ দেখাইব। আমাকেও হয়ত এক সময়ে এইরূপ দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। কারণ ইঙ্গরেজেরা যখন হিন্দুস্থানীদিগকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে, তখন আমার রাজ্যেও ঐরূপ চেষ্টা করিবে।"

"মিশরের অধিপতি এই ফর্ম্মান পাইয়া ইঙ্গরেজসৈন্যের উপস্থিতির পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের পথে আলাকজান্দ্রিয়া নগরীতে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজসৈন্য যে মুহূর্ত্তে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই শাহের সৈন্য সকল দিক্ হইতেই কামানের গোলা চালাইয়া, তাহাদিগকে বিনষ্ট ও তাহাদের জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। তাহাদের এক জন সৈনিকও পলাইতে পারে নাই।

"কলিকাতায় ইঙ্গরেজেরা টোটাবিতরণের আদেশ প্রচার করাতে যখন গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা লণ্ডন হইতে আগ্রহসহকারে আপনাদের সাহায্যকারী সৈন্যের আগমনপ্রতীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তিতে তাহারা অগ্রেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্যের বিনাশসংবাদ পাইয়া গবর্ণর জেনেরল সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, এবং হতাশহৃদয়ে শিরে করাঘাত করিয়াছেন।

'রজনীপ্রারম্ভে যেই ছিল অতিশয়
শক্তিমান্ ধনবান্ প্রভু সর্ব্বময়।
প্রভাতে হইল তার শিরোহীন দেহ,
মস্তকে মুকুট তার না দেখিল কেহ।
গগনের আবর্ত্তনে মাত্র একবার,
নাদির শা না রহিল কোন চিহ্ন তার।'

পেশবার রঞ্জিতোগ্যান হইতে প্রকাশিত।"

"কাণপুরের কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে।

এতদ্দ্বারা আপনার প্রতি এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি আপ-

নার বিভাগের অধিবাসীদিগকে এই বিষয় জানাইবেন যে, যদি কেহ ইঙ্গরেজ-দিগের চৌকি, টেবিল, টীন বা ধাতুময় বাসন, অস্ত্র, বগীগাড়ী, ডাক্তারের সরঞ্জাম, ঘোড়া অথবা রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের লোহা, তাম্র, কোট, জামা প্রভৃতি বিলুণ্ঠন করিয়া আপনার অধিকারে রাখে, তাহা হইলে সে, সেই সকল দ্রব্য বাহির করিয়া দিবে। যদি কেহ এই সকল দ্রব্য গোপন করে, এবং পরে তাহার বাটীতে অনুসন্ধান করিলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যথোচিত শাস্তি হইবে। কাহারও গৃহে কোন ইঙ্গরেজ বা তাহাদের শিশুসন্তান থাকিলে সে ব্যক্তি বিনা জিজ্ঞাসায় তাহাদিগকে আনিয়া দিবে। যদি কেহ এ বিষয় গোপনে রাখে, তাহা হইলে তাহাকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

৪ঠা জিকদ, অথবা ২৪শে জুন, ১৮৫৭ খৃঃ অঃ।”

“রঘুনাথ সিংহ, ভবানী সিংহ প্রভৃতি সমীপে।

সীতাপুরের সৈনিকদলের (একচত্বারিংশ পদাতিদল) অধিনায়কগণ এবং সেকন্দ্রার প্রথম অশ্বারোহিদলের নায়েব রেসেলদার ওয়াজিদ আলিখাঁ।

সাদর সম্ভাষণ—আপনারা মীর পুনা আলির সঙ্গে যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা পহুঁছিয়াছে। আবেদনপত্রের বিষয় আমার গোচর হইয়াছে। আপনাদের সাহস ও পরাক্রমের সংবাদে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনারা নিরতিশয় প্রশংসার পাত্র। আপনারা এইরূপ কার্য্য করুন। লোকেও এইরূপ করিতে থাকুক। এখানে অদ্য ২৭শে জুন) শ্বেতপুরুষেরা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং সর্ব্বসংহারকের সংহারিণী শক্তিতে তাহারা সকলেই নরকে প্রবেশ করিয়াছে। এই ঘটনার সম্মান জন্য তোপধ্বনি হইয়াছে। আপনারাও এই বিজয় ব্যাপারে তোপধ্বনি করিয়া আহ্লাদপ্রকাশ করিবেন। অধিকন্তু, আপনারা অবিশ্বাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কয়েক দিনের মধ্যে যখন এই বিভাগে শান্তি-স্থাপিত হইবে, তখন যে সকল বিজয়ী সৈন্য এখন একটি বৃহৎ সৈনিক দলে পরিণত হইতেছে, এবং প্রত্যহ যাহাদের দলবৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা গঙ্গাপার হইয়া, যাবৎ আমি উপস্থিত না হইব, তাবৎ ঐ সকল অবিশ্বাসীকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। শীঘ্রই এইরূপ ঘটিবে। আপনারা ঐ সময়ে সাহস-প্রদর্শন করিবেন। মনে রাখিবেন, লোকের উভয় ধর্ম্মেই শ্রদ্ধা আছে।

ইহাদের যেন কখনও কোনরূপে ক্ষতি ও অনিষ্ট না হয়। ইহাদের রক্ষার জন্য যত্নশীল হইবেন এবং অভিযানের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।

৪ঠা জিকদ, ২৭শে জুন, ১৮৫

"কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে।

ঈশ্বরের প্রসাদে এবং মহারাজের সৌভাগ্যে পুনা ও পাটনার সমস্ত ইঙ্গরেজ নিহত ও নরকে প্রেরিত হইয়াছে। দিল্লীর পাঁচ হাজার ইঙ্গরেজ, সম্রাটের সৈন্যের তরবারির আঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছে। মহারাজ এখন সর্ব্বত্রই জয়ী হইতেছেন। অতএব আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি এই আনন্দসংবাদ সমস্ত সহরে সমস্ত পল্লীতে ঢেঁটরা পিটাইয়া ঘোষণা করিবেন, যেন সকলেই ইহা শুনিয়া আমোদ করিতে পারে। এখন আশঙ্কার সমস্ত কারণ তিরোহিত হইয়াছে।

৮ই জিকদ, ১লা জুলাই ১৮৫৭।"

"অযোধ্যার অন্তর্গত ধুন্দিয়াখেরার তালুকদার বাবু রামবক্স্ সমীপে।

সাদর সম্ভাষণ—আপনার ৬ই জিকদ (২৯শে জুন) তারিখের আবেদন-পত্রপাঠ করিয়াছি। এই পত্রে ইঙ্গরেজদিগের হত্যা ও দুই জন কর্ম্মচারীর সহিত আপনার ভ্রাতা সুর্থনিন সিংহের মৃত্যুসংবাদ আছে, এবং আপনি আপনার প্রগাঢ় কার্য্যতৎপরতার পুরস্কারস্বরূপ আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনাকে এতদ্দারা জানান যাইতেছে যে, আমি আপনার এই ক্ষতিতে দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট মস্তক অবনত করা উচিত। অধিকন্তু এই ঘটনা (আপনার ভ্রাতার মৃত্যু) আমার রাজত্বের কারণ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। অতএব আপনি আমার চিরকাল রক্ষণীয় থাকিবেন। আপনার কোন বিষয়ে ভয় নাই। আমার রাজত্বে আপনি অবশ্যই বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

১০ই জিকদ, ৩রা জুলাই, ১৮৫৭

"কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে।

"এলাহাবাদ হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে শুনিয়া, সহরের কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক পল্লীসমূহে আশ্রয়স্থানের অনুসন্ধান

করিতেছে। আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে, আপনি সহরে ঘোষণা করিবেন যে ইঙ্গরেজদিগকে তাড়িত করিবার জন্য পদাতি, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা ফতেহপুর, এলাহাবাদ যেখানেই হউক, ইংরেজসৈন্য দেখিলেই তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবে। সকলেই যেন নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে থাকিয়া আপনাদের কার্য্য করে।

১২ই জিকদ ই জুলাই ১৮৫৭।"

"সৈনিকদলের অধিনায়কগণ সমীপে।

আমি আপনাদের উৎসাহ সাহস ও রাজভক্তিতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনাদের পরিশ্রম নিরতিশয় প্রশংসার যোগ্য। বেতন ও পারিতোষিকের যে হার অবধারিত হইয়াছে, আপনাদের জন্যও সেই হার অবধারিত হইবে। আপনারা নিশ্চিন্ত হউন। যেরূপ প্রতিশ্রুতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে। অন্য সকল শ্রেণীর সৈন্য লক্ষ্ণৌ যাইবার জন্য গঙ্গা পার হইবে। কাফেরদিগের হত্যা ও তাহাদিগকে নরকে প্রেরণের জন্য আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করা হইবে। জয়লাভের জন্য আপনাদের উদ্যম ও সাহসের উপরই এখন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যাইতেছে। এই আদেশপত্রপ্রাপ্তির পর আপনারা আপনাদের স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত পত্র দ্বারা আমাকে জানাইবেন যে এই আদেশপত্রের সমস্ত বিষয় আপনাদের গোচর হইয়াছে এবং আপনারা অবিশ্বাসীদিগের বিনাশের জন্য আমার সহকারী হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। অস্ত্রাদির জন্য আপনাদের কোন ভয় নাই। গোলা, গুলি, বারুদ ও বৃহৎ বৃহৎ কামান যাহা আবশ্যক হইবে পাওয়া যাইবে। লক্ষ্ণৌর কোতোয়াল সরফ্-উদ্দৌলা ও আলি বেগ এই সকল দ্রব্য যোগাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা আদেশানুরূপ কার্য্য করিবেন। যদি তাঁহারা কর্ত্তব্যসম্পাদন না করেন তবে আমায় জানাইবেন তাঁহাদের গুরুতর শাস্তিবিধান হইবে। আপনারা সকলেই সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিবেন আপনাদের জয়লাভ হউক। আপনাদের ব আমার সন্দেহদোলায়মান হইবার কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপে তাড়াতাড়ি জয়লাভের পর এলাহাবাদে যাইয়া জয়লাভ করিতে হইবে।

১৭ জিকদ্ ই জুলাই ১৮৫৭

"কাপ্তেন জোয়ালা প্রসাদ সমীপে।

সাদর সম্ভাষণ—আপনার আবেদনপত্র পঁহুছিয়াছে। ইহাতে আপনি

[উল্লে]খ করিয়াছেন যে, ইউরোপীয়দিগের সাতখানি নৌকা যখন কাণপুর হইতে [যা]য়, তখন আপনার লোকে আমার সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, [ন]বাবের আজিজ গ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত পথে গুলি নিক্ষেপ করিয়া, নৌকারূঢ় ইউ- [রো]পীয়দিগের হত্যা করিয়াছে। এই স্থানে আপনি স্বয়ং অশ্বচালিত তোপ [ল]ইয়া সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, এবং ছয়খানি নৌকা ডুবাইয়া দিয়া- [ছে]ন। একখানি বায়ুবেগে রক্ষা পাইয়াছে। আপনি মহৎ কার্য্যসম্পাদন করিয়াছেন। আপনার ব্যবহারে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার রাজত্বের জন্য এইরূপ একাগ্রতা ও যত্নাতিশয় প্রদর্শন করুন। এই অনুমতিপত্র আপনার প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ প্রেরিত হইল। আপনি একজন অবরুদ্ধ ইউরোপীয়ের সহিত যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন তাহাও হস্তগত হইয়াছে। উক্ত ইউরোপীয় নরকে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে আমি অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। ১৬ই জিকদ, ৯ই জুলাই, ১৮৫৭।”

“শিরসুলের থানাদার সমীপে।

মহারাজ পেশবা বাহাদুরের বিজয়ী সৈন্য ইউরোপীয়দিগকে বাধা দিবার জন্য এলাহাবাদের অভিমুখে গমন করিয়াছিল। এখন সংবাদ আসিয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা পেশবা বাহাদুরের সৈনিকদিগকে পতারিত করিয়াছে, তাহা- দিগকে আক্রমণপূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কতিপয় ইউ- রোপীয় সৈনিক নাকি তথায় অবস্থিতি করিতেছে। অতএব আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে আপনি আপনার বিভাগের ও ফতেহপুরের ভূস্বামীদিগকে জানাইবেন যে, সকল সাহসী পুরুষই যেন আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা এবং ইউ- রোপীয়দিগকে তরবারিমুখে সমর্পণ ও নরকে প্রেরণের জন্য হৃদয়ের সহিত কার্য্য করেন। আপনি প্রাচীনবংশীয় ও ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীকেই আপনার পক্ষে আনিবেন; তাহাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মের জন্য একতাবদ্ধ হইতে এবং সমস্ত বিধর্ম্মীকে হত্যা ও নরকে প্রেরণ করিতে সম্মত করাইবেন। অধিকন্তু তাহা- দিগকে জানাইবেন যে, মহারাজ প্রত্যেককেই তাঁহার প্রার্থিত বিষয় দিবেন এবং যাহারা সাহায্য করিবেন, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।

২০শে জিকদ, ১৩ই জুলাই, ১৮৫৭।”

"লক্ষ্ণৌস্থিত অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতি সৈন্যের বাহাদুরগণ এবং অধিনায়কগণ সমীপে।

সম্ভাষণ—প্রায় এক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য কয়েকটি কামান লইয়া, এলাহাবাদ হইতে কাণপুরের অভিমুখে আসিতেছে। এই সৈন্যের গতিরোধ ও হত্যার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। উভয় পক্ষেই অনেক আহত ও নিহত হইতেছে। ইউরোপীয়েরা এখন কাণপুরের সাত ক্রোশ দূরে আছে। যুদ্ধ প্রবল পরাক্রমের সহিত হইতেছে; সংবাদ আসিয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা জাহাজে ও নদীপথে আসিতেছে এজন্য কাণপুর সহরের বাহিরে সুদৃঢ়-ভাবে সৈন্যসন্নিবেশস্থান প্রস্তুত হইতেছে। এখানে আমার সৈন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, দূরে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতএব আপনাদিগকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত ব্রিটিশ সৈন্য নদীর এ পারে বাইশধারা বিভাগের বিপরীত দিকে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহারা গঙ্গাপার হইবার চেষ্টা করিতে পারে। অতএব আপনারা বাইশধারায় তাহাদের গতিরোধের জন্য কতিপয় সৈন্য অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন। আমার সৈন্য এই দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই উভয় সৈনিকদলের একতায় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়—অবিশ্বাসীদিগের হত্যা সম্পন্ন হইতে পারে।

"যদি ইউরোপীয়েরা বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহারা নিঃসন্দেহ দিল্লীর দিকে ধাবিত হইবে। কাণপুর ও দিল্লীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। তাহাদের সমূলে বিনাশের জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত।

"এরূপ খবর যে, ব্রিটিশ সৈন্য গঙ্গা পার হইতে পারে। এখনও কতিপয় ইংরেজ বেলিগার্ডে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে। এখানে কোন ইংরেজ জীবিত নাই। ইউরোপীয়দিগকে চারি দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া, বিনষ্ট করিবার জন্য নদীর এ পারে শিবরাজপুরে অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন।
২৩শে জিকদ, ১৬ই জুলাই, ১৮৫৭।"

[নানা সাহেবের নামে প্রচারিত আদেশ পত্র সমূহের মধ্যে এইখানই শেষ আদেশপত্র। ১৬ই জুলাই হাবেলক কাণপুরের যুদ্ধে জয়ী হয়েন। নানা সাহেব পলায়ন করেন।

তৃতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।